মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ

হযরত ওসমান

খুলাফায়ে রাশেদীন গ্রন্থমালা : ৩

হযরত ওসমান

মুহম্মদ বরকতুল্লাহ

আহমদ পাবলিশিং হাউস

www.bjilibrary.com

প্রকাশক

মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ই-মেইল : info@ahmedph.com

প্রকাশকাল

এপ্রিল ১৯৬৮ / পৌষ ১৩৭৫

দশম মুদ্রণ

নভেম্বর ২০১৯ / কার্তিক ১৪২৬

প্রচ্ছদ

গোপাল মণ্ডল

বর্ণবিন্যাস

ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

বেলাল অফসেট প্রেস
৪ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য

দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 978 984 11 0736 9

HAZRAT OSMAN [Biography of Hazrat Osman in Bengali] :
by Muhammad Barkatullah
Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100.
10th Edition : November 2019
Price : **BD. 250.00 & US $ 10.00 Only.**

ঘরে বসে আহমদ পাবলিশিং হাউস-এর যে কোন বই কিনতে ভিজিট করুন :
www.rokomari.com/ahmedpublishinghouse

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে, তথা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে, ইসলামের প্রতিষ্ঠা যে আশ্চর্যতম ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নেই। মরু আরবের অধিবাসী শতধাবিচ্ছিন্ন ও ছন্নছাড়া এক বিশাল মানব গোষ্ঠীকে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব তৌহিদের মায়াডোরে বাঁধিয়া এমন এক শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন, যার জয়গান একদা পৃথিবীকে মুখরিত করিয়াছিল। সে জাতির কীর্তিগাথা স্মরণে আনিতে আমাদের প্রাণে পুলকের সঞ্চার হয়; হৃদয় এক অভূতপূর্ব গৌরবের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সেই ছন্নছাড়া মানুষ্য উপাদান জগতের অলক্ষিত ও অবহেলিত অবস্থায় সারা জাযিরাতুল আরবে বিক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু তপসিদ্ধ মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সেই শতধা-বিচ্ছিন্ন ধুনীয়ারা জাতি কল্যাণময় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং জগতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরাতন জাতিসমূহের ক্ষীয়মাণ সভ্যতার জীর্ণ খোলস উন্মোচিত করিয়া সর্বত্র এক উন্নত সভ্যতার আলোক প্রবাহ সঞ্চালিত করে। সে এক মহা বিস্ময়কর পরিবর্তন। আপাতদৃষ্টিতে এ কাজ মানবের অসাধ্য মনে হইলেও একজন মানুষের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে সে সত্যই সম্ভবপর হইয়াছিল, ইসলামের ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

বিশ্বের এই আশ্চর্যতম ঘটনা ('the greatest miracle') সংঘটিত হইবার কালে যে কয়জন মহাপ্রাণ ব্যক্তি নবীর দক্ষিণ হস্তরূপে কার্য করিয়াছিলেন, সুদিনে-দুর্দিনে, সুখে-দুঃখে, সকল অবস্থায় তাঁহার পার্শ্বে থাকিতেন এবং নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও অকৃত্রিম সহযোগিতার দ্বারা মুসলিম জাতিকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,-সেই 'সাহাবায়ে কেরাম'দের ভিতর হযরত ওসমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নবীর দুই কন্যাকে বিবাহ করার জন্য তিনি 'ওসমান জুন্নুরায়েন' এই গৌরবময় নামে অভিহিত হইয়াছিলেন এবং এই নামেই তিনি মুসলিম জাহানে সুপরিচিত।

মহানবীর তিরোধানের পর যাঁহারা নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর দুই বৎসর এবং দ্বিতীয় খলিয়া হযরত উমর দশ বৎসর রাজত্ব করার পর, হযরত ওসমানের উপর খিলাফতের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু এই দ্বাদশ বৎসরে মুসরিম জাতির সমাজ-জীবনে অনেক পরিবর্তন আসিয়াছিল। নব নব জয়ের উন্মাদনায় আরব জাতি মাতিয়া উঠে. আর সেই সঙ্গে ইসলামের মৌলিক আদর্শ থেকে তাহারা ক্রমেই সরিয়া পড়তে থাকে। মক্কার কোরাইশগণ, যাহারা বরাবর নবীর বিরোধিতা করিয়া শেষমুহূর্তে অনন্যোপায় হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মানসিক অবস্থা ছিল অনুরূপ। পার্থিব বিজয় ও ক্ষমতার লিপ্সা তাঁহাদের ভিতর প্রবল ছিল, ইসলামের প্রতি আসক্তি ছিল সামান্য। এইসব লোক নবীর তিরোধানের অল্পদিন পরেই ইসলামের প্রবর্তিত নিয়মানুবর্তিতা ও ত্যাগের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়া বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। দেশজয়ের ফলে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ও বিলাসিতার উপকরণসমূহ প্রচুর পরিমাণে আয়ত্তে আসায় তাহাদের ভোগবিলাসের পথও সুগম হইয়াছিল।

ইসলামের যে সব মহান সেবক তার প্রাথমিক যুগে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠায় অশেষ দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে দুনিয়া থেকে চলিয়া

www.bjilibrary.com

যাইতেছিলেন। যে তরুণ দশ তাঁহাদের স্থলবর্তী হইয়াছিল, তাহারা তাহাদের পিতা-পিতামহদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার কথা বিস্মৃত হইয়া স্বার্থ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মাতিয়া উঠে। ফলে মুসলিম সমাজে নানা দিক হইতে আত্মকলহ ও হৃদয়হীনতার অভিসম্বাত নামিয়া আসে। হাশিমী ও উমাইয়া গোষ্ঠীর পুরাতম জ্ঞাতি-বিরোধ, বিভিন্ন উপজাতির ভিতরকার গোত্রীয় কলহ, কোরাইশ-অকোরাইশে কৌলিন্য ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরব-অনারবকে জাতিভেদমূলক ঈর্ষা, শিয়া-সুন্নিতে মতগত অনৈক্য, শাসক-শাসিতের ভিতরকার বৈষম্যজনিত তিক্ততা, সর্বোপরি মদীনার এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি চির স্বাধীনতার উপাসক আরব জাতির স্বভাবগত বিতৃষ্ণা সমস্ত মিলিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যকে একান্তভাবে সমস্যাসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিল।

এই অবস্থায়, ভাবি দুর্যোগের ইঙ্গিতময় পটভূমিতে দাঁড়াইয়া হযরত ওসমান যখন মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি স্বভাবতই নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য, নবীর হাতে গড়া যে সব সাহাবি ইসলামী শাসন-সংস্থার মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ পরলোকগমন করায় এবং যাহারা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহারাও বার্ধক্যবশত রাষ্ট্রীয় গোলযোগ হইতে দূরে সরিয়া থাকায়, হযরত ওসমান শুধু তাঁহাদের সক্রিয় সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন নাই, সঙ্কটকালে নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাকে সদুপদেশ দিবেন এমন লোকের সংখ্যাও নিতান্ত বিরল হইয়া পড়ে।

হযরত ওসমানের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পশ্চিমে মরক্কো এবং পূর্বে তুর্কিস্থান এই ছিল উহার সীমানা। এই বিশাল এলাকার শাসন সংস্থার ভিতরও নানরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হযরত ওসমান বাধ্য হইয়া পুরাতন গভর্নরদের অপসারিত করিয়া নতুন লোক নিযুক্ত করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাতেও অবস্থার উন্নতি হয় না। কারণ, ঘটনাক্রমে নতুন শাসকদের অধিকাংশই জুটিয়াছিল উমাইয়া গোত্র হইতে। উমাইয়াগণ সাধারণত উদ্ধত স্বভাব সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। নবীর প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক নীতি তাঁহারা বুঝিতেন না; অথবা বুঝিলেও অনুসরণ করিতেন না। কাজেই প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনে তাঁহারা সমর্থ হন নাই। অথচ তাঁহাদেরই কারণে হযরত ওসমান স্বজন তোষণের দুর্নামে কলঙ্কভাগী হন।

শাসকবর্গের অহমিকা ও পক্ষপাতিত্বে জনগণের ভিতর যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে, খলিফার নিকট তাহার উপযুক্ত প্রতিকার না পাইয়া তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তদুপরি খলিফার অবিধেয় কর-নীতি তাহাদের সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে। প্রজাদের এই উত্তেজনা মুখর বিক্ষোভে ইন্ধন যোগায় কতিপয় স্বার্থান্বেষী তরুণ নেতা। যাহাদের বিষাক্ত প্ররোচনার ফলে প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহী মনোবৃত্তি বিপ্লবী রূপ পরিগ্রহ করে এবং পরিশেষে রাজধানী মদীনার বুকে অসহায় খলিফার উপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণসহ ফাটিয়া পড়ে। ফরাসি-বিপ্লবের ভাগ্য বিড়ম্বিত সম্রাট ঘোড়শলুইর মতো মুসলিম জাহানের অসহায় খলিফা হযরত ওসমানকেও বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল।

একথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না যে, দোষে-গুণেই মানুষের চরিত্র গঠিত হয়। হযরত ওসমানের দোষ ছিল ইহা সত্য, আবার তাঁহার গুণও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ভাগ্যের দোষে তাঁহার দোষগুলোই শেষকালে বড় হইয়া দেখা দেয়; গুণগুলো লোকে বিস্মৃত হয়। তাই, একদা জনপ্রিয় হযরত ওসমান দানে অতুলনীয়, হৃদয়ের মহত্ত্বে ইতিহাসে স্মরণীয় নবীর প্রিয় জামাতা, হযরত ওসমান-জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া এমন দুঃখের ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তিম দিনগুলো অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন, ভাবিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। ইহাকেই বরে প্রাক্তন!

মুহম্মদ বরকতুল্লাহ

www.bjilibrary.com

সূচি

জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১১

হযরত ওসমানের ইসলাম গ্রহণ ১৫

নবী কন্যার পানিগ্রহণ

হিজরত

মদীনায় আগমন ১৯

জঙ্গে ওহোদ

জঙ্গে আহযাব (পরিখা-যুদ্ধ)

নবীর প্রথম হজযাত্রা ২৩

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত ওসমানের দৌত্য

ইসলামে সেবা ও দানশীলতা ২৫

নির্বাচন-প্রতিযোগিতা ৩০

হযরত ওসমানের শাসনভার গ্রহণ ৩৫

ওমরপুত্র ওবায়দুল্লাহর বিচার

নাগরিকদের ভাতা বৃদ্ধি

শাসন-সম্পর্কিত ফরমান জারি

কতিপয় সীমান্ত বিদ্রোহ ও খলিফার যুদ্ধায়োজন ৪১

পারস্য

মিসর

আলেকজান্দ্রিয়া

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ ৪৮

কূফার গভর্নর সা'দ বিন আবি ওক্কাসের পদচ্যুতি এবং ওলিদের নিয়োগ

মিসরের গভর্নর আমর বিন আল আ'সের অপসারণ

রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা ৫৩

রাস্তা নির্মাণ ও সরাই প্রতিষ্ঠা

কূপ খনন

বাঁধ নির্মাণ

চারণভূমি সংরক্ষণ

রিলিফ-ব্যবস্থা

মসজিদে নববির সম্প্রসারণ

বায়তুল মাল থেকে ঋণ দান

কুরআন সংকলন

www.bjilibrary.com

হজরত ওসমানের পররাষ্ট্রনীতি-সীমান্তরক্ষা ও সাম্রাজ্য বিস্তার ৬০
ত্রিপলি যুদ্ধ ও রোমানদের উপর বিজয়
মুসলিম নৌবাহিনী গঠন ও সাইপ্রাস অধিকার (২৮ হি.) ৬৪
বসরায় শাসন-বিভ্রাট ৬৮
গভর্নর মুসা আল আশারির পদচ্যুতি
এবং আবদুল্লাহ বিন আমিরের নিয়োগ
মধ্য এশিয়ায় বিজয় অভিযান
আর্মেনিয়া ও ককেসাস বিদ্রোহ
কুফায় গোলযোগ-ওলিদের পদচ্যুতি
ও সইদ বিন আল আ'সের গভর্নর পদে নিয়োগ
পশ্চিম-এলাকা-সাইপ্রাস ও মিসর ৭৫
(১) সাইপ্রাসে দ্বিতীয় অভিযান
অন্যান্য যুদ্ধবিগ্রহ
(২) মিসরে বিক্ষোভ
মুহম্মদ বিন আবু বকর
মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফা
আবদুল্লাহ ইবনে সাবা
হজরত ওসমানের নয়া শাসন-নীতি ৮৫
পুরাতন গভর্নরদের অপসারণ
শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টা
প্রতিক্রিয়া
হজরত ওসমানের রাজস্ব-নীতি ৯৬
প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর ও জমিদারি প্রথার উদ্ভব
জমিদার ও জায়গিরদারি প্রথার প্রতিক্রিয়া
আবুজর গিফারি
হজরত ওসমানের অর্থনীতি ১০৮
কর আদায় ও রাজস্ব বণ্টন
পরবর্তী ব্যায়নীতি
প্রতিক্রিয়া
হজরত ওসমান ও তাঁর প্রজাপুঞ্জ ১১৯
কোরাইশ গোত্র
আনসার শ্রেণি
সাধারণ আরব
অন-আরব
জিম্মি
দাস শ্রেণি
খলিফার প্রতি প্রজাবর্গের বিরূপ মনোভাব

www.bjilibrary.com

বিদ্রোহের পূর্বাভাস ১২৮
কুফায় শাসক শক্তির প্রকাশ্য বিরোধিতা
খলিফার নিকট বিদ্রোহী-নেতা মালিক উশ্‌তারের পত্র
হাকিম ইবনে জাবালা
মদীনার পরিস্থিতি ১৩৪
কুফার ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া
সাহাবি, উলেমা সম্প্রদায় ও হযরত ওসমান
কুরআন দগ্ধ করার অভিযোগ
সাধু আবু জরের নির্বাসন
মদীনার মসজিদ সম্প্রসারণ
নামাজে সিজদা বৃদ্ধির অভিযোগ
কসর নামাজের প্রশ্ন
অশ্বের উপর জাকাত আদায়
চারণভূমি নির্ধারণ
মালে গণিমত বণ্টন
প্রতিকূল পরিবেশ ১৪৪
অশান্ত আরব ও খলিফার নিঃসঙ্গতা
দুইটি বিপরীত আদর্শের সংঘাত
শিয়া-সুন্নিদের দলীয় বিরোধ
মুযহারাইট ও হিমারাইট দ্বন্দ্ব
বিদ্রোহের অগ্রগতি ও বিপ্লবের পূর্বাভাস ১৫২
খলিফার কৈফিয়ত
আসন্ন বিপ্লব নিবারণে খলিফার প্রয়াস
বিদ্রোহের নগ্নরূপ ১৫৯
প্রথম পর্যায়– বিদ্রোহীদের মদিনায় উপস্থিতি
দ্বিতীয় পর্যায়- খলিফার সকাশে বিদ্রোহী দল
তৃতীয় পর্যায়- খলিফার উপর আক্রমণ ও গৃহ অবরোধ
হজরত ওসমানের অন্তিম দিনগুলো ১৬৬
অবরুদ্ধ পরিবারের চরম দুরবস্থা
হজের মৌসুম
প্রথম পত্র
দ্বিতীয় পত্র
শাহাদৎ ১৭৪
শেষকৃত্য-জানাজা ও দাফন
হযরত ওসমানের চরিত্র
হজরত ওসমানের বংশ তালিকা ১৮১
গ্রন্থপঞ্জী ১৮২

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও বংশ–পরিচয়

মক্কার লোকেরা বলত, কেহ যদি দুনিয়ায় হজরত ইউসুফের রূপরাশি দেখতে চায়, তাহাকে আফ্‌ফানের পুত্র ওসমানের দিকে তাকাইতে বল। ওসমান শুধু রূপেই অনিন্দ্য-সুন্দর ছিলেন না, গুণেও কুরাইশ-যুবকদের ভিতর তাঁর তুলনা ছিল বিরল। ফুলের মতো সুকুমার দেহ এবং শিশিরের মতো শুচিশুভ্র মন লইয়া তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ সওদাগর আফ্‌ফানের গৃহ আলোকিত করেছিলেন। পিতামাতা স্বগৃহে তাঁর বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেকালে মক্কায় স্কুল-মাদ্রাসার অভাব ছিল। ধনীর সন্তানরা নিজ নিজ গৃহেই লেখাপড়া শিখিত। ব্যবসায়ের জন্য বেশি লেখাপড়ার প্রয়োজন হইত না। হজরত ওসমান ঘরে বসিয়া মোটামুটি ভালো লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

হজরত ওসমান কোনো সনে জন্মগ্রহণ করেন তার কোনো লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। কাহারও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ লিখিয়া রাখার রীতি সেকালে আরবদের ভিতর বড় একটা প্রচলিত ছিল না। আরব জাতি অসাধারণ স্মরণশক্তির জন্য বিখ্যাত ছিল। তারা বিশেষ বিশেষ ঘটনাসমূহ সযত্নে মনে রাখিত এবং সেইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ঘটনার সময় নির্ণয় করিত। কথিত আছে, যে-সনে ইয়েমেনের গভর্নর আবরাহা হাতি লইয়া মক্কা আক্রমণ করিতে আসেন, তার সাত বৎসর পর হজরত ওসমানের জন্ম হয়। আবরাহার মক্কা আক্রমণ আরব জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। উক্ত আক্রমণের সনকে আরবেরা 'হাতি সন' (the year of the elephant) বলিত। আল কুরআনের সুরা আলামতারায় উক্ত আক্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সনে হজরত মোহাম্মদ (সা.) মক্কায় অবতীর্ণ হন। উহা খ্রিস্টীয় ৫৮০ সন। সে হিসাবে হজরত ওসমানের জন্ম-সন ৫৭৬ অথবা ৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ।[১] তাঁর বাল্য-নাম আবু আমর। তিনি মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা আফ্‌ফান সততা ও উদার ব্যবহারের জন্য বণিক-মহলে সুপরিচিত ছিলেন। মিসর, সিরিয়া ও কুফায় তাহার বাণিজ্যিক কারবার ছিল। কিন্তু তাঁর বেশির ভাগ কারবার ছিল সিরিয়ার সঙ্গে।

---

১. হজরত রসুল যে সময় মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত করেন ঐ সময় হজরত ওসমানের বয়স ৪৭ বৎসর ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। নবীর বয়স তখন ৫৩ বৎসর। সে হিসাবে হজরত ওসমানের জন্ম সন ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে।

প্রচলিত মতে, হজরত আবুবকর নবী অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট ছিলেন। এই হিসাবে হজরত আবুবকর হজরত ওসমান অপেক্ষা চার পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন। হজরত উমর ছিলেন নবী অপেক্ষা তের বৎসরের ছোট। সুতরাং তিনি হজরত ওসমান অপেক্ষা অন্তত ছয় বৎসরের ছোট ছিলেন।

মু'য়রের মতে, নবীর মৃত্যুকালে হজরত আবুবকরের বয়স ষাট এবং হজরত উমরের বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর ছিল। আর, আবু ওবায়দা, যিনি হজরত আবুবকর ও হজরত উমরের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন, বয়সে তাদের দুইজনের মাঝামাঝি ছিলেন।

www.bjilibrary.com

বিধাতা চিরসুখ কাহারও ভাগ্যে লেখেন না। হজরত ওসমান বাল্য বয়সেই পিতৃহারা হন। তৎপর তিনি পিতৃব্য হাকামের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর ওসমান পিতৃব্যের সহযোগিতায় বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হন এবং বিদেশ গমন আরম্ভ করেন। এই প্রিয়দর্শন ব্যবসায়ীর কমনীয় কান্তি, অমায়িক ব্যবহার দেশে ও বিদেশে পণ্যের বাজারে তাঁর পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিত। তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে রা'বীরা এই বর্ণনা দিয়াছেন; দেহ নাতিদীর্ঘ, নাভীস্থূল ও সুঠাম। মুখমণ্ডল লাবণ্যময় ও কোমনীয়; বর্ণ সুপক্ব গমের মতো হরিদ্রাভ, আবার কারও কারও মতে শ্বেত-রক্তাভ। উচ্চতা মধ্যমাকৃতি, নাসিকা উন্নত, দেহ মাংসল, তদুপরি গুটিকার দাগ। শ্মশ্রু ঘন-বিন্যস্ত ও দীর্ঘ। মস্তকের কেশ গ্রীবাদেশ পর্যন্ত লম্বিত। রক্তিম ওষ্ঠাধরের পশ্চাতে শুভ্র দন্তপাঁটি, সর্বোপরি তাঁর নীলাভ আয়ত চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি-সমস্ত মিলিয়া দর্শকমাত্রকেই মোহিত করত। চরিত্রের দিক দিয়া হজরত ওসমান বাল্যকাল হইতেই সংযমী, সত্যনিষ্ঠ এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কখনও মদ্যপান করিতেন না এবং কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইতেন না।

তিনি লাজুক স্বভাব ও বিনয়ী ছিলেন। কাকেও কষ্ট দেওয়া তিনি সইতে পারিতেন না। এই সকল গুণরাশি তাঁকে যুব-সমাজে আদর্শ স্থানীয় করেছিল। বয়স্কদের নিকটও তিনি অতি আদরের পাত্র ছিলেন।

হজরত ওসমান বংশের দিক দিয়া হজরত রসুলের পর ছিলেন না। তাঁর পূর্বপুরুষ আব্‌দে মানাফ হজরত রসুলেরও পূর্বপুরুষ ছিলেন। তাঁর মাতা উরদী বিন্‌তে কারবাজ ছিলেন মানাফ বংশীয়া। আর মাতামহী বায়জা ওরফে উম্মুল হাকিম ছিলেন নবীর পিতা আবদুল্লাহর দুধ-বোন। আরবে দুধ-ভাই ও দুধ-বোন সম্পর্কে আপন ভাই-বোন সম্পর্ক অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ছিল না।

কিন্তু হজরত ওসমান ও হজরত রসুল পরস্পর আত্মীয় হইলেও কুরাইশ বংশের যে দুই শাখায় তাঁহাদের জন্ম উক্ত দুই শাখার ভিতর সম্প্রীতি ছিল না বরং শত্রুতা ছিল। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ আব্‌দে মানাফ ছিলেন মক্কার নেতা। তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত নেতৃত্ব বর্তে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হাশিমের ওপর কারণ জ্যেষ্ঠ আব্‌দেশ শাম্‌স অপেক্ষা তিনি অধিকতর কার্যদক্ষ ছিলেন। কিন্তু, আব্‌দেশ শাম্‌সের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উমাইয়া উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্বের দাবি করেন এবং পিতৃব্য হাশিমের সঙ্গে বিরোধ শুরু করেন। তিনি সর্বদাই তাঁর পিতৃব্যকে অপদস্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমে উভয়ের ভিতরকার বিবাদ এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। কিন্তু মক্কার বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবর্গের জন্য এই যুদ্ধ ঘটিতে পারে নাই। এরূপ জ্ঞাতি-বিরোধে কুরাইশ বংশের যাবতীয় শাখা জড়িত হয়ে পড়িতে পারে এবং ভয়াবহ রক্তপাত ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁরা এক সালিশি মীমাংসার আয়োজন করেন। এই মীমাংসায় স্থির হয়, অতঃপর হাশিম কা'বা ঘরের সংরক্ষণ এবং হজযাত্রীদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করিবেন, আর উমাইয়ার হস্তে থাকিবে নগরের শাসন সংরক্ষণ ও যুদ্ধঘটিত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ।

www.bjilibrary.com

কা'বা ঘরের সেবাইত ও হজযাত্রীদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে হাশিম ও তাঁর বংশধররা সমগ্র আরবে সুপরিচিত ও সম্মানিত হন। অধিকন্তু, হজের মৌসুমে তাদের প্রচুর অর্থলাভ হইত। পক্ষান্তরে পৌর-শাসনে তেমন অর্থাগম হইত না। মক্কায় যুদ্ধ-বিগ্রহও বিশেষ ঘটিত না। কাজেই উমাইয়া বংশীয়েরা অর্থ ও খ্যাতি উভয় দিক দিয়া হাশিমীদের তুলনায় হীন হয়ে পড়িল। ইহার ফলে হাশিমীদের প্রতি তাদের ঈর্ষার ভাব দিন দিন বাড়িতে থাকে।

হাশিমের পুত্র আবদুল মুত্তালিবের সময় দুই শাখার ভিতর ইজ্জৎ ও প্রতিপত্তি ঘটিত পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায়। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। তাঁর অন্তঃকরণ ছিল উদার এবং ব্যবহার রাজোচিত। তিনি একাদশ পুত্রের পিতা ছিলেন। তখনকার সেই গোত্রীয় কলহের যুগে ইহা কম শ্লাঘার বিষয় ছিল না।

কেননা, তখন বংশের শক্তি নির্ভর করিত পুত্রদের সংখ্যার উপর। দেশে ও বিদেশে তাঁর বিপুল খ্যাতি এবং মক্কায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নেতৃত্বের জন্য লোকে তাঁকে মক্কার 'মুকুটহীন রাজ' (uncrowned king) বলিত। তাঁর পুত্র আবু তালিবও ছিলেন কুরাইশদের ভিতর অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী জননায়ক। এই আবু তালিবের পুত্র হইলেন হজরত আলি এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্ববিশ্রুত নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)।

উমাইয়া বংশীয় লোকেরা হাশিমীদের এই সম্মান ও প্রতিপত্তি সহ্য করিতে পারে নাই। তাদের পুরুষানুক্রমিক চেষ্টা ছিল হাশিমীদের খর্ব করা। মক্কায় শাসন-সংরক্ষণ ও সামরিক নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে তারা কূটনীতি ও সাহসিকতায় অভ্যস্ত হয়েছিল। অর্থের দিক দিয়া নিজেদের ন্যূনতম পূরণের জন্য তারা বৈদেশিক বাণিজ্যে অত্যধিক আগ্রহী হয় এবং দুই-তিন পুরুষের ভিতর বেশ সম্পদশালী হয়ে উঠে। শাসনক্ষমতা ও বৈভবের একত্র সমাবেশ তাহাদের আত্মম্ভরী ও বিলাসপরায়ণ করেছিল। পক্ষান্তরে হাশিমীগণ কা'বার সংশ্রবে থাকায় ধর্মাভাবাপন্ন ও সাত্ত্বিক স্বভাব হয়েছিল। এইসব বিভিন্নতা উমাইয়া এবং তাদের পক্ষভুক্ত অন্যান্য কুরাইশদের ইসলামের সহিত বিরোধিতার মূলেও সক্রিয়ভাবে কার্যকরী হয়েছিল। কারণ, ইসলাম যিনি আনিয়াছিলেন তিনি ছিলেন হাশিমী বংশীয়।

কিন্তু, বিধাতার সৃষ্টি বিচিত্র। উমাইয়ার এক পুত্র হারিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন আবু সুফ্ইয়ান; অপর পুত্র আবুল আ'সের ঔরসে জন্মে হাকাম ও আফ্ফান। তারা সকলেই হজরত রসুলের জানি দুশমন ছিলেন। অথচ আফ্ফানের পুত্র হজরত ওসমান ছিলেন পরম সাত্ত্বিক এবং প্রতিমা পূজার প্রতি আবাল্য বীতশ্রদ্ধ। পিতৃপুরুষদের অহমিকা ও বিলাসপ্রবণতা তাঁর চরিত্রে মোটেই দৃষ্ট হইত না। ইসলামের আহ্বানে মক্কায় প্রথম যে চল্লিশ ব্যক্তি তৌহিদে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁদেরই ভিতর ছিলেন এই হজরত ওসমান।

www.bjilibrary.com

যে কালে হজরত ওসমান জন্মগ্রহণ করেন তখন কেহই ভাবিতে পারে নাই, ভবিষ্যতে এইসব লোক এক মহা সাম্রাজ্যের অধিনায়ক হইবেন এবং বিশ্বে নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিবেন। তাই এইসব লোকের জন্ম-তারিখ কেউ লিখিয়া রাখে নাই, তাদের বাল্যজীবনের ঘটনাবলি লইয়াও কেউ মাথা ঘামায় নাই। হজরত ওসমানেরও বাল্যজীবন সম্বন্ধে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায়, যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তিনি পিতার পন্থা অনুসরণ করেন এবং পিতৃব্য হাকামের সহযোগিতায় বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হন। এই সময় মক্কার অন্যান্য তরুণ ব্যবসায়ীদের ভিতর হজরত আবুবকর ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায়-সূত্রে তাঁর সহিত হজরত ওসমানের পরিচয় ক্রমে হৃদ্যতায় পরিণত হয়। কারণ বয়সের সামঞ্জস্য ছাড়া উভয়ের ভিতর চরিত্র ও প্রকৃতিগত মিলও ছিল যথেষ্ট। তাঁহাদের এই বন্ধুত্ব হজরত ওসমানের জীবনে এব বিরাট পরিবর্তনের কারণ হয়েছিল। নিরীহ বণিকের পেশা ছাড়িয়া তিনি নও-মুসলিমদের সঙ্কটময় বন্ধুর পথে পদক্ষেপ করিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিলেন, যদিও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ছিল ধ্বংস অথবা ঐতিহাসিক অমরতা।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

হজরত ওসমানের ইসলাম গ্রহণ

সিরিয়ার বাণিজ্য হইতে দেশে ফিরিয়া হজরত ওসমান শুনিতে পাইলেন, আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ (সা.) লোকদের এক নতুন কথা শুনাইতেছেন। তিনি লোকদের সৎভাবে জীবনযাপন করিতে এবং অপরের প্রতি ন্যায়বান হইতে শিখাইতেছেন। দেবদেবীর পূজাকে তিনি অসার বলিতেছেন এবং আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য বলিয়া তাঁর দিকে সকলকে আহ্বান করছেন। এমনই একটা পরিবর্তনের সুর কিছুদিন হইকে মক্কার আকাশে বাতাসে বাজতেছিল। কতিপয় লোক ইতোপূর্বেই পূজার্চনার বাহুল্যপূর্ণ আড়ম্বর, দেবতার নামে নানারূপ অনাচার এবং যদৃচ্ছা পাপকার্য অনুষ্ঠানের পর মার্জনার আশায় দেবতাকে ভোগদান ইত্যাদি দেখিয়া পৌত্তলিকতার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়িয়াছিল। তারা মনে মনে ইহার সংস্কার কামনা করিত। কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে কোনও আন্দোলন গড়িয়া তোলার চেষ্টা করেন নাই। লোকে ইহাদের 'হানীফ' বলিত। ইহাদের ভিতর হজরত ওসমানও ছিলেন। নবীর কণ্ঠে সেই নতুন চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখিয়া হজরত ওসমানের মনে হইল তিনি যেন এই উদাত্ত বাণীর ভিতর দিয়া এক নতুন যুগের আগমনী শুনিতে পাইতেছেন। তিনি হজরত আবুবকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। হজরত আবুবকর ইতোপূর্বেই ইসলামের সত্যতায় দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে উহা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষণে তাঁর তাঁর কথায় হজরত ওসমান ইসলামের নীতি ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে অধিকতর কৌতূহলী হইলেন।

নবীর চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, নবুয়ত-প্রাপ্তির পর তিন বৎসর পর্যন্ত নবী শুধু নিজ পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের ভিতর তাঁর প্রচারকার্য চালাইয়াছেন। সর্বপ্রথম তাঁর নিজের পত্নী বিবি খাদিজা (রা.) এবং তারপর হজরত আলি, জায়েদ ও হজরত আবুবকর তাঁর নতুন ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়া ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেন। নবী স্বয়ং প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা না করিলেও তাঁর বন্ধু হজরত আবুবকর জনসাধারণের ভিতর নবীর মতবাদ প্রচার করিতেন এবং তাহাদের ইসলামে আহ্বান করিতেন। তাঁর আহ্বানে যে সমস্ত লোক সাড়া দিয়াছিলেন এবং নবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁহাদের ভিতর পাঁচজন ব্যক্তি ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তারা হইতেছেন হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান, জুবায়ের ইবনে আওয়াম, আবদুর রহমান-বিন-আউফ, সা'দ-বিন-আবি ওক্কাস এবং তাল্হা-ইবনে-ওবায়দুল্লাহ্। হজরত ওসমানের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে; তাল্হা ছিলেন নবী অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট; অপর তিনজনও ছিলেন তরুণ-বয়স্ক।

www.bjilibrary.com

হজরত ওসমান বলিয়াছেন, ধর্মীয় সমস্যা যখন তাঁর মনের ভিতর তোলপাড় করিতেছিল, সেই অবস্থায় এক রাত্রিতে স্বপ্নে তিনি একটি আদেশ শুনিতে পাইলেন, 'ওগো ঘুমন্ত ব্যক্তি, উঠো, মক্কায় আহমদ আগমন করিয়াছে।' ঘুম হইতে জাগিয়া তিনি অনুভব করিলেন তাঁর অন্তরের ভিতর এক স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা। তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়িলেন। একদিকে পূর্বপুরুষদের দীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী পুরাতন ধর্ম, অপরদিকে নতুন সত্যের বলিষ্ঠ আহ্বান। হজরত ওসমান গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি হজরত আবুবকরের সঙ্গে গোপনে নবীর দরবারে উপস্থিত হইলেন। নবী তাঁকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'ওসমান, আল্লাহর প্রেরিত সত্য গ্রহণ করো; আমি তোমাদের পথ প্রদর্শন করিতে আসিয়াছি।' হজরত ওসমান বলিতেছেন, তাঁর বাক্য শুনামাত্র আমার অবস্থা যেন কেমন হয়ে গেল। আমি একরূপ আত্মবিহ্বল অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কলেমা শাহাদাৎ পড়িয়া যাইতে লাগিলাম। এইভাবে আমার দীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হইল।

এখনকার দিনে ধর্মান্তর গ্রহণ বিশেষ একটা গুরুতর ব্যাপার নয়। কিন্তু পূর্বে এরূপ ছিল না। যাঁরা রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যানদের ধর্মীয় বিরোধের রক্তাক্ত ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁরা ইহা অনেকটা অনুধাবন করিতে পারিবেন। ইসলামের আবির্ভাব-যুগ আরও পুরাতন; সে যুগের ধর্মীয় শাসনও ছিল অধিকতর কঠোর ও ভয়াবহ। সেই অবস্থায় হজরত ওসমানের পক্ষে নবীর ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ যে কত বড় দুঃসাহসিকতার কার্য ছিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

মক্কার কুরাইশগণ যে নবীর প্রতি রুষ্ট হয়েছিল তার কতকগুলো কারণ ছিল একে পিতা-পিতামহের ধর্মের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক; তা'ছাড়া কা'বা ছিল আরব জাতির সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র। আর কুরাইশরা ছিল সেই মন্দিরের সেবাইত। এই হিসাবে মক্কার কুরাইশগণ ছিল সমগ্র আরবে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত গোত্র। পৌত্তলিকতার অবসান হইলে তাদের সে মর্যাদার বিলুপ্তি ছিল অবধারিত। শুধু মর্যাদার প্রশ্নই ইহার সহিত জড়িত ছিল না। কা'বার বিপুল আয় মক্কায় কুরাইশদের দিয়াছিল আর্থিক স্বচ্ছলতা ও প্রভুত প্রতিপত্তি। হজের মৌসুমে তাদের যে বিপুল অর্থলাভ হইত তার ফলে তাহাদের বৎসরের ছয়মাস বিদেশে বাণিজ্য না করিলেও চলিত। দেবতা মিথ্যা বলিয়া প্রচারিত হইলে কা'বার মাহাত্ম্য এবং সেই সঙ্গে হজের প্রথা বিলুপ্ত হইবে, ইহা বুঝিতে তাদের বিলম্ব হয় নাই।

এইত গেল সমগ্র কুরাইশ জাতির সাধারণ স্বার্থের প্রশ্ন। ইহা ছাড়া আর একটি কারণ ছিল উমাইয়া ও হাশিমীদের পুরাতন জ্ঞাতি-বিরোধ। হজরত মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর নবী বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিলে, হাশিমীদের মান মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাইবে, আর উমাইয়াগণ সমাজের সাধারণ স্তরে নামিয়া যাইবে, ইহা উমাইদের নিকট দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট ছিল। তাই বিরোধী দলের কুরাইশদের ভিতর অগ্রণী ছিল উমাইয়া গোষ্ঠী। সেই উমাইয়া গোষ্ঠীর সন্তান হজরত ওসমান যখন আত্মীয়স্বজনদের মান-মর্যাদার প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া নবীর দলে ভিড়িয়া গেলেন, তখন তাঁর আত্মীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠিল। তারা হজরত ওসমানকে হাত-পা বাঁধিয়া তাঁর চাচার নিকট লইয়া গেল এবং চাচা হাকামের অনুমতি লইয়া তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করিল। প্রহারে তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তধারা ঝরিতে লাগিল। তিনি যন্ত্রণায় মূর্ছিত হয়ে পড়িলেন।

www.bjilibrary.com

তাঁর উপর অত্যাচারের এখানেই শেষ হয় নাই। বারবার ইহার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু এত করিয়াও তারা হজরত ওসমানকে পৈতৃক ধর্মে ফিরাইয়া লইতে পারিল না। সত্যের যে অম্লান জ্যোতি তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন তার মায়া তিনি কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারিলেন না।

নবুয়তের পর তিন বৎসরে চল্লিশ জনের অধিক লোক ইসলাম গ্রহণ করে নাই। ইহাদের ভিতর যে সমস্ত লোক এই নতুন সত্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন এবং কোনও প্রকার ভয়-ভীতি বা অত্যাচারে বিচলিত হন নাই এমন দশ ব্যক্তিকে নবী তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই সুসংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁদের বেহেশ্‌তে দাখিল হওয়া সুনিশ্চিত। এই দশজন 'সুসংবাদ-প্রাপ্ত' ভাগ্যবান সাহাবিকে 'আশারা-ই-মুবাশ্‌শিরা' বলা হয়েছে। তাদের ভিতর হজরত ওসমান ছিলেন অন্যতম।[১]

তৃতীয় বর্ষের শেষ দিকে নবী আল্লাহর নিকট হইতে আদেশ পাইলেন, 'যে সত্য তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা লোকদের ভিতর প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে এবং নিজের আত্মীয়স্বজনদের সতর্ক করিতে।' অতঃপর নবী হাশিমী গোত্রের লোকদের দুইবার নিজ গৃহে দাওয়াত করিলেন এবং খাদ্য ও পানীয় দিলেন। কিন্তু যখন তিনি তাদের নিকট কিছু বলিতে চাহিলেন, তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করিল না, বরং আবু জেহেল, আবু লাহাব প্রমুখ প্রবীণেরা উপহাস করিয়া চলিয়া গেল। নবী মহা সমস্যায় পড়িলেন। তিনি জানিতেন, তাঁর পক্ষে এ কাজ একরূপ সাধ্যের অতীত। কেননা তাঁর আত্মীয়রাই যখন বিরূপ, অন্যান্য কুরাইশদের নিকট তাঁর বাণী প্রচার করিলে তারা যে অধিকতর রুষ্ট হইবে তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্তব্যের আহ্বান তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নবুয়তের চতুর্থ বৎসরে তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁর মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। আর সেই হইতে শুরু হইল তাঁর প্রতি এবং তাঁর মতো গ্রহণকারী নও-মুসলিমদের প্রতি কুরাইশদের অমানুসিক অত্যাচার।

নবী-কন্যার পাণি গ্রহণ

দুর্যোগ একা আসে না। নবী যখন কুরাইশদের হস্তে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতেছেন তখন তাঁর দুই কন্যা রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের স্বামী আতিবা ও ওতায়বা, দুই ভাই তাঁহাদের তালাক দিয়া তাড়াইয়া দেয়। রোকাইয়া তখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। উম্মে কুলসুম তখনও নাবালিকা। নবুয়তের পূর্বে তাঁহাদের বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। এক্ষণে নবীর সঙ্গে বিরোধের দরুন তাঁর নিরপরাধ কন্যা দুইটির উপর এই অন্যায় অত্যাচার নবীর প্রাণে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়েছিল। তাঁর পত্নী বিবি খাদিজাও মর্মাহত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিকারের উপায় ছিল না। নবী সমস্তই সহ্য করিলেন, প্রচার-কার্য হইতে ক্ষান্ত হইলেন না।

---

১. 'আশারা-ই-মুবাশ্‌শিরা' অপর নয় সাহাবি হইতেছে–হজরত আবুবকর, হজরত আলি, হজরত উমর, যুবায়ের বিন আওয়াম, আবদুর রহমান বিন আউফ, সা'দ বিন আবি ওককাস, আবু ওবায়দা জারাহ, তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ এবং সাঈদ বিন জায়েদ ইবনে নুফায়েল।

www.bjilibrary.com

নবী-পরিবারে এই অবস্থা দেখিয়া, বিশেষ করিয়া বালিকা দুইটির দুর্ভাগ্য চিন্তা করিয়া কোমল হৃদয় হজরত ওসমান রোকাইয়াকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব দিলেন। নবী তাঁকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, এই বিবাহ দ্বারা তিনি কতবড় ঝুঁকি মাথায় লইতেছেন। কিন্তু ওসমান তাঁর সঙ্কল্পে অটল রহিলেন। বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হয়ে গেল।

কিন্তু নবীর আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। হজরত ওসমানকে এই বিবাহের জন্য অনন্ত দুঃখ-সাগরে ভাসিতে হয়েছিল। তাঁর চাচা আশা করেছিলেন, মক্কার সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য ঘরে ভাতিজাকে বিবাহ দিবেন। তাঁর সে আশা তো পূর্ণ হইলই না, পরন্তু ভাতিজা এমন এক ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করিল, কুরাইশদের ধর্মের এবং দেবদেবীর নিন্দুক। হজরত ওসমান আত্মীয়স্বজনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠিলেন।

হিজরত

এই সময় নবীর যাবতীয় শিষ্যের উপরই কুরাইশদের অত্যাচার চলিতেছিল। নবীর শিষ্যদের ভিতর বেশির ভাগ লোক ছিল দরিদ্র। তারা কেহ কেহ মজুরি করিত, কতক ছিল গৃহভৃত্য বা ক্রীতদাস। তাদের মতিগতি বিগড়াইয়া গেলে নাগরিকদের সমাজ জীবনে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, এই আশঙ্কায় মক্কার অভিজাত সম্প্রদায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। তারা এই দরিদ্র লোকগুলোর উপর যেরূপ কঠোর অত্যাচার চালায় ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল। কিন্তু তথাপি ইহাদের কেহই নবীর মতানুসরণ হইতে নিবৃত্ত হইল না। আশ্চর্য ছিল ইহাদের ইমানের তেজ! কুরাইশদের অত্যাচার যখন কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না, তখন ইহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়ার সঙ্কল্প করিল। প্রথমেই খ্রিস্টান শাসিত প্রতিবেশী-রাষ্ট্র আবিসিনিয়ার কথা তাদের মনে পড়িল। শিষ্যদের তথায় হিজরত নবী অনুমোদন করেছিলেন, কারণ জালিমদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ইহাদের প্রথম দলের সহিত হজরত ওসমান ও বিবি রোকাইয়া জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া আবিসিনিয়ায় যাত্রা করিলেন। হজরত ওসমান ইচ্ছা করিলে নবী ধর্ম ত্যাগ করিয়া নিজের আত্মীয়দের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তৌহিদে বিশ্বাস ও আল্লাহর প্রতি ইমান তাহাকে পার্থিব সকল প্রকার দুঃখ সহিবার মতন শক্তি ও ধৈর্য দিয়াছিল।

কুরাইশদের নিকট হইতে পলায়নও সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই, লোক জানাজানির ভয়ে রজনীর অন্ধকারে এই দুঃসাহসী যাত্রীর দল নগরসীমা অতিক্রম করেছিল এবং যথাসাধ্য ত্বরিতগতিতে লোহিত সাগরের তীরে উপনীত হয়েছিল। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও এতগুলো মুসলমানের নগর হইতে অনুপস্থিতি কুরাইশদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তারা পলাতক শিকারগুলোর সন্ধানে চতুর্দিকে চর প্রেরণ করিল। চরেরা লোহিত সাগরের তীর পর্যন্ত ধাবিত হয়েছিল। কিন্তু তারা যখন সেখানে পৌঁছে ততক্ষণে যাত্রীর দল সাগর বুকে তরী ভাসাইয়াছে। চরেরা নিরাশ হয়ে ফিরিয়া আসিল।

www.bjilibrary.com

তৃতীয় অধ্যায়

মদিনায় আগমন

হজরত ওসমান ও নও-মুসলিমদের প্রথম দল আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগের পর নবী আরও আট বৎসর মক্কায় ছিলেন। কিন্তু যে দুর্যোগের যাত্রী দল দুঃখের সাগরে ভেলা ভাসাইল, তারা মক্কায় আর ফিরিয়া আসিল না। কারণ, মক্কায় নব-দীক্ষিত মুসলিমদের উপর নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। কথিত আছে, মাঝে একবার এই বলিয়া গুজব উঠিয়াছিল যে কুরাইশদের সহিত নবীর একটা রফা হয়েছে এবং কুরাইশগণ কা'বায় নবীর সহিত একত্রে সিজ্‌দায় যোগদান করিয়াছে। হিজরতকারীদের কয়েক ব্যক্তি এই গুজবের সত্যতা যাচাই করার জন্য মক্কায় আসিয়াছিল, কিন্তু উহা সত্য নয় জানিয়া আবিসিনিয়ায় ফিরিয়া যায়। ইহাদের ভিতর হজরত ওসমানও ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য কি না ঠিক বলা যায় না।

হজরত ওসমান ও বিবি রোকাইয়া প্রায় নয় বৎসরকাল আবিসিনিয়ায় নির্বাসিতের জীবনযাপন করেন। এই জীবন তাঁহাদের পক্ষে সুখের হয় নাই। আবিসিনিয়া দরিদ্র দেশ। সেখানে হজরত ওসমান ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুবিধা করিতে পারেন নাই। নতুন স্থানের অনভ্যস্থ আবহাওয়ায় বিবি রোকাইয়ার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। আর্থিক অনটনও তাদের লাগিয়াই থাকিত। ইতিমধ্যে একদিন তাঁরা সংবাদ পাইলেন, বিবি খাদিজা বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পর স্বাস্থ্যহারা হয়ে ইন্তিকাল করিয়াছেন। স্নেহময়ী জননীর মৃত্যু সংবাদে বিবি রোকাইয়া শোকে-দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন। হজরত ওসমানেরও দুঃখ কম হয় নাই। কিন্তু কেন? কিসের জন্য তাঁরা এই দুঃখের জীবন বহন করেছিলেন? পার্থিব এত কষ্ট তাঁরা সহ্য করেছিলেন শুধু সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য! আশ্চর্য ছিল তাদের মনোবল!

এদিকে মক্কায় মুসলিমদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠিয়াছিলেন। কুরাইশদের অত্যাচার সীমা ছাড়াইয়া যায়। তারা নবীর জীবননাশেরও আয়োজন করেছিল। বাধ্য হয়ে নবী হজরত আবুবকরের সঙ্গে রজনীর অন্ধকারে জন্মভূমি ছাড়িয়া মদিনায় পলায়ন করেন। নবুয়তের তখন ত্রয়োদশ বর্ষ এবং হযরতের বয়স তিপ্পান্ন বৎসর। নবীর শিষ্যদের ভিতর প্রায় দুইশত ব্যক্তি ঐ সময় মদিনায় হিজরত করে।

মদিনায় তাঁহাদের জন্য সাদর অভ্যর্থনা প্রতীক্ষমান ছিল। সেখানে মক্কার মুসলমানরা নবীর সহিত নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। মদিনায় আনসারদের আনুকূল্যে ও সৌজন্য তাঁরা যখন সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন তখন দিকে

www.bjilibrary.com

দিকে তাহার সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। হজরত ওসমানও আবিসিনিয়ায় বসিয়া সে সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি অবিলম্বে তথা হইতে সম্রাটের অনুমতিক্রমে সস্ত্রীক মদিনা যাত্রা করিলেন। প্রবাসে তাঁহাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু শৈশবে তাহার মৃত্যু হয়। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী আরও অনেক মুসলমান ঐ সময় নবীর সান্নিধ্য লাভের আশায় মদিনায় প্রস্থান করে।

হজরত ওসমান ও বিবি রোকাইয়া যখন মদিনায় পৌঁছেন, তখন হিজরি দ্বিতীয় সন চলিতেছে। তাঁহাদের পৌঁছার অল্পকাল পরেই মক্কার কুরাইশগণ মদিনা আক্রমণ করিতে আসে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল হজরত মোহাম্মদ (স) ও তাঁর শিষ্যদের ধ্বংস করিয়া পৈতৃক ধর্মকে নিরাপদ করা এবং মক্কা সিরিয়ার বাণিজ্য-পথ বিঘ্নহীন করা। নবী দেখিলেন, তাঁরই জন্য গোটা মদিনা শহর যুদ্ধের ঝামেলায় জড়িত হইতে পারে। তাই তিনি ৩১৩ জন যুদ্ধক্ষম মুসলিমকে সঙ্গে লইয়া মদিনা হইতে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদরের প্রান্তরে শত্রুদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। শত্রুরা সংখ্যায় ছিল নয় শত হইতে হাজারের মধ্যে, কারণ দৈনিক তাদের জন্য নয়টি করিয়া উট জবেহ্ করা হইত বলিয়া উল্লেখ আছে।

মুসলিমদের জন্য ইহা ছিল জীবন-মরণের প্রশ্ন। শত্রুরা জয়ী হইলে মুসলমানদের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। আর, সেই সঙ্গে ইসলামের ক্ষীণ দীপশিখাটিও হয়ত নিভিয়া যাইত চিরতরে। তাই মুসলমানরা জীবনপণ করিয়া যুদ্ধ করেছিল। আশ্চর্য এই, আল্লাহর রাসুল যিনি জীবনে কখনও অস্ত্র ধারণ করেন নাই, তিনি ছিলেন এই যুদ্ধে মুসলিমদের পরিচালক ও সেনাপতি। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নবীর আকুল প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলিমদের জয়যুক্ত করেছিলেন।

হজরত ওসমান এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই, এ দুঃখ তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। ঐ সময় বিবি রোকাইয়া ছিলেন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। মদিনা আসার পর তাঁর স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি দেখা যায় নাই। তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় রাখিয়া নবী যুদ্ধে যাইতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু হজরত ওসমানকে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন রোকাইয়ার শয্যাপার্শ্বে তাঁর শুশ্রূষার জন্য। যুদ্ধে নবীর জয় হয়েছিল, কিন্তু মৃত্যু রোকাইয়াকে কাড়িয়া লইল। নবী যখন বিজয়ী বেশে গৃহে ফিরিলেন রোকাইয়া তখন জীবনের পরপারে। হজরত তাঁর নশ্বর দেহ সম্মুখে রাখিয়া অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। সন্তানহারা পিতার যুদ্ধ জয়ের সকল উল্লাস অশ্রু-সায়রে বিলীন হয়ে যায়। জাতির জন্য, ধর্মের জন্য, যাহারা মুক্তি-সংগ্রামে লিপ্ত হন তাঁহাদের বুঝি ব্যক্তিগত স্নেহমমতা এমনি করিয়াই বিসর্জন দিতে হয়। পত্নীশোকাতুর ওসমান অনেকদিন আর বিবাহের কথা মুখে আনেন নাই। তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন, রাসুলুল্লাহর বংশের সহিত সম্বন্ধ কায়েম করার সৌভাগ্য আমার আর রহিল না। নবী তাহার জন্য অন্তরে বেদনা অনুভব করেন এবং পরিশেষে বাল্য-বিধবা উম্মে কুলসুমকে তাঁর করে অর্পণ করিয়া তাঁকে আপনার কাছে পুনঃ টানিয়া লন। এই বিবাহের পর লোকেরা হজরত ওসমানের নাম দিয়াছিল 'জুন্নুরায়েন' অর্থাৎ যুগল নূরের অধিকারী।

www.bjilibrary.com

জঙ্গে ওহোদ

বদর যুদ্ধের এক বৎসর পর হিজরি তৃতীয় সনে কুরাইশরা পুনরায় ফিরিয়া আসিল মদিনা আক্রমণ করিতে। বদর যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি তারা ভুলিতে পারে নাই। যে-সমস্ত কুরাইশ বদর যুদ্ধে প্রাণ হারায় তাদের আত্মীয়স্বজনদের আবু সুফইয়ান কাঁদিতে নিষেধ করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে, পাছে অশ্রুর নির্গমনে তাদের হৃদয়ের জ্বালা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বদরের প্রতিশোধ না লওয়া পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীদের কাছে যাইবেন না। তাঁর পত্নী হেন্দার পণ ছিল, বদর যুদ্ধে তাহার পুত্রকে যে হত্যা করিয়াছে তাহার কলিজা না খাইয়া সে নিবৃত্ত হইবে না। তিন হাজার সৈন্যের এক শিক্ষিত বাহিনী লইয়া আবু সুফইয়ান, হজরত মোহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে দুনিয়া হইতে নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প লইয়া মদিনার ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে ওহোদের প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করেন। নবী তাঁর মুহাজির ও আনসার শিষ্যদের আহ্বান করিয়া এক হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু তার ভিতর হইতে তিনশত লোক মদিনার কুখ্যাত মুনাফেক আবদুল্লাহ বিন উবের পরামর্শে পথিমধ্য হইতে পিছাইয়া পড়ে। অবশিষ্ট সাত শত সৈন্য লইয়া নবী অগ্রসর হইলেন। তাদের ভিতর কতক ছিল মদিনার অশিক্ষিত চাষি এবং কতক ছিল আল্লাহর প্রেমে পাগল নিরীহ মু'মীন যাদের বর্শা-তলোয়ার দীর্ঘকাল অব্যবহারের ফলে মরিচা ধরা অবস্থায় বিক্ষিপ্ত ছিল। নবীর উৎসাহ-বাণী এবং আল্লাহর উপর ঐকান্তিক নির্ভর ও অবিচালিত ইমান দিয়াছিল তাহাদের অসীম মনোবল আর ইহাই ছিল তাদের একমাত্র সম্বল। হজরত আবুবকর, হজরত উমর ও হজরত আলি প্রমুখ সাহাবিদের সঙ্গে হজরত ওসমান এই যুগান্তকর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য এক অগ্নি-পরীক্ষা। তারা শুধু সংখ্যাল্প ছিল না, স্বয়ং নবী এই যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। সেই ভয়াবহ সংকটে তাঁর শিষ্যগণ, যাঁহাদের ভিতর হজরত ওসমানও ছিলেন, নিজ দেহ দ্বারা নবীকে ঘিরিয়া রাখেন এবং দুই হাতে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেন।

জঙ্গে আহযাব (পরিখা যুদ্ধ)

কুরাইশরা ওহোদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া মানে মানে মক্কায় ফিরিয়া গেল। কিন্তু মক্কার নাগরিকরা, বিশেষ করিয়া কুরাইশ ললনাগণ তাতে খুশি হইতে পারে নাই। যে-সমস্ত কুরাইশ ওহোদ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল, তারাও মনে মনে অসুখী বোধ করিতেছিল, মোহাম্মদকে (স) জীবিত অবস্থায় ছাড়িয়া আসার দরুন। কাজেই সমস্ত মক্কা প্রতীক্ষা করিতেছিল আর একটি বড় যুদ্ধের। ইহুদি গোত্রগুলোর আশ্বাস-বাণীতে মক্কায় কুরাইশদের ভিতর মুসলিম ধ্বংসের আয়োজন পুণ্যোদ্যমে চলিতে লাগিল।

বস্তুত এই যুদ্ধের আয়োজন ছিল পূর্বের সব যুদ্ধের চাইতে অনেক বেশি। কুরাইশদের সহিত অনেকগুলো শক্তিশালী ইহুদি গোত্র এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার কতিপয় পৌত্তলিক ও উপজাতীয় গোত্র এই যুদ্ধে যোগদান করে। এইজন্য এই যুদ্ধকে 'জঙ্গে আহযাব' বা 'জোটবদ্ধদের যুদ্ধ' বলা হয়েছে। দশ সহস্র লোকের এক সম্মিলিত বাহিনী হিজরি পঞ্চম সনে আবু সুফাইয়ানের নেতৃত্বে মদিনা অবরোধ করে। মুসলমানগণ ছিল

www.bjilibrary.com

সংখ্যায় মাত্র তিন হাজার। তাই তারা শত্রু আগমনের পূর্বেই নগর রক্ষার জন্য নবীর নির্দেশে নগরের তিন দিক দিয়া ১২ ফুট গভীর ও ১৮ ফুট প্রশস্ত এক পরিখা খনন করেছিল। পরিখাটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৯ হাজার ফুট। নগরের উত্তর দিক ছিল সালমা নামক পর্বত দ্বারা সুরক্ষিত। তাই, সেদিকে পরিখা খননের প্রয়োজন ছিল না। মুসলমানরা এক সপ্তাহ ধরিয়া স্বহস্তে কোদালি চালাইয়াছিল এবং মাটির ঝুড়ি মস্তকে বহিয়াছিল। নবী স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে কোদালি ধরিয়াছিলেন। তাঁর অন্যান্য সাহাবিদের সঙ্গে হজরত ওসমানও এই পরিখা খননে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তবে পরিখা-যুদ্ধে কুরাইশগণ সুবিধা করিতে পারে নাই। তিন সপ্তাহকাল নগর বেষ্টন করিয়া রাখার পর কুরাইশগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অবরোধ উঠাইয়া লয় এবং তাদের সহযোগী দলসমূহ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অবশ্য এই তিন সপ্তাহকাল অবরোধকারীরা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকে নাই। দিনের পর দিন যুদ্ধ চলিয়াছে এবং মুসলিমগণ পরিখার বেষ্টনীর ভিতর থাকিয়া অসীম বিক্রমে অবরোধকারীদের নগর প্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

কুরাইশগণ যখন দেখিল পরিখা অতিক্রম করা অসম্ভব, তখন তারা সালমা পর্বতের দিকে চাপ বৃদ্ধি করিতে থাকেন। কারণ ঐ দিকে পরিখা ছিল না। একদিন দেখা গেল, আমর বিন আব্‌দে ওদ্দ নামক এক খ্যাতনামা কুরাইশ যোদ্ধা একদল সৈন্যসহ সালমার এক গিরিবর্ত্ম দিয়া নগরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। হজরত আলি তৎক্ষণাৎ তাঁর জুলফিকার লইয়া 'আল্লাহু আকবর' রবে শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁর অনুসরণ করিল। আমরের সঙ্গে হজরত আলির তুমুল যুদ্ধ হইল। কিছুক্ষণ পরে আমরের রক্তাক্ত মাথা দেহচ্যুত হয়ে ভূমিতলে গড়াইয়া পড়িল। সেবারের মতো কুরাইশদের নগর প্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইহার পর মহাবীর খালেদ তাঁর অশ্বারোহী সেনাসহ সালমার অপর এক গিরিবর্ত্ম দিয়া মদিনার কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। কেন্দ্রস্থলেই ছিলেন স্বয়ং হজরত রাসূল। সেখান হইতে তিনি সৈন্যদের নির্দেশ দিতেছিলেন। খালেদ শিগগিরই নবীর উপর আপতিত হইতে পারেন এই আশঙ্কা দেখা দেওয়ায়, যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল এবং প্রচণ্ড বিক্রমে খালেদের অগ্রগতি রোধ করিতে লাগিল। মুসলিমগণ মরিয়া হয়ে লড়িতেছিল, কেননা যুদ্ধের জয়-পরাজয় মীমাংসা হইতে বেশিক্ষণ বাকি ছিল না। সকলের সমবেত চেষ্টায় খালেদ সসৈন্যে পশ্চাতে হটিতে বাধা হইলেন। মদিনা আর একবার শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইল।

তার পর কুরাইশগণ নিরাশ হয়ে পড়ে। তার উপর শুরু হয় ভয়াবহ তুষার-ঝনঝা ও শিলাবৃষ্টি তিন সপ্তাহে কুরাইশদের খাদ্য-রসনও শেষ হয়ে আসিয়াছিল। তুষার-ঝঞ্ঝায় তাদের তাঁবুগুলো ছিন্নভিন্ন হয় এবং উড়িয়া যায়। অগ্নি জ্বালানোর উপায় না থাকায় তাদের আহার বন্ধ হয়; এমন কি এক পেয়ালা কফি পানেরও উপায় থাকে না। বাধ্য হয়ে তারা অবরোধ তুলিয়া লয় এবং মক্কায় প্রস্থান করে।

কি-যে ভয়াবহ অবস্থার ভিতর দিয়া মদিনার মুসলমানেরা নবীর সঙ্গে তিনটি সপ্তাহ কাটাইয়াছিল, তাহা কল্পনায় আনা যায় না। ইসলাম ও মুলমানদের জন্য ইহা ছিল জীবন-মরণের প্রশ্ন। আর এই নিদারুণ সঙ্কটে নবীর যাহারা বিশ্বস্ততম সহযোগী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হজরত ওসমান ছিলেন অন্যতম।

www.bjilibrary.com

চতুর্থ অধ্যায়

নবীর প্রথম হজযাত্রা

হোদাইবিয়ার সন্ধি ও হজরত ওসমানের দৌত্য

হিজরি ষষ্ঠ সনে তিনি বনি গোত্রের ইহুদিরা নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করার নবী তাহাদের আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে নবী জয়লাভ করেন এবং শত্রুপক্ষের অনেক নর-নারী মুসলিমদের হস্তে বন্দি হয়। ইহার পর মুসলিমদের মনের বল অনেক বাড়িয়া যায়। তাদের বাসনা হইল, এবার তারা মক্কায় হজ করিতে যাইবে এবং বহুদিন পর পুনরায় কা'বা দর্শন করিবে। সেখানে তারা শুধু হজ উদযাপন করিবে না, কুরাইশদের পর পর তিনটি ভয়াবহ আক্রমণ হইতে আল্লাহর অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছে, এ জন্য তাঁরা আল্লাহর ঘরে বসিয়া তাঁর শোকর গোজারি করিবে। নবীর মনেও এবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল কা'বা সন্দর্শনের জন্য। তিনি শিষ্যদের সে কথা বলিলেন এবং যথাসময়ে চৌদ্দ শত মুসলিম নর-নারী এবং বহু সংখ্যক কোরবানির পশুসহ মক্কা যাত্রা করিলেন। হিজরতের পর ইহাই ছিল নবী ও তাঁর শিষ্যদের প্রথম হজযাত্রা।

নবীর শিষ্যরা কোনও যুদ্ধাস্ত সঙ্গে লয় নাই। তাতেই প্রমাণিত হয়, হজ ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। অথচ মক্কায় তাঁর শুক্ররা রাষ্ট্র করিয়া দেয়, নবী বহু সৈন্য-সামন্ত লইয়া মক্কা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। ফলে কুরাইগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং তাঁকে বাধা দানের জন্য প্রস্তুত হয়।

নবী পথে থাকিতেই জানিতে পারিলেন, কুরাইশ নেতাদের নির্দেশে মক্কার প্রথিতনামা যোদ্ধা খালেদ তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদল সহ নগরের প্রবেশ পথ আগলাইয়া আছেন, যাতে মুসলমানরা নগরে প্রবেশ করিতে না পারে। অগত্যা নবী মক্কা হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী হোদাইবিয়া উপত্যকায় চাউনি ফেলিতেন। তাঁর ইচ্ছা, সেখান হইতে দূত মারফৎ তিনি কুরাইশদের জানাইয়া দিবেন যে, অন্যান্য গোত্রের যাত্রীদের মতোই তিনি হজ করিতে আসিয়াছেন, যুদ্ধ করিতে আসেন নাই, এবং হজ সমাধা হইলেই মদিনায় ফিরিয়া যাইবেন। এই সময় অনেক উপজাতীয় আরব হজ উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিয়াছিল। তাদের সর্দারদের ভিতর দুই এক ব্যক্তি নবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। নবী তাহাদের তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বুঝাইয়া বলেন এবং কুরাইশদের জানাইতে বলেন। কিন্তু কুরাইশ নেতাগণ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। কুরাইশদের ভিতর হইতেও কেহ কেহ নবীর নিকট আসিয়া জানিয়া গেল, তাহার দলে কোনরূপ যুদ্ধ-প্রস্তুতি নাই। কিন্তু তাদের কথায়ও নেতৃস্থানীয় কুরাইশগণ নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। কথিত আছে ইহার পর নবী খিরাশ নামক এক ব্যক্তিকে কুরাইশদের নিকট পাঠান কিন্তু কুরাইশগণ তাহার উটের পা কাটিয়া দেয় এবং তাহাকে হত্যা করার মতলব করে। তবু হাবশি সৈন্যগণ বাধা দেওয়ায় সে ব্যক্তি প্রাণে বাঁচিয়া যায় এবং শিবিরে ফিরিয়া আসে। পরিস্থিতির এই অচলাবস্থা নিরসনের জন্য নবী এমন একজন

www.bjilibrary.com

লোককে কুরাইশদের দরবারে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন, যিনি মুসলিমদের আস্থাভাজন, আবার কুরাইশদের ভিতরও যাহার প্রতিপত্তিশালী আত্মীয় রহিয়াছে এই দিক দিয়া নবী হজরত ওসমানকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিলেন। কুরাইশ নেতারা তাঁর বক্তব্য শুনিয়া বলিলেন, তুমি যদি কা'বা ঘর তওয়াফ করিতে চাও, তা করিতে পার। হজরত ওসমান বলিলেন, নবীকে ছাড়া তিনি একাজ করিতে পারেন না। কুরাইশরা তাঁর এই উত্তরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং তাঁকে বন্দি করিয়া রাখিল। কুরাইশদের পণ ছিল নবীকে বা নবীর অন্য কোন শিষ্যকে তারা কিছুতেই কা'বায় আসিতে দিবে না। অথচ হজরত ওসমান তাঁহাদের জন্যই দৌত্যগিরির ভার লইয়াছেন। নবীকে এবং তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। কুরাইশ দলপতিদের দরবারে বসিয়া, তাঁহাদের মুখের উপর এইভাবে তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তাঁরা তাঁর আটকের আদেশ দেন। তাঁরা ভাবিয়া দেখেন নাই, ইহার পরিণাম ফল কতদূর গড়াইতে পারে।

এদিকে বাহিরে রাষ্ট্র হইল, হজরত ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি যথাসময়ে শিবিরে না আশায় মুসলমানদের চিন্তার অবধি রহিল না। তারা নবীর নির্দেশক্রমে সকলে সমবেত হয়ে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল। তার মর্ম এই, হজরত ওসমানের উপর এই অন্যায় আচরণের জন্য তারা যুদ্ধ না করিয়া দেশে ফিরিবে না। হয় তাঁর উদ্ধার, অথবা সমূলে শহীদ, ইহাই ছিল তাদের মৃত্যুপণ। পরিস্থিতির এই গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়া কতিপয় উপজাতীয় নেতা ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং কুরাইশদের জানাইয়া দেন, তারা যদি অন্যায়ভাবে মুসলমানদের হজ করায় বাধা দেয়, তাহা হইলে উপজাতীয় সৈন্যগণকে উঠাইয়া লওয়া হইবে এবং কুরাইশদের সহিত তাঁরা সহযোগিতা বন্ধ করিয়া দিবেন।

কুরাইশগণ এই প্রকার চাপে পড়িয়া নবীর সহিত আলাপ-আলোচনায় রাজি হয় এবং অনেক বিতর্কের পর দুই পক্ষের ভিতর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তাতে কতিপয় শর্তের ভিতর প্রধান শর্ত এই ছিল, এই বৎসর নবী তাঁর শিষ্যদের লইয়া হজ না করিয়া ফিরিয়া যাইবেন, যাহাতে অন্য জাতির লোকেরা মনে না করিতে পারে, কুরাইশরা ভয়ে কা'বা গৃহ মোহম্মদের সামনে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। নবী এই শর্ত মানিয়া লইলে তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা পরবর্তী বৎসর হইতে বিনা বাধায় হজ করিতে পারিবেন। নবী সেবার হজ না করিয়াই স্বশিষ্য ফিরিয়া যান। আপাতদৃষ্টিতে নবী হার মানিলেন, কিন্তু আসলে তিনি জিতিয়া গেলেন এই অর্থে যে, বিনা রক্তপাতে তিনি একটা মহা অধিকার আদায় করিয়া লইলেন, পরের সন হইতে প্রতি বৎসর বিনা বাধায় হজব্রত সম্পাদন করার জন্য। এই সন্ধি সম্পাদন ব্যাপারে নবীর অধিকাংশ শিষ্য তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নদী যে ইহাতে অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দেন তাতে সন্দেহ নাই। কেননা, ঐ অবস্থায় জোর করিয়া নগর প্রবেশের চেষ্টা করিলে চৌদ্দ শত নিরস্ত্র মুসলিম নর-নারীর ধ্বংস ছিল অনিবার্য। হজের বাধাও তাতে দূরীভূত হইত না।

সন্ধির কথা যখন উত্থাপন করাই সম্ভবপর হয় নাই, সেই তিক্ততার ভিতর হজরত ওসমান যে নবীর দূতরূপে কুরাইশদের দরবারে গিয়াছিলেন, ইহাতে শুধু নবীর প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ পায় নাই; তাঁর নিজের যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সাহসিকতারও পরিচয় ইহাতে পরিস্ফুট।

www.bjilibrary.com

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের সেবা ও দানশীলতা

হজরত ওসমান আবিসিনিয়া হইতে মদিনায় আসার পর মাত্র চার পাঁচ বৎসরের ভিতর কিরূপ জনপ্রিয় হয়ে উঠিয়াছিলেন, হোদাইবিয়ার সন্ধিসঙ্কটে আমরা তার পরিচয় পাইয়াছি। তার মূল কারণ ছিল তাঁর মহত্ত্ব, জনসেবার প্রবৃত্তি ও অপূর্ব দানশীলতা। আবিসিনিয়ায় তিনি যে আর্থিক অনটন ভোগ করিতেছিলেন, মদিনায় আসার পর তা দূরীভূত হয়। এখানে তিনি ব্যবসায়ের সুযোগ পান এবং জীবন-যাত্রার জন্য কারও আনুকূল্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে অচিরে ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে যান। বিদেশের বাজারে আফ্‌ফান-পরিবারের সুনাম ছিল। হজরত ওসমান নিজেও যৌবন বয়সেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে সৎ বণিক হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেন। ফলে মদিনায় আসার পর তাঁর কারবারে দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। অল্প দিনের ভিতরই তিনি বেশ সম্পদশালী হয়ে ওঠেন।

তিনি এই সম্পদের কোনরূপ অপব্যবহার না করিয়া মদিনাবাসী মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট মোচনে ব্যয়িত করেন। একটা নতুন ধর্মাবলম্বী ও নব প্রতিষ্ঠিত জাতি হিসেবে তাদের অভাব-অভিযোগের অন্ত ছিল না। স্থানীয় অমুসলমানদের হিংসাত্মক আচরণ এবং মক্কার কুরাইশদের বার বার ধ্বংসাত্মক আক্রমণ তাদের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করিয়া তুলেছিল। সেরূপ ক্ষেত্রে হজরত ওসমানের মতো সহৃদয় ও বিত্তবান লোকের সেখানে অতিশয় প্রয়োজন ছিল।

মদিনায় আসার পর প্রথমেই হজরত ওসমানের নজরে পড়ে মুসলমানদের পানীয় জলের অভাব। মরুভূমির দেশ; মাত্র গুটিকয়েক ঝরনা ও কূপের উপর সারা শহরের লোককে নির্ভর করতে হইত। হজরত ওসমানের হাতে উপযুক্ত অর্থ আসার পর তিনি মুসলমানদের জন্য এক দরিদ্র ইহুদির নিকট হইতে একটি কূপের অর্ধাংশ ক্রয় করিলেন। 'রুমা' নামে পরিচিত এই কূপটির বাকি অর্ধেক ইহুদিদের দখলে থাকায় পানি উঠান লইয়া তাদের সহিত শর্ত করিলেন তারা একদিন এবং মুসলমানরা তার পরের দিন পানি লইবে। কিছুদিন এইভাবে চলার পর পুনরায় বিরোধ দেখা দিল এই কারণে, ইহুদিরা তাদের নির্ধারিত দিনে এত বেশি পানি উঠাইত যে পরের দিন অতি সামান্য পানিই মুসলমানদের ভাগে পড়িত। এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া হজরত ওসমান কূপটির সাবেক মালিক হইতে ন্যায্য মূল্যের অনেক বেশি দিয়া তার বাকি অর্ধাংশ ক্রয় করিয়া লইলেন। তারপর সম্পূর্ণ কূপটিতে তিনি স্থানীয় মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করিয়া দিলেন। ইহাতে মুসলিমগণ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়িল। কেননা পানির কষ্ট প্রত্যেক পরিবারকেই পীড়া দিত।

www.bjilibrary.com

যুদ্ধাদি বড় বড় ব্যাপারে হজরত ওসমানের দান অপর সকলের দানকে ছাড়াইয়া উঠিত। নবীর তাবুক-অভিযানের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হয়েছে; হিজরি নবম সনে সিরিয়া-প্রত্যাগত লোকদের মুখে নবী শুনিতে পাইলেন, রোমকরা প্রায় এক লক্ষ লোক ও বহু উপজাতি সহকারে মদিনার দিকে অগ্রসর হইতেছে; সম্ভবত মদিনা আক্রমণ তাদের উদ্দেশ্য। সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল। পানির তখন সর্বত্র অভাব কিন্তু বাগানে তখন ফল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। লোকেরা চাহিয়াছিল এই দারুণ গ্রীষ্মে কোথাও দূরের রাস্তায় বাহির না হয়ে, ঘরে গাছের ছায়ায় আরাম এবং ঠাণ্ডা ফল সম্পদ উপভোগ করিবে। যুদ্ধে যাইতে এ সময় কারও মন চাহিতেছিল না। কিন্তু নবী মনে করিলেন শত্রুকে বেশিদূর অগ্রসর হইতে দেওয়া অনুচিত। তাই তিনি কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া মদিনা, মক্কা ও মরুভূমির সকল এলাকার অধিবাসীদের আহ্বান করিলেন এবং তাহাদের অবিলম্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবভূমিতে নবীর প্রভাব এত বাড়িয়া গেল, কেউ কোনো প্রতিবাদ করিল না। মাত্র কয়েক দিনের ভিতর তিরিশ হাজার পদাতিক ও দশ হাজার অশ্বারোহী নবীর পতাকা-তলে সমবেত হইল। নবী সকলকে বুঝাইলেন, সময়টি যদিও কষ্টকর কিন্তু শত্রুরা সংখ্যায় অনেক, কাজেই মুসলমানদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত হওয়া চাই। তিনি সাহাবিদের আল্লাহর কাজে যুদ্ধের জন্য যার যা সাধ্য দান করিতে বলিলেন। সৈন্য বাহিনীর জন্য যানবাহন, সাজ-সরঞ্জাম, খাদ্য এবং আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। তিরমিজি শরীফে উল্লেখ আছে; নবীর আদেশ পাইয়া হজরত উমর তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক এবং হজরত আবুবকর তাঁর যা' কিছু ছিল সমস্তই নবীর চরণে সমর্পণ করিলেন। আর হজরত ওসমান দিলেন এক হাজার উট, সত্তরটি অশ্ব এবং নগদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। নবী খুশি হয়ে বলিয়াছিলেন, 'তুমি 'গনি', আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন।' মরুভূমির বেদুইনরা এই অভিযানে যোগদান করেছিল।

চল্লিশ হাজার লোকের বিরাট বাহিনী লইয়া দারুণ গ্রীষ্মের ভিতর অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করিয়া নবী ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকিলেন। তাবুক পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর নবী জানিতে পারিলেন, আশপাশে কোথাও রোমক বাহিনীর চিহ্ন নাই, চল্লিশ হাজার লোক নবীর সঙ্গে আসিতেছে এবং সমগ্র মরুভূমি উজার করিয়া বেদুইনরা তাঁর পশ্চাতে আসিতেছে শুনিয়া তারা পালাইয়া গিয়াছে। স্থানীয় রোমক শাসনকর্তা যুহান্না বিন রুব নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং জিযিয়া প্রদানের অঙ্গীকারে সন্ধি স্থাপন করিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পত্তি ও ধর্মীয় অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া নবী মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

শুধু রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বা জাতীয় অভাব-অভিযোগেই যে হজরত ওসমান মুক্তহস্তে দান করিতেন, তা নয়। অনেক ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তাঁর মোটা দানের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। হজরত আলির বিবাহ এমনই একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। পরিখা-যুদ্ধে হজরত আলি যে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন, মুসলমান মাত্রকেই তাহা মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। ইহার পূর্বে বদর ও ওহোদ যুদ্ধেও তিনি কম বীরত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তাই পরিখা

www.bjilibrary.com

যুদ্ধের বিভীষিকা কাটিয়া গেলে নবীর সাহাবিদের মনে পড়িল, নবীর কনিষ্ঠা কন্যা ফাতেমার কথা। কিভাবে এই বিবাহ সংঘটিত হয় সে-সম্বন্ধে একটি চমৎকার বিবরণী 'ভাই গিরীশচন্দ্র'[১] রচিত 'হযরতের চরিত্র-কথা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাহিনিটি নিম্নে উদ্ধৃত্ত হইল;

'পরম রূপবতী ফাতেমা দেবীর যৌবন কাল, ধনশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত কোরেশগণ তাঁর পাণি গ্রহণের প্রার্থী, হজরত তাঁহাদের প্রার্থনায় কিছুই মনোযোগ বিধান করিতেছিলেন না, ইহা দেখিয়া একদিন আমির আবুবকর হযরতের নিকট ফাতেমার বিবাহের প্রসঙ্গে উত্থাপন করেন। হজরত বলেন, 'ঈশ্বরের আজ্ঞার উপর এ কার্য নির্ভর করছে, আমি আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছি।' একদিন ওমরও এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাতেও হজরত এইরূপ বলেন। অন্য এক দিবস মন্দিরে আবুবকর ও ওমর এবং সয়িদ পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করেন, 'কোরেশ দলপতিগণ এই কন্যারত্নকে গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত, হজরত কাহারও প্রার্থনা শ্রবণ করছেন না। আলি এইক্ষণও বিবাহ করেন নাই এবং বিবাহের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নাই আবুবকর বলিলেন, 'আমার বোধ হইতেছে দরিদ্রতাই আলির উদ্বাহে প্রতিবন্ধক হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলির জন্যই ফাতেমার পরিণয় ক্রিয়ার বিলম্ব হইতেছে, ঈশ্বর ও তাঁর প্রেরিতপুরুষ আলির সঙ্গে ফাতেমার পরিণয়ই অনুমোদন করিয়াছেন। তৎপর আবুবকর সয়িদ ও ওমরকে বলিলেন, 'চল, আমরা তিনজনে মিলিয়া আলির নিকটে যাই এবং ফাতেমার সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়া তাঁকে বিবাহ করিতে উত্তেজিত করি। যদি আলি অর্থাভাবশত; আপত্তি করেন আমরা সকলে তাঁকে সাহায্য করিব।' আবুবকরের এই প্রস্তাব ওমর ও সয়িদ সর্বান্তকরণে অনুমোদন করিলেন। তৎপর তাঁরা তিনজনে মিলিয়া আলির নিকটে গেলেন। তখন আলি একজন আনসার বন্ধুর উদ্যানে স্বীয় উষ্ট্রযোগে জল সিঞ্চন করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদের দেখিয়াই তাদের অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কথা প্রসঙ্গে আবুবকর বলিলেন, 'আলি, হযরতের তুমি অতিশয় আদরের পাত্র, তাঁর নিকটে তোমার যেরূপ গৌরব এরূপ অন্য কাহারও নয়। কোরেশ বংশীয় প্রধান পুরুষগণ কুমারি ফাতেমার পাণি গ্রহণের প্রার্থী হয়েছিলেন, হজরত তাঁহাদের কাহারও প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই, আমার বোধ হইতেছে তিনি তোমার হস্তে ফাতেমাকে সমর্পণ করিতে চাহেন, তুমি কেন ফাতেমার পাণি গ্রহণের প্রার্থী হইতেছ না? তোমার কি তাতে ইচ্ছা নাই?' এই কথা শ্রবণ করিয়া (আলি) অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, 'দেব আবুবকর, আর বায়ু সঞ্চালন করিবেন না, মনের অগ্নিকে অনেক কষ্ট প্রশমিত করিয়া রাখিয়াছি, এ বিষয়ে আমার ইচ্ছা আছে কি-না আপনি আর

১. 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' কুরআন শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদক। তিনি ইসলাম সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং হযরতের একখানি জীবন-চরিতও লিখিয়াছিলেন। বহু গবেষণাপূর্ণ এই মূল্যবান গ্রন্থ দুইটি অধুনা বাজারে পাওয়া যায় না। খ্যাতনামা লেখক কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত 'হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম' নামক গ্রন্থে ভাই গিরীশচন্দ্র হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তাহাই এখানে পুনরুদ্ধৃত হইল।

www.bjilibrary.com

আমাকে স্মরণ করাইয়া কি দিতেছেন? এই সম্বন্ধের বিষয়ে আমার যেরূপ অভিলাষ বোধ করি অন্য কাহারও তদ্রূপ নয়, দরিদ্রতা ইহার প্রতিবন্ধক হয়েছে, এই কথা উত্থাপন করিবারও আমার ক্ষমতা নাই' আবুবকর বলিলেন, 'আলি, এ প্রকার বলিও না, ঈশ্বর ও তাঁর প্রেরিতপুরুষের নিকটে পার্থিব সম্পত্তির কোনো মূল্য নাই, সম্ভবত অর্থকৃচ্ছতা ও দারিদ্র্য কোনো প্রকারে এ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।' এই কথা শুনিয়া আলি স্বীয় উষ্ট্রটিকে গৃহে লইয়া গিয়া বন্ধন করিলেন, তৎপর হজরত মোহাম্মদের নিকটে চলিয়া গেলেন। ... যেমন কাহারও কোনো বিশেষ অভিলাষ আছে, সে লজ্জাপ্রযুক্ত ব্যক্ত করিতে না পারিয়া অধোমুখে বসিয়া থাকে, সেইভাবে আলি অবনত মস্তকে উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁর ভাব দেখিয়া হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন 'আলি, বোধ হইতেছে তোমার মনে কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে, তুমি লজ্জাবশত তাহা বলিতে পারিতেছ না, কি অভিলাষ বল, সঙ্কোচ করিও না তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে আমি যত্নবান হইব।' তখন আলি বলিলেন, দেব, আপনি আমাকে শৈশবাবধি জনক-জননী হইতে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পবিত্র সহবাসে রাখিয়াছিলেন এবং আন্তরিক এবং বাহ্যিক শিক্ষাদানে আমার কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, যে অনুগ্রহ ও উপকার আমি আপনার নিকটে লাভ করিয়াছি তাহার দশমাংশও স্বীয় পিতামাতার নিকটে প্রাপ্ত হই নাই। পরমেশ্বর আপনার সাহায্যে আমাকে পৈতৃক অসত্য ধর্ম হইতে মুক্ত করিয়া সত্য ধর্মে আশ্রয় দান করিয়াছেন। আপনি আমার জীবনের সম্বল, সুখ ও শান্তির মূল। দেব, এইক্ষণ তো আমি আপনা পদসেবাতে নিযুক্ত থাকিয়া সবল ও ভাগ্যবান হয়েছি এবং ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ ও সমুন্নতি লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমার নিজের কোনোরূপ গৃহ ও গৃহসম্পত্তি নাই হৃদয়-সখী ভার্য্য নাই, যিনি সুখে-দুঃখে আমার সঙ্গে সহানুভূতি করিবেন ও আমার মর্মজ্ঞা হইবেন। কিছুকাল হইতে এই ইচ্ছা যে কুমারি ফাতেমার পরিণয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, কিন্তু দুঃসাহসিকতা হইবে ভাবিয়া এ পর্যন্ত প্রকাশ করিতে পারি নাই। ইহা সম্পন্ন হইবার কোনো সম্ভবনা আছে কি? আলির এই কথা শ্রবণ করিয়া হযরতের মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠিল। তিনি আলির প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আলি, বিবাহ করিতে যাহা প্রয়োজন তৎসম্বল কি তোমার আছে?' আলি বলিলেন, 'আর্য, আপনি আমার অবস্থা যেরূপ জানেন, আমার অন্য কোনো আত্মীয় বন্ধু সেরূপ অবগত নহেন। আপনার নিকটে কিছুই গুপ্ত নহে। আমার একটি করবাল, একটি বর্ম ও একটি উষ্ট্রমাত্র আছে। এ সকলের আপনিই অধিপতি, যাহা বিহিত বোধ করেন তাহাই হউক।' হজরত বলিলেন, 'তোমার জন্য করবালের প্রয়োজন, অনেক সময় ধর্মদ্রোহী শত্রুর সঙ্গে তোমাকে সংগ্রাম করিতে হইবে। তোমার আরোহণের জন্য উষ্ট্রেরও আবশ্যক। আমি কেবল তোমার বর্মটি চাই, তাতেই কার্য সিদ্ধ হইবে। আলি, তোমাকে আমি সুসংবাদ দান করিতেছি যে, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে ফাতেমার বিবাহ মনোনীত করিয়াছেন স্বর্গে তোমাদের উভয়ের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।' ...হযরতের কন্যার কাবিনস্বরূপ বরের বর্ম নির্ধারিত হইল। আলি বলিলেন, আমি ইহাতে সম্মতি দান করিলাম। সভ্যস্থ বন্ধুগণ, আপনারা এ বিষয়ে হযরতের সম্মতি জিজ্ঞাসা করুন এবং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষী থাকুন।' সমাগত সম্ভ্রান্ত মোসলেমগণ হযরতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রেরিতপুরুষ, এই রূপেই কি উদ্বাহ সম্পাদন বিহিত করিয়াছেন?' হজরত হাঁ বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন সভার

www.bjilibrary.com

চতুর্দিক হইতে 'ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন,' এই ধ্বনি উত্থিত হইল। তদনন্তর হজরত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং আলিকে বলিলেন, 'যাও স্বীয় কবচ বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য লইয়া আইস। আলি এই বর্ম চারিশত দেরহাম মুদ্রা মূল্যে আমির ওসমানের নিকটে বিক্রয় করেন। কেহ কেহ বলেন, ওসমান চারিশত ষাট দেরহামে উহা ক্রয় করেছিলেন। সেই কবচ অতি উত্তম ও সুদৃঢ় ছিল, করবালের আঘাত তাতে কিছুমাত্র বসিতে পারিত না। বর্ম ওসমানকে প্রদান করিয়া মূল্য গ্রহণ করা হইলে পর ওসমান বলিলেন, 'আলি, তুমিই এই বর্মের উপযুক্ত পাত্র, তোমার অঙ্গেই ইহা শোভা পায়, ইহা আমি তোমাকেই প্রত্যর্পণ করিলাম।' আলি আমির ওসমানের এই প্রীতি ও বদান্যতা দেখিয়া তাঁকে কৃতজ্ঞতা দান করিলেন এবং তখনই হযরতের নিকট যাইয়া মুদ্রা ও বর্ম দুই-ই তাঁর নিকটে রাখিয়া দিলেন। হজরত মোহাম্মদ কবচ বিক্রয় না করিয়া মুদ্রা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া গেল ইহা জিজ্ঞাসা করিলে আলি ওসমানের বদান্যতার কথা জানাইলেন। হজরত শুনিয়া পুলকিত অন্তরে ওসমানকে আশীর্বাদ করিলেন। তিনি উক্ত মুদ্রাপুঞ্জ হইতে কিছু মুদ্রা গ্রহণ করিয়া আবুবকরের হস্তে প্রদানপূর্বক বিবাহিত কন্যার জন্য উপঢৌকন সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। দ্রব্যজাত বহন করিয়া আনিবার জন্য সোলেমান ও বেলালকে তাঁর সঙ্গে পাঠাইলেন। আবুবকর তদ্দারা ফাতেমার নিমিত্ত এই সকল যৌতুক সংগ্রহ করিলেন, যথা-সুকোমল উর্ণাপুঞ্জে নির্মিত মিসর দেশীয় শয্যাবিশেষ এবং একটি চর্মময় গদি যাহার ভিতরে খোর্মা-বল্কলের তন্তু নিহিত ছিল এবং খবিরের এক কম্বল এবং কতকগুলো মৃন্ময় পাত্র ও একটি কৌষের যবনিকা। আবুবকর এসমস্ত হযরতের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। হজরত এই সকল সামগ্রী দর্শন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন: 'পরমেশ্বর, যাদের মৃন্ময়পাত্র প্রিয় সামগ্রী সেই সমস্ত লোককে তুমি আশীবাদ করো।' অনন্তর তিনি ইচ্ছানুরূপ অন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত ক্রয় করিবার জন্য অবশিষ্ট মুদ্রা ওম্মে সোলমার হস্তে অর্পণ করিলেন। কিছু সুগন্ধ দ্রব্য ক্রীত হইল।... ... ... আলি বলিয়াছেন, 'ফাতেমা কখনো আমাকে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত করিয়া তোলেন নাই, যে পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কখনো কোনোরূপ অবাধ্যতাচরণ করেন নাই এবং আমিও কোনো দিন তাঁকে ব্যথিত করি নাই।'

এইরূপ বহু দানের জন্য হজরত ওসমান স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং তাঁর 'গনি' নাম সার্থক হয়েছিল। মুসলিম জাহানে তিনি 'ওসমান গনি' নামেই সুপরিচিত।

কিন্তু আল্লাহ নানাভাবে মানুষের ইমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা করেন। তাবুক অভিযানের বৎসর (৯ম হিজরিতে) তাঁর নবী-বংশীয় দ্বিতীয় পত্নী উম্মে কুলসুম তাঁকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোকগমন করেন। নবী-বংশের সহিত তাঁর শেষ বন্ধন-সূত্রটুকু ও এইভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তদ্দরুন নবীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বা আনুগত্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই।

www.bjilibrary.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্বাচন-প্রতিযোগিতা

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ২৪ হিজরিতে গুপ্তঘাতক কর্তৃক আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি তিনদিন জীবিত ছিলেন। বিষাক্ত ছুরিক র আঘাত হইতে তিনি বুঝিতে পারেন, তিনি আর বাঁচিবেন না। তাই তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অনেকে মনে করেছিলেন, হজরত আবুবকরের ন্যায় হজরত উমরও কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যাইবেন। কিন্তু হজরত উমর তাহা করিলেন না। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের চরম সমর্থক একদা তিনিই হজরত রাসূলকে তাঁর প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে বারণ করেছিলেন। ইসলামি আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী হজরত উমর নিজে তাঁর ব্যতিক্রম করিলেন না। তিনি প্রথমে আবদুর রহমান বিন আউফকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি খিলাফত গ্রহণে ইচ্ছুক কিনা। নবীর এই সাহাবির উপর হজরত উমরের অগাধ বিশ্বাস ছিল। 'কিন্তু আবদুর রহমান এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। তখন হজরত উমর তাঁকে একটি নির্বাচনী কমিটি (মজলিশে শুরা) আহ্বান করিতে অনুরোধ করিলেন এবং হজরত আলি, হজরত ওসমান, আয-যুবায়ের ইবনে আল আ'বাম, তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ এবং সাদ ইবনে আবি ওক্কাস এই পাঁচ ব্যক্তিকে উক্ত কমিটিতে গ্রহণ করিতে বলিলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন মুসলমানদের ভিতর গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং নবীর বিশ্বস্ত সাহাবা। ইসলামের জন্য ইহাঁদের প্রত্যেকের অবদান ছিল অসামান্য।

তিনি এই নেতৃবর্গকে তিন দিনের সময় দিলেন এবং শর্ত করিয়া দিলেন, তাঁদের ভিতর হইতে যদি কেহ খলিফা নির্বাচিত হন, অথবা অপর যে কেহ তাঁদের দ্বারা খলিফা-পদের জন্য মনোনীত হয়, তিনি নিজ বংশের লোকদের কখনই অপরের অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। তিন দিনে খিলাফৎ-প্রশ্নের কোনও মীমাংসা হইল না। তখন হজরত উমর তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাদেরই অনুরোধে সা'দ বিন যায়েদ নামক আর একজন গোষ্ঠীপতিকে তাঁহাদের কমিটির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁরা হজরত উমরের পুত্র গুণবান আবদুল্লাহকেও তাঁহাদের ভিতর রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু হজরত উমর তাতে অনিচ্ছা প্রকাশের পর এই শর্তে সম্মতি দিয়াছিলেন, আবদুল্লাহ শুধু মতামত প্রকাশ করিতে পারিবে কিন্তু নিজে খিলাফতের প্রার্থী হইতে পারিবে না। কথিত আছে, এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন- 'খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া একা আমিই আল্লাহর কাছে কি কৈফিয়ত দিব, ভাবিয়া পাইতেছি না; এ অবস্থায় আমার বংশের উপর আর অধিক দায়িত্ব চাপাইতে চাই না।'

www.bjilibrary.com

ইহা লক্ষণীয় যে, নির্বাচন কমিটি কুরাইশদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শাখার কোনো একটি হইতে অধিক লোক লওয়া হয় নাই। কমিটির নেতা আবদুর রহমান অদলীয় লোক ছিলেন। তবে তাঁর পত্নীদের ভিতর একজন ছিলেন হজরত ওসমানের মাতার গর্ভজাত কন্যা। সম্ভবত সেই সম্পর্কে লক্ষ্য করিয়াই হজরত আলি তাঁকে ভোটের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আবদুর রহমান যেরূপ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তাতে পক্ষপাতিত্ব তাঁর পক্ষে সম্ভবপর মনে হয়না। ইনি সেই আবদুর রহমান, যিনি মদিনায় হিজরত করার পর সা'দ বিন রাবী নামক আনসারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং সা'দ যখন তাঁকে ভাই হিসাবে নিজের বিপুল ধনসম্পত্তির একাংশ দিতে চাহেন এবং স্ত্রীর ভিতর একজনকে তাঁর পত্নী করার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'ভাই সা'দ আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন; আমার এ-সব কিছুই দরকার নাই। কাল ভোরে তুমি আমাকে বাজারের রাস্তা দেখাইয়া দিও, আমি রোযগার করিয়া খাইব।' আর নিজের রোজগার দ্বারাই তিনি মদিনার একজন বড় ধনী হয়েছিলেন।

প্রার্থীদের ভিতর যুবায়ের ছিলেন সম্ভবত সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। তিনি বংশের দিক দিয়া আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি বীর পুরুষ ছিলেন এবং সকল যুদ্ধেই হজরত রসুলুল্লাহ সহকারী ছিলেন। ইরাকের দুই প্রধান শহর কুফা ও বসরায় এবং মিসরের প্রধান শহর ফাস্‌তাতে তিনি জমি ক্রয় করেছিলেন। ঐ সব স্থানে তাঁর বাণিজ্যিক কারবার ছিল। খাস মদিনা শহরে তিনি এগারটি বাড়ির মালিক ছিলেন। কথিত আছে, মৃত্যুকালে তিনি কয়েক ক্রোর দেরহাম (রৌপ্য-মুদ্রা) মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া যান।

পারস্য বিজয়ী বীর হিসেবে মদিনায় সা'দের অসাধারণ সম্মান ছিল। ক্যাডেসিয়ার ঐতিহাসিক যুদ্ধে তিনি মুসলিমদের জন্য বিজয়-মাল্য আহরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাথমিক মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম এবং কুরাইশদের সহিত নবীর সকল সংগ্রামে তিনি নবীর সহকারী ছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট নীতি ছিল, জিহাদকে তিনি যতদিন সত্যিকার জিহাদ মনে করিতেন ততদিন উহাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং হজরত রসুল হইতে হজরত আবুবকর ও হজরত উমরের সময় পর্যন্ত তিনি জিহাদ পরিচালনা করেছিলেন। কথিত আছে, ৫০ কি ৫৫ হিজরিতে তাঁর ইন্তিকাল হইলে উম্মুল মু'মেনীনগণ তাঁর জানাজায় শরীক হয়েছিলেন।

তালহা প্রাক্ ইসলামি যুগ হইতেই একজন বিশিষ্ট সওদাগর ছিলেন এবং হজরত ওসমানের একজন বন্ধু ছিলেন। তিনিও প্রাথমিক মুসলমানদের একজন ছিলেন এবং বদর, ওহোদ ও অন্যান্য সকল যুদ্ধে হজরত রসুলের সঙ্গী ছিলেন। ওহোদ যুদ্ধে নবীর আহত হয়ে পতনের পর কুরাইশগণ যখন তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে থাকে, তখন তালহা নিজ শরীর দ্বারা তাঁকে আড়াল করেছিলেন, এবং শত্রুর তীর নিজে দেহে গ্রহণ করিয়াছেন। এই যুদ্ধে তিনি এত বেশি জখম হয়েছিলেন, নবী তাঁকে দেখিয়া সাহাবিদের বলিয়াছিলেন, 'যদি কোনো মৃতব্যক্তিকে মাটির উপর দিয়া চলাফেরা করতে দেখতে চাও, তবে তালহাকে দেখে লও।'

www.bjilibrary.com

হজরত উমর তাঁকে অতিশয় মর্যাদা দিতেন এবং সালিশি কমিটিতে তাঁকে স্থান দেন। কিন্তু তাল্‌হা প্রথম দিকে উক্ত বৈঠকের বিতর্ককালে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। হজরত উমর যখন আহত হন ঐ সময় তিনি বাণিজ্য উপলক্ষে মদিনার বাহিরে ছিলেন। হজরত উমর নিজের অন্তিম সময়ে সকল সাহাবিকে মদিনায় ডাকিয়া পাঠান। সেই সংবাদে তালহা দ্রুত মদিনায় চলিয়া আসেন। কিন্তু ইত্যবসরে কমিটির সিদ্ধান্ত হজরত ওসমানের অনুকূলে ঘোষিত হয়েছিল। তাল্‌হা মুক্ত হস্তে দান করিতেন। তথাপি মৃত্যুকালে তিনি তিন লাখ দিরহাম (রৌপ্য-মুদ্রা মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্যমুদ্রা ও ভূ-সম্পত্তি রাখিয়া যান।

নির্বাচন কমিটির ভিতর একমাত্র আবদুর রহমানই খিলাফতের প্রার্থী ছিলেন না। অন্যদের প্রত্যেকেরই দাবির পেছনে যুক্তি ছিল, তবে তাঁহাদের ভিতর কেহই এত অধিক যোগ্যতার দাবি করিতে পারিতেন না, সেজন্য অপরদের সহিত বিনা প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হইতে পারিতেন। যুবায়ের ছিলেন হজরত আবুবকরের জামাতা। তিনি বিবি আয়েশার ভগ্নী আসমাকে বিবাহ করেছিলেন। সা'দ ছিলেন নবী-জননী বিবি আমিনার ভ্রাতুষ্পুত্র। হজরত ওসমান এবং হজরত আলি উভয়েই ছিলেন নবীর জামাতা। তালহা ছিলেন হজরত আবুবকরের সগোত্র। বয়সের দিক দিয়া সাদ যুবায়ের, তালহা এবং আলি ছিলেন পঞ্চাশের নিচে। হজরত ওসমানের বয়স ছিল সত্তরের কাছাকাছি। প্রথমোক্ত চারি ব্যক্তি বিশিষ্ট যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু শাসন-ব্যাপারে তাঁহাদের যোগ্যতা ইতোপূর্বে কখনও প্রমাণিত হয় নাই। তাদের ভিতর হজরত আলি সর্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ হইলেও চারিত্রিক মাহাত্ম্য, ইসলামের জন্য নিঃস্বার্থ সেবা এবং অসাধারণ বিদ্যাবত্তা তাঁকে অপর সকলের চাইতে গরীয়ান করেছিল। আবার হজরত ওসমান ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং দানের জন্য জনপ্রিয়। সকল দিক বিবেচনা করিয়া সালিশকারগণ হজরত আলি ও হজরত ওসমানের দাবিকেই অপর সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করিলেন। কিন্তু শেষ-মীমাংসা আর হইতে চায় না। মীমাংসা যাহাতে ত্বরান্বিত হয় সে-জন্য হজরত উমর মে'কাব নামক এক ন্যায়নিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ সাহাবাকে সভার মধ্যস্থ নিরূপিত করিয়া দিলেন। মে'কাবকে লইয়া পরামর্শ সভার সভ্যগণ বিবি আ'য়িশার গৃহে সমবেত হন এবং তথায় তাঁহাদের পরামর্শ চলিতে থাকে।

মৃত্যু কোনো কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। মুসলিম-জাহানের খিলাফতের মীমাংসায় বিলম্ব ঘটিলেও হজরত উমরের প্রাণবায়ু ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসিতে লাগিল। পরিশেষে এই অচল অবস্থার নিরসনের জন্য আবদুর রহমান সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভাইসব, আমি খিলাফতের প্রার্থী নই। অপর প্রার্থীগণও কেহ আমার আত্মীয় নহে। আপনারা বিতর্ক বন্ধ করিয়া দেই তাহা মানিতে প্রস্তুত আছেন কি-না?' ইহাতে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন প্রত্যেক প্রার্থীকে তিনি একে একে নির্জন কক্ষে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, 'ভাত! আমার নিজের বিবেচনায় আপনার দাবি খুবই সঙ্গত। কিন্তু মনে করুন, নির্বাচনে আপনি যদি কৃতকার্য না হন তবে আপনার মতে খিলাফতের

www.bjilibrary.com

এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অপর কে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত?' হজরত আলি কহিলেন 'ওসমান'। হজরত ওসমান কহিলেন, 'আলি' সা'দ ও যুবায়ের কহিলেন, 'ওসমান'। এইরূপে প্রত্যেকের মতামত অবগত হয়ে আবদুর রহমান সভায় প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন, 'অদ্যকার মীমাংসা এই হইল যে ওসমান ও আলির ভিতর একজন খলিফা হইবেন। অপর সকলের দাবি বাতিল করা হইল। আগামীকল্য সাধারণ সভায় এই দুইজনের ভিতর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। সভ্য ভঙ্গ হইল।'

আবদুর রহমান সে রাত্রি সম্পূর্ণ বিনিদ্র কাটাইলেন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতাদের গৃহে গিয়া তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিলেন। এদিকে আবু সুফ্ইয়ান আমর বিন আ'স প্রমুখ উমাইয়া বংশীয় নেতাগণের হজরত ওসমানের অনুকূলে সমস্তরাত্রি কূট পরামর্শ চলিতেছিল।

পর দিবস এক সাধারণ সভা আহূত হইল। এই দিনের সভা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আবদুর রহমান সভাস্থলে দন্ডায়মান হয়ে যথোচিত গাম্ভীর্যের সহিত সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বন্ধুগণ, আমাদের খলিফা হজরত উমরের স্থলে বসাইবার জন্য আমরা গতকল্যকার বিশেষ সভায় হজরত আলি ও হজরত ওসমানকে মনোনীত করিয়াছি। উভয়েই ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম এবং হজরত রাসুলে-করীমের প্রিয় সাহাবা। এক্ষণে এই উভয়ের ভিতর কে মুসলিম-জাহানের অধিনায়ক হইবেন তাহা অদ্যকার এই সাধারণ সভায় নির্ণীত হইবে।'

প্রবীণ জননায়ক আবদুর রহমানের ঘোষণা সকলে ঔৎসুক্যের সহিত শুনিল। তারপর আরম্ভ হইল সভায় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নানা রকম আলোচনা ও গুঞ্জন। পরস্পর বিরোধী জনমতও শ্রুত হইতে লাগিল।

পরিশেষে আবদুর রহমান পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং সকলকে নিরস্ত করিয়া হজরত আলিকে নিকটে আহ্বান করিলেন। হজরত আলি নিকটবর্তী হইলে তাঁর হস্ত ধারণ করিয়া আবদুর রহমান কহিলেন, 'ভাত:, অদ্য আমরা তোমাকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া তোমার হস্তে বয়াত হইতে চাই। তুমি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা কর যে, সর্বদা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম ও দুই বিগত খলিফার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবে এবং ইসলামের যাবতীয় শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে।'

অতিরিক্ত ধর্মভীরু হজরত আলি মহা ফাঁপরে পড়িলেন এবং বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, 'বন্ধুগণ, আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারিব না, তবে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিব এবং আল্লাহ্র নিকট মদৎ চাহিব, তিনি যেন তাঁর এই দাসানুদাসকে সকল শর্ত পালন করিতে তৌফিক দেন।'

আবদুর রহমান বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। উপস্থিত জনতাও বিস্মিত হইল। আবদুর রহমান জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এরূপ দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিকে এই সমস্যা-সঙ্কুল মুসলিম জাহানের নেতৃত্বে প্রদান করিতে পারি না।' অতঃপর তিনি হজরত ওসমানকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁকেও অনুরূপ ভাবে প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলেন।

www.bjilibrary.com

হজরত ওসমান কোনোরূপ ইতস্তত না করিয়া আবদুর রহমানের কথামতো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তখন আবদুর রহমান তাঁর হস্ত চুম্বন করিলেন এবং অন্যান্য লোককেও তাঁর হস্ত চুম্বন করিয়া বায়াত হইতে বলিলেন। হজরত আলি 'শঠতা, শঠতা', বলিয়া আওয়াজ তুলিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন আবদুর রহমান তাঁকে নিবৃত্ত করিয়া তাঁর পূর্ব ওয়াদার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, আমার মীমাংসা মানিয়া লইবেন। এক্ষণে আমি হজরত ওসমানকে নির্বাচিত করিয়াছি। আপনি তাঁর আনুগত্য (বায়াত) স্বীকার করুন; অন্যথা আপনি খলিফাকে অমান্য করার অপরাধে অপরাধী হইবেন।' হজরত আলি পূর্ব-শর্ত স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং হজরত ওসমানের হস্তে বায়াত হইলেন। যুবায়ের প্রমুখ সভ্যস্থ অন্যান্য সকলেও বায়াত হইলেন। পরদিবস তালহা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন এবং তিনিও বিনা দ্বিধায় হজরত ওসমানকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

সভার শেষে আবদুর রহমান উপস্থিত সাহাবিদের সঙ্গে লইয়া মসজিদে নববীতে গিয়া সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিলেন এবং হজরত ওসমানকে শরীয়ৎ অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম জাহানের খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হাশিমীরা ছাড়া উপস্থিত সকলেই একটা উদ্বেগপূর্ণ পরিস্থিতির অবসান হইল ভাবিয়া এই শান্তিপূর্ণ মীমাংসা খুশি মনে মানিয়া লইল। সর্বাপেক্ষা খুশি হয়েছিল উমাইয়াগণ। কেননা এতদিন তাঁরা মুসলিম-জাহানে যে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাদের এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার হস্তে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পিত হওয়ায় তাদের সেই স্বপ্ন এক্ষণে বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার সুযোগ দেখা দিল।

www.bjilibrary.com

সপ্তম অধ্যায়

হজরত ওসমানের শাসনভার গ্রহণ

(খিলাফতের ১ম বর্ষ–২৪ হিজরি)

সেদিন ছিল জিলহজ মাসের শেষ দিন। হজরত ওসমান খলিফা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। পরদিন নববর্ষের প্রথম দিবস, পহেলা মহররম নতুন খলিফা কার্যভার গ্রহণ করিলেন। খ্রিস্টীয় সনের উহা ছিল ৭ নভেম্বর, ৬৪৪ সাল। নির্বাচনের পর তৃতীয় দিবস শুক্রবারে নব-নির্বাচিত খলিফা মসজিদে নববীতে মিম্বরে দাঁড়াইয়া এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন এবং বক্তৃতা দানে তাঁর অনভ্যস্থতা জ্ঞাপন করিয়া আশা প্রকাশ করিলেন, ইহার পর তিনি বক্তৃতা করিতে পারিবেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে শিখাইয়া দিবেন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতে।

হজরত ওসমান স্বভাবত লাজুক ছিলেন, তাই এই সত্তর বৎসর বয়সেও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদানে তাঁর এত সঙ্কোচ। আর এই লাজুক স্বভাবের জন্যই তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ক্ষেত্র ছিল অপরিসর। যে ক্ষুদ্র গন্ডির ভিতর উহা সীমাবদ্ধ ছিল তার সদস্যদের বেশির ভাগ ছিল তাঁর আত্মীয়, আর অল্প কিছু লোক ছিল নিঃসম্পর্কীয়। কেহ কেহ তাঁকে বিষয়াসক্ত এবং কৃপণ স্বভাব বলিয়াছেন। কিন্তু একথা সত্য সাংসারিক ব্যয়-বরাদ্দে কিছুটা কৃপণ বা হিসাবি না হইলে বড় দান দান করা সম্ভবপর হয় না। উমর-চরিত্রে যে মহিমাময় রুদ্রতেজ মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিত, হজরত ওসমানের চরিত্রে তাহা ছিল না। তিনি উহা অবহিত ছিলেন এবং বলিতেন, 'উমরের মতো লোক হয় না,' অথবা 'উমরের মতো লোক আমাদের কোথায় পাইব' ইত্যাদি। আর এই মানসিকতা হইতেই তিনি শাসন-ব্যাপারে হজরত উমরের প্রবর্তিত বিধি-ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ন রাখিয়া তাঁর আদর্শের অনুসরণই মুলনীতিরূপে গ্রহণ করিলেন।

উমর-পুত্র ওবায়দুল্লাহ্‌র বিচার

খলিফার আসনে বসিয়া হজরত ওসমানকে সর্বপ্রথম যে কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, সে ছিল হজরত উমরের কনিষ্ঠ পুত্র ওবায়দুল্লাহ্ মদিনায় তিন ব্যক্তিকে হত্যা করে। ইহারা ছিল পারস্য হইতে আগত হরমুজান, সা'দের ক্রীতদাস জুফাইন এবং হজরত উমরের আততায়ী ফিরুযের এক কন্যা। হরমুজান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় বাস করিতে থাকেন। জুফাইনা ছিল জাতিতে খ্রিস্টান। ফিরূয ওরফে আবু লুলু ছিল জাতিতে পারসিক। কোন এক যুদ্ধে সে মুসলিমদের হস্তে বন্দি হয় এবং দাসরূপে বিক্রি হয়। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুক্তি অর্জন করে এবং আরও পরে

www.bjilibrary.com

খ্রিস্ট-ধর্ম অবলম্বন করে। কিছুকাল সে কুফায় শিল্পকাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। কিন্তু কোনো কারণে সে হজরত উমরের উপর বিদ্বেষ পোষণ করিত এবং তাঁকে হত্যা করার সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। কোনো সময়ে সে মদিনায় আসে, জানা যায় না। মদিনার মসজিদে সে খলিফাকে অতর্কিত অবস্থায় পাইয়া বিষাক্ত ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে। সেই আঘাতেই হজরত উমর মৃত্যুমুখে পতিত হন। আততায়ী আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে কিন্তু জবানবন্দির পূর্বেই সে আত্মহত্যা করায় এই হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য অনুদ্ঘাটিত থাকিয়া যায়।

কথিত আছে, হজরত উমর যেদিন আহত হন, তার পূর্বদিন সন্ধ্যায় ওবায়দুল্লাহ্ বেড়াইতে বাহির হয়ে কোনও এক নির্জন স্থানে হরমুজান, জুফাইনা ও ফিরূয ওরফে আবু লুলুকে গোপনে কানাকানি করিতে দেখে। ওবায়দুল্লাহ্কে দেখিয়া তারা উঠিয়া দাঁড়ায় এবং তাদের হাতের খঞ্জর খসিয়া পড়ে। হজরত উমরের প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইবার পর ওবায়দুল্লাহ তরবারি হাতে বাহির হয়ে যায় এবং প্রথমে হরমুজানের এবং তারপর জুফাইনার শিরশ্ছেদন করার পর ফিরূযের গৃহে যায়। সেখানে সে ফিরুযের কন্যাকে সম্মুখে পাইয়া তাহারই প্রাণ-সংহার করে।

এই ব্যাপার লইয়া শহরে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নতুন খলিফার পক্ষে ওবায়দুল্লাহর বিচার ছিল এক পরীক্ষা-ক্ষেত্র। অনেকে মনে করেছিল, বিচারেও ওবায়দুল্লাহর প্রাণদণ্ড হইবে, কেননা হরমুজান ছিলেন মুসলমান। উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে একজন মুসলমানকে কেহ হত্যা করিলে শরীয়ৎ অনুযায়ী তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হয়। জুফাইনা ছিল খ্রিস্টান সুতরাং জিম্মি; সে কারণে সেও ছিল বিনা বিচারে অবাধ্য। ফকীহ্ অর্থাৎ ভাষ্যকারগণ শাস্ত্র ঘাঁটিয়া দেখিলেন, মৃত্যুই এরূপ অপরাধে শরীয়তের একমাত্র বিধান। শরীয়তের বিশেষজ্ঞ হজরত আলিও ছিলেন এই দলে। কারণ ওবায়দুল্লাহ স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র নির্ধারিত কানুনের খেলাপ করেছিল। পক্ষান্তরে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধেও অনেকে মত প্রকাশ করে এই বলিয়া যে, মাত্র সেদিন হজরত উমরকে শহীদ করা হইল, আজ আবার তাঁর পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে? আমর ইবনে আল আ'স হজরত ওসমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, 'আল্লাহ্ আপনাকে ঝনঝাট হইতে বাঁচাইয়াছেন। আর কেন। যাহা হইবার হয়েছে, আপনি আর ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না।'

তরুণ বয়স্ক ওবায়দুল্লাহ্ যে পিতৃশোকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে এই হত্যাকাণ্ড করেছিল তাতে সন্দেহ নাই। খলিফার সম্মুখে দুইটি সমস্যা বিদ্যমান ছিল। একদিকে একজন মুসলমান ও একজন জিম্মির হত্যা, যার জন্য হতব্যক্তিদের ওয়ারিশরা বিচারপ্রার্থী হয়েছে। অপর দিকে হজরত উমরের শোকসন্তপ্ত পরিবারের গভীর মর্মবেদনা। শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের জয় হইল আইনের শুষ্ক বিধানের উপর। খলিফা বাদী-পক্ষের অভিভাবকরূপে ওবায়দুল্লাহ্কে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে অর্থদণ্ড করিলেন এবং ওবায়দুল্লাহ্র অভিভাবকরূপে নিজ অর্থ হইতে বাদীপক্ষের রক্তের ক্ষতিপূরণ করিলেন।

ইহাতে অনেকে খুশি হইল কিন্তু একদল লোক বলিতে লাগিল, 'কে, ওবায়দুল্লাহ্র তা কিছুই হইল না, এমনকি তাহাকে কিছুদিন কারাগারেও থাকিতে হইল না।' তারা আওয়াজ তুলিল, খলিফা ইতোমধ্যেই শরীয়তের বিধান হইতে সরিয়া গিয়াছেন। যিয়াদ

www.bjilibrary.com

ইবনে লবিদ নামক মদিনার এক কবি এই বিচারকে লক্ষ্য করিয়া এক ব্যঙ্গ-কবিতা লেখে। ইহাতে ওবায়দুল্লাহ ও খলিফা উভয়ের বিরুদ্ধে শ্লেষ উদ্‌গীরণ করা হয়েছিল। সে মদিনার রাস্তায় রাস্তায় উহা গাহিয়া বেড়াইত। একদিন হজরত ওসমান তাহাকে খুবই ধমকাইয়া দিলেন। তারপর সে শুধু বন্ধুমহলে তার আবৃত্তি করিত।

নাগরিকদের ভাতা বৃদ্ধি

হজরত ওসমান যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঐ সময় মদিনায় খাদ্যাভাবের দরুন নাগরিকদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। মদিনায় সে সময় অজন্মা ঘটিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোরই কষ্ট হয়েছিল অত্যধিক। খলিফা ইহা অনুভব করিয়া করুণায় বিগলিত হইলেন তাঁর খিলাফতের বয়স যখন মাত্র নয় দিন, সেই সময় তিনি এক ফরমান জারি করিয়া রাজধানী সকল স্বাধীন নাগরিকের ভাতা সমান হারে একশত দিরহামে (রৌপ্যমুদ্রা) করিয়া বাড়াইয়া দিলেন। লোকেরা ইহাতে খুশি হইল। তবে ব্যক্তি বিশেষের বেলায় ইহাতে বিলাসিতার দিকে প্রবণতা দেখা না দিয়াছিল, এমন নয়। হজরত উমর এই জিনিসটাই সর্বদা ভয় করিতেন। তিনি বলিতেন, "আহার ও পরিধানে কখনও বিলাসিতা করিও না। আরবের সরলতা যতদিন তোমাদের ভিতর বিরাজ করিবে, ততদিন তোমরা বিজয়লাভ করিবে; আর যে-দিন তোমরা তাহা ত্যাগ করিবে, সেইদিন হইতে তোমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিবে।' হজরত উমরের এই উক্তি পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু উপস্থিত সময়ে মদিনার পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছিল, কোমল হৃদয় হজরত ওসমান এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করিয়া পারেন নাই।

আশ্চর্য এই, একদল লোক ইহা লইয়াও বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। তাদের মতে, মদিনায় খাদ্য-সঙ্কট কোনও নতুন ব্যাপার নহে। যেখানে লোককে খাদ্যের জন্য কৃষির উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয় এবং রৌদ্র বৃষ্টির জন্য প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকিতে হয়, সেখানে মধ্যে মধ্যে এরূপ দুর্ভোগ ঘটিবেই। তার জন্য বায়তুল মাল, অর্থাৎ জাতির সাধারণ তহবিল হইতে এমন মোটাহারে অর্থ ব্যয় সমীচীন হয় নাই।

শাসন-সম্পর্কিত ফরমান জারি

খলিফা হজরত উমর তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত রাজ্য রাখিয়া যান। কাজেই নতুন খলিফা প্রচলিত শাসন-পদ্ধতিতে সহসা কোনও পরিবর্তন আনিলেন না। হজরত উমরের সময়েই মিসর, সিরিয়া ইরাক ও ইরান দেশ বিজিত হয়ে মুসলিম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ইসলামি শাসননীতি ও আইনকানুন ঐ সব দেশে ইতিপূর্বেই প্রচলিত হয়েছিল। এজন্য শাসন-ক্ষেত্রে হজরত ওসমানের পথ অনেকটা পরিষ্কার ছিল। আপাতত তাঁর একমাত্র কর্তব্য ছিল, তাঁর পূর্ববর্তী খলিফা যে শাসন-সংস্থা গড়িয়া গিয়াছেন তাহাই অক্ষুণ্ন রাখা। কিন্তু কিছুদিন যাইতেই তিনি লক্ষ্য করিলেন, শাসকগণ হজরত উমরের মৃত্যুর পর হইতে কিছুটা আরামপ্রিয় হয়েছেন এবং

www.bjilibrary.com

শাসনকার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করছেন। রাজস্ব আদায় ও সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে বিশৃঙ্খলার আভাস পাওয়া যাইতে লাগিল। ঐতিহাসিক তাবারী লিখিয়াছেন, 'হজরত ওসমান এই সময় শাসন বিভাগ, রাজস্ব-বিভাগ ও সামরিক-বিভাগকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি ফরমান জারি করেন; তন্মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য।'[১]

প্রথম ফরমান : এই ফরমানটিতে খলিফার উদ্দেশ্য ছিল শাসক ও শাসিতের ভিতরকার সমস্ত প্রশংসা ও স্তব আল্লাহর জন্য। তোমরা জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ খলিফাদের উপর দায়িত্ব দিয়াছেন তাঁরই সৃষ্ট মানুষদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাহাদের শোষণের জন্য নহে। নবীর উম্মতের উপর এ যাবৎ যাঁরা নেতৃত্ব করিয়াছেন (হজরত রাসুল, হজরত আবুবকর ও হজরত উমরকে এখানে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়েছে। তাঁরা সকলেই উম্মতের রক্ষক ছিলেন, কেহই ভক্ষক ছিলেন না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, অধুনা তোমাদের শাসকগণ রক্ষকের দায়িত্ব হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছেন এবং শোষকের ভূমিকা গ্রহণ করছেন। যদি এই অবস্থা চলিতে থাকে তবে একের প্রতি অপরের বিশ্বস্ততা, কৃতজ্ঞতা ও নির্ভরশীলতা উঠিয়া যাইবে এবং অন্যায় জুলুমবাজিতে কাহারও লজ্জা বোধ হইবে না। তোমরা মনে রাখিও, শাসিত জনগণের খিদমত এবং তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখাই যথার্থ ইনসাফ বা ন্যায়নিষ্ঠতা। তাদের দাবী পূরণ করিতে হইবে এবং তাদের যাহা দেয়, তাহাও তাদের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে। দায়িত্ব দ্বিমুখী–একদিকে তাদের দাবি পূরণ; অপর দিকে তাদের কর্তব্য পালনে তাহাদের বাধ্য করা। এইভাবে শাসক ও শাসিতের ভিতর তোমরা সংহতি সৃষ্টি কর এবং শত্রু দমনে অগ্রসর হও। তবেই জয়যুক্ত হইবে। সাবধান, একাজে সততার পথ হইতে কখনও বিচ্যুত হইও না।'

ইহা লক্ষ্যণীয়, ইসলাম যে শান্তি ভ্রাতৃত্ব ন্যায়নীতির আদর্শ লইয়া জগতে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই আদর্শই খলিফা তাঁর ফরমানে পরিষ্কারভাবে সকলের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

দ্বিতীয় ফরমান : এই ফরমানে খলিফা তাঁর রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের সতর্ক করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 'আল্লাহ্ এই সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা। একমাত্র হক বা সত্যই তাঁর নিকট গ্রহণীয়। কাজেই তোমরা তোমাদের যাহা এক তাহা ঠিকভাবে আদায় কর এবং অপরের যাহা প্রাপ্য তাহাও তাদের দিয়া দাও। রাষ্ট্রের যাহা প্রাপ্য, তাহা আদায় কর। আমানত অর্থাৎ গচ্ছিত জিনিস সম্পর্কে বিশ্বস্ততা হইতেছে প্রধান কথা। তোমরা তোমাদের চরিত্রে বিশ্বস্ততা আয়ত্ত কর এবং বিশ্বাসহানিসূচক কোনও কাজে লিপ্ত হইও না, যাহাতে পরবর্তী লোকেরা তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিশ্বাসহন্তা না হয়। আর সততা, সততার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে। এতিম ও জিম্মিদের উপর কখনও অত্যাচার করিও না; তাহা করিলে আল্লাহ্ স্বয়ং তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন।'

---

১. ডক্টর তোয়াহা হোসাইন (মিসরি) প্রণীত এবং মৌলানা নূরউদ্দীন আহমদ কর্তৃক অনূদিত হজরত ওসমান গ্রন্থের ৩৮-৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

এখানে লক্ষণীয়, কি ব্যক্তিগত দেনা-পাওনা, কি সরকারি রাজস্ব আদায় সর্বক্ষেত্রে ন্যায্য দাবির মর্যাদা রক্ষা খলিফার প্রধান লক্ষ্য। সেই সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা ও প্রতিশ্রুতি পালনের উপর, যাহা ব্যতিরেকে কোনও জাতি দুনিয়ায় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

তৃতীয় ফরমান : এই ফরমানে দেশের স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মৌলিক সমস্যার প্রতি সমর-বিভাগের কর্মচারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যাবতীয় হাম্‌দ ও সালাত আল্লাহ্‌র জন্য। তোমরা মুসলিম-রাষ্ট্রের সীমান্তরক্ষী, মুসলিম জাতির সাহায্যকারী এবং তাদের পক্ষ হইতে তোমরা দেশরক্ষী। আমার পূর্ববর্তী খলিফা হজরত উমর তোমাদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তোমাদের অনেকের সহযোগিতায় উক্ত নীতি নির্ধারিত হয়েছিল। তোমাদের সম্বন্ধে যেন এমন সংবাদ না আসে, তোমরা উক্ত নীতিতে কোনো রদবদল আনয়ন করিয়াছ। ইহা মনে রাখিও, সেরূপ করিলে আল্লাহ্‌ তোমাদের স্থলে অন্য লোককে বসাইবেন। তোমাদের কর্তব্য কি হওয়া উচিত তাহা তোমরাই চিন্তা করো। আমাকে আল্লাহ্‌ যে কাজের দায়িত্ব দিয়াছেন, আমি তার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছি।'

ইহা স্মরণীয়, হজরত ওসমান যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মুসলিম-রাষ্ট্রের বয়স তখন পনেরো বিশ বৎসরের বেশি হয় নাই। চতুর্দিকে শত্রু-রাজ্য। তারা শুধু রাষ্ট্রীয় স্বার্থেই শত্রু ছিল না, ধর্মের দিক দিয়াও ছিল। ধর্ম ও কৃষ্টির বিরোধ, রাষ্ট্রীয় বিরোধ অপেক্ষাও বেদনাদায়ক এবং ব্যাপক। সেক্ষেত্রে মুসলিম সীমান্তরক্ষী ও দেশরক্ষী সেনাবাহিনী ও সিপাহসালারদের দায়িত্ব যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাহা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক করে না। নতুন খলিফা ইহা সম্যক উপলব্ধি কলিয়াই যথাসময়ে উপরোক্ত নির্দেশ প্রচার করেন।

চতুর্থ ফরমান : নৈতিক আদর্শভিত্তিক এই ফরমানটি যথেষ্ট মূল্যবান এবং খলিফার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। এই ফরমানে খলিফা তাঁর গোটা জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, 'প্রথমে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সালাত। মুসলিমগণ, তোমরা আল্লাহ্‌ ও রাসুলের তাঁবেদারির ফলে দুনিয়ায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। সাবধান, দুনিয়া যেন তোমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত না করে। কেননা, (আমার মনে হইতেছে) অচিরে এই জাতি বিদাতের দিকে আকৃষ্ট হইবে।"

কিভাবে এই বিদাত বা নীতিভ্রষ্টতার শুরু হইবে, সে সম্বন্ধে খলিফা স্বয়ং নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(১) মুসলমানরা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবে।

(২) বন্দিনী দাসীগণের গর্ভজাত সন্তানরা বয়োপ্রাপ্ত হইবে।

(৩) দেহাতি অর্থাৎ গ্রাম্য-আরবগণ এবং আজমি অর্থাৎ পূর্বদেশীয় অনারবগণ কুরআন পাঠ করিতে শিখিবে।

www.bjilibrary.com

(৪) আজমিদের ভিতর কুফরি (পৌত্তলিক মনোবৃত্তি) থাকা হেতু তারা যখন কোনও বিষয় বুঝিতে অক্ষম হইবে, তখন ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে।

খলিফা যথার্থই বুঝিয়াছিলেন যে অত্যধিক আর্থিক উন্নতি মানুষকে বিলাসিতার পথে টানিয়া লইতে পারে। আর বিজাতীয়া পত্নীদের গর্ভজাত সন্তানরা যে মূল জাতিকে মিশ্র জাতিতে পরিণত করে এবং মুক্তি ও ইমান উভয় দিক দিয়াই উহাকে দুর্বল করে, খলিফার এ উক্তিও অসত্য নয়।

অশিক্ষিত লোকদের সম্বন্ধে তাঁর আশঙ্কা এই, তারা কুরআন পাঠ করিতে শিখিলে কুরআনের ভুল পাঠ ও ভুল অর্থ করা তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। কুরআন পাঠ তারা করুক কিন্তু ঐরূপ ভুলভ্রান্তি যাহাতে না ঘটে সে-জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই খলিফার বক্তব্য। তাঁর সর্বশেষ উক্তি; যাহারা পৌত্তলিকতা ছাড়িয়া মুসলমান হয় তাদের মনের ভিতর পূর্ব-পুরুষাগত পৌত্তলিক মনোভাব কিছু কিছু থাকিয়াই যায়-এ মন্তব্যও অমূলক নয়।

www.bjilibrary.com

অষ্টম অধ্যায়

কতিপয় সীমান্ত-বিদ্রোহ ও খলিফার যুদ্ধায়োজন

(২য় বর্ষ-২৫ হিজরি)

হিজরি ২৪ সন নিরূপদ্রবে কাটিয়া গেল। ইহার পর রাজ্যের ছোট বড় অনেক বিষয় খলিফার গোচরে আসিতে লাগিল। হিজরি ২৫ সনে খলিফা জানতে পারলেন, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান হজরত উমরের মৃত্যুর পর হইতে খাজনা পাঠান বন্ধ রাখিয়াছে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা এশিয়া মাইনর হইতে গ্রিকরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উপর আক্রমণ চালাইতে প্রস্তুত হইতেছে। আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান সিরিয়ার সীমান্তবর্তী ও সিরীয় গভর্নরের শাসনাধীন ছিল। সিরিয়ার গভর্নর আমির মু'য়াবিয়া আর্মেনিয়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রিক এলাকা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন এবং খলিফার অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলিফা তাঁর প্রার্থনা মনযুর করেন এবং কুফা হইতে সেনাপতি সলমন বিন রুবায়াকে মু'য়াবিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দেন। সেনাপতি সলমন অবিলম্বে আট হাজার রণনিপুণ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া সিরিয়া যাত্রা করিলেন এবং আর্মেনিয়ার পথে সিরীয় বাহিনীর সহিত মিলিত হইলেন।

পর্বতময় আর্মেনিয়ার দুর্ধর্ষ অধিবাসীরা কোনো দিন বৈদেশিক শাসন দীর্ঘকাল মানিয়া চলে নাই। পারসিক ও গ্রিক সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী এই উত্তুঙ্গ এলাকা প্রাচীন যুগে বহুবার উক্ত দুই জাতির অভিযাত্রীদের হস্তে বিপন্ন হয়েছে, কিন্তু কেহই তাহাদের চির দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধিতে পারে নাই। হজরত উমরের আমলে মুসলিম বিজয়ের দুর্বার গতি যখন এই দেশকে মথিত করে, তখনও আর্মেনিয়ানরা ভাবিয়াছিল, তাদের এ পরাজয় সাময়িক। তাই তারা হজরত উমরের মৃত্যুর পরই স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে উৎসুক হয় এবং মদিনা সরকারে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করে। কিন্তু তারা জানিত না, পারসিক ও গ্রিকজাতির রণযাত্রার মূলে ছিল সাম্রাজ্য-বিস্তার লালসা; কিন্তু মুসলিমদের বেলায় সাম্রাজ্য বিস্তার তাদের মূল লক্ষ্য ছিল না। তাঁরা ছিল ধর্মোন্মদনায় বেগবন্ত। হিজরি ২৫ সনের শেষভাগে সিরীয় ও ইরাকি সৈন্যদের সম্মিলিত বাহিনী আর্মেনিয়ার অত্যুচ্চ পর্বতমালা উল্লম্ফন করিয়া তার অভ্যন্তরীণ মালভূমিতে উপনীত হইল। তুষার-স্নাত পর্বতমালা ও পার্বত্য-উপত্যকা আরব-মুসলিমদের গভীর তুর্যনাদ ও হৃদকম্পকারী 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে কাঁপিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দিকের পাহাড় বাহিয়া দলে দলে নামিয়া আসিল দুর্ধর্ষ আর্মেনিয়রা উন্মত্ত বন্য-শার্দুলের মতো। এক ভয়াবহ সম্মুখযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। উপত্যকার কঙ্করময় মালভূমি রক্ত স্রোতে রঞ্জিত হইল। আর্মেনিয়ার বহু বীর-সন্তান স্বাধীনতা-সমরে শোণিত তর্পণ করিল। কিন্তু বেশিক্ষণ তারা আরব-তরবারির তীক্ষ্ণধার সত্য করিতে পারিল না। শেষ পর্যন্ত আর্মেনিয়াকে

www.bjilibrary.com

পুনরায় আরব জাতির বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল এবং সর্বাপেক্ষা বর্ধিত হারে কর প্রদানে স্বীকৃত হয়ে সিরীয় সেনাপতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে হইল।

বিজয়-উন্মত্ত মুসলিম বাহিনী ইহার পর আর্মেনিয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে ধাবিত হইল এবং গ্রিক-অধিকৃত তিফলিশ শহর অধিকার করিয়া লইল। ইহার পর তারা আরও অগ্রসর হইতে থাকে এবং প্রতিটি নগর-উপকণ্ঠে গ্রিক সেনানিদের কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু কোনো বাধাই তাদের দুর্বার গতি রোধ করিতে পারিল না। তারা গ্রিক-শক্তি পর্যুদস্ত করিয়া একবারে কৃষ্ণসাগরের তীরে উপনীত হইল এবং তথায় শিবির সন্নিবেশ করিল।

ইহার পর তারা দেখিল, এই বিস্তীর্ণ এলাকা সাময়িকভাবে তাদের অধিকারে আসিলেও এই বিজয়ের স্থায়িত্ব অল্প। কেননা, সমগ্র ভূমধ্যসাগর ছিল বাইজেনটাইন সম্রাটের অধিকারভুক্ত এবং প্রতি গ্রীষ্মাগমনে গ্রিকরা সাগর এলাকা হইতে সিরিয়ার পশ্চিম-উপকূলে মুসলিম-অধিকৃত অঞ্চল সমূহের উপর আক্রমণ চালাইত। এই কারণে আরব-বাহিনী কৃষ্ণসাগর তীর হইতে দক্ষিণ দিকে তাদের গতি পরিবর্তন করিল এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্বউপকূলে অবস্থিত লেভান্ট শহরের দ্বারদেশ উপনীত হইল। লেভান্ট ছিল গ্রিকদের এশিয়া মাইনর ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার সংযোগস্থল। তুমুল যুদ্ধে মুসলিমগণ গ্রিকদের হস্ত হইতে এই গুরুত্বপূর্ণ শহর অধিকার করিয়া লইল এবং এইভাবে তারা এশিয়া মাইনরে নিয়োজিত গ্রিক সৈন্যদের সহিত ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত গ্রিক-নৌবাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া সিরিয়ার পশ্চিম-উপকূল সুরক্ষিত করিল।

পারস্য

হজরত উমরের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া মুসলিম-অধিকৃত পশ্চিম-পারস্য খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইতোপূর্বে পারস্যের শুধু সেনাবাহিনী পর্যদস্ত হয়েছিল, কিন্তু জনসাধারণ পূর্বের ন্যায়ই স্থানীয় ভূ-স্বামীদের অধীনে নিয়মিত কর দিয়া বসবাস করিতেছিল। এক্ষণে মুসলিম শাসকরা যখন জনগণের উপর ইসলামি আইন মোতাবেক করধার্যের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিলেন, তারা বাঁকিয়া বসিল এবং মুসলিম-শাসন অগ্রাহ্য করিল। উত্তরে কাস্পিয়ান হইতে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত সমগ্র দেশ আরব জাতির প্রতি বিদ্বেষে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠিল। তাদের অভিযোগ ছিল, মুসলিমরা শুধু তাদের স্বাধীনতাই হরণ করে নাই, তাদের বহু যুগের ঐতিহ্যবাহী পুরাতন কৃষ্টি ও সনাতন সভ্যতারও তারা ধ্বংসকারী। পারস্যের পলাতক সম্রাট ইয়াযদিগার্দকে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁর শাসন ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা সংঘবদ্ধ হইতে থাকে। ফলে পারস্যের বিরুদ্ধে হজরত ওসমানকে আবার নতুন অভিযান প্রেরণ করিতে হইল। সম্রাট ইয়াযদিগার্দ পলাতক অবস্থায় ক্রমাগত এক দুর্গ হইতে অন্য দুর্গে এবং এক নগর হইতে অন্য নগরে আত্মগোপন করিয়া ফিরিতেছিলেন। নিরাপত্তার অভাবে অধিকাংশ সময় তিনি শিবিরে কাটাইতেন এবং প্রয়োজনমতো শিবির এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া লইতেন। আরব বাহিনী তাঁর অনুসরণ করিতে করিতে ক্রমাগত আগাইয়া

www.bjilibrary.com

চলিত, আর সেই সঙ্গে নতুন নতুন এলাকা অধিকার করিয়া লইত। কায়খসরু ও নওশেরওয়াঁর বংশধরের এখন শিবিরই হয়েছিল রাজধানী।

এইভাবে ইয়াযদিগার্দ পারস্যের পূর্বপ্রান্তে পৌঁছেন এবং খোরাসানে আশ্রয় লন। মুসলমানরা তাঁর সন্ধানে খোরাসানেই উপনীত হইল এবং তাঁর শেষ আশ্রয় খোরাসান দখল করিয়া লইল। খোরাসান ছিল পারস্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ। হজরত ওসমান ঘোষণা করেছিলেন, যে সেনাপতি খোরাসানে প্রথম প্রবেশ করিবে, সেই তথাকার শাসনকর্তা হইবে। ইহাতে খোরাসানের বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছিল।

পারস্যের সহিত মুসলিমদের এবারের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। হজরত ওসমানের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে (৬৫১ খ্রি.) ইয়াযদিগার্দ গুপ্তঘাতক-হস্তে নিহত হন। তারপর পারস্যের প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। সারা পারস্যদেশ চূড়ান্তভাবে মুসলিম-অধিকারে চলিয়া আসে এবং তার পূর্ব সীমা জৈহুন নদী (অক্সাস) পর্যন্ত ইসলামি শাসন বিস্তৃত হয়।

একথা উল্লেখযোগ্য, পারস্যের বিদ্রোহ দমন ও সমগ্র পারস্যকে পদানত করিতে হজরত ওসমানের আট বছর সময় লাগিয়াছিল। খোরাসানে মুসলিম বাহিনীর হস্তে পরাজয় বরণের পর সম্রাট ইয়াযদিগার্দ রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পারস্যের পূর্ব-সীমা জৈহুন নদীর ওপারে তুর্কিস্থানে পলায়ন করেন। মধ্য এশিয়ার দুস্তর মরুভূমি বহু কষ্টে অতিক্রম করিয়া তিনি ফর্গানায় পৌঁছেন এবং তাতারদের সাহায্যপ্রার্থী হন। ফর্গানার অধিপতি তার্খান তাঁকে অতিথিরূপে গ্রহণ করেন। তাহার আহ্বানে ফর্গানা ও সমরকন্দের তাতাররা ইয়াযদিগার্দের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। চীনের নরপতিগণও তাঁর অনুকূলে আরব জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ইয়াযদিগার্দ ইহাতে উৎসাহিত হয়ে স্ব-রাজ্য উদ্ধারের জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু পথে অতর্কিত অবস্থায় এক অজ্ঞাত পরিচয় তাতারের গুপ্ত আঘাতে অনূর্ধ্ব চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। সেই সঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত খসরুদের রাজত্বেরও চিরতরে অবসান ঘটে (হিঃ ৩১, খ্রি. ৬৫১ সন) কথিত আছে, তাঁর পুত্র-পৌত্রগণ কিছুকাল চীন-সম্রাটের আশ্রয়ে বাস করেছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর প্রাচীন সাসানীয় রাজবংশ ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! পনেরো বৎসর পূর্বে ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ক্যাডেশিয়া যুদ্ধে প্রাক্কালে, সম্রাট ইয়াযদিগার্দ যখন মুসলিমদের সহিত যুদ্ধায়োজনে ব্যাপৃত, সেই সময় হজরত উমরের নির্দেশে সেনাপতি সা'দ কয়েকজন ধীরবুদ্ধি আরব-দলপতিকে সন্ধির প্রস্তাবসহ তাঁর নিকট পারস্য-রাজধানী মাদাইনে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা সম্রাট ইয়াযদিগার্দকে ইসলাম গ্রহণ করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে শান্তিতে বাস করিতে অনুরোধ জানাইলে অষ্টাদশ বর্ষীয় উদ্ধত সম্রাট তাঁহাদের বলিয়াছিলেন, 'দূত অবধ্য, তাহা না হইলে আমি তরবারির দ্বারা তোমাদের ঔদ্ধত্যের জবাব দিতাম। বর্বর তস্করের দল, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও! যে পারস্যের মৃত্তিকার জন্য বুভুক্ষু ও মরু-সন্তানগণ লালায়িত, সেই মৃত্তিকারও কিছু অংশ সঙ্গে নিয়া যাও।' অতঃপর সম্রাটের

www.bjilibrary.com

নির্দেশে দূতদের প্রত্যেকের স্কন্ধে এক বস্তা করিয়া মৃত্তিকা চাপাইয়া দিয়া তাহাদের আদেশ করা হয়, এইগুলো যেন ক্যাডেশিয়ার যুদ্ধ-শিবিরে মুসলিম সেনাপতিগণের হস্তে তাদের সমাধির নিশ্চিত চিহ্ন স্বরূপ অর্পণ করা হয়। দূতগণ ফিরিয়া আসি সেনাপতি সা'দকে সমস্ত নিবেদন করে এবং বলে, 'প্রবাদ আছে, মৃত্তিকাই সাম্রাজ্যের নিদর্শন। হে সা'দ! এই মৃত্তিকার বস্তাগুলো আজ আপনার হাতে আসিয়াছে ইহা যেরূপ সত্য, সেইরূপ নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ একদিন পারস্য সাম্রাজ্যও বিশ্বাসীগণের হস্তে আনিয়া দিবেন।' হজরত ওসমানের আমলে তাদের এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হয়েছিল।

মিসর

হিজরি ২৫ সনেই মিসরের শাসন-বিভ্রাট হজরত ওসমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে মিসর দেশ পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন তার রাজধানী ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। হজরত উমরের সময় উমাইয়া বংশীয় প্রখ্যাত সেনাপতি আমর ইবনে আল আ'স এই দেশ জয় করেন এবং এখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। আমর ইবনে আ'সকে আরবেরা সংক্ষেপে 'আমরু' বলিত। এই নামেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। এই আমর ওরফে আমরুই আলেকজান্দ্রিয়াও জয় করেন। হজরত উমর তাঁকে সমগ্র মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি মেক্ষিসের অদূরে মুসলিম প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজধানী ফাসতাদ হইতে মিসরের শাসন-কার্য নির্বাহ করিতেন। কায়রো শহরের তখন পত্তন হয় নাই। আমর শুধু পরাক্রান্ত যোদ্ধাই ছিলেন না, শাসক হিসেবেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। নব বিজিত মিসরের শাসনসংস্থাকে তিনি নতুন ছাঁচে ঢালাই করেন এবং দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, হজরত উমরের মৃত্যুর পর তিনি মদিনা সরকারের পূর্বের তুলনায় কম রাজস্ব পাঠাইতে থাকেন। ইহা লইয়া মদিনা সরকারের সহিত তাঁর বিরোধ ঘটে। নতুন খলিফা তাঁর নিকট সাবেক হারে রাজস্ব দাবি করিলে তিনি উত্তরে লিখেন, 'উষ্ট্রী ইহার চাইতে বেশি দুধ দিতে অসমর্থ।' ইহাতে খলিফা বিরক্ত হয়ে তাঁর পদচ্যুতি আদেশ দেন এবং তাঁর স্থলে পোর্ট-সাঈদের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিন সা'দ ইবনে আবি সারাহ্‌কে সমগ্র মিসরের পবর্নর নিযুক্ত করেন। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ ইবনে আবি সারাহ্ হজরত উমরের আমল হইতে মিসরের পোর্ট সাঈদ ও তৎসংলগ্ন উপকূল অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা নিয়োজিত ছিলেন। উপকূলের রাজস্ব আদায় করিতেন আবদুল্লাহ্ বিন আবি সারাহ্' কিন্তু সমগ্র মিসরে রাজস্বের জন্য দায়ী ছিলেন আমর। হজরত উমরের আমলে এই ব্যবস্থা কোনও অসুবিধার কারণ হয় নাই। কিন্তু হজরত ওসমানের আমলে অবস্থা দাঁড়ায় অন্যরূপ। আবদুল্লাহ্ বিন আবি সারাহ্ ছিলেন হজরত ওসমানের দুগ্ধ-ভ্রাতা এবং অনুগৃহীত ব্যক্তি এই পরিস্থিতি আমরের অনুকূলে ছিল না। অথচ আমরেরই পদচ্যুতি ঘটিল। খলিফার এই আদেশ আমর প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি খলিফার অবাধ্য হইলেন না, কিন্তু আবদুল্লাহকে শাসন ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে গড়িমসি করিতে থাকিলেন।

www.bjilibrary.com

আমর হজরত ওসমানেরও পর ছিলেন না। তিনি হজরত ওসমানের, তথা মারওয়ান ও মু'য়াবিয়ার জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। বিশেষত আমর তাঁর যুদ্ধনৈপুণ্য ও বিচক্ষণতার জন্য হজরত উমরের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। পশ্চিম সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন বিজয়ে তিনি অতি গুরুত্বর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্যালেস্টাইন জয়ের পর হজরত উমর খুশি হয়ে তাঁকে মিসর অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন। যে-কোনো আরব সেনাপতির পক্ষে এই নেতৃত্ব ছিল এক মহা গৌরবের পদ। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিসর তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে রোমকদের হস্ত হইতে ছিনাইয়া লন। মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ায় মুসলিম পতাকা উড্ডীন করিয়া তিনি শুধু হজরত উমরের নির্বাচনের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই, মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তারের পক্ষে এক স্বতন্ত্র মহাদেশের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। মিসরের জনমত ছিল তাঁর অনুকূলে। এ অবস্থায় নতুন খলিফা তাঁকে মিসর হইতে সরাইয়া আনার জন্য জবরদস্তি না করিয়া সময়ের প্রতীক্ষায় থাকিলেন।

আলেকজান্দ্রিয়া

ইতোমধ্যে অপর এক দিক দিয়া বিপদের কালোমেঘ দেখা দিল। মিসরের শাসন-রজ্জুকে ধারণ করিবেন, ইহা লইয়া যখন আমর ও আবদুল্লাহ্‌র ভিতর রেষারেষি চলিতেছিল সেই সুযোগে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রিকরা মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইহা সত্য যে, হজরত উমরের মৃত্যুর পর একদিকে যেমন বৈদেশিক শক্তিবর্গ নব গঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের উপর হামলা চালাইতে উদ্‌গ্রীব হয়, সেই সঙ্গে আরবের পার্শ্ববর্তী নব বিজিত দেশগুলোও স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন দেখিতে থাকে। এইসব দেশের অধিবাসীরা ছিল জাতিতে অনারব। তাঁরা আরব জাতির প্রভুত্ব সহ্য করিতে রাজি ছিল না। পারস্যের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রিকরাও মুসলিম শাসন অগ্রাহ্য করিয়া বসে।

আলেকজান্দ্রিয়া শহর তৎকালে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের ভিতর কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল তাহা না জানিলে গ্রিকদের বিদ্রোহের গুরুত্বও অনুধাবন করা যাইবে না। এ সম্পর্কে হজরত উমরকে লেখা আমরের একখানি পত্র উল্লেখযোগ্য। আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের পর সেনাপতি আমর খলিফাকে লিখিতেছেন–

আমিরুল মু'মেনিন, আমি এমন একটি শহর আপনার অধিকারে আনিয়াছি যাহার পুরাপুরি বর্ণনা হইতে আমি ক্ষান্ত রহিলাম। শুধু এইটুকু বলিলে হইবে, তার ভিতর আমি চারি হাজার প্রাসাদ ও চারি হাজার হাম্মাম (স্নানাগার) পাইয়াছি। চল্লিশ হাজার ইহুদি এখানে মাথা পিছু কর দিয়া বসতী করে। এই শহরে চারি শত ভোজনাগার রহিয়াছে, যেখানে রাজপুরুষরা এবং অভিজাত বংশীয় লোকেরা পানাহার ও আমোদ-প্রমোদ করিত।

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন ঐতিহ্য বর্ণনা করিতে গিয়া ঐতিহাসিক হিট্টি লিখিয়াছেন: ইহার এক পার্শ্বে সুপ্রসিদ্ধ সিরাপিয়ান, যার ভিতর দেবী সিরাপীর মন্দির ও

www.bjilibrary.com

আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরি অবস্থিত ছিল। অপর পার্শ্বে বিখ্যাত সিজারির মন্দির, যাহা মিসর-বিজয়ী জুলিয়াস সিজারের সম্মানার্থে রানি ক্লিওপেট্রা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরটির নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয় অগাস্টাস সিজারের সময়। পরে রোমকদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর এই মন্দির সেন্ট মার্ক নামক গির্জায় পরিণত হয়। শহর হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে গ্রানাইট পাথরে তৈরি দুইটি আসোয়ান স্তম্ভ (Aswan Grannite Needles). যাহা ফেরাউন-সম্রাট তৃতীয় থুতমাস কর্তৃক আরব্ধ এবং রানি ক্লিওপেট্রার আমলে সমাপ্ত হয়েছিল বলিয়া কথিত আছে।। বস্তুত মুসলিম বিজয়ের সময় আলেকজান্দ্রিয়া প্রাচ্য-রোমক সাম্রাজ্যের মুকুটমণি ছিল। বহু সংখ্যক দুর্ভেদ্য কেল্লা দ্বারা উহা সুরক্ষিত ছিল। এই সমস্ত কেল্লায় তৎকালে পঞ্চাশ হাজার গ্রিক সৈন্য সর্বদা মোতায়েন থাকিত। তার পার্শ্বেই অবস্থান করিত পূর্ব-রোমক স ্রাটের বৃহত্তম রণতরী বহর। মুসলিমগণ যখন এই নগর অবরোধ করে, তখন তাদের রণতরী ছিল না; সৈন্যসংখ্যা ছিল গ্রিকদের তুলনায় নগণ্য; নগর অবরোধের উপযোগী যন্ত্রপাতিও তাদের ছিল না। মুসলিম সৈন্যগণ শুধু অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়াই হীন ছিল না, তাদের সাহায্যার্থে কোনো সেনাবাহিনীও তাদের পশ্চাতে মওজুদ ছিল না। এই অবস্থায় তারা আমর ইবনে আল আ'সের নেতৃত্বে চৌদ্দ মাস অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ করিয়া এই দুর্ভেদ্য নগরীর পতন ঘটায়। এই বিজয়ের কারণ স্বরূপ হিট্টী লিখিয়াছেন:

> তারা অস্ত্রবলে বলীয়ান না হইলেও ইসলামের মহান তকবির, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি ছিল তাদের এক মহামন্ত্র। এই ধ্বনি তাদের হৃদয়ে বল-সঞ্চার করিত, তাহাদের নিঃশঙ্ক চিত্তে মৃত্যুর পানে আগাইয়া দিত, আর শত্রু পক্ষের মনোবল ক্ষয় করিত। এই অমোঘ মন্ত্রবলেই তারা ২০ হিজরিতে (৬৪০ খ্রি.) আলেকজান্দ্রিয়ায় দুর্জয় গ্রিক-শক্তিকে পর্যুদস্ত করিতে পারিয়াছিল।

ইহার পর একে একে পাঁচ বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু গ্রিকরা আর মাথা তুলিতে সাহস করে নাই। তাদের সম্রাট হিরাক্লিয়াস আলেকজান্দ্রিয়ার মতো একটি প্রাচীন-কীর্তি সম্বলিত শহর ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র হস্তচ্যুত হওয়ার সংবাদে মর্মাহত হন। তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙিয়া পড়ে এবং তিনি অল্প দিন পরে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। গ্রিকজাতিও এই পরাজয়ের গ্লানি কোনো দিন ভুলিতে পারে নাই। তাই যুবরাজ কনস্টানটাইন পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর হইতেই আলেকজান্দ্রিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন।

তাদের সেই বাঞ্ছিত সুযোগ দেখা দেয় হজরত উমরের মৃত্যুর এক বৎসর পর হিজরি ২৫ সনে। এই সময় নবনিযুক্ত খলিফা হজরত ওসমান মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ী আমরকে মিসরের শাসন কর্তৃত্ব হইতে অপসারিত করেন। গ্রিকরা সে সংবাদে আহলাদিত হয়েছিল। সম্রাট কনস্টানটাইন সুযোগ বুঝিয়া অবিলম্বে সেনাপতি ইমানুয়েলের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী নৌবাহিনী মিসরে প্রেরণ করিলেন। শুধু আলেকজান্দ্রিয়াকে মুসলিম অধিকার হইতে মুক্ত করাই গ্রিকদের উদ্দেশ্য ছিল না, তারা সমগ্র মিসর ভূমিকে পুনরায় গ্রিক শাসনের অধীনে আনার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

www.bjilibrary.com

সেনাপতি ইমানুয়েল একরূপ বিনাবাধায় আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। এইভাবে হিজরি ২৬ সনে উক্ত শহর সম্পূর্ণভাবে মুসলিম অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়িল।

মিসরের অধিবাসীরা গ্রিকদের এই আকস্মিক উত্থানে শঙ্কিত হয়েছিল, কিন্তু প্রতিকারের পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অবশেষে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মদিনায় আসিয়া খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ ছিল, অন্তত মিসরের স্বাধীনতা রক্ষার খাতিরে আমরকে পুনরায় গভর্নর-পদে বহাল করা হউক এবং তাঁকে অবিলম্বে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রিকদের ঔদ্ধত্য দমন করিতে নির্দেশ দেওয়া হউক। খলিফা নিজেও চাহেন নাই যে, আলেকজান্দ্রিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর মুসলিম-সাম্রাজ্য হইতে স্খলিত হয়ে পড়ুক। তিনি তাঁর পূর্ব-আদেশ রদ করিলেন এবং আমরকে অবিলম্বে আলেকজান্দ্রিয়া পুনরাধিকারের জন্য নির্দেশ দিলেন। আমরও এইরূপ আদেশেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কারণ, তাঁর বহু কষ্টে বিজিত আলেকজান্দ্রিয়া শহর এইভাবে হস্তচ্যুত হইবে, এ-চিন্তা তাঁর অসহ্য ছিল। তিনি খলিফার নির্দেশ পাইবামাত্র সসৈন্যে আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং ঝটিকার বেগে তার দ্বারদেশে উপনীত হইলেন।

আমর ছিলেন কূট-কৌশলী সেনাপতি ও কঠোর হৃদয় যোদ্ধা। তাঁর যুদ্ধ-নৈপুণ্যের কথা সমগ্র মিসর দেশ অবগত ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রিকরাও তাঁকে ভালোরূপেই চিনিত। শত্রুর মনে ত্রাস-সঞ্চার করার পক্ষে 'আমরু' নামই যথেষ্ট ছিল। গ্রিকগণ তখনও ভাবে নাই, আমরু আবার ফিরিয়া আসিবে। তাঁর উপস্থিতিতে গ্রিক অধিবাসীরা অত্যন্ত দমিয়া গেল। সৈন্যেরা সামান্য বাধাদানের পরই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া সেনাপতি ইমানুয়েল তাঁর সঙ্গীয় সৈন্যগণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিলেন এবং সাগর পথে নগর ত্যাগ করিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া শহরে মুসলিম শাসন পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

হিজরি ২৬ সন এইভাবে কাটিয়া গেল। যুদ্ধের গোলমালে আমর মিসরের গভর্নর পদে থাকিয়াই গেলেন। সেনাবাহিনী ও রাজস্ব উভয় বিভাগে পূর্বের ন্যায় তাঁর কর্তৃত্ব চলিতেই লাগিল।

www.bjilibrary.com

নবম অধ্যায়

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ

কুফার গভর্নর সা'দ বিন আবি ওক্কাসের পদচ্যুতি এবং ওলিদের নিয়োগ (৩য় বর্ষ ২৬ হিজরি)

হিজরি ২৬ সনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কুফার গভর্নর সা'দ বিন আবি ওক্কাসের পদচ্যুতি ও তাঁর স্থলে ওলিদ বিন ওক্বার নিয়োগ। মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগে রাজধানী মদিনা অপেক্ষা কুফা ও বসরার গুরুত্ব কম ছিল না। ইরাক প্রদেশের দুইটি রাজধানীই ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যতম শক্তি-উৎস। তৎকালীন যুদ্ধ-বিগ্রহে বেশির ভাগ সৈন্য সংগৃহীত হইত এই কুফা ও বসরা হইতে এবং যুদ্ধলব্ধ আয়েরও বেশির ভাগই যাইত তাদের ঘরে। এইভাবে তারা মুসলিম-সাম্রাজ্যের ভিতর একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিল। হজরত উমর ইহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি সা'দ বিন আবি ওক্কাসকে কুফার গভর্নর-পদ হইতে অপসারিত করিয়া মুগীরা বিন শায়েবাকে তাঁর স্থলে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মুগীরার ঔদ্ধত ব্যবহার ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের জন্য কুফাবাসীগণ তাঁকে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। হজরত ওসমানের আমলে তারা পুনঃপুনঃ দরখাস্ত করিতে থাকে মুগীরার অপসারণের জন্য। হজরত ওসমান কুফাবাসীদের আব্দার উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি মুগীরাকে পদচ্যুত করিয়া পুনর্বার সা'দকে তথায় গভর্নর করিয়া পাঠান। সা'দই কুফানগরীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সা'দ যখন পশ্চিম-পারস্যের রাজধানী মাদাইন অধিকার করেন ঐ সময় কুফা ছিল একটি বৃহৎ গ্রাম্য বাজার-মাত্র। মাদাইন মরুবাসী আরবদের জন্য অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়ায় সা'দ কুফায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন এবং তথা হইতে ইরাক ও পশ্চিম-পারস্য শাসন করিতেন। কথিত আছে, হজরত উমর যদিও সা'দকে পদচ্যুত করেছিলেন, তিনি মৃত্যুকালে ওসিয়ৎ করিয়া গিয়াছিলেন, সা'দ যদি মজলিশে শূরা কর্তৃক খলিফা-পদে নির্বাচিত না হয়, তাঁকে যেন কোনও প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়; কেননা, তিনি কোনও অসাধুতার জন্য পদচ্যুত হন নাই। সা'দের দোষ ছিল বিলাসিতা ও ব্যয়-বাহুল্য, যাহা হজরত উমর মোটেই বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু যে দোষে সা'দ হজরত উমরের সময় গভর্নর পদ হইতে অপসারিত হয়েছিলেন, সেই বিলাসপ্রবণতা ও বাহুল্য ব্যয়ের অভ্যাস তিনি এবারেও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কুফায় পুনর্নিয়োগের পর তিনি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বায়তুল মালের তহবিল হইতে মোটা অর্থ ঋণ

www.bjilibrary.com

গ্রহণ করেন। এই ঋণের টাকা তিনি সময় মতো শোধ করিতে অসমর্থ হন। মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে সরকারি হিসাবরক্ষক আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ[১] তাঁকে পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিতে থাকেন। ক্রমে এই ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও বচসার সৃষ্টি হয় এবং ব্যাপারটি খলিফার গোচরে আসে। খলিফা তদন্ত করিয়া দেখিলেন, সা'দই দোষী। তিনি সা'দকে পদচ্যুত করিলেন। তাঁর চাকরির মেয়াদ তখন এক বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। আবদুল্লাহ বিন মাসউদের উপরও খলিফা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিবার জন্য। কিন্তু আবদুল্লাহ কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থে এই রূঢ়তা অবলম্বন করেন নাই সে জন্য খলিফা তাঁকে ক্ষমা করেন এবং স্বপদে বহাল রাখেন। সা'দের শূন্যপদে খলিফা প্রখ্যাত বীর ওলিদ বিন ওক্‌বাকে নিযুক্ত করিলেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাডেশিয়া যুদ্ধের বিজয়ী বীর সা'দ ধনী ছিলেন না। কিন্তু অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রাথমিক মুসলমানদের ভিতর তিনি অন্যতম ছিলেন এবং নবীর একজন বিশ্বস্ত সাহাবি ছিলেন। শাসক হিসেবেও ধীরবুদ্ধি ও ন্যায়বান বলিয়া তাঁর সুনাম ছিল। হজরত উমর তাঁকে মজলিশে শূরার সদস্য নিযুক্ত করেছিলেন। হজরত ওসমান তাঁকে পদচ্যুত করিলেও তিনি হজরত ওসমানের বিরোধী দলের অনুকূলে অস্ত্রধারণ করেন নাই। তিনি বলিতেন, 'যতদিন জিহাদের জন্য প্রয়োজন ছিল, ততদিন অস্ত্র ধারণ করিয়াছি; জিহাদের জন্য প্রয়োজন হইলে সা'দের তরবারি পুনরায় কোষমুক্ত হইবে, অন্য প্রয়োজনে নয়।'

সা'দের স্থলে ওলিদ বিন ওক্‌বার নিয়োগ হজরত ওসমানের পক্ষে নিন্দার কারণ হয়েছিল। ওলিদ শুধু উমাইয়া বংশীয় ছিলেন না, হজরত ওসমানের সদোহর বৈপিত্র ভ্রাতা ছিলেন। তাঁর এই নিয়োগের ফলে মুসলিম-রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র উমাইয়া বংশের হস্তে চলিয়া যায়। ওলিদ ছিলেন সেই কুখ্যাত ওক্‌বার পুত্র যিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নবী ও ইসলামের ঘোরতর শত্রু ও নিন্দুক ছিলেন। এক যুদ্ধে তিনি হযরতের মুখে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করেছিলেন। তিনি যখন যুদ্ধবন্দি হয়ে হযরতের সম্মুখে নীত হন, হজরত অন্য কতিপয় দুশমনের সহিত তাঁরও প্রাণদণ্ড দেন। তিনি তখন ঔদ্ধতভাবে নবীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমার প্রাণ বধ করা হইলে আমার শিশু

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বনি জোহরা গোত্রের মিত্র ছিলেন এবং হজরত রাসুলে করীমের (সা.) একজন বিশ্বস্ত সাহাবা ছিলেন। হজরত রাসুলুল্লাহ্‌র সহিত তাঁর পরিচয় অতি শৈশবে। তখন তিনি আকাবা ইবনে আবু মুইতের ছাগল চড়াইতেন। তখনই তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ মাঠে ছাগল চড়াইতেছেন এমন সময় হজরত রাসুল তাঁর বন্ধু হজরত আবুবকরসহ তথায় উপস্থিত হন এবং বলেন 'দুধ থাকিলে খানিকটা দাও, পান করিব।' ইবনে মাসউদ উত্তর করিলেন, 'এই ছাগলগুলো আমার নয় অন্যের আমানত, কাজেই আমি আপনাকে দুধ পান করাইতে পারি না।"–[মৌলানা নুরুদ্দীন আহমদ কর্তৃক অনূদিত হজরত ওসমান, ১৮৬ পৃষ্ঠা] বলা বাহুল্য, ইসলাম গ্রহণের পর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের চরিত্রের এই দিকটা আরও পরিস্ফুট হয়।

www.bjilibrary.com

সন্তান কি খাইবে?' নবী নাকি উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'দোযখের আগুন'। কুফার লোকেরা এইসব কথা জানিতে পারে। তাছাড়া ওলিদ নিজেও ঔদ্ধত আচরণ ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের জন্য সুপরিচিত ছিল। এমন একজন লোককে কুফাবাসীদের শাসক নিযুক্ত করায় তারা খলিফার উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং তাঁর কুৎসা রটনা করিতে থাকে। তারা কয়েকবার খলিফার নিকট তাঁর ঔদ্ধত্যের সম্বন্ধে অভিযোগ আনয়ন করে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে সেগুলো কার্যকরী হয় না।

তবে ঐতিহাসিকদের মতে ওলিদ উচ্ছৃঙ্খল হইলেও বীর ও কর্মী-পুরুষ ছিলেন এবং এই কারণে অল্প দিনের ভিতর তিনি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হন। পূর্বাঞ্চলের কতিপয় বিদ্রোহ তিনি ক্ষিপ্রতা ও কৃতিত্বের সহিত দমন করিয়া জনগণের বিস্ময় উৎপাদন করেন। আরব জাতি বীর ভক্ত। তাই এককালে যে সমস্ত লোক তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখিত তিনি তাঁহাদেরও সৌহার্দ্য লাভে সমর্থ হন। ওলিদ ছয় বৎসর কুফার ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। কিন্তু শাসকদের জীবন কখনও নিঃশত্রু হয় না। একদল চক্রান্তকারী তাঁর পিছনে লাগিয়াই ছিল এবং তাদের চেষ্টায় ৩০ হিজরিতে ওলিদ পদচ্যুত হন।

মিসরের গভর্নর আমর বিন আল আ'সের অপসারণ

আলেকজান্দ্রিয়ায় গ্রিক-বিদ্রোহ দমনের সময়ই মিসরের সীমান্ত রক্ষার প্রশ্ন খলিফাকে চিন্তি করিয়া তোলে। তিনি সুযোগ পাইলেই আফ্রিকায় একটি অভিযান প্রেরণ করিবেন এবং গ্রিকরা যাহাতে পশ্চিম দিক হইতে মিসরকে বিপন্ন করিতে না পারে, তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, মনে মনে এইরূপ স্থির করেছিলেন। হিজরি ২৬ সনেই খলিফার অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি শক্তিশালী আরব-বাহিনী মদিনা হইতে আফ্রিকায় যাত্রা করে। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এই নতুন অভিযাত্রী বাহিনীর নেতৃত্ব করেন।

মিসরে তখন শাসনসংক্রান্ত গোলযোগ চলিতেছিল। আমর রাজস্ব ও সেনা-বিভাগ উভয়ের উপর কর্তৃত্ব চালাইতেছিলেন, অথচ খলিফার ইহা অভিপ্রেত ছিল না। তিনি ইতোপূর্বে আমরের স্থলে আবদুল্লাহ্‌কে সমগ্র মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ বরাবর সেই স্বপ্ন দেখিতেন এবং আমরকে গভর্নর-পদে অনধিকার চর্চাকারী বলিয়া মনে করিতেন। এ অবস্থায় খলিফা নবপ্রেরিত আরব-বাহিনীর নেতৃত্ব আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরের উপর ন্যস্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। পশ্চিম-আফ্রিকা এই সময় বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলো বিভিন্ন গোত্রের দ্বারা শাসিত হইত। মিসরের নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম-রাষ্ট্রের প্রতি তাদের মনোভাব অনুকূল ছিল না। তারা যে-কোনো সময়ে ত্রিপলীতে অবস্থিত পূর্ব-রোমকদের সহিত মিলিত হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন করিতে পারিত। আলেকজান্দ্রিয়ায় পরাজিত হওয়ার পর রোমকরাও ত্রিপলীতে তাদের অবস্থান দৃঢ় করিতেছিল। তাই, খলিফা মিসরে ভাবি বিপদাশঙ্কা দূরীভূত করিবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন।

www.bjilibrary.com

আরব-বাহিনী খলিফার নির্দেশ মতো মিসর-সীমা অতিক্রম করিয়াা ক্রমাগত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। তারা আলজিরিয়া ও মরক্কো পর্যন্ত মুসলিম বিজয়-স্রোত প্রবাহিত করে এবং মরক্কো-সীমান্তে পৌছিয়া স্পেনের মুখামুখী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সমুদ্র পারের কোনও উপায় করিতে না পারায় সেই খানেই তারা এবারের অভিযান সমাপ্ত করে।

কিন্তু মিসরের স্বার্থে এতবড় একটা অভিযান পরিচালিত হইল অথচ মিসরের গভর্নর আমর ইহাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাইলেন না, এই অপমান আমর বরদাশত করিতে পারেন নাই। পূর্ববর্তী দুই খলিফার আমলে যখনই কোনো বিজয়-অভিযানে রাজধানী হইতে বিদেশে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়েছে, স্থানীয় গভর্নরের হস্তে তার পরিচালনা ভার ন্যস্ত করা হয়েছে। আমির মু'য়াবিয়ার বেলায় হজরত ওসমান নিজেও এই নীতির অনুসরণ করেছিলেন। অথচ আমরের বেলায় তার ব্যতিক্রম হইল, ইহা কাহারও দৃষ্টি এড়ায় নাই। আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্রোহ দমনে আমর যে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং যে-ভাবে তিনি মুসলিম রাষ্ট্রকে বিপর্যয়ের মুখ হইতে রক্ষা করেন, বিপদের অবসানে খলিফা সে-সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছিলেন, ইহার পর আমার ও আবদুল্লাহ্‌র বিরোধ ব্যাপারে খলিফা যে তদন্তের ব্যবস্থা করেন, উহা ছিল নামে মাত্র; আসলে খলিফার দুগ্ধভ্রাতাকে একটি মনের মতো পদে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অবশ্য একজনকে অপসারিত না করিয়া খলিফার উপায়ও ছিল না কেননা, আলেকজান্দ্রিয়া পুনর্বিজিত হইবার পর হইতে মিসরে যেভাবে দ্বৈতশাসন চলিতেছিল তাতে প্রজাগণের অসুবিধার সীমা ছিল না। আমার এবং আবদুল্লাহ্ উভয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মাতিয়া শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী হুকুম জারি করিতেছিলেন। ফলে উভয়ের ভিতর মনোমালিন্য এত দূর গড়ায় যে, ২৭ হিজরিতে উভয়েই খলিফার নিকট অভিযোগ প্রেরণ করিতে বাধ্য হন।

আমর ইবনে আল আ'স আলেকজান্দ্রিয়ায় যুদ্ধজয়ের পর সেখান হইতে যুদ্ধবন্ধ কিছু মালামাল সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এই ব্যাপারকে ফলাও করিয়া খলিফার গোচরে আনা হয়। খলিফার নিকট সংবাদ পৌছে, আমর গ্রিকদের সহিত যুদ্ধে বিদ্রোহীদের ঘরবাড়ি লুণ্ঠন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের লোকজনও বন্দি করিয়া গোলাম করিয়াছেন। খলিফার কোমল হৃদয় ইহাতে গলিয়া যায়। তিনি আমরের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করিতে আদেশ দেন। ইহার পর আমর ও আবদুল্লাহ্ উভয়ের অভিযোগের উপর তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে খলিফা আমরকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাঁকে গভর্নরের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া শুধু সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব হাতে রাখিতে নির্দেশ দেন। আমর এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং শুধু সেনাপতি হয়ে মিসরে থাকিতে অসম্মত হন। কারণ, সে থাকার অর্থ হয় আবদুল্লাহ্‌র অধীনতা স্বীকার করা। তেজস্বী আমর তাহা করিবেন কেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে মদিনায় চলিয়া আসিলেন এবং খলিফার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই খলিফাকে মুখের উপর কড়া কথা শুনাইতেন। খলিফা তাঁকে

www.bjilibrary.com

বিশেষ কিছু বলিতে পারিতেন না। তবে এই বৎসর মিসরের নতুন গভর্নর খলিফাকে বার্ষিক রাজস্ব হিসেবে চল্লিশ লক্ষ দিনার প্রেরণ করার পর খলিফা একদিন মসজিদের নামাজ অন্তে আমরকে শুনাইয়া বলিলেন, 'দেখ, শেষ পর্যন্ত উটনী তো বেশি দুধ দিল।' সঙ্গে সঙ্গে আমর জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, উটনী বেশি দুধ দিয়াছে, কিন্তু বাচ্চা ভুখা' (অর্থাৎ প্রজাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কর আদায় করা হয়েছে)। তিনি নিজে পাঠাইতেন বার্ষিক মাত্র কুড়ি লাখ দিনার। যাহা হউক, মিসরের শাসন-ব্যবস্থায় এই রদবদল হজরত ওসমানের পক্ষে সুখের হয় নাই। মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ী অদ্বিতীয় বীর হিসেবে আমর সমগ্র মিসর দেশে যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন আবদুল্লাহর তাহা ছিল না। তাঁর ব্যবহার ছিল ঔদ্ধত্যপূর্ণ। তাঁর জীবনের অতীত ইতিহাসও ছিল কদর্য। মিসরবাসীরা জানিতে পারিয়াছিল যে এই ব্যক্তি প্রথম জীবনে নবীর ওহি-লেখক নিযুক্ত হয়েছিলেন। হজরত ওসমানই তাঁকে নবীর নিকট লইয়া যান এবং ইসলামে দীক্ষা দেওয়াইয়া নবীর সন্নিকটে রাখিয়া দেন। তৎপর নবী তাঁকে ওহি লিখনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু ওহী লেখার কাজে তিনি অবিশ্বাস্য প্রমাণিত হওয়ায় নবী তাঁকে তাড়াইয়া দেন। তিনি তখন পুনরায় কুরাইশ দলে ভিড়িয়া যান এবং নবীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইতে থাকেন। কুরআন ও ইসলামের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। নবীর মক্কা জয়ের পর যে কয়জন ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে নবী মৃত্যুদণ্ড দেন, তাদের ভিতর ইনিও ছিলেন। কথিত আছে, গোলমালের সময় তিনি কয়েকদিন হজরত ওসমানের গৃহে লুকাইয়া থাকেন। গোলমাল থামিয়া গেলে হজরত ওসমান তাঁকে নবীর নিকট লইয়া যান এবং তাহার প্রাণভিক্ষা চাহেন। নবী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। তরপর হজরত ওসমানের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন; কিন্তু বলিয়া দেন, ঐ ব্যক্তি যেন তাঁর সামনে আর না আসে। এহেন লোককে হজরত ওসমান শুধু প্রশ্রয় দিতেছেন না, মিসরের মতো বৃহৎ দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করছেন, ইহা দেখিয়া জনসাধারণ হজরত ওসমানের উপর অসন্তুষ্ট না হয়ে পারে নাই।

www.bjilibrary.com

দশম অধ্যায়

রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা

হজরত ওসমানের রাজত্বের বারো বৎসরের ভিতর প্রায় দশ বৎসরই যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়াছে। ঐতিহাসিকরা বলিয়াছেন, হজরত উমর একটি সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল রাজ্য তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্য রাখিয়া যান। কথাটি সত্য কিন্তু রাজ্যের আকর্ষণীয় অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী থাকে নাই। খিলাফত প্রাপ্তির পর মাত্র একটি বৎসর হজরত ওসমান শান্তিতে কাটাইয়াছিলেন। তার পরই শুরু হয় রাজ্যময় গোলযোগ ও সীমান্ত-বিরোধ। হজরত ওসমানকে সাম্রাজ্যের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে একাধিক সেনাবাহিনী যুদ্ধরত রাখিতে হয়েছে। খাস আমলেও বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী ভিন্ন ভিন্ন আরব গোত্রগুলো তাঁর পক্ষে কম অশান্তির কারণ হয় নাই। তাদের দাবি-দাওয়ার অন্ত ছিল না। খলিফার মনোনীত গভর্নরদের তারা সহজে আমল দিতে চাহিত না। গভর্নর তাদের উপর কোনরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিলেই তারা গভর্নর পরিবর্তনের জন্য খলিফার নিকট ধরনা দিতে থাকিত এবং যে-পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইত, তারা খলিফাকে জ্বালাতন করিতে থাকিত।

এই অবস্থায় খলিফা তাঁর রাইয়তদের সুখ-শান্তি বিধানের প্রশ্নকে বিস্মৃত হন নাই। বস্তুত সত্তর বৎসর বয়স্ক হজরত ওসমান মুসলিম-রাষ্ট্রের কর্ণধার নিয়োজিত হয়ে জীবনের আরাম-আয়েশ বিসর্জন দেন এবং সর্বতোভাবে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলিফার আমলে আরব মুসলিম-বিজয়-স্রোত অব্যাহত থাকে। তাঁর বীর সেনানীগণ যখন তাঁর ফরমান লইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধলিপ্ত ছিল, তিনি তখন নীরবে দেশের অভ্যন্তরীণ কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। যুগপৎ বিভিন্ন সমরক্ষেত্রে রসদ ও সৈন্য সাহায্য প্রেরণের প্রতিও তাঁকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। খলিফার অমনোযোগিতার দরুন কোথাও কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম-বাহিনী গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, এমন কথা তাঁর শত্রুরাও বলিতে পারে নাই।

রাস্তা নির্মাণ ও সরাই প্রতিষ্ঠা

হজরত ওসমানের আমলে মুসলিম-সাম্রাজ্যের সীমানা অনেক প্রসারিত হয়। নতুন নতুন দেশ জয়ের ফলে রাষ্ট্রের আয়তন বাড়িয়া যায়। খলিফা এই বর্ধিত আয় জনহিতকর কার্যে ব্যয় করিতেন। লোকের চলাচলের সুবিধার জন্য তিনি অনেক সড়ক-নির্মাণ করান এবং সড়কের পাশে পাশে সরাইখানা প্রতিষ্ঠিত করান। এই সব সরাইতে পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিত। পথিকরা দূর-দূরান্তরে যাইতেও পথে আশ্রয়, খাদ্য ও

www.bjilibrary.com

পানীয়ের অভাব অনুভব করিত না। মদিনা শহর তখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ায় সুদূর প্রদেশসমূহ হইতেও লোকজন ও সরকারি কর্মচারীদের মদিনায় আসিতে হইত। এরূপ পরিস্থিতিতে উপযুক্ত রাস্তা-ঘাটের ব্যবস্থা যে খলিফার দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল তাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু এই ব্যবস্থার ফলে দেশের অভ্যন্তরে মাল চলাচল ও বাণিজ্যিক সুবিধা যে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

কূপ খনন

মরুভূমির দেশ আরবে পানির প্রশ্নের মতো জরুরি প্রশ্ন আর নাই। হজরত ওসমান এ-সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি মদিনায় বসতি স্থাপনের পরই তত্রত্য মুসলিমদের জলকষ্ট লাঘব করিবার জন্য ইহুদিদের এক কূপ ক্রয় করিয়া জনগণের হস্তে উহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এ-কথা পূর্বে বলিয়াছি। খলিফা হয়ে সরকারি অর্থে তিনি রাজধানী শহরে অনেকগুলো কুপ খনন করান এবং মদিনার বাহিরেও স্থানে স্থানে কূপ খনন করাইয়া সাধারণ অধিবাসীদের জল-কষ্টের লাঘব করেন।

বাঁধ নির্মাণ

বহুদিন হইতে মদিনা-অঞ্চলের কৃষকদের এক মহা অসুবিধা ছিল; খয়বরের দিক হইতে মাঝে মাঝে বন্যার স্রোত দোয়াব বহিয়া মদিনা পর্যন্ত আসিত এবং তাদের মাঠের শস্য বিনষ্ট করিত। আরবের কৃষকরা সাধারণত এইসব দোয়াব বা নিম্নস্থানে গম, ফুটি, তরমুজ ও মসলাদির আবাদ করিয়া থাকে। দোয়াবগুলো নদীর শুষ্ক তলার মতো দীর্ঘ এবং সরু। তার দুই পার্শ্বে খাকিত উচ্চ বালুকার প্রান্তর। অধিক বৃষ্টি হইলে এই দোয়াবগুলো দিয়া স্রোত বহিত এবং সে-বন্যা দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও তাতে শস্যের হানি হইত। হজরত ওসমান এই প্রাকৃতিক দুর্ভোগ হইতে চাষিদের শস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে মদিনা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন, যাহাতে বন্যার প্লাবন মদিনার মাঠে না আসিতে পারে। ইহার উপকারিতা সুদূর প্রসারী হয়েছিল।

চারণভূমি সংস্করণ

মরুভূমির দেশে মানুষের খাদ্য-পানীয়ের ন্যায় গৃহপালিত পশুগুলোরও খাদ্য-পানীয়ের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুম্বা, মেঘ ও উটের প্রচুর চারণভূমির দরকার। হজরত ওসমান সরকারি পশুগুলোর এই প্রয়োজন মিটানোর জন্য বাকি নামক ময়দানে 'সংরক্ষিত' চারণভূমির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, খলিফা এ-কার্যও পরে বিদ্রোহীদের অভিযোগের তালিকাভুক্ত হয়েছিল। চারণভূমি যখন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তখনই কতক লোক খলিফার দুর্নাম করে এই বলিয়া, তিনি নিজের বিরাট পশুপালের জন্য সাধারণের অধিকার খর্ব করিয়া এই সব চারণভূমি রক্ষিত করছেন। খলিফা তার উত্তরে

www.bjilibrary.com

বলেন, তাঁর নিজের প্রয়োজনে তিনি এ-কাজ করছেন না, সাদদার উটগুলো যাহাতে খাদ্যের অভাবে মরিয়া না যায় সেই জন্যই তিনি চারণভূমি চিহ্নিত করিয়া দিতেছেন।

রিলিফ ব্যবস্থা

হজরত ওসমান খলিফা হওয়ার পূর্বে যেমন মুসলমানদের দুঃখ মোচন এবং নবীন মুসলিম রাষ্ট্রের বিপদ মুক্তির উদ্দেশ্যে অকাতরে অর্থদান করিতেন, খলিফা হওয়ার পরও তাঁর সেই দানের হস্ত সঙ্কুচিত হয় নাই। তাঁর খিলাফৎ আমলে মদিনা অঞ্চলে একবার দুর্ভিক্ষ ঘটে। তখন মানুষ যাহাতে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি সর্বস্ব দান করিয়া কপর্দকশূন্য হয়ে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সে অবস্থায়ও তিনি কখনও অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই। নবীর নিকট তিনি শিক্ষা পাইয়াছিলেন, আল্লাহই মানুষের ধন দৌলত রিজেক দানের মালিক। নবীর সেই মহাশিক্ষার সার্থক রূপায়ন হয় হজরত ওসমানের জীবনে কল্যাণব্রতে।

মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ

মদিনার মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ তাঁর এক স্মরণীয় কীর্তি। তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে উক্ত মসজিদ সম্প্রসারণ করান। দশ মাস ধরিয়া চলে এই ভাঙা-গড়ার কাজ, আর এই দীর্ঘকাল খলিফা তাঁর শত কাজের ভিতরও নিজে এই কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি অত্যন্ত রুচিবান লোক ছিলেন। ফলে তাঁর ঐকান্তিক যত্নে মসজিদটি শুধু আয়তনে বৃহৎ হয় না, উহা এক সুদৃশ্য মনোরম রূপ ধারণ করে।

মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ ব্যাপারেও হজরত ওসমানকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। কারণ, মসজিদের আশপাশে খালি জায়গার একান্ত অভাব ছিল। মু'মিনদের সকলেরই আকাঙ্খা ছিল, মসজিদের যতটা সম্ভব সন্নিকটে বাস করা। তাই তাঁরা যেমন পারিয়াছেন, মসজিদের চতুষ্পার্শে গৃহ নির্মাণ করিয়া বসত করিতেছিলেন। জমির প্রয়োজনে হজরত ওসমানকে লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হয়েছিল। কেহ কেহ তাঁর অনুরোধে রাজি হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁহাদের জমি ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু অন্যদের জমি হুকুম দখল করিতে হয়েছিল। ইহাতে তাঁরা খলিফার শত্রু হয়ে পড়িয়াছিলেন। আবার গৃহ ভাঙিয়া ফেলিলে কাহার না প্রাণে লাগে। কিন্তু হজরত ওসমান আল্লাহর কাজে বরাবরই নির্ভীক ছিলেন। কোনো বাধা-বিঘ্নই তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। ফলে মসজিদের কাজ দ্রুত আগাইয়া চলে এবং যথাসময়ে উহা মুসলিম জাহানের এক পরম বিস্ময়রূপে প্রমূর্ত হয়ে উঠে। ইহার পর বহুবার মসজিদে নববীর সংস্কার হয়েছে। কিন্তু প্রথম সঙ্কটের জ্বালা হজরত ওসমানকেই পোহাইতে হয়েছে। এজন্য মুসলিম সমাজ তাঁর নিকট ঋণী।

www.bjilibrary.com

বায়তুল মাল হইতে ঋণ দান

খলিফা শুধু দুঃস্থদের জন্য বায়তুল মাল হইতে মুক্ত হস্তে দান করিতেন না, অনেক লোককে তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধার জন্যও বায়তুল মালের তহবিল হইতে মোটা অর্থ ঋণ দান করিতেন। জনসাধারণ ইহা পছন্দ করিত না। তাদের বিবেচনায়, সরকারি অর্থের যে উদ্দেশ্যে ব্যয়ের বিধান রহিয়াছে, এই ধরনের ঋণদান তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু হজরত ওসমানের দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। আরব জাতি তখন আর ক্ষুদ্রব্যবসায়ী মাত্র নহে। বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। তাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রও পূর্বাপেক্ষা অনেক প্রসারিত হয়েছে। এ অবস্থায় তাদের মোটা মূলধনের প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য। অন্যথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে তারা প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইত না। ইহা উল্লেখযোগ্য, আরব উপদ্বীপের দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটি সুদীর্ঘ বাণিজ্য পথ অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। একটি ছিল। এডেন হইতে লোহিত সাগর হয়ে সরু এক নদী পথে নীলের উত্তর-মোহনা পর্যন্ত। অপরটি ছিল পারস্য উপসাগর হইতে ফোরাতের পথে উত্তর সিরিয়া হইতে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত। ত্রিপলী, বার্কা ইত্যাদি বন্দরগুলো এই উপকূলে অবস্থিত। উভয় পথেরই শেষ প্রান্তে ভিড়িত ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজসসূহ। এই দুই পথে ভারত, সিন্ধু, সিংহল, জাভা, বর্নিও সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য ইউরোপে যাইত। আর এই উভয় পথেরই মধ্যবর্তী অংশে সংযোগ রক্ষাকারী ছিল আরব-বণিকরা। কাজেই হজরত ওসমানের ব্যবসায়ীসুলভ দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। বায়তুল মালে তখন অর্থের অভাব ছিল না। মানুষের প্রয়োজনে উহা ব্যয়িত হওয়া উচিত, ইহাই ছিল হজরত ওসমানের যুক্তি।

কুরআন সংকলন

হজরত ওসমান সম্পর্কে সুনাম ও দুর্নাম উভয়ই প্রচুর থাকিলেও ধর্মীয় ইতিহাসে অন্তত একটি কারণে তিনি অমর হয়ে আছেন। তিনি বিশুদ্ধ কুরআনের সাতখানি নকল প্রস্তুত করাইয়া বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেছিলেন এবং অসংশোধিত কুরআনগুলো পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি পবিত্র ঐশীবাণীর একত্ব রক্ষা করেছিলেন। অন্যথা হয়ত খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের ন্যায় আল কুরআনেও বিভিন্ন সংস্করণ দেখা দিত এবং তাহার ফলে মুসলিম জাহানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইত। ইহা সত্য, কুরআনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল। নবীর ওফাতের পর সেগুলো একত্র সন্নিবেশের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই কাজ সুসম্পন্ন করা হজরত হজরত ওসমানের শাসন আমলের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একদা হজরত ওসমানের শাসন আমলের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একদা হজরত ওসমানের এক সেনাপতি আসিয়া বলেন, আর্মেনিয়া ও আজরবাইজান প্রদেশে তিনি কুরআন পাঠে বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এরূপ অবস্থা বেশি দিন চলিলে বিভিন্ন অঞ্চলে

www.bjilibrary.com

কুরআনের বিভিন্ন পাঠ প্রচলিত হইতে পারে এবং তাতে নিঃসন্দেহে তওরাত ও বাইবেলের মতো কুরআনেরও বিকৃতি দেখা দিতে পারে। হজরত ওসমান এই সংবাদে চিন্তিত হয়ে পড়েন। যদিও কুরআনের প্রত্যেক আয়াত ও প্রত্যেক সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হইত, নবীর জীবদ্দশায় গোটা কুরআন একত্রে সজ্জিত ও সঙ্কলিত করা সম্ভবপর হয় নাই, কেননা তিনি আমরণ ওহি লাভ করিয়াছেন এবং অনেক নতুন ওহি কোন না কোনো পূর্বতন সুরার অঙ্গীভূত হইত তার বিষয়বস্তুর ঐক্য ও সামঞ্জস্য হিসাবে।

যায়েদ বিন সাবিদ ছিলেন বিশিষ্ট ওহি লেখক। তিনি প্রায়ই নবীর নিকট থাকতেন এবং নবীর আদেশে ওহিগুলো আসা মাত্র লিখিয়া লইতেন। উক্ত যায়েদ সম্বন্ধে ছহি বোখারিতে উল্লেখ আছে, তিনি বলিয়াছেন, 'হজরত রাসুলের ওফাতের অল্পকাল পরেই মুসায়লামা নামক এক ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে হজরত আবু বকরকে এক অভিযান প্রেরণ করিতে হয়। ইমামা নামক স্থানে উভয় পক্ষের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষের বহু কা'রী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যেহেতু তখন পর্যন্ত সমগ্র কুরআন কা'রীদের কণ্ঠে ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে লিখিত অংশগুলো গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় নাই, সেই কারণে হজরত উমরের মনে আশঙ্কার উদ্রেক হয় যে, ভবিষ্যতে এই ভাবে বহু কা'রি যুদ্ধে প্রাণ হারাইতে পারে এবং তাতে একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি তখন সোজা খলিফা হজরত আবু বকরের নিকট চলিয়া গেলেন এবং তাঁকে তৎক্ষণাৎ হুকুম প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন, কুরআনের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লিখিত অংশসমূহকে সংগৃহীত করিয়া একত্র করিতে এবং একখণ্ডে গ্রথিত করিতে। হজরত আবু বকর প্রথমে কিঞ্চিত ইতস্তত করেন এই কারণে যে, নবী স্বয়ং এ কাজ করিয়া যান নাই। কিন্তু পরে তিনি হজরত উমরের সঙ্গে আরও আলোচনার পর জায়েদ বিন সাবিদকে ডাকিয়া পাঠান এবং কুরআনের লিখিত অংশসমূহের অনুসন্ধান করিতে ও একত্র করিতে আদেশ দেন। জায়েদ এই আদেশে অত্যন্ত শংকিত হন এবং বলেন, 'এর পরিবর্তে আমাকে যদি একটা পাহাড় সরাইতে বলা হইত, সে কাজ আমি এর চাইতে কঠিন মনে করিতাম না।' কিন্তু পরে তিনি খলিফার অনুরোধে সম্মত হন। ফত্হুল বারি গ্রন্থে (৯ম খণ্ড, ১২শ পৃ:) লিখিত আছে, অতঃপর হযর উমর এই মর্মে আদেশ প্রচার করেন যে, যাহারা হজরত রাসুলে করীম হইতে সাক্ষাৎভাবে কোনও ওহি লাভ করিয়াছেন, তাঁরা যেন সেগুলো অবিলম্বে জায়েদের নিকট উপস্থিত করে। নবীর জীবদ্দশায় এইসব ওহি সাধারণত কাগজ, খেজুর পাতা অথবা পাথরের টুকরায় (rablet) লিখিত হইত। হজরত উমর শর্ত করিয়া যেন যে, এরূপ কোন দলিলই গৃহীত হইবে না, যে পর্যন্ত দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী তার সত্যতা প্রমাণিত করে। ফলে জায়েদকে মূল দলিল সংগৃহীত করিতে হয়েছে। সেই জন্যই জায়েদের নিকট এ কাজ পাহাড় সরানোর চাইতেও কঠিন মনে হয়েছিল। আল-কুরআনের এক বিস্তৃত অংশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়। তাহা ছাড়া মদিনায় যত ওহি অবতীর্ণ হয় তারও সবগুলো জায়েদের কাছে ছিল না। শুধু লিখিত-সুরা হইলেই চলিবে না। সেগুলো নবীর সম্মুখে

www.bjilibrary.com

লিখিত হয়েছিল এরূপ প্রমাণিত হওয়া চাই। তাহাছাড়া সুরাগুলোকে মুখস্থ কুরআনের ভিতর যথাস্থানে বসানও ছিল জায়েদের দায়িত্বের মধ্যে। মুখস্থ কুরআনের সূরাগুলো নবীর নির্দেশক্রমেই পূর্বাপর সাজান ছিল। কাজেই তার ভিতর কোন অতিরিক্ত অংশ এইক্ষণ অনুপ্রবিষ্ট করান যে অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

যাহা হউক, সমগ্র কুরআন একত্রে সঙ্কলিত হওয়ার পর উহা প্রথমত খলিফা হজরত আবুবকরের নিকট গচ্ছিত থাকে। তারপর উহা হজরত উমরের নিকট এবং আরও পরে নবী পত্নী (উমর কন্যা) বিবি হাফসার নিকট রক্ষিত থাকে। হজরত ওসমানের আমল পর্যন্ত উহা বিবি হাফসার তত্ত্বাবধানেই ছিল। সম্ভবত তখন এইখান হইতে আবশ্যকমতো কুরআনের নকল প্রণয়ন করা হইত এবং প্রার্থীদের নিকট বিতরণ করা হইত। কিন্তু ইহার পর যে অবস্থায় হজরত ওসমান সরকারি তত্ত্বাবধানে নকল প্রস্তুত করাইয়া বিতরণ করিতে এবং বেসরকারি নকলকারীদের কর্তৃক প্রস্তুত নকলাসমূহ ধ্বংস করিতে বাধ্য হন, ছহি বুখারিতে তাহা এইভাবে উল্লেখিত হয়েছে:

আনাস বিন মালিক বর্ণনা করিয়াছেন, 'হুযাইয়া নামক এক ব্যক্তি হজরত ওসমানের নিকট আসিল। সে সিরিয়াবাসীদের আর্মেনিয়া জয়ের সময় তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ইরাকিদের সঙ্গে আজরবাইজান যুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল। সে এইসব প্রান্তিক অঞ্চলে লোকদের বিভিন্ন প্রকার কুরআন পাঠ করিতে দেখিয়া শঙ্কিত হয়েছিল। সে খলিফাকে বলিল, 'হে আমিরুল মু'মিনীন, এইসব লোকদের এইভাবে পবিত্র গ্রন্থ পাঠের বিভিন্নতা সৃষ্টি করা বন্ধ করুন, যাতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অবস্থা মুসলমানদের ভিতর না ঘটে।' তখন বিবি হাফ্সার নিকট হইতে খলিফা পূর্ব সঙ্কলিত কুরআন চাহিয়া পাঠান এই বলিয়া যে, উহা হইতে কতকগুলো নকল প্রস্তুত করাইয়া পুনরায় উহা তাঁকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। বিবি হাফ্সা খলিফার আদেশ অনুযায়ী কুরআন দিয়া দেন। খলিফা তখন জায়েদ বিন সাবিদ, আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের, সাদ ইবনুল আ'স এবং আবদুর রহমান দিন হারিস ইবনে হিসামকে কতিপয় নকল প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। তাঁরাও এই আদেশ প্রতিপালন করেন। তাদের ভিতর জায়েদ ছিলেন মদিনার অধিবাসী। হজরত ওসমান অপর তিন সদস্যকে বলিয়া দেন, যখন তারা কুরআনের ভাষা সম্পর্কে জায়েদের সঙ্গে একমত হইতে না পারিবে, তখন কুরাইশদের রীতি অনুসরণ করিবে। কেননা, কুরআন কুরাইশদের জবানে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা খলিফার এই উপদেশ অনুসরণ করেছিলেন। উপস্থিত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য হজরত ওসমান সাতখানি নকল প্রস্তুত করাইয়া মূল কুরআন বিবি হাফ্সাকে ফিরাইয়া দেন। নকলগুলো পরে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয় এবং ঐ সব এলাকায় প্রচলিত অন্যান্য কুরআন এবং কুরআনের খণ্ড অথবা অংশ বা পৃষ্ঠাগুলো সমস্ত পোড়াইয়া ফেলিতে হুকুম দেন। কিন্তু খলিফার দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সদুদ্দেশ্যে প্রচারিত এই আদেশও পরে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ হজরত ওসমান এককভাবে এই আদেশ প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তিনি হজরত রাসুলের সাহাবাগণের সহিত পরামর্শ করিয়াই

www.bjilibrary.com

এই আদেশ প্রচার করেন। এই সম্পর্কে ইবনে আবি দাউদ হইতে রাবি-পরম্পরায় আগত হজরত আলির একটি উক্তি যাহা, 'ফতহুল বারি' গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ের ১৬শ পৃষ্ঠায় নির্ভরযোগ্য বলিয়া উদ্ধৃত হয়েছে, তাই এই:

'তোমরা ওসমানের প্রশংসা ব্যতীত নিন্দাসূচক কোনো কথা আমাকে বলিওনা' কেননা তিনি কুরআনের ঘরোয়া কপিগুলোর ধ্বংসের আদেশ আমাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া দেন নাই।'

কুরআনের নকলগুলো প্রস্তুত করানোর ব্যাপারে বারো সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী সংসদ গঠিত হয়েছিল, যাদের কাজ ছিল কুরআনের নকল কার্য নির্ভুলভাবে হইতেছে কি না তাহা পর্যবেক্ষণ করা। ইহাদের ভিতর জায়েদ, সাঈদ, উবে, আনাস বিন মালিক এবং আব্বাস ছিলেন। দেখা যাইতেছে, গোড়ায় চারিজন সদস্য এই কার্যে নিয়োজিত হয়েছিল, কিন্তু পরে পূর্ব অনুমানের চাইতে বেশি কপির প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় সদস্য সংখ্যা বাড়ান হয়।

হজরত ওসমানের নির্দেশে কোনো প্রকার পরিবর্তনই পূর্ব-সংকলিত কুরআনে সাধিত হয় নাই। হজরত আবুবকর যে ব্যক্তিকে নকলকারী নিয়োজিত করেছিলেন এবং যে ব্যক্তি নবীর জীবদ্দশাতেও সূরা লিখিয়া লইতেন, সেই জায়েদকেই হজরত ওসমান নকলকার্যে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি অন্যান্য নকলকারীদেরও সাহাবিদের মতো লইয়াই নির্বাচিত করেছিলেন। যাহারা তাঁর মাথা কাটিয়াছিল, তাদেরও অভিযোগে এমন কথা ছিল না, হজরত ওসমান কুরআনে নিজে কোনও পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন। তাদের আপত্তি ছিল, দেশের অভ্যন্তরে প্রচলিত যাবতীয় পুরাতন কুরআনগুলোর ধ্বংস সম্বন্ধে। কারণ, তাদের মতে যে কাগজে কুরআনের কোনও আয়াত লিখিত থাকে, তাহা পোড়ান গোনাহ।

www.bjilibrary.com

একাদশ অধ্যায়

হজরত ওসমানের পররাষ্ট্রনীতি–সীমান্তরক্ষা ও সাম্রাজ্য বিস্তার

ত্রিপলী যুদ্ধ ও রোমানদের ওপর বিজয় (২৭ হি:)

হজরত ওসমান রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অশান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রদেশের গভর্নর পরিবর্তন করেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। মিসর সম্পর্কেও এই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং পূর্বতন গভর্নর আমরের স্থলে আবদুল্লাহ ইবনে সারাহ্‌র নিযুক্তির আদেশ তথায় জারি হয়েছিল। আমরকে শুধু সেনাবাহিনীর অধিনায়করূপে তথায় থাকিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমর সে-আদেশ পালন করিতে তৎপর ছিলেন না। ফলে কিছুকাল ধরিয়া আবদুল্লাহ ও আমরের ভিতর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। উভয়েই গভর্নররূপে পরস্পর বিরোধী হুকুম জারি করিতে থাকেন। ইহাতে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হয়েছিল। আর এই সুযোগে উত্তর আফ্রিকার গ্রিকগণ মুসলিম শক্তির উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। উত্তর-আফ্রিকায় তাদের প্রধান সামরিক কেন্দ্র ছিল ত্রিপলী। এইখানে তারা বিপুল সৈন্য সমাবেশ করে। উত্তর আফ্রিকায় তাদের অন্যান্য এলাকায়ও তারা শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকে।

মিসরের নবনিযুক্ত গভর্নর আবদুল্লাহ যথাসময়ে এই সংবাদ অবগত হন এবং গ্রিকদের মোকাবিলা করার জন্য খলিফার অনুমতি লইয়া চল্লিশ হাজার আরব সৈন্যসহ ত্রিপলীর দিকে অগ্রসর হন। সমগ্র মিসর ও উত্তর-আফ্রিকা তখন আমরের সামরিক খ্যাতিতে ভরপুর। আবদুল্লাহর সেই খ্যাতি ছিলনা। তখন আমরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাঁর সেই যশোরাশি ম্লান করিয়া দিয়া আবদুল্লাহ নিজেকে সামরিক বিজয়ের গৌরবমণ্ডিত অভিলাষী ছিলেন। তাঁর সেরূপ যোগ্যতাও যে ছিল পরবর্তী ঘটনাবলি তাহা সম্যক প্রতিপন্ন করিয়াছে। আমর শুধু মিসর জয় করেছিল। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ আবদুল্লাহর সম্মুখে প্রসারিত ছিল। তিনি সেইসব ভূভাগ জয় করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁর এই সংকল্প সিদ্ধ হয়েছিল এবং তার ফলে তিনি অসামান্য খ্যাতির অধিকারী হন।

হিজরি ২৫ সনেই আবদুল্লাহ ত্রিপলী জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য তাঁর সে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার তিনি সুযোগ পান নাই। এক্ষণে গ্রিকদের বিপুল সমরায়োজন তাঁকে ক্ষিপ্রগতিতে রণক্ষেত্রে ধাবিত হইতে বাধ্য করে। ঝটিকার বেগে আরববাহিনী তাঁর নেতৃত্বাধীনে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং পথে একরূপ বিনা বাধায় বার্কা অধিকার করিয়া ত্রিপলীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

www.bjilibrary.com

ত্রিপলীর গভর্নর গ্রিগোরিয়াস আরবদের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ অবগত হয়ে বাইজেনটাইন সম্রাটের নিকট আরও নতুন সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বে সমুদ্রপথে নতুন গ্রিকবাহিনী ত্রিপলীতে আসিয়া উপনীত হইল। এইভাবে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী লইয়া গ্রিগোরিয়াস আবদুল্লাহর গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। হজরত ওসমানও গ্রিকদের এই অদ্ভূতপূর্ব সমরায়োজনের সংবাদ অবগত হয়ে অবিলম্বে নতুন একজন আরব সৈন্য মদিনা হইতে আবদুল্লাহর সাহায্যে প্রেরণ করেন। মদিনার বহু খ্যাতনামা যোদ্ধা এই বাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হজরত আবু বকর, আব্বাস ও যুবায়েরের পুত্ররা। এই যুদ্ধ ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ। আরব জাতির যুদ্ধ ইতিহাসে ইহার তুলনা বিরল। কয়েক মাস যুদ্ধ চলার পরেও যখন জয় পরাজয়ের কোনো নিশ্চয়তা দৃষ্ট হইল না। তখন অস্থিরমতি গ্রিক সেনাপতি গ্রিগোরিয়াস এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি আরব সেনাপতির মাথা কাটিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে তিনি নিজের সুন্দরী কন্যাসহ একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিবেন। ইহাতে মুসলিম শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার হইল; কেননা পূর্ব হইতেই সেখানে দলাদলি ছিল। আবু সারাহ বন্ধুবর্গের পরামর্শ অনুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া বন্ধ করে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন তাঁর অধীনস্থ সেনাপতিরা যুদ্ধ পরিচালনা করিতে থাকিলেন। কিন্তু ইহাতে সৈন্যদের উৎসাহ কমিয়া আসিল। কিছুদিন ধরে যুদ্ধে আরবদের কোনও অগ্রগতি লক্ষিত হইল না। ভাগ্যক্রমে এই সময় মদিনা হইতে যুবায়ের নামক এক তেজস্বী কোরায়েশ যোদ্ধা কিছু নতুন সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিকে না দেখিয়া সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সেনাপতি কোথায়? তিনি শিবিরে আছেন শুনিয়া যুবায়ের বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন, শিবির কি মুসলিম সেনাপতির যুদ্ধক্ষেত্র? অতঃপর আবু সারাহ্ যুবুয়েরকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। শুনিয়া যুবায়ের কহিলেন, তুমিও অনুরূপ ঘোষণা করিয়া সৈন্যদলকে জানাইয়া দাও না কেন যে, গ্রিক সেনাপতি গ্রিগোরিয়াসের মাথা যে কাটিয়া আনিতে পারিবে তাহার হস্তে তুমি একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও গ্রিগোরিয়াসের সুন্দরী কন্যাকে অর্পণ করিবে। সেনাপতি আবু সারাহ্ তাহাই করিলেন এবং নিজেও অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে লাগিলেন। ইহার কয়েক দিন পর, এক ভয়াবহ সংঘর্ষের অবসানে, গ্রিগোরিয়াসের ছিন্ন মস্তক মুসলিম শিবিরে আনীত হইল, আর সেই সঙ্গে বন্দিনী অবস্থায় আনীত হইল গ্রিগোরিয়াসের সেই অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী কন্যা। এই কন্যাটি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিল এবং যুদ্ধের সময় রণরঙ্গিনী বেশে সর্বদা পিতার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া সৈন্যদের উৎসাহিত করিত। তাহার অনুপম রূপরাশি ও তেজর্ভ উৎসাহ বাক্য যুদ্ধরত গ্রিক সৈন্যদের ভিতর উদ্দীপনা আনিত। সেনাপতি গ্রিগোরিয়াসের মৃত্যুতে গ্রিক শিবিরে নৈরাশ্য নামিয়া আসিল। তারা জয়ের আশা না দেখিয়া পলায়নপর এবং পশ্চাৎগামী হয়ে সফেতুল্লাহ নামক শহরে আশ্রয় লইল। মুসলিম বাহিনী তাদের

www.bjilibrary.com

অনুসরণ করিয়া উক্ত শহর দখল করিয়া লইল। তখন গ্রিক সৈন্যগণ আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্ধি প্রার্থী হইল এবং উত্তর আফ্রিকার এক বিস্তীর্ণ এলাকা মুসলিম অধিকারে ছাড়িয়া দিয়া শান্তি স্থাপন করিল (৬২৫ খ্রি.)।

এদিকে গ্রিগোরিয়াস-কন্যাকে লইয়া সেনাপতি আবদুল্লাহ মহা সমস্যায় পড়িলেন। কেননা তাঁর বিঘোষিত পুরস্কার আশায় অথবা এই বন্দিনীর পাণি প্রার্থী হয়ে কেহই তাঁর সমীপবর্তী হইল না। তখন আবদুল্লাহ তাঁর পরামর্শদাতা যুবায়েরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যুবায়ের সেনাপতির সম্মুখে আসামাত্র তাঁর পার্শ্বে অবস্থানকারিণী গ্রিগোরিয়াস-কন্যা চিৎকার করিয়া উঠিল এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন সেনাপতির বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এই যুবায়েরই উক্ত যুবতীর পিতৃহন্তা। কিন্তু যুবায়ের উক্ত রমণীকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, আমার তরবারি ইসলামের খিদমতে কোষমুক্ত করিয়াছি, কোনও পার্থিব ধনরত্ন বা সুন্দরী ললনার আশায় নয়। আপনি এই পুরস্কার অন্য কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে অর্পণ করুন।

কথিত আছে সেনাপতি আবদুল্লাহ যখন যুবায়েরকে কোনও মতেই পুরস্কার গ্রহণে রাজি করিতে পারিলেন না তখন তিনি অগত্যা ত্রিপলী যুদ্ধের বিজয় সংবাদ মদিনায় পৌছাইবার ভার দিয়া গৌরবান্বিত করেন। অতঃপর গ্রিগোরিয়াস-কন্যার কি হইল, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদের বর্ণনার ভিতর অনৈক্য রহিয়াছে। বিজয়ী আবদুল্লাহ যে এই বন্দিনী লইয়া বিব্রত বোধ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নাই। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে তিনি বন্দিনীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাহাকে পুনরায় গ্রিক শিবিরে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক মু'য়র লিখিয়াছেন, 'আবদুল্লাহ্ নিরূপায় হয়ে পরিশেষে আরব বীরগণের ভিতর হইতে এক যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিয়া তাহার হস্তে এই সুন্দরীকে অর্পণ করেন। কিন্তু পিতৃশোকসন্তপ্তা যুবতী তাঁর এই ব্যবস্থা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার পাণিপ্রার্থী যুবক যখন তাহাকে নিজের উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন. যুবতী তখন পলায়নের উপায় খুঁজিতে থাকে এবং পথিমধ্যে যুবকের এক অসতর্ক মুহূর্তে কোনক্রমে তাহার আলিঙ্গন পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া চলন্ত উষ্ট্র হইতে ঝম্প প্রদান করেন এবং এইভাবে মৃত্যুবরণ করে।' মু'য়রের বর্ণনা অধিকতর নির্ভরযোগ্য এই কারণে যে, গ্রিগোরিয়াস-কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে যাইতে যাইতে আনন্দ বিহ্বল যুবক যে রণসঙ্গীত গাহিয়াছিল, আরব জাতি সেগুলো তাদের যুদ্ধপাথার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সযত্নে করিয়াছ।

ত্রিপলীতে গ্রিকদের শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণের পর উত্তর-আফ্রিকায় আরব বাহিনীর গতিরোধ করার আর কেহ থাকিল না। আবদুল্লাহ তাঁর সেনাবাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া ত্রিপলীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ সহজেই তাদের বশ্যতা স্বীকার করিল। ত্রিপলীর আমিরও উপায়ন্তর না দেখিয়া এবং গ্রিকদের শোচনীয় পতন লক্ষ্য করিয়া মুসলিম খলিফার অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং

www.bjilibrary.com

২৫ লক্ষ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া আবদুল্লাহ্‌র সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন।

ইহার পর আলজিরিয়া ও মরক্কো মুসলিম অধিকারে চলিয়া আসে। মরক্কোর উত্তরে সমুদ্রের অপর পারে শস্যশ্যামলা ও তরুবীথি আচ্ছাদিত স্পেন দেশ। মরক্কো জয়ের পরই আরবদের সম্মুখে স্পেন জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। দূর-দেশে বসিয়া তারা স্পেন অধিকারের স্বপ্ন দেখিতে থাকে। খলিফাও স্পেন অভিযানের জন্য সম্মতি-প্রদান করেছিলেন এবং মদিনা হইতে আবদুল্লাহ্ বিন নাফে বিন হাসিন এবং আবদুল্লাহ্ বিন নাফে বিন আব্‌দে কায়েস নামক দুজন পরাক্রান্ত যোদ্ধাকে এই অভিযানে আরব বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য মরক্কো প্রেরণ করেন। তাঁদের নেতৃত্বে আরব বাহিনী পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং মরক্কোর পশ্চিমে আরও কিছু নতুন এলাকা অধিকার করে। কিন্তু কোনও স্থান হইতেই সমুদ্র পারের সুযোগ না পাইয়া তারা স্পেন অভিযান স্থগিত রাখিতে বাধ্য হয়। স্পেন অভিযান পরিত্যক্ত হওয়ার পর আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ্ নব বিজিত দেশগুলোর জন্য আবদুল্লাহ্ বিন নাফে ইবনে আব্‌দে কায়েসকে গভর্নর নিযুক্ত করিয়া নিজে সসৈন্যে মিসরে ফিরিয়া আসেন।

ত্রিপলী যুদ্ধ ছিল নানা দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরব জাতির যুদ্ধ-ইতিহাসে সত্যই ইহার তুলনা বিরল। এই যুদ্ধে বিপুল ধনরত্নে বিজয়ীদের হস্তগত হয়। খলিফা এই যুগান্তকারী যুদ্ধের বিজয়ী বীররূপে আবদুল্লাহকে আশাতীতভাবে পুরস্কার প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির এক-পঞ্চামাংশ বায়তুল মাল অর্থাৎ সরকারি তহবিলে যাইবার কথা। খলিফা এই সরকারি অংশের এক-পঞ্চমাংশ আবদুল্লাহ্‌কে প্রদান করেন। অবশিষ্ট অংশও নাকি, বিরোধী দলের মতে, মারওয়ানকে নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিতে দেওয়া হয়েছিল। বিরোধী দলের এই অভিযোগের মূলে যাহাই থাকুক, একথা সত্য যে, এই ধন-বণ্টনে মুসলিম জনসাধারণের ভিতর তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে কথা খলিফার কর্ণগোচর হয়েছিল। কথিত আছে, জনসাধারণের অসন্তোষ দূর করার জন্য খলিফা পরে আবদুল্লাহ্‌কে দিয়া উক্ত পুরস্কার ফেরৎ দেওয়াইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, সত্যই আমি তাহাকে এইরূপ পুরস্কার দেওয়ার ওয়াদা করেছিলাম, কিন্তু যেহেতু মুসলিমগণ ইহা না-পছন্দ করিয়াছে, সেজন্য আমি এই পুরস্কার বাতিল করিতে বাধ্য হইলাম। যাহা হউক ত্রিপলী যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন তার ফলে সমগ্র উত্তর আফ্রিকার তাঁর সামরিক খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আরব-ইতিহাসে তিনি প্রথম মুসলিম নৌ-সেনাপতিরূপেই বিশেষভাবে পরিচিত। ভূমধ্যসাগরের জলযুদ্ধে তিনি যে অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন তার ফলে সাগর এলাকায় মুসলিম অধিকার আশাতীতরূপে বিস্তৃতি লাভ করে। তবে ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁর এইসব সাফল্য দ্বারা একদিকে যেমন খলিফার সাম্রাজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, অপর দিকে তেমনি খলিফার উপর আরোপিত দুরপনের কলঙ্কেরও তিনি অন্যতম কারণ হয়েছিল।

www.bjilibrary.com

দ্বাদশ অধ্যায়

মুসলিম নৌবাহিনী গঠন ও সাইপ্রাস অধিকার (২৮ হি.)

উত্তর-আফ্রিকায় গ্রিক অর্থাৎ পূর্ব-রোমক উদ্ধত শক্তি প্রতিহত হইলেও সমগ্র ভূমধ্যসাগর তাদের করতলগত থাকায় মুসলিম সাম্রাজ্যের বিপদাশঙ্কা দূরীভূত হয় নাই। এই বিশাল সাগর পূর্বে এশিয়ার এবং দক্ষিণে আফ্রিকার উপকূলভাগ বিধৌত করায় এখান হইতে এই উভয় মহাদেশের উপকূলবর্তী জনপদসমূহের উপর হামলা চালাইবার সুযোগ ছিল। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত দ্বীপসমূহের ভিতর গ্রিক অধিকৃত সাইপ্রাস ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাইপ্রাসের পার্শ্ববর্তী রোডস দ্বীপও গ্রিকদের অধিকারে ছিল। সাইপ্রাস ছিল পূর্বাঞ্চলে তাদের রণতরীসমূহের বৃহত্তম ঘাঁটি।

সাইপ্রাসকে আরবেরা কব্‌রস বলিত। এই কব্‌রস ছিল তাদের নিকট এক বিরাট রহস্যঘেরা দেশ। এই অজানা দেশকে আশ্রয় করিয়া কত না কল্পনা তাদের চিত্তে অহর্নিশ দোলা দিত। এই দ্বীপের গ্রিকনাম কাইপ্রস (Kypros) এবং এই কাইপ্রসই আরবি 'কবরস'। উহা পূর্ব মেডিটারেনীয়ান এলাকায় অবস্থিত। সিরিয়া হইতে তার দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল।[১]

এখানে মুসলিমদের প্রবেশাধিকার ছিল না। শুধু বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছাড়া এই বৃহৎ লোকালয়ের সহিত তাদের কোনও প্রকার সম্পর্ক ছিল না। পক্ষান্তরে এখানকার গ্রিক নৌবহর আরব জাতির পক্ষে বরাবরই ত্রাসের কারণ ছিল।

---

১. বর্তমানে এই দ্বীপের অধিবাসী সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষের ওপর। তাদের অধিকাংশ গ্রিক। মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা ৮০ হাজারের উর্ধে। তারা তুর্কি জাতীয়। মাউন্ট ওলিমপাস এখানকার প্রসিদ্ধ পর্বত। এখানকার খনিজ দ্রব্যসমূহের ভিতর তামা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'কাইপ্রস' শব্দ হইতে নাকি কপার (Copper) নামের উৎপত্তি। সাইপ্রাসের সভ্যতা সুপ্রাচীন। খনন-কার্যের ফলে ইহার ভূগর্ভ হইতে যে-সব পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তাহা হইতে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন খ্রিস্ট-পূর্ব তিন হাজার হইতে চার হাজার বৎসরের ভিতর এখানে নিওলিথিক জাতীয় লোকদের বসতি ছিল। খ্রিস্টের জন্মের দেড় হাজার বৎসর পূর্বে এই দ্বীপ গ্রিকদের অধিকারে আসে এবং গ্রিক সভ্যতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। খ্রিস্ট-পূর্ব অষ্টম শতকে ফিনিশীয় জাতি এখানে বসতী স্থাপন করে। ইহার পর এই দ্বীপ যথাক্রমে এশিরীয়, মিসর ও পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন বরাবর স্থানীয় রাজাগণই চালাইয়া আসিয়াছেন। খ্রিস্ট-পূর্ব ৩৩৩ সনে উহা কিছু কালের জন্য গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের অধিকারে চলিয়া যায়। তারপর পুনরায় উহা মিসরের অধীনতা স্বীকার করে। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮ সনে রোমান জাতি এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। সেই হইতে দীর্ঘকাল উহা রোমকদের শাসনাধীনে ছিল। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মুসরিমগণ যখন এই দ্বীপ জয় করে তখনও উহা পূর্ব রোমক (বাইজেনটাইন) সম্রাটের শাসনাধীন ছিল।

www.bjilibrary.com

সিরিয়া প্রদেশের দূরদর্শী গভর্নর আমির মু'য়াবিয়া নামক অনেক দিন হইতে ভূমধ্যসাগরে মুসলিম অধিকার স্থাপন করিয়া গ্রিকদের আক্রমণ হইতে মুসলিম দেশগুলোকে নিরাপদ করার বাসনা পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু এ কাজের জন্য জলযুদ্ধে অবতরণ করার প্রয়োজন। অথচ আরবদের তখন রণতরী বা নৌবাহিনী গড়িয়া ওঠে নাই। স্থলযুদ্ধে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে অজেয় প্রতিপন্ন হইলেও জলযুদ্ধে এ যাবৎ তারা শক্তি পরীক্ষার সুযোগ পায় নাই। ইতোপূর্বে হজরত উমরের আমলে মু'য়াবিয়া একবার লেভান্ট দ্বীপে অভিযান প্রেরণের উদ্দেশ্যে একটি নৌবাহিনী গঠনের অনুমতি চাহিয়া ছিলেন। লেভান্ট সিরিয়া দেশের পশ্চিম-উপকূলের সন্নিকটে অবস্থিত। এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-উপকূল হইতেও তা দূরে নয়। এই দ্বীপ হইতে গ্রিকরা যুগপৎ সিরিয়ার পশ্চিম-উপকূল ও এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-উপকূল শাসন করত। সিরিয়ার পশ্চিম-উপকূলে অবস্থিত লেভান্ট শহর। তার সহিত লেভান্ট দ্বীপের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লেভান্ট শহর ছিল গ্রিকদের স্থলসৈন্যের অন্যতম সেনানিবাস; আর লেভান্ট দ্বীপে থাকিত তাদের শক্তিশালী নৌবহর। হজরত ওসমানের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে সিরীয় সৈন্যগণ যখন এশিয়া মাইনরে অভিযান পরিচালনা করে ঐ সময় তারা লেভান্ট শহর অধিকার করিয়া লয়, একথা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু তার বহুপূর্বে হজরত উমরের আমলে আমির মু'য়াবিয়া লেভান্ট দ্বীপ অধিকারে অনুমতি চাহিয়া ছিলেন। হজরত উমর তখন তাঁকে অনুমতি দেন নাই। মু'য়াবিয়া খলিফাকে লিখিয়াছিলেন, এই দ্বীপটি আমাদের সীমান্তের এত নিকটবর্তী যে সেখানকার ভোরের মোরগ ডাকা এবং কুকুরের ঘেউ ঘেউ আমরা এপারে বসিয়া শুনিতে পাই। এমন একটি স্থান শত্রুর অধিকারে থাকা মুসলিম সাম্রাজ্যের পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক আমিরুল মু'মিনীন নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন, আমার বুঝাইয়া বলা আবশ্যক করে না। পার্শ্বেই বিশাল সাগরবক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে অথচ মুসলিমদের সেখানে স্থান নাই। এই দ্বীপ গ্রিক হস্তে থাকিলে সাগরে কোনও দিন মুসলমানগণ নিরাপত্তা লাভ করিতে পারিবে না। কথিত আছে, হজরত উমর ইহার পর মিসরের গভর্নর কুটনীতিবিশারদ আমর বিন আল আসের পরামর্শ চাহিয়া পাঠান। আমর উত্তরে লিখেন-ইয়া আমীরুল মু'মিনীন, সমুদ্র এমন একটি স্থান যাকে কোনও মতেই বিশ্বাস করা যায় না। মানুষ যতবড় বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী হউক, সেখানে সে নিতান্তই অসহায়। তাদের রণতরীগুলো যতই বৃহৎ আর দৃঢ় হউক, সমুদ্রে যখন ঝড়-তুফানের তাণ্ডব চলিতে থাকে তখন সেগুলো কোনই কাজে আসে না। সাগর বুকে যখন তরঙ্গগুলো গর্জিয়া উঠে এবং পর্বতাকার ঢেউগুলো একের উপর অন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতে থাকে সেখানে তারা ঐ রণতরীগুলো লইয়া কাগজের নৌকার মতো লুফালুফি খেলিতে থাকে এবং পরিশেষে আরোহীসহ সেগুলোকে গ্রাস করিয়া ফেলে। মানুষকে তখন একান্তভাবে প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহার তেজ, বীর্য, বুদ্ধি, বল ও রণ-কৌশলের কোনও কিছুই তখন কাজে লাগে না। এমন একটা অসহায় ও বিপজ্জনক

www.bjilibrary.com

পরিস্থিতির মুখে আমাদের বীর সন্তানগণের মূল্যবান জীবনকে ঠেলিয়া দিতে আমি কোনও ক্রমেই আপনাকে পরামর্শ দিতে পারিনা। স্থলভাগে আমরা শক্তিশালী থাকিলে সমুদ্র হইতে শত্রুরা আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। হজরত উমর আমরের এই যুক্তির সারবত্তা অনুধাবন করিয়া মু'য়াবিয়াকে জলযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিবৃত্ত করেন।

কিন্তু আমির মু'য়াবিয়া যাহা সঙ্কল্প করিতেন তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার পাত্র ছিলেন না। ২৭ হিজরিতে হজরত ওসমানের রাজত্বকালে তিনি পুনর্বার তাঁর আর্জি পেশ করেন। লেভান্ট শহর ইতোপূর্বেই মুসলিমদের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। এবার তিনি সাইপ্রাস দ্বীপ আক্রমণের অনুমতি চাহিয়া পাঠান। তিনি খলিফাকে বুঝাইয়া বলেন, জলযুদ্ধকে যতটা ভয় করা হয়, আসলে উহা ততটা ভয়ের বস্তু নয়। হজরত ওসমান সাইপ্রাস দ্বীপের অবস্থিতি ও গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া মু'য়াবিয়াকে লিখেন, 'তোমার বর্ণনা যদি সত্য হয়, তবে সাইপ্রাস অভিযানে আমার আপত্তি নাই। তবে শর্ত এই, যে সকল লোক স্বেচ্ছায় জলযুদ্ধে যোগদান করিতে চাহিবে, শুধু তাহাদেরই সৈন্য দলে গ্রহণ করিবে। জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও এই যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করিবে না।'

মু'য়াবিয়া ইহাতে খুশি হইলেন। মুসলিম নৌ-বাহিনী গঠনের জন্য রাজধানীতে তোড়জোড় পড়িয়া গেল। বলা বাহুল্য, বীরপ্রসূ আরবে স্বেচ্ছাসেবকের অভাব ঘটিল না। দলে দলে যুবকেরা নৌবাহিনীতে নাম লেখাইতে লাগিল। অল্প দিনের ভিতর আবদুল্লাহ্ বিন কায়েস আল হারেসীর নেতৃত্বে এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়িয়া উঠিল। বহু বাণিজ্য-তরীকে রণ-তরীতে পরিণত করা হইল। এইভাবে উপযুক্ত নৌবহর গড়িয়া উঠার পর তারা 'আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি তুলিয়া প্রথম সামুদ্রিক অভিযানে যাত্রা করিল (হিজরি ২৮ সন)

ঐতিহাসিকদের মতে ৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম নৌবাহিনী নিরাপদে কব্‌রাস পৌঁছে। দ্বীপ হইতে অল্প দূরে তাদের রণতরীগুলো লঙ্গর করে। কব্‌রাসে উপস্থিত গ্রিক নৌবাহিনী তাদের অগ্রগতি রোধ করিয়া দাঁড়ায়। পরদিন উভয়পক্ষে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আরব সেনারা সুপ্রশস্ত স্থলভাগে যুদ্ধ করিয়া অভ্যস্ত, অপরিসর ডেকে দাঁড়াইয়া অস্ত্রচালনা ও রণকৌশল প্রদর্শন তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল। পক্ষান্তরে গ্রিকগণ এই প্রকার যুদ্ধে পূর্ব হইতে অভ্যস্ত ছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই সেনাপতি কায়েস শত্রুর আঘাতে গুরুতর রূপে আহত হন। তখন সুফ্‌ইয়ান বিন আউফ নামক অপর এক সেনাপতি আরববাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তারা কোনও মতে গ্রিক আক্রমণের সম্মুখে আত্মরক্ষা করিতে থাকিল। ইতোমধ্যে খলিফার নির্দেশক্রমে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি সারাহ্ একদল আরব সৈন্যসহ মিসর হইতে আসিয়া তাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

এই সম্মিলিত বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে গ্রিকগণ পরাজিত হইল এবং বিজয়ী আরব-বাহিনী সাইপ্রাসে অবতরণ করিল। বহু গ্রিকসৈন্য এবং সাইপ্রাসের নৌযুদ্ধে যোগদানকারী অনেক নাগরিক আরবদের হস্তে বন্দি হয়েছিল। সাইপ্রাসের অধিবাসীরা

www.bjilibrary.com

মুসলিমদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল এবং সন্ধিপ্রার্থী হইল। অতঃপর আমির মু'য়াবিয়ার নির্দেশক্রমে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। স্থির হইল, দ্বীপবাসীগণ খলিফাকে বার্ষিক ৭০ হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) কর দিবে, কিন্তু তাদের শাসন-সংরক্ষণ তারা নিজেরাই চালাইবে, খলিফা তাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। শুধু পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের উপর এই দায়িত্ব থাকিবে যে, তাদের পার্শ্ববর্তী সাগর এলাকায় মুসলমানদের দুশমনের আগমন সংবাদ জানিতে পারিলে তারা তাহা মুসলমানদের গোচরে আনিবে। জিজিয়া কর তাহাদের দিতে হইবে না, কারণ, খলিফা তাহাদের শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

এই যুদ্ধের প্রথম সেনাপতি কায়েস জলযোদ্ধা হিসেবে আরব-ইতিহাসে আমর হয়ে আছেন। নৌ-বাহিনীর গঠন তাঁরই কৃতিত্ব। জলে-স্থলে অন্যূন পঞ্চাশটি যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব করেন। গ্রিক অধিকৃত একটি দ্বীপে অভিযান চালাইতে গিয়া তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল্লাহ্ বিন আবি সারাহ্ ও এই জলযুদ্ধে প্রথম বিজয়ী সেনাপতি রূপে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। আরব ইতিহাসে তিনি নৌসেনাপতি রূপেই অধিক পরিচিত, যদিও স্থলযুদ্ধেও তাঁর ক্ষমতা কম ছিল না। এই যুদ্ধের ফলে আরবজাতি জলযুদ্ধের কলাকৌশল আয়ত্ত করিয়া ফেলে এবং নৌযোদ্ধা রূপে তাদের কৃতিত্ব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে। ইহার পর সমগ্র ভূমধ্যসাগরে আরব রণতরী ও বাণিজ্য তরীসমূহ সগর্বে বিহার করিতে থাকে।

www.bjilibrary.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বসরায় শাসন-বিভ্রাট

গভর্নর মুসা আল আশারীর পদচ্যুতি এবং আবদুল্লাহ বিন আমিরের নিয়োগ

হিজরি ২৪ হইতে ২৯ সন পর্যন্ত খলিফা বসরার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনও রূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়া কুফার পরেই ছিল বসরার স্থান। কুফা উত্তর-ইরাকের এবং বসরা দক্ষিণ ইরাকের রাজধানী ছিল। বসরার অবস্থান-আরব-আজমের সীমা রেখার ওপর। এজন্য উহাকে আরব-আজমের সন্ধিস্থল বলা যাইতে পারে। এখান হইতে খলিফার নিয়োজিত গভর্নর দক্ষিণ-পারস্য, 'বেলুচিস্তান ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত হকুমাত চালাইতেন। দক্ষিণে কুয়াইত এলাকাও ইঁহারই শাসনাধীন থাকিত। ইরাকের বুদ্ধিজীবী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অধিকাংশের আবাসভূমি ছিল এই বসরা। প্রসিদ্ধ তাপস হাসান বসরী ও আবেদা রাবিয়ার পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া উহা ধন্য হয়েছে। মুক্তবুদ্ধির প্রতীক সুতাজিলা মতবাদও এইখানেই লালিত হয়েছিল। হজরত উহাকে আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বাণিজ্যতরীসমূহ এই বসরার কূলে আসিয়া ভিড়িত। দক্ষিণ-ভারতের পণ্যসম্ভারও তৎকালে এই বসরার পথেই মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ লাভ করিত।

হিজরি ২৪ সনে হজরত উমর কর্তৃক আবু মুসা আশারী বসরার গভর্নর নিযুক্ত হন। তদবধি তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। কথিত আছে, দীর্ঘকাল একই স্থানে শাসক নিযুক্ত থাকার ফলে আবু মুসার ব্যবহারে বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর প্রিয়পাত্র হয় এবং অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে থাকে। তাঁর অসীম ক্ষমতা তাঁকে কিছুটা আত্মম্ভরীও করেছিল। তিনি যাহা খুশি তাহাই করিতেন এবং একটি দল সর্বদা তাঁকে সমর্থন করিত। জনসাধারণ তাঁর স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি সীমাবদ্ধ দলের বাহিরে তাঁর জনপ্রিয়তা হারাইয়া বসেন। এই সুযোগে বসরায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বিরোধীদল গড়িয়া উঠে। হজরত উমরের সময় এই প্রকার দল সৃষ্টি কয়েকবার হয়েছিল। কিন্তু হজরত উমর তাহাদের কঠোরভাবে শাসাইয়া দিতেন। রাজদ্রোহমলক কার্যকলাপ রোধ করার জন্য তিনি সর্বদাই কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। হজরত উমরের মৃত্যুর পর লোকেরা সাহস সঞ্চয় করে এবং প্রবলভাবে আবু মুসার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। এই মনোভাব নিকটবর্তী অন্যান্য এলাকায়ও ছড়াইয়া পড়ে এবং কারদুন নামক একটি এলাকা গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

www.bjilibrary.com

হজরত ওসমানের আমলে বসরার বিরোধীদল আবু মুসার বিরুদ্ধে নয়া অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ খুঁজিতেছিল। একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তারা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করে। ঘটনাটি এই–একদিন আবু মুসা মসজিদে জিহাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিতেছিলেন। তিনি লোকদের এই মর্মে উপদেশ দেন, আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ জিহাদে) চলিত সকলের পায়দলে চলা উচিত, অশ্ব বা উষ্ট্রের জন্য দাবি করা উচিত নয়। আরাম আয়েশ ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকেরই কষ্ট স্বীকার করা উচিত। এই বক্তৃতার পর অনেক মু'মীন মুসলমান পায়ে হাঁটিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে প্রস্তুত হয়। এমন কি যাদের ঘোড়া মজুদ ছিল তারাও এই নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু অবশিষ্ট লোকেরা তাদের হাকিম অর্থাৎ গভর্নরের যুদ্ধযাত্রা না দেখা পর্যন্ত নিজেদের পায়ে হাঁটা না হাঁটার প্রশ্ন মুলতবি রাখে। পরদিন প্রভাতে মুসলিম মুজাহিদগণ যখন গভর্নরের প্রাসাদের সম্মুখে সমবেত হইল, তখন তারা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিল, আবু মুসা একটি সুন্দর তুর্কি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে প্রাসাদ হইতে নির্গত হইতেছেন এবং তাঁর সা'মান ও আসবাব বোঝাই চল্লিশটি খচ্চর সারি বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেছে। তখন লোকেরা তাঁর সমীপবর্তী হয়ে তাঁর অশ্বের বল্গা ধরিল এবং অশ্বগমনে বাধাপ্রদান করিয়া বলিল, 'আপনার কথা ও কাজে এত পার্থক্য কেন? লোককে উপদেশ দেন, নিজে তাহা পালন করেন না কেন? আপনি বরং চড়িবার জন্য ঐ জানোয়ারগুলো আমাদের দিন এবং নিজে পায়ে হাঁটিয়া কষ্ট সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।' আবু মুসা আল আশারী লোকদের ধমকাইয়া দিলেন। তাদের অভিযোগের কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না।

এই সময় একদল বিরুদ্ধবাদী তাঁর সম্বন্ধে অভিযোগ লইয়া মদিনায় গমন করে। তারা খলিফার নিকট তাঁর পদচ্যুতির জন্য দাবী জানায়। অবশ্য উপরোক্ত ঘটনাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের একমাত্র ভিত্তি ছিল না। তারা আরও অভিযোগ করে, আবু মুসা অমিতব্যয়ী এবং কোরায়েশদের খুশি রাখার জন্য অন্যান্য আরব-গোত্রের উপর অবিচার করিয়া থাকেন।

খলিফা আবু মুসার কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে ২৯ হিজরিতে তাঁকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর স্থলে আবদুল্লাহ বিন আমর নামক একজন অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তিকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া পাঠান।

উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ ছাড়াই শুধু লোকদের কথামতো খলিফা ষাট বৎসর বয়স্ক একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এইভাবে অপসারিত করায় এবং তাদের পছন্দমতো ব্যক্তিকে তাঁর স্থলবর্তী করায় শুধু নিন্দাভাজন হন না, একজন শক্তিশালী জননায়কের সহযোগিতা হইতেও বঞ্চিত হন। নব নিযুক্ত গভর্নর আবদুল্লাহ বিন আমর বসরার মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় শাসন পরিচালনায় সক্ষম হন নাই। এজন্য অল্পদিন পরেই খলিফা নিজের চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক মামাতো ভাইকে তাঁর স্থলে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইঁহার নাম ওবায়দুল্লাহ ওরফে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমির। হজর গোত্রের লোকেরা নাকি খলিফাকে বলিয়াছিল, 'আপনার কি তরুণ-বয়স্ক কোনও পুত্র নাই, যিনি বৃদ্ধ মুসার স্থানে বসিতে পারেন?' যাহা হউক, আবদুল্লাহর নিয়োগ-সংবাদ বসরায়

www.bjilibrary.com

পৌঁছিলে আবু মুসা লোকদের বলেন, না, এইবার তোমাদের মনের মতো ট্যাক্স আদায়কারী পেয়েছ, যার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর (জ্ঞাতি-ভ্রাতা, মাতুল, পিতৃব্য ইত্যাদির) সংখ্যা বিপুল এবং যিনি ঐসব লোকের নিয়োগ দ্বারা তোমাদের ধন্য করিতে পারিবেন। আবু মুসার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমির জবরদস্ত শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি অবিলম্বে স্থানীয় শাসন বিভাগের যাবতীয় উচ্চপদ ও পারস্যের সামরিক বিভাগের উল্লেখযোগ্য পদগুলো নিজের লোক দ্বারা পূর্ণ করেন। কঠোরভাবে শাসন চালাইয়া তিনি লোকদের ভিতর ত্রাস সৃষ্টি করেন। তার ফলে চতুর্দিকে যখন খলিফার বিরুদ্ধে এবং কোরায়েশদের প্রতিকূলে ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে বসরায় তখন কোনও তৎপরতা দেখা যায় নাই। তিনি একজন তেজস্বী যোদ্ধাও ছিলেন এবং জঙ্গের ময়দানে সম্মুখের কাতারে দাঁড়াইয়া স্বয়ং তরবারি চালাইতেন। এদিক দিয়া তিনি মিসর-বিজয়ী আমর ইবনে আল আসকেও হার মানাইয়াছিলেন। মুসলিম রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিধান ও বিস্তারকল্পে তিনি বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খলিফার অনুকূলে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাহা প্রশংসনীয়। খলিফার বিরুদ্ধে যখন চতুর্দিকে বিদ্রোহের আগুন ধুমায়িত হয়, তখন বসরাকে তিনি শান্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন।

মধ্য এশিয়ায় বিজয় অভিযান

আবদুল্লাহ্ বিন আমিরকে গভর্নর-পদে নিযুক্ত হওয়ার পরই পূর্ব-পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। বসরার গভর্নরই তৎকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল শাসন করিতেন, একথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। খোরাসান ছিল পূর্বাঞ্চলের সর্বাপেক্ষা উন্নত ও সমৃদ্ধ প্রদেশ। কিন্তু এই খোরাসান চিরকালই মুসলিম সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক প্রতিপন্ন হয়েছে। হিজরি ৩০ সনে আবু মুসা আল আশারীর পদচ্যুতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া খোরাসানবাসীরা মস্তকোত্তোলন করে। আবদুল্লাহ্ বিন আমির এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সাঈদ বিন আল আস নামক এক তরুণ-বয়স্ক সেনাপতিকে এই অভিযানের পরিচালক নিযুক্ত করেন। তদনুসারে সাঈদ সসৈন্যে খোরাসানের দিকে নির্গত হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে মদিনার বহু খ্যাতনামা যোদ্ধা এই [illegible]
তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য [illegible]
আবদুল্লাহ ইবনে [illegible]

www.bjilibrary.com

অপসারিত করিয়া সাঈদ বিন আল আসকে তাঁর স্থলে নিয়োজিত করেন। সাঈদ স্থানান্তর গমনের পর বসরার গভর্নর আবদুল্লাহ্ বিন আমির স্বয়ং এই যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ্ বিন আমির বুঝিতে পারিয়াছিলেন, জৈহুন নদী তুর্কী জাতির বাস তারা পর্যুদস্ত না হওয়া পর্যন্ত পরিচালনার আশা সুদূরপরাহত। তাই করেছিলেন। তদনুসারে নিশাপুরের

মেসেপটেমিয়া অতিক্রম করিয়া তাইগ্রিসের তীর দিয়া দ্রুত রণাঙ্গণে উপনীত হইল। কিন্তু তারা ইরাকিদের ভালো চক্ষে দেখিত না। ইরাকি সেনাপতির অধীনে কাজ করিতে তারা অস্বীকার করিল। বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠায় ইরাকি বাহিনী স্রিরীয়া সেনাদলের সাহায্য অভাবে কামরান পর্বতের উপরে তুষারের ভিতর প্রাণ হারাইল। শুধু দুইটি প্রাণী কোনও মতে আত্মরক্ষা করিয়া তাদের শোচনীয় দুঃখের কাহিনি বলিতে ইরাকে উপনীত হইল। এই দুর্ঘটনার ফল হয় মারাত্মক। অল্প দিন পরে মধ্য এশিয়ার তুর্কিগণও বিদ্রোহ করে। কিন্তু ইরাকে নতুন সৈনিকের কখনও অভাব দেখা যায় নাই। দলের পর দল আরব বাহিনী কাস্পিয়ান তীর ও মধ্য এশিয়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। উপর্যুপরি সংঘর্ষের পরে তুর্কিগণ পুনরায় আরব জাতির পদানত হইল এবং খলিফার শাসন তাদের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

এদিকে আরব জাতি যখন ককেসাস ও মধ্য এশিয়া লইয়া বিব্রত সেই সুযোগে হিজরি ৩৪ সনে খোরাসান আর একবার বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমির এবার আখক বিন কায়েস নামক এক তরুণ সেনাপতিকে উক্ত বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীরা সহজেই আরব-আরব-বাহিনীর নিকট নতি স্বীকার করে এবং পুনরায় খলিফার শাসন মানিয়া লয়।

কুফায় গোলযোগ-ওলিদের পদচ্যুতি ও সাঈদ বিন আল আসের গভর্নর–পদে নিয়োগ

কুফার ওলিদ বিন ওক্বা গভর্নর হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, একথা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁর শত্রুরও অভাব ছিল না। তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং তাঁর কার্য-কলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। খলিফার নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রেরণের জন্য তারা সুযোগ খুঁজিতেছিল। ইতোমধ্যে শহরে একটি খুন হয়ে গেল। গভর্নর সেই খুনের বিচারে তিন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করেন। তাহাদের নগর তোরণে প্রকাশ্য স্থানে বধ করা হয়। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনেরা ইহাতে গভর্নরের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় এবং ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা বদ্ধপরিকর হয়। ইহার কিছুকাল পরে একদিন গভর্নর যখন সুরাপানে বিভোর অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়েন, তারা ঐ সময় কোনও কৌশলে তাঁর আঙুলী হইতে সরকারি সিলমোহরের অঙ্গুরীটি খুলিয়া লইতে সমর্থ হয়। একদল লোক এই অঙুরী লইয়া মদিনায় যায় এবং গভর্নরের অসংযত চরিত্রের অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ উহা খলিফার নিকট উপস্থিত করে। তারা ইহার চাইতেও গুরুতর আর একটি অভিযোগ উপস্থিত করে এই বলিয়া, একদিন প্রভাতে গভর্নর যখন মসজিদে ফযরের নামাজে ইমামতি করিতেছিলেন, তখন তিনি এমনই নেশাগ্রস্ত ছিলেন, প্রথম দুই রাকাত নামাজের পর সালাম না ফিরাইয়া পরবর্তী দুই রাকাত আরম্ভ করিয়া দেন। ইহার চাইতে গুরুতর কেলেঙ্কারী ইসলামে আর কি হইতে পারে। শরীয়তের মর্যাদা কিছুতেই ক্ষুণ্ন করা যায় না। এজন্য খলিফা এবার বাধ্য হয়ে তাঁকে পদচ্যুত

www.bjilibrary.com

করিলেন। কথিত আছে, তিনি মদিনায় আনীত হইলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাঁকে বেত্রদণ্ড প্রদান করা হয়। ইহার ফলে খলিফা আর একজন শক্তিশালী বীর পুরুষের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলেন।

গভর্নর ওলিদ খলিফার আদেশে অপসারিত হইলে, তাঁর স্থলে সাঈদ বিন আর আস নামক এক তরুণ বয়স্ক কোরাইশ গভর্নর নিযুক্ত হন। এই সাঈদ ছিলেন যুদ্ধ ব্যবসায়ী। ঐ সময় তিনি বসরার সেনাপতিরূপে খোরাসানের বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত ছিলেন। খোরাসান আয়ত্তে আনিয়া তিনি যখন সসৈন্যে মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় তিনি খলিফার নিকট হইতে ফরমান লাভ করেন কুফার শাসনভার গ্রহণের জন্য। তিনি বসরার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া কুফায় যাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি কোরাইশ ছিলেন এবং কোরাইশদের যাবতীয় দোষ ও গুণ পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। তিনি অ-কোরাইশদের হীন মর্যাদার লোক বিবেচনা করিতেন। বিশেষ করিয়া কুফার বেদুইন সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চটিয়া যান। তারা স্থানীয় কোরাইশদের নিকট নতি স্বীকার করিত না। অথচ কুফায় তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে খলিফাকে লিখিয়া পাঠান, এখানকার লোকেরা অত্যন্ত উদ্ধত ও বেয়াদব; ইহারা অভিজাত বংশীয় নহে। এই বিপুল সংখ্যক নাগরিকদের আমি লৌহ ডাণ্ডা দ্বারা শাসিত রাখিব। তাঁর ব্যবহারে কুফার অধিবাসীরা অল্পদিনের ভিতরই বুঝিতে পারিল, এক কোরাইশ গিয়াছে অন্য কোরাইশ আসিয়াছে, কিন্তু তাদের ভাগ্যোন্নতির আশা তাতে কিছুই নাই। কেন-না যিনি আসেন, তিনি পূর্বের জনের চাইতে উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন হন না। বরং তারা যেন তপ্ত কটাহ হইতে জ্বলন্ত আগুনে পতিত হয়। বলা বাহুল্য শাসক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে জনগণের মনে এইরূপ হতাশা ও বীতরাগ ক্রমেই দানা বাঁধিয়া থাকিলে, পরিশেষে উহা রাষ্ট্রদ্রোহ ও শাসকদের প্রতি অবাধ্যতায় রূপান্তরিত না হয়ে যায় না। কুফায় ঘটনা-স্রোত সেইদিকেই ধাবিত হইতেছিল।

নতুন গভর্নর সাঈদ অর্বাচীনের মতো কোরাইশদের অহমিকা ও ঔদ্ধত্যের পোষকতা করিয়া এবং স্থানীয় আরব যোদ্ধৃশ্রেণির দাবি-দাওয়া অগ্রাহ্য করিয়া দারুণ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন। কেন-না, ইহা অনস্বীকার্য ছিল, ইহাদের তরবারির জোরেই এ যাবৎ মুসলিম দিগ্বিজয় সম্ভবপর হয়েছিল। তৎকালে একটি রীতি ছিল, গভর্নর দিনান্তে রাজকার্য সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহিত বৈঠকে মিলিত হইতেন এবং তাঁহাদের সহিত গল্পগুজবে অবকাশ কাটাইতেন। এই বৈঠকে রাজনৈতিক, সামাজিক এমন কি ব্যক্তিগত অনেক কথা গল্পচ্ছলে আলোচিত হইত। নাগরিকগণও স্বচ্ছন্দে তাদের মনের কথা প্রকাশ করিতে পারিত। একদিন এমনই এক বৈঠকে সাঈদ প্রকাশ করেন যে, চ্যালডিয়ার মনোরম উপত্যকা (সোয়াদ) কোরাইশদেরই রক্ষিত উদ্যান। ইহাতে অ-কোরাইশ আরবগণ, বিশেষ করিয়া ইয়েমেনী

www.bjilibrary.com

অধিবাসীরা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করিয়া উঠে, 'তবে কি আমাদের শক্তিশালী ও অব্যর্থ বর্শার সাহায্য ছাড়াই কোরাইশগণ কখনও ঐ উদ্যানগুলো দখলে আনিতে পারিত?' এক অর্বাচীন যুবক গভর্নরকে সমর্থন করিতে যাইয়া জনতার হস্তে মার খাইয়া মূর্ছিত হয়ে পড়িল। গভর্নরের দেহরক্ষীগণ উত্তেজিত জনতাকে থামাইতে গিয়া অপদস্ত হইল। গভর্নর ক্রুদ্ধ হয়ে বৈঠক ত্যাগ করিলেন। তদবধি তিনি আর এরূপ বৈঠকে আসেন নাই এবং এই সাধারণ মিলন-সংস্থা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মিলন-সংস্থা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মিলন-সংস্থা বন্ধ হয়ে গেলেও শহরে নানারূপ গুজব রটনা চলিতেই থাকে।

তার ফলে গণ-বিক্ষোভ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং রাস্তা-ঘাটে ও কফিখানায় রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারণা একরূপ প্রকাশ্যভাবেই চলিতে থাকে। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, অসহায় গভর্নর তখন কুফার এই রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে খলিফার নিকট রিপোর্ট পাঠান ছাড়া আর কিছুই করার পথ পান নাই। হজরত ওসমান তাঁর রিপোর্ট পাই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

www.bjilibrary.com

চতুর্দশ অধ্যায়

পশ্চিম-এলাকা-সাইপ্রাস ও মিসর

১ সাইপ্রাসে দ্বিতীয় অভিযান

মিসরে আমরের পদচ্যুতির পর হইতে অশান্তি লাগিয়াই ছিল। মিসরের নয়া শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ বিন আবি সারাহ্-এর দুর্ভাগ্য, তিনি ত্রিপলী ও সাইপ্রাসে অপ্রত্যাশিত বিজয় লাভ করিয়াও মিসরবাসীদের চিত্ত জয়ে সমর্থ হন নাই। তাঁর যুদ্ধ-খ্যাতির অন্তরালে মিসরে তাঁর জন্য এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হইতেছিল। অথচ তিনি যে শাসনকার্যে অপটু ছিলেন না, পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। আবদুল্লাহ্ যখন মিসরে নিজের মসনদ লইয়া বিব্রত, সেই সময় সাইপ্রাসের লোকেরা সন্ধি-শর্ত ভঙ্গ করিয়া বসিল। ২৮ হিজরিতে তারা যখন আমির মু'য়াবিয়ার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়, তখন তাতে একটি শর্ত এই ছিল, তারা বাইজেনটাইন গ্রিকদের সহিত কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখিবে না, এমনকি বিবাহাদিও নয়। তারা তিন বৎসর কাল এইসব শর্ত বিশ্বস্তভাবে মানিয়া চলে। কিন্তু ৩১ হিজরিতে তারা কতিপয় গ্রিক জাহাজকে আশ্ [illegible] দান করে। তখন আমির মু'য়াবিয়া আবার সাইপ্রাস দ্বীপে অভিযান [illegible] করেন এবং এই অভিযানে নেতৃত্ব করার জন্য মিস [illegible] সারাহ্কে পুনরায় সাইপ্রাসে পাঠাই [illegible]

ব্যাপা [illegible]

সমরোপকরণের দিক দিয়া ন্যূন হইলেও সাহসী ছিল। ইহাদের লইয়া আবদুল্লাহ্ সাইপ্রাস অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরেই গ্রিক রণতরীসমূহ দৃষ্ট হইল। আবদুল্লাহ্ উহাদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

গ্রিক রণতরীগুলোর সংখ্যা ছিল মুসলমানদের তুলনায় বিপুল। বাতাস থামিয়া যাওয়ায় উভয়পক্ষের জাহাজগুলো পরস্পর মুখামুখী হয়ে সাগরবক্ষে নোঙর করিল। মুসলমানরা সমস্ত রাত্রি উপাসনায় কাটাইল। গ্রিকরা রাত্রি কাটাইল পান ভোজন ও আমোদ-আহলাদে। রজনীর অবসান হইলে উভয় পক্ষে রণ-দামাম বাজিয়া উঠিল এবং শুরু হইল এক ভয়াবহ যুদ্ধ। জলস্রোত প্রবল ছিল, উলন্মত্ত বাতাসে তার তরঙ্গগুলো ভীষণ গর্জনের সহিত একের উপর অন্য লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। নাবিকগণ তরী আর সামাল দিতে পারিল না। উজান হইতে গ্রিক জাহাজগুলো মুসলিম নৌবহরের উপর আসিয়া চাপিয়া পড়িল। প্রবল বাতাসের সম্মুখে আরব রণতরীগুলোকে তিষ্ঠিয়া রাখা দায় হয়ে উঠিল। কিন্তু আরব যোদ্ধারা স্বভাবত দুঃসাহসী। তারা কোনও মতে তাদের স্বস্ব স্থানে টিকিয়া থাকিল। ফলে উভয়পক্ষের রণতরী এলোমেলো ভাবে মিশিয়া পড়িল এবং পরস্পর গায়ে গায়ে লাগালাগি হওয়ায় দুই পক্ষের সৈন্যদের ভিতর হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একপক্ষ অপর পক্ষের জাহাজের ডেকে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল এবং তলোয়ারে তলোয়ারে সংঘাত চলিল। আরবগণ বাঁচিবার আর আশা নাই দেখিয়া তরবারি ও খঞ্জর হস্তে 'আল্লাহু আকবর' রবে গর্জিয়া উঠিল এবং হিংস্র ব্যাঘ্রের মতো গ্রিকদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাদের একের সহিত অন্যের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইল, প্রত্যেকে যার যার মতো শত্রু হত্যা করিয়া পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সে ভয়াবহ আক্রমণ রোধ করার মতো শক্তি ও মনোবল গ্রিকদের ছিল না। তাদের ভিতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সাগরবক্ষ এতগুলো রণতরীর দাপটে তচনচ ও ফেনিল হয়ে উঠিল। মানুষের রক্তে সাগরের শ্বেত ফেনা রঙিন হয়ে গেল। আহত ও নিহত যোদ্ধাদের রক্তাক্ত দেহ সাগর জলে পতিত হওয়ায় সাগর-বারি বহুদূর ব্যাপিয়া লোহিত হয়ে উঠিল। উভয় পক্ষেরই বহু সৈন্য হতাহত হইল। জাহাজগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, কোথাও বা সেগুলোর তলদেশে মনুষ্যদেহ ইতঃস্তত ভাসিতে লাগিল। এরূপ ভয়াবহ যুদ্ধের তুলনা ইতিহাসে বিরল। বেলা বাড়িয়া চলিল। সৈন্যদল ক্লান্ত হয়ে পড়িল। কিন্তু আরবজাতি বুভুক্ষু থাকিতে চির অভ্যস্ত। তারা টলিল না। পক্ষান্তরে আরামে লালিত গ্রিকগণ নিস্তেজ হয়ে পড়িল। লৌহকঠিন আরব হস্তের তীক্ষ্ণ তরবারি গ্রিকগণ দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারিল না। অগণিত গ্রিক-সৈন্যের খণ্ডিত-সৈন্যের খণ্ডিত-দেহে জাহাজগুলোর ডেক যখন ভর্তি হয়ে গেল, স্থানাভাবে সৈন্যদের আবর্তন কঠিন হয়ে পড়িল। দিবা অবসানে অল্প সংখ্যক গ্রিকসৈন্য কোনও মতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল। তাদের সেনাপতি কনস্টানটাইন তাঁর রণতরীসহ পশ্চাৎ দিক দিয়া উধাও হইলেন। পাছে বিজয়ী আরবগণ তাঁর পশ্চাদ্ধবন করে এই ভয়ে তিনি কোথাও না থামিয়া একেবারে সাইরাকিউস দ্বীপে গিয়া জাহাজ ভিড়াইলেন। সাইরাকিস ছিল গ্রিক এলাকা। কিন্তু তথাকার গ্রিকগণ তাঁর এই কাপুরুষতার সংবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে স্নানাগারের ভিতর হত্যা করে।

www.bjilibrary.com

অতঃপর বিজয়ী মুসলিমগণের অবিসংবাদিত অধিকার সাগরবক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই যুদ্ধের ফলে নৌযোদ্ধা হিসেবে মুসলিমদের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সাইপ্রাস এবং রোড্স দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সিরিয়ার গভর্নর আমির মু'য়াবিয়ার হস্তে তার শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। ইহার পর গ্রিকদের সেখানে পুনর্বার নৌঘাঁটি স্থাপনের সম্ভাবনা চিরতরে অন্তর্হিত।

অন্যান্য যুদ্ধবিগ্রহ

ত্রিপলীর বিদ্রোহ দমন : মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ্ যখন সাইপ্রাসে যুদ্ধরত, ঐ সময় ত্রিপলী এলাকার কতিপয় সমস্ত রাজা বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন। সাইপ্রাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াই আবদুল্লাহ্ ত্রিপলীর বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হিজরি ৩৪ সনে ত্রিপলীতে নতুন অভিযান প্রেরিত হইল। আবদুল্লাহ্ স্বয়ং এই অভিযান পরিচালনা করেন এবং অল্পায়াসেই বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হন। ইহার ফলে উত্তর-আফ্রিকা সম্পূর্ণরূপে খলিফার পদানত হয়।

কনস্টান্টিনোপল অভিযান : আরব-নৌবাহিনীর যখন সাইপ্রাসে যুদ্ধরত সেই সময় সিরিয়ার গভর্নর আমির মু'য়াবিয়া পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের আয়োজন করেন। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের পতন বোধ হয় আল্লাহ্র তখন অভিপ্রেত ছিল না। আমির মুয়াবিয়ার সুনিপুণ ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁর প্রেরিত অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় (হিজরি ৩২ সন)। কিন্তু আমির মু'য়াবিয়া সংকল্প গ্রহণের পর নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। হিজরি ৩৩ সনে (৬৫২ খ্রি.) সিরীয় বাহিনী মু'য়াবিয়ার নির্দেশে স্থলপথে কনস্টানিনোপলে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু এবারেও তারা বিফলমনোরথ হয়। নব বিজিত এলাকায় দুর্গম পথে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ায় সিরীয় বাহিনী কনস্টান্টিনোপল আক্রমণে সমর্থ হয় নাই।

ঐ সনেই মু'য়াবিয়া আর্জরূম প্রদেশের অন্তর্গত হা-আল মুরাত নামক এলাকা অধিকার করেন এবং আর্মেনিয়া বিজয় চূড়ান্ত করেন। ইহার পর ৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে গ্রিকগণ আর্মেনিয়া পুনরাধিকারের চেষ্টা করে, কিন্তু অকৃতকার্য হয়।

২. মিসরে বিক্ষোভ

ভূমধ্যসাগরে গ্রিক-নৌশক্তির প্রাণকেন্দ্র সাইপ্রাস ও রোড্স দ্বীপের মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হজরত ওসমানের রাজত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমর-বিন-আল-আসের মতো ধুরন্ধর সময়-নায়কও ধারণা করিতে পারে নাই, মুসলিমগণ সাগর-বুকে এত দ্রুত নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে। হজরত উমরও তাঁর যুক্তিতে মানিয়া লইতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু হজরত উমরের দেহত্যাগের মাত্র চারি বৎসর পরে, হজরত ওসমান আমির মু'য়াবিয়ার প্রার্থনামতো সাইপ্রাস অভিযানের

www.bjilibrary.com

অনুমতি দিয়াছিলেন। এই বিজয়ের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আরব জাতির সামরিক-শক্তির বিস্ময়কর বিকীরণের পক্ষে এই সামুদ্রিক-বিজয় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করিয়া দেয়। মুসলিম সাম্রাজ্যের উপকূল এলাকাসমূহের সংরক্ষণও ইহার পর সহজ হয়েছিল। খলিফা হওয়ার পর হজরত ওসমান যদি উল্লেখযোগ্য আর কোনো কাজই না করিতেন, শুধু এই বিজয়ের জন্যই তিনি মুসলিম ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ সম্বন্ধে একমত যে, হজরত ওসমানের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর মুসলিম-বিজয়-স্রোত পূর্বের ন্যায় অব্যাহত ছিল। হজরত ওসমানের শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়েরই তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ তীব্র সমালোচনা করিয়াছে, কিন্তু তাঁর যুদ্ধনীতি ও দেশ জয়ের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় কেহ মসীলিপ্ত করার চেষ্টা করে নাই, এমন কি তাঁর শত্রুরাও না। কি এশিয়া, কি আফ্রিকা, সর্বত্র হজরত উমরের অধিকৃত এলাকাসমূহের সীমানা তিনি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন, কোথাও উহা তিল পরিমাণও সঙ্কুচিত হইতে দেন নাই। তাহা ছাড়া অনেক নতুন প্রদেশও তাঁর আমলে বিজিত হয়েছে। তাঁর বার্ধক্য ও স্বাভাবিক নম্রতাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া প্রান্তিক অঞ্চলসমূহ পুনঃপুনঃ বিদ্রোহ করিয়াছে; কিন্তু তাঁর অতন্দ্র দৃষ্টি তারা এড়াইতে সমর্থ হয় নাই। যখনই প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, খলিফা ক্ষীপ্রতার সহিত যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁর নির্দেশে আরব-তরবারি অবিলম্বে কোষমুক্ত হয়েছে।

কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস, মুসলিম রাষ্ট্রের বিজয়-গৌরব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আরবের বীর সন্তানরা যখন খলিফার নির্দেশে দিকে দিকে যুদ্ধরত, সেই সময় কিছু সংখ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও স্বার্থান্বেষী কোরাইশ-যুবক মিসরে বসিয়া তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিতে থাকে। তাদের বাসনা ছিল, উচ্চপদ ও ক্ষমতাসীন হয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করা এবং যুদ্ধ জয়ের গৌরব ও গণিমতের অধিকারী হওয়া। অতীতে যাঁরা প্রাণ দিয়া ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের সেই ত্যাগ ও নিষ্ঠার ভাব এই তরুণদের ভিতর ছিল না। তাদের সম্মুখে একটি মাত্র প্রশ্ন প্রবল ছিল। সে হইল, একটি সুগঠিত ও উন্নতিশীল রাষ্ট্রের উপসত্ত্ব কে কতখানি করায়ত্ত করিতে পারে। তাদের ভিতর দুই ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের একজন ছিলেন হজরত আবু বকরের কনিষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রখ্যাত সাহাবি আবু হুজাইফার পুত্র মুহম্মদ। পিতার দিক দিয়া তারা উভয়েই মুসলিম-সমাজে সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। তারাই পরে মিসরের গণবিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন।

মুহম্মদ বিন আবু বকর

কথিত আছে, হজরত আবু বকরের ইন্তিকালের পর হজরত আলি তাঁর কনিষ্ঠা পত্নীকে বিবাহ করেন এবং উক্ত রমণীর গর্ভজাত সন্তান মুহম্মদকে তিনি নাবালক অবস্থা হইতে প্রতিপালন করেন। হজরত আবু বকরের পুত্র এবং বিবি আয়েশার ভ্রাতা হিসেবে ইনি কোনও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। কিন্তু নির্বাচন প্রতিযোগিতায় হজরত আলি পরাজিত হওয়ার পর স্বভাবতই এই যুবকের মনে

www.bjilibrary.com

নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। মারোয়ানের চক্রান্তে অধিকাংশ উচ্চপদ যখন উমাইয়াদের ভাগ্য নিরূপিত হইতে লাগিল এবং তাদের ভিতর এমন লোকও ছিল যাহারা তুলনায় মুহম্মদের চাইতে কোনও অংশে যোগ্যতর ছিল না, তখন তেজস্বী মুহম্মদ ক্রোধে ও অভিমানে মদিনা ত্যাগ করিয়া মিসরে চলিয়া যান এবং সেখানে খলিফার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা সাধনের উপায় খুঁজিতে থাকেন।

এই দুরাকাঙ্ক্ষী যুবকটিকে বিশেষভাবে চিনিয়া রাখা দরকার। কারণ, হজরত ওসমানের খিলাফতের শেষ পরিণতির সহিত এই যুবকের কার্যকলাপ বিশেষভাবে জড়িত। মিসরের গণ-বিদ্রোহের ইনিই ছিলেন উদ্যোক্তা এবং বিশিষ্ট পরিচালক। যে মর্মান্তিক ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া হজরত ওসমানের জীবন-নাট্যের অবসান হয়, তারও প্রধানক নায়ক ছিলেন এই মুহম্মদ বিন আবু বকর। হজরত ওসমানের নিধনের ফলে ইসলামে যে অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তার নিবৃত্তি কখনও হয় নাই। হজরত আলির মতো ন্যায়বান শাসকও সেই অন্তর্বিপ্লব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তার দাহে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। নবী-প্রবর্তিত ইসলামি রিপাবলিকেরও অপমৃত্যু ঘটে। সাম্রাজ্যবাদ হইল ইহার পরবর্তী অধ্যায়। সেদিক দিয়া দেখিলে ইহা না বলিয়া পারা যায় না যে, মুহম্মদ বিন আবু বকর ইসলামের যে ক্ষতি সাধন করিয়াছেন, তেমন অন্য কেহ করে নাই। হজরত আবু বকরের মতো লোকের ঔরসে যাহার জন্ম এবং হজরত আলির গৃহে যাহার শৈশব উত্তীর্ণ হয়, সেই ব্যক্তি কি করিয়া এমন বিপ্লবী-পন্থার অনুসারী হইলেন, ভাবিলে বিস্ময় হয়। দুরাকাঙ্ক্ষা এমনই ভয়াবহ জিনিস। অবশ্য তাঁর নিজের পক্ষে যে যুক্তি না ছিল এমন নহে। তাঁর প্রচারণার ধারাগুলো অনুসরণ করিলেই তাহা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে এবং তাঁর কার্যের সঙ্গতি-অসঙ্গতিও নির্ণয় করা যাইবে।

সময়ের পটভূমিকা এবং সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনাবলীর বিচিত্র যোগাযোগও ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কম দায়ী নয়। মুহম্মদ বিন আবু বকর যখন মদিনা হইতে মিসরে প্রস্থান করিলেন, তখন যদি আবদুল্লাহ্ বিন-আবি সারাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ তথায় গভর্নর থাকতেন, অথবা আবদুল্লাহ্ বিন আবু হুজাইফার সহিত তাঁর যোগাযোগ না ঘটিত, অথবা আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবার মতো প্রচারকের সেখানে আবির্ভাব না ঘটিত, তবে মিসরের গণবিক্ষোভ কি রূপ ধারণ করিত এবং কোন খাতে প্রবাহিত হইত, কে জানে।

মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফা

মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফাও সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক ছিলেন। আবু হুজাইফার পিতা আতাবা ইবনে রাবিয়া কোরাইশদের ভিতর একজন প্রতিপত্তিশালী সর্দার ছিলেন। এই আতাবার কন্যাই ছিলেন হেনদা যিনি আবু সুফিয়ানের পত্নী ও মুয়াবিয়ার মাতা ছিলেন। আবু হুজাইফা প্রাথমিক দলের একজন মুসলমান ছিলেন এবং কোরাইশদের চরম অত্যাচারের যুগে পত্নী সহিলা-বিনতে-সোহাইল বিন আমরসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। ইহার পর তিনি মদিনায় চলিয়া যান এবং ইসলামের সকল দুর্দিনে হযরতের পাশে থাকিয়া তাঁর সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। হজরত আবু বকরের খিলাফতের

www.bjilibrary.com

আমলে তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর পুত্র মুহম্মদের জন্ম হয় আবিসিনিয়ায়। আবু হুজাইফা যখন মদিনায় আসেন, তখন মুহম্মদের বয়স মাত্র আট কি নয় বৎসর। আবু হুজাইফার মৃত্যুর পর কোমল হৃদয় হজরত ওসমান নাবালক মুহাম্মদের অভিভাবক হন এবং তাঁর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। হজরত ওসমান খলিফা হইলে মুহম্মদ আশা করেছিলেন, অন্য অনেক কোরাইশ-যুবকের ন্যায় তাঁরও ভাগ্যে কোন উচ্চপদ মিলিবে। কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। কথিত আছে, তাঁর আচরণে খলিফা সন্তুষ্ট ছিলেন না। একদা তিনি কুসংসর্গে মিশিয়া মদ্যপান করার অপরাধে খলিফা কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইসলামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। শরীয়তের বিধানসমূহও তিনি ঠিকভাবে পালন করিতেন না। যুবক যখন খলিফার নিকট কর্মপ্রার্থী হন, খলিফা তাঁকে এই বলিয়া বিদায় করেন, তোমার ভিতর যোগ্যতা দেখিতে পাইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করিতাম। ইহাতে যুবক ক্রুদ্ধ হয়ে মিসরে চলিয়া যান এবং মুহম্মদ বিন আবু বকরের সঙ্গে মিলিত হয়ে খলিফার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক প্রচারণায় রত হন।

মুহম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা অত্যন্ত উদ্ধত ও দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি খলিফার শাসননীতির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর সময় মিসরের গভর্নর আবি সারাহ্‌কেও ছাড়িতেন না।

মুহম্মদ বিন আবু বকর ও মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফার মতো দুইজন প্রতিপত্তিশালী কোরাইশ যুবক হঠাৎ মিসর দেশে কেন আবির্ভূত হইলেন ইহা লইয়া গভর্নর আবি সারাহ্ দারুণ সন্দেহে নিপতিত হইলেন। তাদের উদ্দেশ্য যে সাধু ছিল না, তাহা অনুধাবন করিতে তাঁর বিলম্ব হয় নাই। তিনি তাঁহাদের আহ্বান করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন, যেন রাজ্যের ভিতর তাঁরা কোনও উৎপাত সৃষ্টি না করেন। কিন্তু তাঁরা কেহই গবর্নরের ধমকে কর্ণপাত করিলেন না। উভয়েরই প্রচারণা পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফা এমনই ধৃষ্ট ছিলেন, গভর্নরকে অনেক সময় প্রকাশ্য জনসমাগমে অপমানসূচক কথা বলিতেন। গভর্নর তাঁকে এ বিষয়ে নিষেধ করিয়া দিলেও তিনি সংযত হন নাই।

অতঃপর হিজরি ৩২ সনে খলিফার নিকট হইতে সাইপ্রাসে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণের নির্দেশ আসে। গভর্নর তখন উভয় মুহম্মদকে তাঁর সঙ্গে যাইতে নির্দেশ দেন। কিন্তু মুহম্মদ বিন আবুবকর অসুস্থতার দোহাই দিয়া মিসরে থাকিয়া যান। মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফা সেনাবাহিনীর সঙ্গে গেলেন বটে, কিন্তু আরব সেনাদের সঙ্গী না হয়ে মিসরিয় কিবতি সৈন্যদের জাহাজে উঠিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সৈন্যদের ভিতর খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। এদিকে মুহম্মদ বিন আবুবকর গভর্নরের অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর এবং হজরত ওসমানের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মিসরের আদিম অধিবাসী কিবতিরা আরবদে প্রভুত্ব পছন্দ করিত না। তাই মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফা তাহাদের শাসকবর্গের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা সহজ হইবে মনে করিয়া বলিতেন, 'দেখ, তোমরা জিহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে আসিয়াছ, কিন্তু তোমাদের আসল জিহাদের ক্ষেত্র এখানে নয়, মদিনায়। সেখানে

www.bjilibrary.com

তোমাদের বর্তমান খলিফা কুরআন হাদিসের খিলাফে এবং পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের আদর্শের বিরুদ্ধে হুকুমাৎ চালাইতেছেন। হজরত রাসুলের সাহাবাদের পদচ্যুত করিয়া তাঁহাদের স্থলে নিজের অযোগ্য লোকদের বসাইতেছেন। ইহারা বিলাসপরায়ণ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। তোমাদের বর্তমান গভর্নরকে দেখিলেই এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবে। তিনি খলিফার দুধ-ভাই, তাহা ছাড়া তাঁর আর কি যোগ্যতা আছে? তিনি না সেই ব্যক্তি, যার রক্তপাত একদা রাসুলে আকরাম হালাল করেছিলেন। ইনি কি তোমাদের সহিত কঠোর ব্যবহার করছে না? তোমাদের দাবিদাওয়ার ভিতর পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছেন না? এবং তোমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করিতে বাধ্য করছেন না? এই ধরনের বিদ্রোহমূলক প্রচারণা মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফা কর্তৃক সৈন্যদলে এবং মুহম্মদ বিন আবুবকর কর্তৃক মিসরের জনসাধারণের ভিতর জোরের সহিত চলিতে থাকে।

আবদুল্লাহ ইবনে সারাহ্ যুদ্ধশেষে তাঁহাদের এই প্রকার রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারণার সংবাদ অবগত হয়ে ক্রুদ্ধ হন এবং নির্দেশ দেন, এইসব সরকারিবিরোধী লোকদের অতঃপর আর কখনও যুদ্ধে লওয়া হইবে না। কিন্তু এইভাবে যুদ্ধজয়ের গৌরব ও মালে গণিমতের আশা হইতে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। আবি সারাহ্র সতর্কবাণী সত্ত্বেও তাঁর এবং খলিফার বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রচারণা বাড়িয়াই চলিল। তাঁরা অতঃপর প্রকাশ্যেই বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, খলিফা কর্তৃক আবি সারাহ্কে সাইপ্রাস যুদ্ধে নৌ-সেনাপতি নিয়োগ করা অবিবেচনা প্রসূত হয়েছে। আবি সারাহ্র বিরোধী পক্ষ মিসরে সংখ্যায় সামান্য ছিল না। তাদের দ্বারা গোপনে এইসব প্রচারণা চতুর্দিকে ছড়াইতে লাগিল। আবি সারাহ্ পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেন নাই, ইহা তাদের নিন্দার আর এক নতুন সূত্র হয়ে দাঁড়াইল। জনগণের সম্মুখে ইহা কাপুরুষতা বলিয়া প্রচার করা হয়েছিল, শুধু তাঁর যশোরাশিকে ম্লা করার করার জন্য।

যুদ্ধশেষে সৈন্যবাহিনীর লোক ও জনসাধারণ যখন একত্র হইল, তারা দলে দলে মুহম্মদ ইবনে আবুবকর ও মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফার নিকট আসিতে এবং তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিল। ক্রমে জনমত রূঢ় হয়ে উঠিতে লাগিল। গভর্নর আবি সারাহ্ এইসব সংবাদ অবগত হয়ে ইহার প্রতিবিধানের জন্য খলিফার অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিলেন। উত্তরে খলিফা লিখিলেন, 'মুহম্মদ বিন আবুবকর, হজরত আবুবকরের পুত্র এবং বিবি আয়েশার ভ্রাতা। মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফাও খলিফার আশ্রিত ও তৎকর্তৃক প্রতিপালিত। অধিকন্তু সে একজন বিশিষ্ট সাহাবির পুত্র। ইহাদের মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহাদের যেন সদুপদেশ দিয়া অব্যাহতি দেওয়া হয়।'

কিন্তু খলিফার এই উদারতা ও কৃপা প্রদর্শন কোনও কাজে আসিল না। কেন-না যে দুইটি মৌলিক কারণে খলিফার ওপর তাদের মন তিক্ত হয়েছিল, সেগুলোর কোনও প্রতিকার হইল না। প্রথম কারণ ছিল, এক শ্রেণির কোরাইশ যুবকদের অর্থাৎ খলিফার স্ব-গোত্রীয় লোকদের প্রতি খলিফার বেশি মনোযোগ ও সহানুভূতি প্রদর্শন এবং অন্যান্য কোরাইশ যুবকদের দাবির প্রতি অবহেলা; দ্বিতীয় কারণ, যে-সমস্ত প্রাথমিক মুসলমান ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য অশেষ দুঃখকষ্ট বরণ করেছিলেন, সেই সব মুহাজির ও

www.bjilibrary.com

আনসারদের পরিবর্তে এমন সব লোককে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যাহারা বংশ-মর্যাদায় যতই সম্মানিত হউন, ইসলামের সেবার দিক দিয়া অথবা চরিত্রগত সুনামের দিক দিয়া। অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন সেই সব কোরাইশ, যাহারা নবীর মক্কাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং মক্কা বিজিত হওয়ার পর শুধু আত্ম-রক্ষার্থ ইসলাম কবুল করেছিলেন। লোকেরা যখন এইসব শুনিত তাঁরা খলিফার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইত এবং জটলা করিত।

আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা

দুই মুহম্মদের প্রচারণার ফলে মিসরের আকাশে-বাতাসে যখন খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সুর বহিতেছিল, সেই সময় ইয়েমেন হইতে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক এক বাতিকগ্রস্ত মিশনারি আসিয়া তথায় উপনীত হন। ইনি জাতিতে ইহুদি ছিলেন। তিনি ইয়েমেনের অন্তর্গত সা'না নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। হজরত ওসমানের রাজত্বকালে ইনি বসরায় গিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন এবং তথায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহুদিরা ইসলামকে কোনদিনই অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাদের অনেকেই ইসলাম কবুল করেছিল পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও চাকরি লাভের আশায়। তারা একটা ঐতিহ্যবাহী পুরাতন ধর্মের উত্তরাধিকারী ছিল, কিন্তু জাতীয় অবনতির যুগে ধ্বংসোন্মুখ জাতিসমূহের ভিতর যে-সব কুসংস্কার বাসা বাঁধে, তারাও তাহা হইতে মুক্ত ছিল না। তাই ইসলামে প্রবেশ করিয়াও তারা অন্তরের দিক দিয়া পরিচ্ছন্ন চিন্তার অধিকারী হইতে পারে নাই পারসিকদের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা সম্ভবত বসরায় পারসিক মুসলমানদের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। যে-কোনও কারণেই হউক আবদুল্লাহ হজরত আলির একজন অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েন। এমন কি ক্রমে তিনি চিন্তার দিক দিয়া অবতারবাদের কাছাকাছি যাইয়া পড়েন। হজরত আলির প্রতি তাঁর অহেতুক ভক্তির জন্য বসরার তদানীন্তন গভর্নর আবদুল্লাহ্ বিন আমির তাঁকে বসরা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা অবশ্য অর্থ বা ক্ষমতা লোভ ছিলেন না। বসরা ছাড়ার পর তিনি ভ্রাম্যমাণ প্রচারক (Traveling Missionary)-এর পেশা অবলম্বন করিয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেন এবং মুসলমানদের তাঁর মতে টানিয়া বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেন। তিনি কিছুকাল হিজাযে অবস্থান করেন এবং তথা হইতে বসরায় চলিয়া যান। তিনি কুফায়ও গমন করেন এবং কুফা হইতে সিরিয়ায় যান। কুফাবাসীরা হজরত আলির ভক্ত ছিল কিন্তু সিরিয়া ছিল ইহার বিপরীত। নানা দেশ ভ্রমণের পর তিনি মিসরের স্থায়ী বাসিন্দা হন এবং মিসরকেই তাঁর কর্মভূমি রূপে বাছিয়া লন। মিসর ছিল তাঁর মতো প্রচারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল ক্ষেত্র। কারণ, হজরত ওসমানের বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যা মিসরে অল্প ছিল না।

আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা ইয়েমেনে তাঁর ভক্ত ও অনুগত লোকদের লইয়া একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। ইহাদের 'সাবায়ি' বলা হইত। অনুমান ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। ইহারা সাক্ষাৎভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিত না।

www.bjilibrary.com

কিন্তু ইসলামের রাজনীতি ধর্ম হইতে পৃথক নহে। রাজনীতিকেরা তাদের মতবাদের সুযোগ গ্রহণ করেন। ধর্মের দিক দিয়াও তাদের মতবাদ ইসলামের উপকার ত করেই নাই, বরং ইসলামে বিভ্রান্তি ও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করিয়াছে। তারা খোদা-দত্ত অধিকার (The Theory of Divine Right) মতবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং উহা হজরত আলির অনুকূলে প্রচার করিত। তাদের মতে হজরত আলিকে আল্লাহ্ তাহার প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদের (স.) পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষমতার উত্তরাধিকারী করিয়া পয়দা করিয়াছেন। ইহার নির্গলিত অর্থ এই দাঁড়ায়, হজরত আবু বকর, হজরত উমর এবং হজরত ওসমান নবীর খিলাফতের জবর দখলকারী (Usurper) ছিলেন। এই মতবাদকে ভিত্তি করিয়া ইব্নে সাবা জনগণের ভিতর হজরত ওসমানের খিলাফতের বিরুদ্ধে এক মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা এই প্রসঙ্গে আরও বলিতেন, 'এমন হাজার নবী জন্মিয়াছিলেন, যাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করিয়া ওহি (Wasi) অর্থাৎ সেক্রেটারি বা কর্মসচিব দেওয়া থাকিত। হজরত আলি ছিলেন হজরত মোহাম্মদের (স) এইরূপ একজন অছি। হজরত মোহাম্মদ দুনিয়ায় শেষ নবী ছিলেন, কাজেই হজরত আলি ছিলেন নবীর শেষ কর্মসূচি Executor of his mission)'।[১] একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবাতে ইহুদিদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। তাদের ধর্মে হজরত মুসা ও হারুণের যে সম্বন্ধ, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা হজরত মোহাম্মদ (সা.) ও হজরত আলির ভিতর তদ্রূপ একটি সম্বন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। আর এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি হজরত আলির পূর্ববর্তী তিন খলিফাকেই নবীর খিলাফতের জবর-দখলকারী বলিতেন। তিনি শুধু মিসরে তাঁর মতো প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিতও এই সম্পর্কে তিনি গোপনে পত্র বিনিময় করিতেন এবং তাঁহাদের স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিতেন।

ঐতিহাসিক শাহারস্তানি বলিয়াছেন-পরবর্তীকালে হজরত আলি যখন জানিতে পারেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা তাঁকে 'আন্তা আন্তা' (Thou art Thou. i.e.

১. মিসরেই আবদুল্লাহ্, ইবনে সাবা হজরত মোহাম্মদ (স) সম্বন্ধে তাঁর 'পুনরাবির্ভাব' (Palingernesis) মতবাদ প্রচার শুরু করেন। তিনি বলিতেন, 'কি আশ্চর্য, লোকেরা হজরত ঈশার 'মশায়া' রূপে পুনরাবির্ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে, অথচ হজরত মোহাম্মদ (স) পুনরায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন ইহা অবিশ্বাস করেন, যদিও আল্লাহ্ স্বয়ং আল-কুরআনে ইহা ঘোষণা করিয়াছেন।' এই মতবাদের ভিত্তি স্বরূপ আল-কুরআনে ২৮শ অধ্যায়ের ৮৫ সংখ্যক আয়াতের এই বাণী উল্লেখ করা হয়েছে; 'হে মোহাম্মদ (স) নিশ্চয়ই যিনি তোমার উপর কুরআন নাজিল করিয়াছেন, তিনি তোমাকে পুনঃ ফিরাইয়া আনিবেন একটি প্রত্যাবর্তনের স্থানে (to a place of return)'। এখানে কুরআনের 'প্রত্যাবর্তনের স্থান' অর্থে হযরতের জন্মভূমি মক্কার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিন্তু স্পষ্টত মক্কার নাম উল্লেখ না থাকায় আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা এখানে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য অনুপ্রবিষ্ট করার সুবিধা, পাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'পৃথিবীর শেষ যুগে হজরত মোহাম্মদ (স) পুনরায় পৃথিবীতে আসিবেন (অধর্মের বিনাশ ও সত্যধর্ম অর্থাৎ ইসলাম পুনপ্রতিষ্ঠার্থে)।'

www.bjilibrary.com

Thou art Allah- তুমিই আল্লাহ) বলিতে শুরু করিয়াছেন, তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে মিসর হইতে নির্বাসিত করেন। জনগণ আবদুল্লাহ্ হইতে এই শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিল, প্রত্যেক পয়গম্বরের ভিতর যে 'পবিত্র আত্মা বাস করে এবং যাহা এক পয়গম্বর হইতে অন্য পয়গম্বরে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রয়াণ করে উহা হজরত মোহাম্মদের (সা.) ওফাতের পর (তিনি শেষ নবী ছিলেন বলিয়া) হজরত আলির ভিতর প্রবেশ করে (transfused হয়)। তদনন্তর উহা হজরত আলি হইতে তাঁর সেই সব বংশধরের ভিতরে প্রবেশ করিবে, যারা তাঁর পর ইমামতির অধিকারী হইবে।

বস্তুত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবার কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক, তাঁর প্রচারণার ফলে হজরত ওসমানের উপর জনগণের শ্রদ্ধা হ্রাস পাইতে থাকে। আর সেই সঙ্গে হজরত ওসমান কর্তৃক নিয়োজিত রাজকর্মচারীদের উপরও তাদের আস্থা কমিতে থাকে। হজরত আবুবকর ও হজরত উমরের আমলে সরকারি কর্মচারীরা জনগণের নিকট যে সম্মান লাভ করিতেন, হজরত ওসমানের আমলে তদ্রূপ ছিল না। তাহা থাকিলে হয়ত ওসমানের ভাগ্যের অমন শোচনীয় পরিণতি ঘটিত না, রাজ্যময় অত মারাত্মক বিপ্লবও ঘটিতে পারিত না। আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা হজরত আলির মতো একজন আদর্শ মুসলিমকে প্রজাপুঞ্জের সম্মুখে তুলিয়া ধরায় প্রজাদের ভিতর এই আশা লালিত হয়েছিল, হজরত ওসমানের অপসারণে তারা লাভবানই হইবে। সুশাসনের পরশ পাইয়া আবার তারা সুখী হইবে। জনগণের ভিতরকার এই মানসিকতা যে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের পথ সুগম করেছিল এবং হজরত ওসমানের পতন ত্বরান্বিত করেছিল তাতে সন্দেহ নাই।

www.bjilibrary.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

হজরত ওসমানের নয়া শাসন-নীতি

পুরাতন গভর্নরদের অপসারণ

মুসলিম রাষ্ট্রে প্রাদেশিক গভর্নরদের পদ নবীর আমলেই সৃষ্ট হয়েছিল। মক্কা ও আরব উপদ্বীপের অন্য যে কয়েকটি অঞ্চল তাঁর আমলে বিজিত হয় সে সমস্ত এলাকার প্রত্যেক প্রধান শহরে তিনি একজন করিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁরা নিজ নিজ রাজধানী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার উপর হকুমাত চালাইতেন।

হজরত উমরের আমলে আরবের বাকি অংশ বিজিত হয় এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সীমানা আরব উপদ্বীপের বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। ইরান ও মিসর তাঁর শাসনাধীনে আসে। তখন সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রকে তিনি কুড়িটি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া গভর্নর নিযুক্ত করেন। বড় বড় প্রদেশগুলোর গভর্নরদের আমির বলা হইত, ছোট প্রদেশের গভর্নরকে ওয়ালী বা নায়েব বলা হইত। এই নায়েব হইতেই নওয়াব বা নবাব শব্দের উৎপত্তি।[১] হজরত উমরই মুসলিম রাষ্ট্রের প্রকৃত সংগঠক। তিনি প্রত্যেক গভর্নরের শাসন-এলাকার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেন যাহাতে প্রান্তিকর্ণ অঞ্চলগুলোর শাসন সংরক্ষণ অবহেলিত না হয়। তিনি বিজিত প্রদেশগুলোর ভূমি জরিপ করাইয়াছিলেন, যাহাতে প্রত্যেক প্রদেশের রাজস্বের পরিমাণ বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজস্ব যাহাতে ঠিকমতো আদায় হয় তদুদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যেক গবর্নরের অধীনে একটি করিয়া দিউয়ান বা রাজস্ব-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই

---

১. হজরত উমরের আমলে গভর্নর-শাসিত প্রদেশগুলো এইভাবে গঠিত হয়েছিল; পর্ব-আরবে বাহরায়েন ও আহওয়ায লইয়া একটি; উত্তর-ইরাক ও দক্ষিণ-ইরাকে দুইটি; উত্তর-সিরিয়া ও দক্ষিণ-সিরিয়ায় দুইটি; পশ্চিম-আরবে প্যালেস্টাইন ও সমুদ্র উপকূল লইয়া একটি; কাস আরব অর্থাৎ হিজায ও ইয়েমেনে পাঁচটি; পারস্য উপসাগরের পূর্ব পারে সিজিস্তান, মেকরান ও কিরমান লইয়া একটি; পূর্ব পারস্যে খোরাসানও তাবারিস্তান লইয়া দুইটি; দক্ষিণ-পারস্যে তিনটি; মিসরের উত্তর ও দক্ষিণ-অঞ্চলে দুইটি এবং মিসরের পশ্চিমে লিবিয়া মরুভূমির অপর পারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আফ্রিকান রাজ্যগুলো লইয়া মোট কুড়িটি।

প্রদেশগুলোর ভিতর ইরাক, সিরিয়া ও মিসর ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর ইরাকের রাজধানী ছিল কুফা আর দক্ষিণ ইরাকের রাজধানী ছিল বসরা। সিরিয়ার উত্তর অঞ্চলের গভর্নর থাকতেন হেমস্ শহরে আর দক্ষিণ-সিরিয়ার গভর্নর থাকতেন দামেস্কে। মিসরের নীল নদবিধৌত উত্তরাংশ ছিল সর্বাধিক উর্বরা এবং সমৃদ্ধ। মিসর বিজয়ের পর আমর বিন আল আস উত্তর-মিসরের অন্তর্গত ফাস্তান শহরে বসিয়া সমগ্র মিসরের শাসন-কার্য চালাইতেন। দক্ষিণ-মিসরের একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত থাকিলেও আমরই সমগ্র মিসরের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। অনুরূপভাবে আমির মুয়াবিয়া সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি দামেস্ক হইতে সমগ্র সিরিয়া প্রদেশ শাসন করিতেন।

www.bjilibrary.com

বিভাগের কাজ ছিল প্রদেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা এবং বৎসরান্তে উদ্বৃত্ত খলিফার নিকট প্রেরণ করা। দিউয়ানের স্থায়ী দপ্তরে প্রদেশের যাবতীয় রাজস্ব-প্রদানকারী প্রজার তালিকা রাখা হইত। যাহারা সরকার হইতে বেতন বা ভাতা পাইতেন, তাদের নামেরও একটি রেজিস্টার এই বিভাগে রক্ষিত হইত। মদিনা সরকারে নিয়মিত সময়ে রাজস্ব প্রেরণ ছিল গভর্নরদের নিজস্ব দায়িত্ব।

প্রাদেশিক গভর্নরগণ শুধু দেশ শাসন করিতেন না, তাঁরা নিজ নিজ এলাকার সেনাবাহিনীরও সর্বাধিনায়ক ছিলেন। তাহা ছাড়া নবীর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা প্রজাদের ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্ব করিতেন এবং পদাধিকার বলে রাজধানীর জামে মসজিদে ইমামতি করেন। শুধু চারিটি প্রধান শহরের জন্য হজরত উমর পৃথক ইমামের পদ সৃষ্টি করেন। এই শহরগুলো ছিল জেরুসালেম, হেম্‌স, দামেস্ক এবং কিনিসরিন। এইসব ইমাম ছিলেন একাধারে প্রদেশের প্রধান বিচারপতি (কাজি-উল-কুয্‌যাত) এবং প্রধান ইমাম।[২]

এইভাবে হজরত উমর নব-গঠিত মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রের উপযোগী দৃঢ়ভিত্তিক ও সুসংবদ্ধ শাসনতন্ত্র গঠন করিয়া দিয়া যান। তাঁর শাসন-নীতি পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্র হইতে ধার করা ছিল না। তার উৎস আল্ কুরআন, তার শিক্ষক স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ (স) সাম্য, ন্যায় এবং আনুগত্য ইহার মূল ভিত্তি। হজরত ওসমান খলিফা হওয়ার পর এক বৎসরের ভিতর হজরত উমরের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর হইতে তিনি গভর্নর-পদে কিছু কিছু রদবদল আনিতে বাধ্য হন। এই বৎসর তিনি কুফায় গভর্নর মুগিরাকে অপসারিত করিয়া সাদ বিন আবি ওক্‌কাসকে তাঁর স্থলে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিনি সাদকেও অপসারিত করেন এবং ওলিদ বিন ওক্‌বাকে কুফায় গভর্নর করিয়া পাঠান। তৃতীয় সনে তিনি মিসরের গভর্নর আমর বিন আল আসের পদচ্যুতির হুকুম দেন, কিন্তু সে আদেশ কার্যকরী হইতে বিলম্ব হয় আলেকজান্দ্রিয়ায় গ্রিকদের বিদ্রোহের দরুন। বিদ্রোহ নিবারিত হইলে আমরকে সরাইয়া আবদুল্লাহ্ বিন আবি সারাহ্‌কে সমগ্র মিসরের গভর্নর করেন। খিলাফতের ষষ্ঠ বর্ষে তিনি বসরার গভর্নর মুসা আল আশারীকে পদচ্যুত করেন এবং আবদুল্লাহ্ (ওরফে ওবায়দুল্লাহ্) ইবনে আমিরকে তথায় গভর্নর করিয়া পাঠান। ঐ সনেই তিনি কুফার শাসন সংস্থায় পুনরায় হস্তক্ষেপ করেন। ওলিদকে অপসারিত করিয়া সাঈদ বিন আল আসকে তাঁর স্থলে গভর্নর নিয়োজিত করেন। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশেও তিনি এই ছয় বৎসরে পুরাতন গভর্নরদের অনেককে বরখাস্ত করেন এবং নতুন লোক দ্বারা তাদের স্থান পূরণ করেন। যে পরিস্থিতিতে এই সব রদবদল খলিফা অনুমোদন করেন, তাহা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, এইসব রদবদলের কোনোটিই খলিফার নিজ খুশি-খেয়ালমতো সম্পন্ন হয় নাই। প্রত্যেকটি পদচ্যুতির মূলে শাসনসংক্রান্ত গুরুতর কারণ নিহিত ছিল। অথচ এই ব্যাপারে হজরত ওসমানের সম্পর্কে দুর্নাম কম রটিত হয় নাই।

২. সৈয়দ আমির আলি প্রণীত -History of the saracens. ৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

শাসনঘটিত প্রয়োজনে গভর্নর পরিবর্তন কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, যার জন্য রাজ্যময় একটা তোলপাড় শুরু হইতে পারে। হজরত ওসমানের প্রজারাও ইহা লইয়া মাথা ঘামাইত না বরং অকর্মণ্য লোকদের অপসারণে খুশিই হইত, যদি না তাদের স্থলবর্তী নতুন শাসকেরা অত্যাচারী হইত। বিপদ ঘটিয়াছিল এইসব নতুন লোকদের নিযুক্তির ব্যাপারে। নব নিযুক্ত গভর্নরগণ অধিকাংশ ছিলেন উমাইয়া গোত্রের লোক, অথবা খলিফার আত্মীয়স্বজন। ইঁহারা কোরাইশ ছিলেন এবং কোরাইশ-সুলভ অহমিকা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা ছিল ইহাদের মজ্জাগত ব্যাধি। এই দোষে ইঁহারা কখনও জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। প্রজাগণ তাঁহাদের ব্যবহারে ব্যথিত হইত। কিন্তু প্রথম দিকে তারা নীরবে সমস্ত অসুবিধা সহ্য করিয়া চলিত। কারণ, রাষ্ট্রের চারিদিকে শত্রুর রণদামামা বাজিতেছিল এবং দেশের বীর সন্তানগণ তখন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দিকে দিকে যুদ্ধরত ছিল। মধ্য এশিয়ায় তারা তুর্কীস্থান, কাবুল, কান্দাহার, বলখ, হিরাট ও গজনী জয় করে। দক্ষিণ-পারস্যে কারমান ও সিস্তান মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে। পশ্চিমে ত্রিপলী, আলেকজান্দ্রিয়া ও সাইপ্রাস খলিফার অধিকারে চলিয়া আসে। এশিয়া মাইনর ও আর্মেনিয়ায় মুসলিম পতাকা উডডীন হয়। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, মুসলিমদের জয়ের সংবাদ প্রজাপুঞ্জকে উল্লসিত করিত। এক রোমাঞ্চ কাটিতে না কাটিতে আর এক রোমাঞ্চ তাহাদের মাতাইয়া তুলিত। এইভাবে ছয়টি বৎসর কাটিয়া গেল।[৩]

ইতোমধ্যে দেশের সামাজিক অবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল। মানুষ অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতন হওয়ায় সর্বত্র দলাদলি আর রেষারেষি চলিতেছিল। তার ভিতর কে শত্রু কে মিত্র খলিফার তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। তাই নতুন লোক নির্বাচন করার সময় তাঁকে মন্ত্রী মারওয়ানের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইত। আর এই লোকটি ছিল অত্যন্ত কুটিল প্রকৃতির। ন্যায় অন্যায় বোধ তাহার সামান্যই ছিল। তাহার লক্ষ্য যে-কোনো প্রকারে হউক, উমাইয়া গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা। তাদের চির-শত্রু হাসেমি গোত্রে হজরত রাসুল (সা.) জন্ম গ্রহণ করায় হাসেমিরা পৃথিবীর চোক্ষে যে সম্মানের অধিকারী হয়েছিল, উমাইয়ারা তাতে হিংসায় জ্বলিয়া মরিত। তাদের লুপ্ত মর্যাদা পৃথিবীর সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া তোলা ছিল ধূর্ত মারওয়ানের জীবনের ব্রত। সরলচেতা খলিফা বার্ধক্য প্রযুক্ত সেই মারওয়ানের দ্বারাই চালিত হইতেন। এই দুর্বলতাই তাঁর পতনের একটি বিশিষ্ট কারণ হয়েছিল।

৩. "Osman displaced most of the Lieutenants employed by Omar and appointed in their stead incompetent and worthless members of his own family. During the first six years of his rule, the people though grievoKUsy oppressed by the new governors remained quiet. And, in the outlying provinces the dangers to which the Saracen were exposed from the common enemies kept the armies employed. The incursions of the Tarks in Transaxiana led to the conquest of Balkh. Similarly were Herat. Kabul and Ghazni captured. The rising in Southern Persia led to subjugation of Kerman and sistan.'

—History of the Saracens. pp 46.

www.bjilibrary.com

শাসন-ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টা

ঘটনার স্রোত যেদিকেই চলুক, হজরত ওসমানের উদ্দেশ্যের ভিতরে যে কোনরূপ অসাধুতা ছিল না এবং তিনি যে প্রজাদের যথার্থ মঙ্গল চিন্তা করিতেন, এরূপ মনে করার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে। দেশ জয়ের পর বিজিত প্রদেশে তিনি হজরত উমরের নীতি অনুসরণ করিয়া প্রজাদের আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাধ্যমতো চেষ্টা করিতেন। তাদের যাতায়াত ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ করাইতেন; যেখানে পানির অভাব সেখানে খাল কাটাইয়া কৃষি-জমির জন্য সেচের ব্যবস্থা করিতেন; পথিপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করাইতেন এবং সরাইখানার সুব্যবস্থা করিতেন। পথিকদের নিরাপত্তার জন্য সর্বত্র পুলিশ প্রহরীর ব্যবস্থা করিতেন। বহিঃশত্রুর উপদ্রব হইতে সীমান্তবাসী প্রজাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ করার জন্য তিনি স্থানে স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত করেন এবং শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী সর্বদা মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করেন। উপকূল বিভাগসমূহ গ্রিকদের আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করার জন্য তিনি মহাশক্তিশালী বাইজেনটাইন সম্রাটের বিপুল সমরায়োজনের বিরুদ্ধেও নৌ-অভিযান প্রেরণে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁরই সুব্যবস্থার ফলে আরব সেনানিরা ভূমধ্যসাগরে গ্রিক-শক্তি খর্ব করিয়া নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়েছিল।[৪]

বেসামরিক দিক দিয়াও হজরত ওসমানের শাসন-নীতির ভিতর তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় সুপরিস্ফুট। প্রজাদের ওপর শাসকদের ব্যবহার কিরূপ শাসকগণ কিভাবে তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করেন, সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে তাঁরা কি প্রকারের অসুবিধা বোধ করেন এবং কি ধরনের বাধার সম্মুখীন তাদের হইতে হয়, এই সমস্ত জানার জন্য তিনি প্রবীণ ও বিশ্বস্ত সাহাবিদের লইয়া কতিপয় পর্যবেক্ষকদল গঠন করেন তাদের কাজ ছিল রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করিয়া প্রজাদের অবস্থা সাক্ষাৎভাবে অবগত হওয়া এবং গভর্নরদের আবশ্যক মতো উপদেশ প্রদান করা। ভ্রমণ শেষে তাঁরা খলিফাকে সকল তথ্য অবগত করাইতেন।

হজরত ওসমানের সময় রাজধানীতে প্রতি বৎসর গভর্নরদের একটি সম্মেলন আহুত হইত। হজের মৌসুমই এ কাজের উপযুক্ত সময় মনে করিয়া খলিফা তাহাদের হজের পর মদিনায় তাঁর দরবারে হাযীর হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেন। গভর্নররা প্রায় সকলেই হজ করিতে মক্কায় আসিতেন। হজ সমাপ্ত হইলে তাঁরা মদিনায়ও আসিতেন হজরত রাসুলুল্লাহর মাজার জেয়ারত করিতে। কাজেই রাজধানীর বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করিতে তাঁহাদের কোনও অসুবিধা হইত না। এই সম্মেলনে খলিফা তাঁহাদের

---

৪. "In the settlement of the new acquistions. the policy of Omar was foolowed. No sooner were these countries conquered than effective measures were set on foot for the development of their natural resources. Water courses were dug. roads made, fruit trees planted and security given to trade by the establishment of a regular police organisation.

Byzantine inroads from the notrh led to an advance on the country. now called Asia Minor. Towards the Black Sea. In Africa, Tripoli and Barca and in the Meditrranean. Cyprys. were conquered. A large fleet sent by the Romans to reconquer Egypt was destroyed.

—History of the Saracens. pp 46-47.

www.bjilibrary.com

সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকার সমস্যাবলী সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করিতেন। খলিফার কোনো নির্দেশ সম্পর্কে তাঁহাদের কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে এই সময় তাঁরা তাহা খলিফার নিকট পেশ করিতে পারিতেন। গভর্নরদের কাহারও আচরণ সম্বন্ধে খলিফার নিকট কোনও অভিযোগ আসিয়া থাকিলে সে-সম্পর্কেও খলিফা উক্ত সম্মেলনে তাঁর কৈফিয়ৎ লইতে পারিতেন।

হজরত ওসমানের রাজত্বে প্রজাগণ সুখে আছে কিনা ইহা জানার জন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাদের অবস্থা সাক্ষাৎভাবে অবগত হওয়ার জন্য তিনি প্রত্যেক জু'মার দিন খুৎবা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, নানাস্থান হইতে আগত প্রজাদের সহিত সরাসরিভাবে বাক্যালাপ করিতেন। তাদের প্রতিবেশীবর্গ, যাহারা মসজিদে আসে নাই, তাদের অবস্থা সম্পর্কেও তিনি এইসব লোকের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিয়া লইতেন। কোথাও লোকের দুরবস্থার সংবাদ পাইলে তিনি যথাসম্ভব সত্বর তাহা মোচন করার চেষ্টা করিতেন। কোন স্থানে খাদ্যাভাবের কথা জানিতে পারিলে, তিনি ঐ অঞ্চলের বুভুক্ষুদের জন্য বায়তুল মালের ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিতেন।

হজরত ওসমান প্রদেশগুলোর অভ্যন্তরীণ শাসন-সংস্থারও উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন। সে আমলে গভর্নরদের সর্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহে বিব্রত থাকিতে হইত। অনেক সময় তাহাদের স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া সেনাবাহিনী পরিচালনা করিতে হইত। হজরত ওসমান ইহা লক্ষ করিয়া প্রদেশগুলোতে উপযুক্ত সংখ্যক জেলায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক জেলার জন্য স্থানী গবর্নরের অধীনে একজন করিয়া জেলা-শাসক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এই সকল জেলা শাসক প্রজাদের সহিত সরাসরি সম্পর্কে রাখিতে পারিতেন এবং তাদের অভাব অভিযোগের প্রতি সময়মতো মনোযোগ দিতে পারিতেন। এই ব্যবস্থার ফলে প্রজাদের ভিতরকার কলহ ও মামলা-মোকদ্দমার বিচারও তাদের গৃহের নিকটতর হয়।

রাজ্যের ক্রমবর্ধমান সেনা-বিভাগের ভিতর শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রশ্নেও খলিফার দৃষ্টি এড়ায় নাই। মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা তখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি প্রসারিত হয়েছিল। কাজেই সমর-বিভাগকেও অধিকতর সম্প্রসারিত করিতে হয়েছিল। মুসলিম-রাষ্ট্রকে যুগপৎ পৃথিবীর বহু রণাঙ্গণে যুদ্ধ চালাইতে হয়েছে, আর সেজন্য পৃথক পৃথক সেনাবাহিনী গঠন করিতে হয়েছে। এইসব সেনাবাহিনীতে নানা প্রদেশের নানা গোত্রের লোক থাকিত। তাদের ভিতর রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। ইহাদের সংযত ও সম্মিলিত রাখা এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। এই কারণে, হজরত ওসমান প্রত্যেক সেনাবাহিনীতে প্রধান সেনাপতির অধীন কয়েকটি করিয়া মধ্যবর্তী সেনানায়কের পদ সৃষ্টি করেন। এইসব সেনানায়কের দায়িত্ব ছিল নিজ নিজ সৈন্যদলের ভিতর শৃঙ্খলা রক্ষা এবং তাদের দ্বারা প্রধান সেনাপতির আদেশ সুষ্ঠুভাবে তামিল করান। এই ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন সৈন্যদলের ভিতর অধিকতর শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, অপরদিকে দেশের বহু যোগ্য ও যুদ্ধক্ষম ব্যক্তির কর্ম-সংস্থানের পথ উন্মুক্ত হয়।

www.bjilibrary.com

কিন্তু হজরত ওসমানের এই সকল জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনার ভিতর একটি গুরুতর রকমের গলদ ছিল এই যে, জেলা-শাসক ও মধ্যবর্তী সামরিক কর্মচারীদের নিয়োগের মালিক ছিলেন গভর্নর অথবা সিপাহ্‌সালার; আর তাঁহাদের অধিকাংশ ছিলেন উমাইয়া বংশীয় অথবা তাঁহাদেরই দলগত কোরাইশ। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো লোক নির্বাচন করিতেন। আর এই নির্বাচনের বেলায় তাঁহাদের অনেকেই, বিশেষ করিয়া উমাইয়া বংশীয় কোরাইশগণ নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেন। সাধারণত তাঁরা নিজেদের আত্মীয়স্বজন দ্বারা তাঁহাদের অধীনস্থ শূন্যপদগুলো পূরণ করিতেন।

অবস্থা ক্রমে এমন পর্যায়ে পৌঁছে, প্রজাগণ শাসকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। কর্মচারীদের শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে তাঁহাদের ফরিয়াদ ক্রমাগত রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি মারওয়ানের চক্রান্তে খলিফার নিকট হইতে তাদের প্রতিকার লাভের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইত।[৫]

প্রতিক্রিয়া

ইতিহাসে হজরত ওসমান স্বজন-তোষণের দুর্নামে বিশেষ ভাবে নিন্দিত হয়েছেন। তাঁর দুর্ভাগ্য, হজরত উমরের পরেই তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রজারা হজরত উমরের শাসননীতির সহিত তাঁর শাসনব্যবস্থার তুলনা করিয়া তাঁর প্রতি উষ্মা প্রকাশ করিত। হজরত উমরের সময় গভর্নর নিয়োগে কোনো গোত্রের উপর অধিক অনুগ্রহ দেখান হইত না, তাঁর নিজের গোত্রের উপর তো মোটেই নয়। তাঁর আমলে যোগ্যতাই ছিল চাকরিতে বিনিয়োগের মাপকাঠি। আবার যোগ্যতা থাকিলেও একই গোত্রের বেশি লোককে চাকরি দিয়া অন্য গোত্রগুলোকে তিনি বঞ্চিত করিতেন না। তেমনি শুধু রাজধানীর লোক তাঁর আমলে উচ্চপদ পায় নাই, দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ হইতেও তিনি যোগ্য লোক সংগ্রহ করিতেন এবং তাহাদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিতেন। তিনি কিভাবে গভর্নর নিয়োগ করিতেন নিম্নের তালিকা হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

মক্কার শাসনকর্তা নাফে বিন আবুল হারেস খাজায়ি গোত্রের লোক এবং কোরাইশ ছিলেন। কুফার গভর্নর মুগীরা বিন শায়েবা শকীফ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি কোরাইশ ছিলেন না। বসরার গভর্নর আবু মুসা আল আশারী ইয়েমেনী ছিলেন। তায়েফের গভর্নর সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ শকীফ গোত্রের লোক ছিলেন। কোরাইশ

৫. "In the mean time, the weakness of Caliph & the wickedness of his favourites were creating a great ferment among the people. Loud complaints of exaction and oppression by his governors began pouring into the Capital. All expostulated several times with the Caliph on the manner in which he allowed the government to fall into the hands of his unworthy favourites. But Osman, under the influence of his evil genius. Merwan. paid no heed to he counsels.

—History of the Saracens. pp 46-47.

www.bjilibrary.com

ছিলেন না। তায়েফের অধিবাসীরা শকীফ গোত্রের লোক ছিল। সানয়ার গভর্নর ইয়াইলী বিন মান্‌বাও কোরাইশ ছিলেন না। তিনি বনি নওফেল বিন আবদে মানাফের কোনও মিত্র গোষ্ঠীর লোক ছিলেন। জুন্‌দের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন আবু রাবিয়াহ্ বনু মখজুম গোত্রের লোক ছিলেন এবং কোরাইশ ছিলেন না। মিসরের গভর্নর আমর বিন আল আস কোরাইশ এবং উমাইয়া বংশীয় ছিলেন। হেমসের গভর্নর উমাইর বিন সা'দ আনসার ছিলেন, কোরাইশ ছিলেন না। দামেস্কের গভর্নর মু'য়াবিয়া কোরাইশ এবং উমাইয়া ছিলেন। প্যালেস্টাইনের গভর্নর আবদুর রহমান কেনান দেশীয় লোক ছিলেন। বাহ্‌রাইন ও আহ্‌ওয়াযের গভর্নর ওসমান বিন আবুল আস শকীফ গোত্রের লোক ছিলেন। ইঁহারা কোরাইশ ছিলেন না। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, তাদের ভিতর অকোরাইশরাই সংখ্যায় অধিক এবং সা'দ গোষ্ঠীর লোক একজনও নাই।[৬]

কিন্তু হজরত ওসমানের আমলে গভর্নর বিনিয়োগের ক্ষমতার এই ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই, ইহাই ছিল প্রজাদের অভিযোগ। তাদের আক্ষেপের আরও একটি কারণ ইহাই ছিল যে, নবীর দুঃখের দিনে যাঁরা তাঁর সাথী ছিলেন এবং তাঁর সকল দুঃখ-কষ্টে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেই সব মুহাজির ও আনসার এখন উপেক্ষিত; আর, তাদের পরিবর্তে এখন ক্ষমতাসীন হইতেছেন ঐসব লোক যাহারা নবীর মক্কা বিজয়ের পূর্বে পর্যন্ত তাঁর সহিত বিরোধিতা করিয়াছেন এবং ইসলামকে দুনিয়া হইতে মুছিয়া ফেলার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করিয়াছেন। ইসলামকে যাঁরা আপন জানমাল কোরবানি করিয়া দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁহাদের সন্তানরা এখন বেকার, আর যাহারা ইসলামকে গ্রহণ করিয়াছে শেষ মুহূর্তে এবং তাও শুধু আত্মরক্ষার গরজে, তার প্রতি অন্তরের আকর্ষণবশত নয়, তারাই এখন সকল প্রদেশে জনগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। হজরত উমরের শাসন-আমলে এই সকল 'অগত্যা-মুসলমান' বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। এখন তাদের স্বগোত্র এক ব্যক্তি খিলাফতের আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তারা সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়েছেন। তাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, ইসলামি রাষ্ট্রে সুখ-সুবিধা ও মর্যাদার আসন লাভ করিতে হইলে ইহার শাসন-যন্ত্র হস্তগত করা দরকার। তাদের আসন লাভ করিতে হইলে তার শাসন-যন্ত্র হস্তগত করা দরকার। তাদের অভিসন্ধি সম্পর্কে হজরত উমর বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন; কারণ, তিনি তাদের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানিতেন। হজরত ওসমানেরও তাহা জানার কথা, কিন্তু 'ভালো মানুষ' ছিলেন বলিয়া কর্তব্যের খাতিরেও তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি কঠোর হইতে পারিতেন না; তাদের দাবি দাওয়ার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোর মতো দৃঢ়তা তাঁর ছিল না। এরূপ একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে, হজরত উমর তাহা পূর্বেই অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে যে নির্বাচনী

৬. ডক্টর তোহা হোসেন (মিসরি) প্রণীত 'হজরত ওসমান' এর মৌলানা নুরুদ্দীন আহমদ কৃত অনুবাদের ৪৬ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

কমিটি গঠন করিয়া দেন,-যার ভিতর হজরত আলি ও হজরত ওসমানও ছিলেন-তার প্রত্যেক সদস্যকে তিনি সতর্ক করিয়া দেন, তিনি যদি খলিফা নির্বাচিত হন, তবে নিজের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর লোকদের যেন অধিক অনুগ্রহ না দেখান। হজরত উমর লোক-চরিত্রের কিরূপ নিপুণ পাঠক ছিলেন, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর 'আনসার-উল-আশরাফ' গ্রন্থে হজরত উমর ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের ভিতরকার যে-কথোপকথনটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেই অনেকটা ধারণা করা যাইবে। আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস, যিনি 'ইবনে আব্বাস' নামে অধিক পরিচিত–বর্ণনা করছেন; হজরত উমর আহত হইবার পূর্বে একদিন তাঁকে অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়া তিনি (ইবনে আব্বাস) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে হজরত উমর বলেন: উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য কি ব্যবস্থা করিব, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

ইব্নে আব্বাস: এ বিষয়ে আপনি চিন্তা করছেন কেন, আপনার স্থলবর্তী হইবার লোক যখন রহিয়াছে?

হজরত উমর: কে? তোমার বন্ধু (আলি)?

ইবনে আব্বাস: তিনি রাসুলুল্লাহ্র আত্মীয় এবং তাঁর জামাতা হিসাবে যোগ্যপাত্র। তাহা ছাড়া তিনি ইসলামে অগ্রবর্তী এবং বিপদ বরণকারীদের মধ্যে অন্যতম।

হজরত উমর : তাঁর ভিতর একাধারে রুচি ও বিচক্ষণতা বিদ্যমান।

ইবনে আব্বাস: তাল্হা সম্বন্ধে আপনার কি মত?

হজরত উমর: তাঁর জাঁকজমকের অন্ত নাই।

ইব্নে আব্বাস: আবদুর রহমান বিন আউফ?

উত্তর: নেকমর্দ বটে, তবে ভীরু স্বভাব।

ইব্নে আব্বাস: তবে সা'দ?

হজরত উমর: লড়াইয়া মানুষ, শাসন-দায়িত্ব দিলে সামলাইতে পারিবে না।

ইব্নে আব্বাস: তাহা হইলে যুবাইর?

হজরত উমর: অস্থির চিত্ত, খুশির মু'মের গোস্বার কাফির, অত্যন্ত লোভী। খিলাফতের জন্য এমন একজন শক্তিমান ও সহানুভূতিশীল লোকের প্রয়োজন, যাহার শক্তিতে জুলুম ও সহানুভূতিতে পক্ষপাতিত্ব না থাকে। অধিকন্তু যে উদারচিত্ত, কিন্তু অপচয়ী না হয়।

ইব্নে আব্বাস: তবে হজরত ওসমান সম্পর্কে আপনার মত কি?

হজরত উমর: যদি তাহাকে খলিফা করা হয়, তবে আবু মুইত গোত্রের লোকেরা অন্যদের গর্দান লইবে; আর তাই যদি হয়, তবে তারা একদিন তাঁকেও শেষ করিবে।[৭]

---

৭. ডক্টর তোহা হোসেন (মিসরি) প্রণীত 'হজরত ওসমান' এর মৌলানা নুরুদ্দীন আহমদ কৃত অনুবাদের ১৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

হজরত উমরের ধারণা যে নির্ভুল ছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রজাদের ভিতর যখন অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠে, সেই অবস্থায় হজরত আলি একদিন প্রজাদের মনোভাব খলিফার নিকট ব্যক্ত করেন এবং তাঁকে সংশোধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে ফলোদয় হয় নাই। হজরত ওসমান মনে করিতেন, আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করার অধিকার তাঁর আছে। তিনি হজরত উমরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন, 'মুগীরা বিন শায়েবার বিশেষ কোনো যোগ্যতা ছিল না, অথচ হজরত উমর তাঁকে গভর্নর করেছিলেন। মু'য়াবিয়াকে হজরত উমরই সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।' তিনি (হজরত ওসমান) তাঁকে স্বপদে বহাল রাখিয়াছেন মাত্র। হজরত আলি উত্তরে বলেন, 'আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু হজরত উমর তাঁর নিয়োজিত শাসকদের উপর সর্বদা কড়া নজর রাখিতেন। কেউ চুলমাত্র ন্যায়নীতি হইতে সরিয়া গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর দণ্ডবিধান করিতেন। কিন্তু আপনি তাহা করেন না। বিশেষ করিয়া আপনার আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আপনি কঠোর হইতে পারেন না। মু'য়াবিয়ার সম্বন্ধে আপনি কি জানেন না, হজরত উমরের গৃহভৃত্য ইরফা তাঁকে যতখানি ভয় করিত মু'য়াবিয়া হজরত উমরকে তার চাইতেও বেশি ভয় করিতেন।' কিন্তু এ কথায় হজরত ওসমান নিজেকে সংশোধন করা দূরে থাকুক, উল্টা হজরত আলিকে ছিদ্র অন্বেষণকারী বলিয়া দোষারোপ করেন।

মদিনায় ক্ষুদ্র একটি দল ছিল, যাহারা উমাইয়া পক্ষীয় কোরাইশদের প্রতি হজরত ওসমানের ব্যবহার সমর্থন করিতেন। সাহাবিরা প্রায় সকলেই হজরত ওসমানের কাজের বিরূপ সমালোচনা করিতেন এবং তাঁকে পক্ষপাতিত্বের দোষে দোষী মনে করিতেন। পরবর্তীকালে মুতায়েলি ও আহলে সুন্নৎ জামাতের লোকেরা হজরত ওসমানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁর কাজের ভিতর সঙ্গতি দেখানো চেষ্টা করিয়াছেন। একথা সত্য যে, হজরত উমরের আমলে দেশের পরিস্থিতি যে প্রকার ছিল, হজরত ওসমানের আমলে তদ্রূপ ছিল না। নবীর ওফাতের পর, বারো চৌদ্দ বৎসরের ভিতর দেশ আর্থিক সম্পদের দিক দিয়া অনেকখানি আগাইয়া যায়। আরব জাতি পৃথিবীর বহু প্রাচীন জাতির সংস্পর্শে আসে এবং তাদের সভ্যতা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত পরিতিল হয়। ঐ সব জাতির পোশাক পরিচ্ছদ, আহার্য বস্তু, ঘরবাড়ি ও ঐশ্বর্যের চাকচিক্য ইহাদের শুধু মুগ্ধ করিত না, প্রলুব্ধ করিত। কাইসারের স্বর্ণমুকুট, রত্নখচিত সিংহাসন, বিশাল দরবার গৃহ, বিচিত্র প্রাসাদাবলী এবং আলোয় ঝলমল প্রমোদ-ভবন মরুবাসী বেদুইন ও গ্রামীণ আরবদের স্তম্ভিত; তাদের পাতার কুটীর, নগণ্য পোশাক ও খর্জুর খাদ্যের সহিত এ সবের পার্থক্য স্মরণ করিয়া তারা অন্তরে আক্ষেপ ও দাহ অনুভব করিত। দিগ্বিজয়ী আরব-সেনাপতিগণ ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন জাতিসমূহের ক্ষীয়মান জৌলুশ লোলুপ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত এবং উত্তরোত্তর অধিকতর বিজয়ের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠিত। হজরত উমরের সময় হইতে আরব জাতি এক নব জীবনের স্পন্দন অনুভব

www.bjilibrary.com

করিতে থাকে। তাদের দুর্যোগের তিমির রাত্রির তখন অবসান ঘটিয়াছে। নবীন আরব ছিল অতি মাত্রায় আত্মসচেতন; এ-যুগের তরুণদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই ছিল আত্মকেন্দ্রিক। তাদের জীবনে স্বাদ ছিল, মোহ ছিল এবং উপভোগের আগ্রহ ছিল দুর্বার। কোন বাধা-নিষেধই তারা মানিতে চাহিত না। আরবের দূর প্রান্তিক অধিবাসীরা এবং বিশেষ করিয়া মক্কার সেই সব দাম্ভিক কোরাইশ যাহারা দীর্ঘকাল প্রতিরোধের পর শেষ মুহূর্তে ইসলামের নিকট নতি স্বীকার করেছিল এবং মুখ্যত আত্মরক্ষা ও পদোন্নতির জন্য মুসলিম সমাজে দাখিল হয়েছিল,-তারাই জীবনকে উপভোগের আয়োজনে আগাইয়া আসে বেশি। তাদের ভিতর ইসলামি সাম্য ও ত্যাগের শিক্ষা দানা বাঁধিবার পূর্বেই হজরত মোহাম্মদ (স) দুনিয়া ত্যাগ করেন। তাই ইসলামের বাহ্যিক দিকটা-তেজ ও শক্তিমত্তা-তাহাদের আকৃষ্ট করেছিল সমধিক। তাহা ছাড়া যে সব লোক নবুয়তের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং নবীর সঙ্গে অশেষ দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছিল, তাদের সন্তান-সন্ততিরাও এই নতুন যামানার নতুন আবহাওয়ার লালিত হওয়ায়, অধিকাংশই তাদের পিতৃপুরুষদের মতো গভীরভাবে ইসলামের অনুরাগী ছিল না। নবীর মহান ব্যক্তিত্বের কল্যাণকর পরশ হইতে যামানা যতই দূরে সরিয়া যাইতেছিল লোকদের ভিতর ইসলামি শিক্ষা জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগ ততই ফিকে হয়ে আসিতেছিল। হিজরত যুগের দুঃখময় দিনগুলো এবং মুহাজির ও আনসারদের সেই অতুলনীয় আত্মত্যাগ সমস্তই এ যুগের তরুণদের নিকট ছিল কাহিনি মাত্র, যাহা তাদের অন্তরে অনুভূতির ততটা তীব্রতা জাগাইত না, যেমন জাগাইত নবীর-যুগের মানুষদের অন্তরে।

অবস্থা আরও জটিলাকার ধারণ করে এই জন্য যে, নবীন আরবের দৃষ্টি পথে দূর-দিগন্ত সর্বদাই নতুন আশার রঙ্গিন নিশান দোলাইয়া তাদের চিত্তকে উদ্বেল করিত। কি কোরাইশ কি অকোরাইশ তরুণেরা সর্বদাই উদ্‌গ্রীব থাকিত নতুন পথে পদক্ষেপ করিতে। বিরাট ভূখণ্ড তখন বিজিত হয়েছে; পৃথিবীর বহু ধন-ভাণ্ডার তাদের পায়ের নিচে আসিয়াছে। কিন্তু বিজয় তখন বিজিত হয়েছে; পৃথিবীর বহু ধন-ভান্ডার তাদের পায়ের নিচে আসিয়াছে। কিন্তু বিজয় তখনও সমাপ্ত হয় নাই। নতুন বিজয়ের বিপুল সম্ভাবনা তাদের সম্মুখে প্রসারিত। তাদের শিরাগুলো থাকিত এ কারণে উত্তপ্ত। কেননা, বিজয়ের সঙ্গে আসিত যশ, মর্যাদা ও পদোন্নতি, আর অজস্র গণিমত-অর্থ, সরঞ্জাম ও দাসদাসী। এ সবের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার পশ্চাতেই আসিত ব্যক্তিগত ও দলগত বিদ্বেষ এবং রেষারেষি। উচ্চপদ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের লালসা কাহাকে না আকর্ষণ করে। এহেন বিরোধ-বিক্ষুব্ধ, সমস্যা-সঙ্কুল বিশাল রাষ্ট্রের পরিচালনা ভার স্কন্ধে লইয়া জীর্ণ দেহ বৃদ্ধ খলিফা যে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়িবেন, তাতে আশ্চর্যের কি আছে। বিভিন্ন পক্ষের ভিতর ক্ষমতার বণ্টনে সমতা রক্ষা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পুরাতনপন্থী নিষ্ক্রিয় সাহাবিদের মৃদু গুঞ্জন ছাপাইয়া

www.bjilibrary.com

শক্তিমান কোরাইশ ও তাদের সমপ্রবৃত্তি অকোরাইশদের কলকণ্ঠ খলিফার চতুষ্পার্শ্বে মুখর হয়ে উঠে এবং খলিফার হস্তের মধুভাণ্ডারের বেশির ভাগ অংশ তারাই শুষিয়া লয়। ইহার ফলে নিষ্ঠাবান পুরাতন দল অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়। দুই দলের মানসিকতার ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। খলিফা যেই নতুন দলের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, পুরাতন দল আওয়াজ তুলিয়াছেন-'নতুন খলিফা তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলিফার নীতি হইতে সরিয়া গিয়াছেন এবং নিজের পূর্ব-ওয়াদা খেলাপ করিয়াছেন।' তরুণদের ভিতর যাহারা আকাঙ্ক্ষিত লভ্য হইতে বঞ্চিত হইত, ক্রোধ ও আক্রোশ তাহাদের খলিফার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিত। বৈষম্যের পথ কোনও দিনই কঙ্করহীন ও মসৃণ হয় নাই। এই বিশৃঙ্খলতার যুগে আরব জাতির আদিম প্রবৃত্তি-গোত্রে গোত্রে কলহ এবং গোত্রের সর্দার ছাড়া অন্য কাহারও প্রভুত্ব না মানা-পুনরায় মাথাচাড়া দিয়া উঠে। এ অবস্থায় খলিফা যদি লোক নিয়োগের বেলায় পুরাপুরি নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে না পারিয়া থাকেন সেজন্য, মুতাযিলা ও আহলে সুন্নতদের মতে, খলিফাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। দুনিয়ার যাহারা ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁরা বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন নীতির অনুসরণ করেছিলেন। সেগুলোর সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার উত্তরকালে যতটা সহজ, সমকালে তেমন নয়। তাই হজরত ওসমানের শাসন-নীতির পর্যালোচনাকালে সমসাময়িক ঘটনাবলি ও সামাজিক পটভূমিকার প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত দরকার। অনেকে এমন কথাও বলিয়াছেন, গভর্নর পরিবর্তন এবং নিজ আত্মীয়স্বজনকে সেই সব পদে বিনিয়োগ তাঁর পতনের কারণ নহে; তাঁর পতনের আসল কারণ ছিল তাঁর অসমঞ্জস্য অর্থনীতি, যার ফলে সমগ্র মুসলিম-রাষ্ট্র এক ব্যাপক সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

www.bjilibrary.com

ষোড়শ অধ্যায়

হজরত ওসমানের রাজস্ব-নীতি

প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর ও জমিদারি প্রথার উদ্ভব

হজরত উমরের আমলে জমির অধিকার তাদের থাকিত, যাহারা নিজে জমি চাষ করিত। হজরত ওসমানের আমলে এই নীতির পরিবর্তন হয়। বিত্তশালী নাগরিকরা ইচ্ছামতো কৃষি-জমি খরিদ করার সুযোগ লাভ করে। ইহাতে তারা খলিফার ওপর অবশ্য খুশি হয়েছিল। কেন না, হজরত আবু বকরের আমল হইতে ক্রমাগত দেশজয়ের ফলে মুসলিমদের অনেকের হাতে বিপুল অর্থ জমিয়া যায়। তাদের কেউ কেউ বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াও জমিয়া যায়। তাদের কেউ কেউ বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াও অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। হজরত ওসমানের আমলে ইহারা ঐ অর্থ দ্বারা হিজায, সিরিয়া, ইরাক ও মিসরের গ্রাম অঞ্চলে নিজেদের সুবিধামতো জায়গায় জমি খরিদ করিয়া স্থাবর সম্পত্তির মালিক হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

হজরত ওসমান কি কারণে উমরের অনুসৃত নীতির ব্যতিক্রম করেন, তার একটু ইতিহাস আছে। রাজত্বের অষ্টম কিম্বা নবম সনে হজরত ওসমান কুফার গভর্নর সাঈদের এক পত্র হইতে জানিতে পারে, কুফার লোকসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং তার ভিতর অভিজাত শ্রেণির লোকের তুলনায় নিম্নশ্রেণির লোকসংখ্যা অনেক বেশি। ইহার ফলে নাগরিক সভ্যতা ও শালীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। শহরের নৈতিক মানও অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। কারণ নবাগত অধিবাসীদের অধিকাংশই যাযাবর বেদুইন অথবা গ্রাম্য আরব। ইহারা অশিক্ষিত এবং বর্বর। ইহাদের রুচি কদর্য, ভাষা কর্কশ এবং ব্যবহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ। কাটাকাটি হানাহানি ইহাদের চিরন্তন অভ্যাস। এজন্য শহরের শান্তিও বিপন্ন হয়ে পড়িয়াছে। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে। যুদ্ধের সময় খলিফার আহ্বানে গ্রাম অঞ্চল হইতে দলে দলে লোক শহরে আসিত এবং সৈন্যদলে ভর্তি হইত। যুদ্ধ ছিল সে যুগে একটি লাভজনক ব্যবসা। কেন না, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে সৈন্যেরা মালে গণিমত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ মালের রীতিমতো অংশ পাইত। এইসব লোক শহরে থাকিতে পসন্দ করিত এবং পরে তাদের পরিবারবর্গকেও শহরে আনিত। ইহারা সঙ্গে আনিত অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং উচ্ছৃঙ্খলতা।

www.bjilibrary.com

ইহাদের ছাড়া আরও একশ্রেণির লোক দ্বারা নাগরিক তমদ্দুন কলুষিত হইতেছিল। ইহারা ছিল যুদ্ধবন্দি নরনারী। বন্দি অবস্থায় শহরে আনীত হওয়ার পর ইহারা মালে গণিমত হিসাবে বণ্টিত হয়ে বিজয়ী যোদ্ধাদের ভিতর বিতরিত হইত। এই শ্রেণির লোকের সংখ্যা ছিল বিপুল। বিজয়ীদের গৃহে ইহারা দাসদাসী রূপে জীবনযাপন করিত। দাস-জীবন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য ইহাদের প্রকৃতিতে আনিয়াছিল নীচতা, কপটতা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা। ইহারা মনিব পক্ষকে শত্রু জ্ঞান করিত এবং সুযোগ পাইলেই তাদের সহিত প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিত।

এইসব দাসদাসীর সন্তানসন্ততি ইহাদেরই মনোবৃত্তি লইয়া বর্ধিত হইত। তারা এবং গ্রাম-অঞ্চল হইতে আগত অশিক্ষিত আরব বংশধররা শহরে এক নিম্নস্তরের সমাজ গড়িয়া তুলে। ইহাদের সংস্রবে আসিয়া শহরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা, যাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য আপনাদের কৃষ্টি ও শালীনতা ক্রমে হারাইয়া বসিতেছিল। এই অবস্থা শুধু কুফায় নয়, অন্যান্য শহরেও বর্তিয়াছিল।

হজরত ওসমান গভর্নর সাঈদের পত্র পাইয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হন। তিনি সাঈদকে এক সান্ত্বনাপূর্ণ জবাব লিখিলেন এবং তাঁকে ধৈর্যের সহিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি লিখিলেন, 'জনগণের প্রতি কল্যাণ ও ক্ষমার মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইবে। শ্রেণিবিরোধজনিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা যাহাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। সর্বোপরি প্রাথমিক মুসলিমদের মর্যাদা অগ্রগণ্য জানিবে। কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবে না। প্রত্যেকের সহিত তাহার মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করিবে।'

গভর্নরকে এইভাবে উপদেশ দিয়া খলিফা এ বিষয়ে মন্ত্রী মারওয়ান এবং আমির মু'য়াবিয়ার সহিত আলোচনা করিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং একটা বিপর্যয় অদূরবর্তী। এইসব চিন্তা করিয়া তিনি পরবর্তী জু'মার মসজিদে নববীতে এক গুরুত্বপূর্ণ খুৎবা দান করিলেন। প্রথমে তিনি সাঈদের চিঠি এবং তার উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা উপস্থিত নাগরিকদের শুনাইলেন। তারা খলিফার জবাবের সমর্থন করিল। তারপর তিনি ঘোষণা করিলেন, 'এখন হইতে আরবের মধ্যে যে যেখানে বাস করে, তাহার প্রাপ্য গণিমতের অংশ সেইখানেই পাঠাইয়া দেওয়া হউক, যাহাতে বহিরাগত লোকদের শহরে থাকিয়া যাইতে না হয়। সামরিক বাহিনীর লোক ছাড়া অন্য যাদের সেখানে বাস করা একান্ত প্রয়োজন, শুধু তারা সেখানে বাস করিবে।' মদিনার লোকেরা খলিফার এই নুতন নির্দেশ শুনিয়া বিস্মিত হইল। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করিল, 'গণিমত স্বরূপ যাহারা ভূমি লাভ করিবে, তাহাদের উহা কি ভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে?' ইহার উত্তরে খলিফা বলিলেন, 'হিজাযের চাষি যাদের নিকট সম্ভব, জমি খরিদ করা হইবে।' খলিফার এই উত্তরে মদিনার বিত্তশালী লোকেরা খুব খুশি হইল। কেন না, তারা বুঝিল, এ যাবৎ জমির খরিদ-বিক্রয়ে যে ধারা বলবৎ ছিল, এইবার নিশ্চিতরূপে তার অবসান হইল।

www.bjilibrary.com

হজরত উমর বিশিষ্ট সাহাবিগণকে মদিনার সীমানার ভিতর বাস করিতে বাধ্য করেছিলেন এবং জরুরি কারণ ছাড়া কেহ রাজধানী ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া বাস করুক, ইহা চাহিতেন না। এইসব লোক ছিলেন খলিফার উপদেষ্টা ও শক্তির উৎস এবং রাষ্ট্রের পক্ষে স্তম্ভস্বরূপ। তিনি জানিতেন, ইঁহারা রাজধানী ছাড়িয়া দূরে গিয়া বাস করিলে নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হইবে। এই সমস্ত লোকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অতিশয় মূল্যবান। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ছাড়া সামাজিক কল্যাণের দিক দিয়াও নবীর এইসব সহচরের চারিত্রিক আদর্শ অপরিসীম তাৎপর্য বহন করিত। প্রাক-ইসলামি যুগে আবস্থাপন্ন আরবরা, বিশেষ করিয়া মক্কার কোরাইশগণ বিলাসিতায় নিমজ্জিত ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তারা অনেকেই মদিনায় চলিয়া আসে। ইসলাম তাহাদের শরীয়তের অধীনে আনিয়া নিয়মতান্ত্রি জীবনযাপনে বাধ্য করেছিল। সাহাবিদের জীবনধারা তাহাদের প্রেরণা দিত। অন্যথা তারা হয়ত পুনরায় পৌত্তলিক যুগের জীবনধারায় প্রত্যাবর্তন করিত। তিনি কোরাইশদের ভিতরই লালিত হয়েছিলেন। কাজেই কোরাইশদের নাড়ি নক্ষত্রের খবর তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন।[১] হাসান বসরীর একটি উক্তি অবলম্বনে ঐতিহাসিক তাবারি লিখিয়াছেন, হজরত উমর যে বিশিষ্ট সাহাবিদের মদিনা ছাড়িয়া অন্যত্র বসবাস করার অনুমতি দিতেন না, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমতি দিলেও তাহা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দিতেন, সেজন্য সাহাবিদের ভিতর হইতে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। এ সংবাদ হজরত উমরের গোচরীভূত হইলে তিনি দাঁড়াইয়া ওঠেন এবং সাহাবিদের সম্বোধন করিয়া বলেন, "দেখ, আমি ইসলামের জন্য উটের ন্যায় মঞ্জিল নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি। তার এক বয়সে এক এক অবস্থা হয়। হ্যাঁ, শুনিয়া রাখ, ইসলামের এখন অবোরোধের যুগ।' হজরত উমরের সময় ইসলামি শিক্ষা ও তমদ্দুনের বয়স ছিল অল্প। নাজুক বয়সে বাহিরের সংস্পর্শ যে তার পক্ষে ক্ষতিকর ছিল, তাতে সন্দেহ নাই।

হজরত উমরের এই প্রকার কড়াকড়িতে মদিনায় সাহাবিগণ যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠিয়াছিলেন, এমন সময় হজরত উমরের ইন্তিকাল হয়। মৃত্যুর পূর্বে একদিন তিনি সাহাবিদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ার ভিতর আমি রাষ্ট্র ও কওমের পক্ষে ভীষণ বিপদের আশঙ্কা করিতেছি।'[২]

হজরত ওসমান দীর্ঘকাল হজরত উমরের এইসব নীতি মানিয়া চলেন। কিন্তু রাজত্বের অষ্টম বর্ষে তিনি কুফার গভর্নর সাঈদের পূর্বোক্ত পত্র পাইয়া বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি দেখিলেন, নাগরিক সভ্যতার শুচিতা রক্ষা, যাহা হজরত উমরের কাম্য ছিল, তাহা আর সম্ভবপর হইতেছে না। শহরের লোকদের গ্রামে গিয়া বসবাস

১. ডক্টর তোহা হোসেন মিসরি প্রণীত হজরত ওসমানের মৌলানা নুরুদ্দীন আহমদ কৃত অনুবাদের ৫১ পৃষ্ঠা।

২. ডক্টর তোহা হোসেন মিসরি প্রণীত হজরত ওসমানের মৌলানা নুরুদ্দীন আহমদ কৃত অনুবাদের ৫৪ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

করিতে না দিলেও, গ্রামীণ লোকেরাই শহরে চলিয়া আসিতেছে এবং শহরের শালীনতা বিনষ্ট করছে। সেক্ষেত্রে শহরের লোকদের ঠেকাইয়া রাখা নিরর্থক, বরং গ্রামীণ লোকেরা যাহাতে শহরে আসিয়া বাস করিতে উৎসাহিত না হয়, সেই চেষ্টাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। তদনুসারে তিনি জমি স্থানান্তরে যাইয়া বাড়িঘর নির্মাণ করিতে ও বসতি করিতেও অনুমতি দিয়াছিলেন। শহর হইতে দূরে কেহ জমি খরিদ করিলে তাহার পক্ষে সেখানে গিয়া বাস করাও দরকার।

হজরত উমরের সম্মুখে এই পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল না। তখন গ্রামীণ লোকেরা একটা শহরমুখীন হয় নাই। তিনি গ্রামীণ লোকদের, বিশেষ করিয়া কৃষক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্যই কৃষিজমির হস্তান্তর নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারেন, রাষ্ট্রের সম্পদ ও স্থায়িত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে কৃষির উন্নতির উপর। তাই তিনি বিজিত প্রদেশসমূহেও ঐ একই নীতির প্রবর্তন করেন এবং কৃষকদের ভূমি-বিক্রয় নিষিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী আরব জাতির উপরও এই নির্দেশ দেন, আরবের কোনো ব্যক্তি বিজিত প্রদেশে জমি খরিদ করিতে পারিবে না। বিজিত প্রদেশে কৃষির উন্নতির জন্য তিনি আরও নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তার ফলে কৃষকরা তাদের জমি জমা হইতে উৎখাত হইত না, বরং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইত।

হজরত উমর যে আরবদের বিজিত প্রদেশে গিয়া জমি খরিদ করিতে ও বসবাস করিতে নিষেধ করেছিলেন, তার ভিতর হয়ত তাঁর আরও একটি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তিনি চাহিতেন না যে আরবরা, যাহারা সবেমাত্র এক মার্জিত বিশ্বাস ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী হয়েছে, এক্ষণে আরবের বাহিরে বিজিত জাতিসমূহের ভিতর মিশিয়া গিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া বসুক।[৩] কিন্তু এই একই প্রশ্ন হজরত ওসমান নিরীক্ষণ করেন অপর এক দৃষ্টিকোণ হইতে। রাষ্ট্রের অপ্রত্যাশিত বিস্তৃতির ফলে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল। যে স্রোতের মুখে বাধ্য হয়ে হজরত ওসমানকে তাঁর পূর্ববর্তী খলিফার অনুসৃত নীতি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়েছিল। হিজরি ৩৩ সনে তিনি ভূমির খরিদ-বিক্রয়

---

৩. 'With a farsightedness often Wanting in rulers of later times he perceived that, the stability of the empire and its mater ial development depended upon the prosperity of the agricultural classes. To secure that object he forbade the sale of holdings and agricultural lands in the conquered ciuntries. As a farther protection against encroachment on the part of the Arabs. He ordained theat no Saracen should acquire land from the natives of the soil. The peasantry and land-owners were thus doubly protected form eviction. In making these rules he was probably also actuated by a motive to keep the Arab race distinct from. And prominent aming the people and communities among whom they settled a motive which is by no means infrequent in history, either ancient of modern'

—History of the Saracens. pp 57.

www.bjilibrary.com

সম্পর্কে অচল অবস্থার নিরসন করিলেন। ধনী ব্যক্তিরা ইহার পর জমির সন্ধানে ধাবিত হইলেন এবং যে যেখানে জমি খরিদ করিয়া সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, পরবর্তী এক বৎসর ব্যাপিয়া এই খরিদ-বিক্রয়ের ধুম চলিয়াছিল। বড় বড় ব্যবসায়ী ও ধনপতিরা রাতারাতি জমিদার বনিয়া গেলেন। উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মচারীরা খলিফা হইতে ভূমি-পুরস্কার লাভ করিয়া জায়গিরদার হয়ে গেলেন। এইভাবে অতি অল্প সময়ের বিতর মুসলিম-রাষ্ট্রে বহু জমিদার ও জায়গিরদারদের উদ্ভব হইল।

ইহার পর এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। ভূমি-মালিকগণ প্রথমত: এলোমেলোভাবে নানা স্থানে জমি খরিদ করেছিলেন। কিন্তু সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ লইয়া অসুবিধা হইতেছিল। তাঁরা চাহিলেন এক প্রদেশের জমির সহিত অন্য প্রদেশের জমির এওয়ায দ্বারা যতটা সম্ভব জমিগুলো একত্রিত করিতে। নিজের জন্মস্থানে আপন জনগণের ভিতর বাস করিতে চাওয়া প্রত্যেকের পক্ষেই স্বাভাবিক। তাই ইয়েমেনের লোক চাহিল, তাহার মিসরের জমি বদল করিয়া ইয়েমেনে জমি লাভ করিতে। ইরাকের লোক চাহিল তাহার হিজাজের জমি বিক্রয় করিয়া ইরাকে জমি খরিদ করিতে। এইরূপ সর্বত্র। খলিফা তাদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া এই প্রকার ভূমি এওয়াযের বন্দোবস্ত অনুমোদন করিলেন। প্রখ্যাত সাহাবি তালহা একজন বিরাট ব্যবসায়ী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি তাঁর হিজাযের জমি হজরত ওসমানের নিকট বিক্রয় করেন এবং হজরত ওসমানের নিকট হইতে তাঁর ইরাকের জমি খরিদ করেন। হজরত ওসমান মনে করেছিলেন, এই প্রকার এওয়ায দ্বারা জনসাধারণ নিজ নিজ গ্রামে বাস করিতে আগ্রহশীল হইবে এবং শহরে তাদের হিজরত করার হিড়িক কমিয়া যাইবে। কিন্তু আসলে তাহা হয় নাই। পক্ষান্তরে বড় বড় ধনপতিদের পক্ষে ছোট ছোট ভূ-মালিকদের সম্পত্তি খরিদ করিয়া অধিক বড় হওয়ার সুযোগ প্রসারিত হয়েছিল। অনেকে আবার অনুর্বর জমি বিক্রয় করিয়া ভিন্নস্থানে উর্বর জমি আহরণ করিল। তাল্‌হা, যুবাইর, মারওয়ান প্রমুখ সকলেই বিস্তর ভূ-সম্পত্তির মালিক হইলেন। এইভাবে ভূমিহারা মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। অপর দিকে বড় বড় জমিদার ও জায়গিরদারদের জমি চাষ-আবাদ উপলক্ষে বহু গরীব প্রজা ও আজাদ দাসদাসীর কর্মসংস্থান হইল। এইভাবে সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রে লোকদের জীবনধারায় এক আমূল পরিবর্তন নামিয়া আসিল। মক্কা, মদিনা, তায়েফ, বসরা প্রভৃতি সমৃদ্ধ শহরে বহুসংখ্যক পুঁজিপতি, আমির ও জমিদার সৃষ্ট হওয়ায় নতুন এক অভিজাত শ্রেণি গড়িয়া উঠিল। ইহারা মজুর খাটাইয়া খামার চালাইতেন, প্রজাদের নিকট হইতে কর পাইতেন এবং নিজেরা আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় মজিয়া থাকতেন। কিন্তু ও অবকাশ হইতেই সৌখিনতার স্পৃহা জাগে। তার আনুসঙ্গিক নাচগান ও খেলার আসর অভিজাতবর্গের শুধু চিত্ত বিনোদন করিত না, তাদের ভিতর প্রতিযোগিতা বাড়াইত এবং খরচের বহর বৃদ্ধি করিত। যাহারা তাদের তাবেদারি করিত এবং আমোদ-প্রমোদের সরঞ্জাম জোগাইত তাদেরও সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে থাকে এবং তাদের দ্বারা সমাজে এক নতুন শ্রেণির পত্তন হয়।

হজরত ওসমান সামরিক কর্মচারীদের জায়গির মঞ্জুর করিয়া অনুমতি দেন, তাঁর ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ জায়গির এলাকার ভিতর বসবাস করিয়া সেনাবাহিনী ও প্রজা-

www.bjilibrary.com

মণ্ডলী উভয় শ্রেণির কল্যাণজনক প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন। বিজিত প্রদেশেও তাঁহাদের জায়গির লাভে বাধা ছিল না। ইহার ফলে কি আরব ভূখণ্ডে, কি বিজিত প্রদেশসমূহে, সর্বত্র জমিদারি ও জায়গিরদারী প্রথা বিস্তার লাভ করিল।

ইতিহাস দেখা যায়, ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের সময় নবী অথবা তাঁর মহান প্রতিনিধি হজরত উমর উহা ইচ্ছা করেন নাই যে প্রজারা তাদের জমিগুলো ভাগ বণ্টন দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া নিঃস্ব হয়ে পড়ুক। ভাগ বণ্টন দ্বারা কখনও কোনো পরিবার উন্নত হয় না বরং উহা দারিদ্র্যের কারণ হয়ে পড়ে। হজরত উমর মদিনাবাসীদের জমির বণ্টন, বিক্রি, এমন কি, ওয়াকফ্ দ্বারা হস্তান্তরও নিষিদ্ধ করেছিলেন বলিয়া উল্লেখিত আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে তিনি বিজিত প্রদেশসমূহেও 'সাধারণের ব্যবহার্য' জমিগুলো (Public lands) বিজয়ী সৈনিকদের ভিতর বিলি না করে 'সরকারি খাস' হিসেবে পৃথক রাখিতেন। এইসব জমির আয় হইতে রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত শুধু সেই উদ্বৃত্ত আয়টুকু ন্যায্য প্রাপকদের ভিতর অংশমতো ভাগ করিয়া দিতেন। কিন্তু হজরত ওসমানের আমলে এই ব্যবস্থা অনুসৃত হয় নাই। তিনি তাঁর আত্মীয় ও গোত্রীয় লোকদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য সরকারি-খাস হিসেবে 'রক্ষিত ভূমিও' তাদের ভিতর বিতরণ করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কথিত আছে, সিরিয়ার সমুদয় খাস জমি এবং ইরাকের খাস জমিরও কিছু অংশ আমির মু'য়াবিয়াকে দেওয়া হয়েছিল। চ্যালডিয়ার অন্তর্গত সোয়াত এলাকার ভূমি অতিশয় উর্বরা। হজরত

---

৪. 'The subdivision of landed property was never within the contemplation of the prophet or his great lieutenant Omar. for it involved the eventual pauperistion of families. As a safeguard against this eventeality, the lands of the Medinites were protected from subdivision & alienation by entaliment (wakf): and with this same object. the public lands in the conquered countries. instead of being pareciled among the solders, were held by the State. and the income only. after defraying the charges. was distributed among the people entitled to it

Unfortunately, under Osman, there was a complete reversal of the main features of his great predecessor's policy. He not only removed the efficient and capable governors whom Omar had placed in change of the provinces. but in order to gratify the grasping demends of his kinsmen. made a new distribution of the appointments. The State domains which were public property, were granted by his ill advised Caliph to his relations, In this way Muawiyah obtained all the public lands in Syria, and in part of Mesoptamia. The Sawad which was sacredly reserved by Omar for the purpose of the State, was given to another kinsman. The State Treasury which was a public Trust under Abu Baker and Omar was emptied from time after time for these unworthy favourities and the wealth of the provinces went to enrich the Ommeyads, and to help them in preparing for the struggle for power.

Osman had withdrawn the privileges which fad been granted to Non-Muslims and introduced various harsh rules in direct opposition to those of this predecessors. He allowed the sale of land was the first to create military fiefs.

—History of the Saracens Syed Ameer Ali. pp 59-60.

www.bjilibrary.com

উমর উহা সরকারের 'পবিত্র আমানত' হিসেবে সুরক্ষিত রাখেন। কিন্তু হজরত ওসমান আত্মীয়দের অনুরোধ ফেলিতে না পরিয়া উহাও তাঁর এক নিকট আত্মীয়কে দান করেন। সামরিক কর্মচারীদের তাদের বিজিত এলাকায় জায়গির দান তাঁর সময়েই প্রথম শুরু হয়। বিজিত প্রজাদের পক্ষে সামরিক জায়গিরদাররা যে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক মনিব তাহা বলাই বাহুল্য। হজরত ওসমান কর্তৃক সাহাবিদের মদিনা হইতে স্থানান্তরে বাসের অনুমতি দানও ছিল একটি বিপদজনক পদক্ষেপ। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী জননায়কদের সহযোগিতা হারাইয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হজরত ওসমানের বিশেষ অনুগৃহীত সাহাবি তাল্‌হা ও সুবাইরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। হজরত ওসমানের চরম দুর্দিনেও বিদ্রোহী প্রজাদের বিরুদ্ধে তাঁরা কেহ অস্ত্র ধারণ করেন নাই। তাল্‌হা ইরাকে বিস্তীর্ণ জমিদারি অর্জন করিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ সময় বিদেশে তাঁর বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে অথবা ইরাকে কাটাইতেন। জুবাইর ছিলেন মক্কার প্রসিদ্ধ ধনী ও সওদাগর। কুফা, বসরা ও মিসরে তাঁর বিপুল সম্পত্তি ছিল। হিজাযের জমি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বিধায় তিনি হিজাজের জমির সহিত ঐসব সম্পত্তির এওয়ায করেন নাই। নবীর আমল হইতে বরাবর তিনি মদিনায় থাকতেন। হজরত ওসমানের আমলে তিনি মক্কায় চলিয়া যান এবং সেখান হইতে তাঁর ইরাক ও মিসরস্থিত জমিদারির তত্ত্বধান করিতে থাকেন।

হজরত ওসমানের ভূমি বিলিসংক্রান্ত নতুন ব্যবস্থার ফলে মুসলিম রাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক বিপ্লব সংগঠিত হয়, তিনি তার শেষ পরিণতি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। হিজরি ৩৩ সনে এই বিপ্লবের সূচনা হয় এবং ইহার দুই বৎসর পরে তিনি নিহত হন। কিন্তু একথা সত্য, তিনি যে ফল আশা করেছিলেন তাহা ফলে নাই। শহরের নিম্ন শ্রেণির লোকদের হিজরত বন্ধ হয় নাই। যাযাবর-বেদুইন ও গ্রাম্য আরবেরা পূর্বের ন্যায়ই রাজধানীর আসিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আশায়। যুদ্ধের প্রয়োজন তখনও মিটে নাই। গণিতের লোভ পূর্বের মতোই লোকদের আকর্ষণ করিত। তাহা ছাড়া নবসৃষ্ট রইস শ্রেণির গৃহে কর্ম সংস্থানের আশায়ও দলে দলে গরিব লোক গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিত। রাইসদের একটি বিত্তশালী দল প্রাদেশিক ভূমির মালিক হয়ে পড়ায় তাদের মাধ্যমে ইসলামের সূচনাতেই সেই ধরনের বিলাসিতার ইহাতে অনুপ্রবেশ ঘটে, যাহা একদা বিরাট রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।

জমিদারি ও জায়গিরদারি প্রথার প্রতিক্রিয়া

যে সব ধনী ব্যক্তি ও সামরিক কর্মচারী হজরত ওসমানের আনুকুল্যে আরবের কৃষকদের জমি ক্রয় করিয়া রাতারাতি জমিদার অথবা জায়গিরদার বনিয়া গেলেন তাঁরা নিজেরা কৃষি জানিতেন না। স্থানীয় চাষিদের ভিতর ঐ সব জমি বিলি করিয়া তাঁরা কর আদায় করিতেন। এইভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসীদের ভিতর দুইটি বিশিষ্ট সামাজিক শ্রেণির উৎপত্তি হইল। এক, আভিজাত্য গর্বিত মালিক সম্প্রদায়; দ্বিতীয়, মালিকদের অধিনস্থ

www.bjilibrary.com

নির্যাতিত ও পদানত প্রজাশ্রেণী। ইসলামি সাম্য-নীতিতে এই প্রকার বৈষম্য অনুমোদিত নহে। কাজেই সমাজে একটা সংঘাত আসন্ন হয়ে উঠিল।

ধনী ব্যবসায়ী ও ভূমি মালিকদের তদানীন্তন জীবন ধারা এই সংঘাতের দিকেই ইন্ধন জোগাইতেছিল। কারণ, আরব জাতি বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর পার্শ্ববর্তী কতিপয় পুরাতন সভ্য জাতির সংস্রবে আসিয়া ঐসব জাতির জীবন ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। বিশ বৎসর আগেও যারা মাটির ঘরে অর্ধাহারে দিন কাটাইত, আজ তারা বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। এই নতুন সৌভাগ্যের আত্মগরিমা তাদের ভিতর না আসিবে কেন? চির বুভুক্ষু জাতির সম্মুখে আজ সর্ববিধ ভোগের পথ উন্মুক্ত। তাই যাদের সামর্থ্যে কুলাইত তারা নিজ নিজ জমিদারির ভিতর পারসিক অথবা রোমক সামন্ত রাজাদের অনুকরণে জীবনযাপন করিতে প্রলুব্ধ হয়েছিল।[৫] তারা বিস্তর দাসদাসী, প্রজা এবং কর্মচারী দ্বারা পরিবৃত হয়ে বাস করিতে গৌরব বোধ করিত। এইসব ভাগ্যবান ব্যক্তির স্তাবক, মোসাহেব ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত খেদমতগারেরও অভাব হইত না। কেননা, স্তুতি ও খেদমত দ্বারাই অপদার্থ লোকেরা সুখে স্বাচ্ছন্দে দিন গুজরান করিয়া থাকে। অনেকে আবার অনাহুত হিতৈষী অথবা প্রমোদ-সহচর হিসেবেও ধনী ব্যক্তিদের দস্তরখানায় নিত্যকার শরীক হওয়ায় সৌভাগ্য লাভ করিত।

এইসব কারণে আরব জমিদার ও জায়গিরদারদের অর্থের প্রয়োজন লাগিয়াই থাকিত। সেইহেতু তাঁরা প্রজাদের উপর শোষণ চালাইতেন নির্মম ভাবে। ইহার ফলে প্রজাগণ ক্রমে নিঃস্ব মজুর শ্রেণিতে পরিণত হইতে থাকে। আর ভূ-স্বামিগণ তাহাদের উৎখাত করিয়া উত্তরোত্তর বড় হইতে থাকে। এই বিভেদ পরবর্তীকালে কখনও মুছিয়া যায় নাই বরং ক্রমেই স্পষ্টতর হয়েছে। অথচ এইরূপ একটা পরিস্থিতির যাহাতে উদ্ভব না হইতে পারে সে উদ্দেশ্যেই হজরত উমর তাঁর শাসননীতি প্রণয়নের সময় অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর জীবনে স্বপ্ন ছিল, গোটা আরব জাতিকে এক অখণ্ড মানব-গোষ্ঠীরূপে একত্রে গ্রথিত করা এবং বিজিত জাতিসমূহের ক্লেদাক্ত সভ্যতার ক্ষয়কর ছোঁয়াচ হইতে বাঁচাইয়া উহাতে অনন্য গৌরবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করা।[৬] কিন্তু সে সমস্তই এখন শূন্যে বিলীন হইতে চলিল। প্রতিপত্তিশালী আরব নাগরিকগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া অধঃপতিত বিজিত জাতিসমূহের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠভাবে সংমিশ্রণের দরুণ বিজাতীয় সভ্যতার কলুষরাশি ইসলামি-সভ্যতার

---

৫. For the first time now. the sons of barren Arabia came into direct contact with luxuries and comforts. The royal place with its spacious audience chamber, granceful arches and sumptuous furnishings and decorations presented a sharp cotrasi to the mud hises of the peninsula.'

—The Arabs (A short History by P.K. HItti pp. 50

৬. 'During the thirty years that the Republic lasted, the policy derived its character chiefly from Omar, both during his life time and after his death. His policy was to consolidate Arabia and to fuse the Arab tribes into a Nation. Forced by circumstances to moderate foreign conquests. he was anxious thet the Saracens should not in the foreign settlements lose their nationality or merge with the people of other lands.'

—History of the Saracens Syed Ameer Ali. pp 57.

www.bjilibrary.com

কোরকের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে এই চিন্তা করিয়া হজরত উমর সাহাবিদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন 'তোমাদের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ার ভিতর আমি রাষ্ট্র ও কওমের জন্য বিশেষ অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছি।" হজরত ওসমানের ইহা না জানার কথা নয়। কিন্তু যুগের বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কে রোধ করিতে পারে। হজরত ওসমানেরও তাহা করিবার ক্ষমতা ছিল না।

হজরত উমর পরলোকগত হইলেও নবীর আমলের প্রবীণ সাহাবিদের ভিতর তখনও যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা যখন দেখিলেন, যে সাম্য ও মানবতার বাণী লইয়া নবী দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, দুঃস্থের অশ্রুমোচন এবং ধনীকে কিঞ্চিত খাটো করিয়া ও দরিদ্রকে কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া আর্থিক দিক দিয়া উভয়কে কাছাকাছি সংস্থাপন ছিল যাঁহার মূল নীতি, নবীর সেই মহান উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ন হইতে চলিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত নরনারীর রুদ্ধ হাহাকার আকাশে-বাতাসে কাঁপন জাগিয়াছে, তখন সেই সব সাহাবির অন্তর ব্যথিত হয়েছিল। তাঁরা প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠিলেন। হজরত ওসমানও হয়ত এই নিদারুণ পরিস্থিতির আশা করেন নাই; কিন্তু মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়াইয়া তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিলেন, যার ভিতর প্রজাদের স্বত্ত্ব হস্তান্তরের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, তাহা হইতে তিনি আর পিছাইতে পারিলেন না। শক্তিশালী উমাইয়াগণ এবং তাদেরই মতো বিষয়াসক্ত অন্যান্য কোরাইশগণ তাঁর কণ্ঠরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর, তাদেরই পক্ষভুক্ত ছিলেন তাঁর কুচক্রী মন্ত্রী মারওয়ান, তিনি সর্বদা তাঁকে নিজের পাখার দ্বারা ঘিরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

অধিকন্তু, ইহাও অস্বীকার করা চলে না যে, মুসলিম জাতির জীবনধারায় তখন যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তাতে জনগণের ভিতর মতামত ও দাবি-দাওয়ার প্রশ্নের বিরোধ ও সংঘাত স্বাভাবিক ভাবেই আসন্ন হয়েছিল। বিগত বিশ বৎসর আরব জাতি যুদ্ধরত সেনানীরূপে, বিজিত প্রদেশের শাসক রূপে, অথবা ব্যবসায়ী সওদাগর রূপে, পৃথিবীর নানা জাতির সহিত মিশিয়াছে, নানা দেশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে এবং নানা বিচিত্র সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে। এখন আর তারা একটি মাত্র বাঁধাধরা পথে চলিতে চাহে না। নতুন-পুরাতনের সংমিশ্রণে তারা এক অভিনব জীবন ধারার প্রবর্তনে উদ্যত হয়েছিল। ইহার ফলে মুসলিম শাসকদের নিত্য নতুন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়েছিল। কিন্তু শরীয়তের একনিষ্ঠ সমর্থক পুরাতন সাহাবিগণ, যাঁরা কুরআন, সুন্নাহ এবং পূর্বতন দুই খলিফার শাসননীতির আদর্শকে দৃঢ় হস্তে আঁকড়িয়ে ধরিয়া ছিলেন, তাঁরা এই নতুন পরিস্থিতির জটিলতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের মতে, ন্যায়ের ভিত্তিতে, হজরত উমরের মতো কঠোর হস্তে সকল বিরোধের মূল উৎপাটন এবং সকল শ্রেণির প্রজার দাবি-দাওয়ার নিষ্পত্তিই ছিল যাবতীয় সমস্যা সমাধানের উৎকৃষ্ট পন্থা।

আবুজর গিফারী

হজরত ওসমানের বল্‌গাহীন রাজস্ব-নীতির বিরুদ্ধে যে-সব সাহাবি তুমুল প্রতিবাদ তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হজরত আবু জর গিফারীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কেনানগোত্রের লোক ছিলেন। প্রাক-ইসলামি অন্ধকার যুগে তাঁর

www.bjilibrary.com

জন্ম হয়। তিনি সেইসব লোকের একজন ছিলেন, যাহারা সে যুগেও আরব জাতির আমোদ-উল্লাস হইতে দুরে থাকতেন এবং সত্যের সন্ধানের জন্য চিন্তামগ্ন থাকতেন। বাল্যজীবন হইতে আবু জর সংসার-বিরাগী ছিলেন। প্রাপ্ত বয়সে তিনি একবার মক্কায় আসিয়া হজরত রাসুল্লাহ্‌র বাণী শুনিতে পান এবং তাতে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীর হিজরত যুগে তিনিও মদিনায় চলিয়া যান এবং হজরত রাসুলের সাহচর্য লাভ করেন। প্রাথমিক মুসলমান ও বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে তিনি অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। নবী আদর করিয়া বলিতেন, দুনিয়ায় আবু জরের চাইতে সাচ্চা আমি কাউকে দেখি না।[৭] হজরত আবুবকর হজরত উমর এবং হজরত ওসমানের রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত তিনি মদিনায় ছিলেন। তারপর তাঁর জীবনে অনেক মুসিবৎ নামিয়া আসে এবং তিনি দেশান্তরী হন। সাধক হিসাবে তিনি যতটা প্রসিদ্ধি অর্জন করেন, তার চাইতে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে। তিনি ছিলেন মজলুম মানুষদের দরদী বন্ধু। তাদের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তিনি হজরত ওসমানের রাজস্ব ও অর্থনীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শুরু করেন।' একদিন তিনি দেখিতে পান খলিফা মারওয়ানকে অনেক অর্থ দিতেছেন এবং' তাঁর ভাই হারিস বিন আবি হাকামকে তিন লাখ ও জায়েদ বিন সাবেত আনসারীকে এক লাখ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দান করছেন। আবু জরের নিকট ইহা অসঙ্গত ও আপত্তিজনক মনে হয়েছিল। তিনি বলিয়াছিলেন; 'ধন-সঞ্চয়কারীদের আগুনের সুসংবাদ দাও।' ইহার পর তিনি এই সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত পাঠ করেন। মারওয়ান ইহাতে কূপিত হয়ে খলিফার নিকট আবু জরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। হজরত ওসমান আবু জরের নিকট তাঁর এক ভৃত্যকে পাঠাইয়া আবু জরকে এইসব কথা বলিতে নিষেধ করেন। আবু জর তাতে উত্তর করেন, 'আল্লাহ্‌র কুরআন পাঠ করিতে এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের না-

৭. হজরত আবু জরের জীবন-কাহিনি বিচিত্র। তিনি দীর্ঘ সময় নামাজে দাঁড়াইয়া থাকতেন। রাত্রির পর রাত্রি তিনি ইবাদতে কাটাইতেন। তাঁর পত্নী বর্ণনা করিয়াছেন, সারাদিন তিনি নামাজে ও ধ্যানে কাটান এবং রাত্রের বেলায় এত বেশি বন্দেগি করেন, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কথিত আছে, তাবুক অভিযানের সময় মুসলমানেরা আর্থিক দিক দিয়া অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ে এবং সাহাবিরা যাহার যাহা ছিল সমস্ত সম্পদ এই যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য নবীর চরণে সমর্পিত করেন। আবু জরের একটি মাত্র উট ছিল, দরিদ্র সাধক তাহাই লইয়া যুদ্ধযাত্রীদের সামিল হন। কিন্তু উটটি অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল। আবু জর উহা লইয়া সমানে চলিতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়েন। লোকেরা বলাবলি করিতে থাকে, হয়ত বেচারা পথের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া পিছন হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। হজরত রাসুলের কানে এ কথা গেল। তিনি উহা বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন: 'ও কথা এখন ছাড়ো। সে যদি খালেছ নিয়তে বাহির হয়ে থাকে, আল্লাহ্ অবশ্য তাকে ঠিকমতো এখানে পৌছাইবেন।' আসলে কোনো এক মঞ্জিলে তিনি নামাজ অন্তে ধ্যানস্থ হয়ে পড়েন। ধ্যান ভঙ্গের পর দেখেন, কাফেলা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। তিনি উটটিকে জোরে চালানোর চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে সুবিধা হইল না। উটটি অতি মাত্রায় কৃশ ছিল এই জন্য ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়তেছিল। তখন তিনি উটটিকে ফেলিয়া নিজেই যতটা সামান পারিলেন মাথায় লইয়া ছুটিতে লাগিলেন। কাফেলার লোকেরা পাগলের মতো একটা লোককে তাদের পিছনে পিছনে ছুটিতে দেখিয়া সে-দিকে হযরতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কেউ কেউ তাঁকে চিনিতে পারিয়া 'আবু জর' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। নবী আগে হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আবু জর না আসিয়া পারে না। তিনি তাঁকে মন খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

www.bjilibrary.com

ফরমানদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে হজরত ওসমান আমাকে নিষেধ করছেন। তাঁকে বলিও, খলিফাকে সন্তুষ্ট করার চাইতে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।' হজরত ওসমান এবার সহ্য করিয়া গেলেন, কিন্তু আবু জর তাঁর প্রতিবাদ হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি ধন-লিপ্সুদের বিরুদ্ধে জোরের সহিত প্রচার কার্য চালাইতে লাগিলেন।

কথিত আছে, একদিন আবুজর হজরত ওসমানের নিকট বসিয়াছিলেন। সে সময় ইহুদি বংশীয় কবি আবদুল্লাহ বিন আহানও সেখানে উপস্থিত ছিল। হজরত ওসমান তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খলিফার পক্ষে 'বায়তুল মাল' হইতে কর্জ গ্রহণ বৈধ কি না। উত্তরে আবদুল্লাহ্ বিন আহ্‌ান বলেন, 'আমি তো মনে করি ইহাতে অন্যায় কিছু নাই' ইহাতে কবির সহিত আবু জরের বিতণ্ডা হয় এবং আবু জর রাগান্বিত হয়ে বলেন, 'ইহুদি সন্তান; তুমি আমাকে 'দীন' শিক্ষা দিতেছ?' হজরত ওসমান এই ব্যাপারে আবু জরের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে সিরিয়ায় চলিয়া যাইতে বলেন।

রাবীরা আরও নানা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক হজরত আবু জর ইহার পর সিরিয়ায় চলিয়া যান। কিন্তু সেখানেও তাঁর জীবন শান্তিময় হয় নাই, কারণ ধনশালীদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ তিনি ক্ষান্ত করেন নাই। সেই কারণে তত্রত্য গভর্নর মু'য়াবিয়া তাঁকে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদজনক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং খলিফার নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রেরণ করেন। খলিফা উত্তরে আবু জরকে পুনরায় মদিনায় পাঠানোর জন্য মু'য়াবিয়াকে নির্দেশ দেন। মু'য়াবিয়া দামেস্ক গভর্নরের বাসের জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে 'খিজরা মহল' (সবুজ প্রাসাদ) নামক অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন, আবু জর আপত্তি তুলিয়া বলেন, 'উহা প্রজার অর্থে প্রস্তুত হয়ে থাকিলে সরকারি তহবিলের অপচয় হয়েছে, আর মু'য়াবিয়ার নিজ অর্থে হয়ে থাকিলে উহা অপব্যয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। মু'য়াবিয়া ইহাতে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ইহাও আশঙ্কা করেছিলেন, আবু জরের এই প্রকার আলোচনা চলিতে থাকিলে ধনী ও দরিদ্রের ভিতর সংঘর্ষ বাধিবে এবং দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠিবে। মু'য়াবিয়া খলিফার অনুমতি পাওয়া মাত্র আবু জরকে মদিনায় পাঠাইয়া দেন এবং তাঁর পথের সুখ-সুবিধা সম্পর্কে যথেষ্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন।

মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া আবু জর পূর্বের ন্যায় ধন-সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, 'ধন সঞ্চয়কারীদের আগুনের সুসংবাদ দাও। তাদের ললাটসমূহে পঞ্জরসমূহে, পৃষ্ঠদেশে জ্বলন্ত অগ্নির শেক দেওয়া হইবে।' তিনি হজরত ওসমানের কার্যাবলী সম্পর্কেও আলোচনা করিতে ছাড়িতেন না। এই হেতুতে যে, তখন বায়তুল মালের ব্যবহার সম্পর্কে পূর্বের কড়াকড়ি হ্রাস পাইয়াছিল, শাসনকার্যে প্রবীণদের স্থলে নবীনদের নিযুক্ত করা হইতেছিল এবং মক্কায় কোরাইশগণ, যাহারা শুধু নিরাপত্তা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলাম কবুল করেছিল, তারাই সরকারি পদসমূহে বহাল হইতেছিল। এই সব সমালোচনা হজরত ওসমানের পক্ষে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল। তিনি আবু জরকে মদিনা হইতে চলিয়া যাইতে এবং কুফা, বসরা

www.bjilibrary.com

ও সিরিয়া ছাড়া অন্য যে কোনও যায়গায় গিয়া বাস করিতে নির্দেশ দেন। আবু জর ইহার পর স্বেচ্ছায় হউক অথবা খলিফার হুকুমে হউক, 'রেবজাহ' নামক স্থানে চলিয়া যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত তথায় থাকিতে বাধ্য হন। তাঁর সংসার এমনই দারিদ্র্য পীড়িত ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করিতেও অপারগ ছিলেন। হজরত ওসমান তাঁর মৃত্যু-সংবাদে ইসলামের রীতি অনুযায়ী তাঁর জন্য মাগফিরাত চাহিয়াছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে খলিফার পোষ্য-বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

খলিফার নীতির প্রতি আবুজরের বিরোধিতা পরে রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করায় অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠে। খলিফার আপত্তিকর কার্যের সমালোচনায় বাধাদান এবং মতবিরোধের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে শাস্তি প্রদান আবু জর গুরুতর অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন। সমালোচকগণ তাঁর এই যুক্তিবাদে শাণিত হয়ে উঠে। জাতির নিম্নস্তরের লোকেরা বিপ্লবমুখীন হয়। তাঁর মরুভূমিতে নির্বাসন এবং নির্বাসনে জীবনাবসান, নির্যাতিত জনগণের অন্তরে আঘাত হানিয়াছিল এবং তাঁহাদের বিপ্লবী-স্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলেছিল। কিন্তু আবু জর নিজে কখনও বিদ্রোহের প্ররোচনা দিতেন না। তিনি অন্যায়কে অন্যায় বলিতেন, তার সংশোধনের উদ্দেশ্যে। তাঁর ব্যক্তিগত কোনও মতলব ইহাতে ছিল না। খলিফা যখনই তাঁকে শাস্তি দিয়াছেন তিনি বিনা প্রতিবাদে উহা মানিয়া লইয়াছেন। খলিফার আদেশে তিনি বিনা আপত্তিতে সিরিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন, আবার তাঁর রেবজাহ যাওয়ার আদেশেরও, তিনি বিরোধিতা করেন নাই। তিনি বলিতেন, শাসনকর্তা গোলাম হইলেও ইসলামে আমার প্রতি তাহার প্রতি আনুগত্যের হুকুম দেওয়া হয়েছে। আবু জরকে কেউ যদি ধ্বংসাত্মক বিরোধিতা চালাইতে অথবা তার নেতৃত্ব করিতে পরামর্শ দিত, তিনি তাহাকে বলিতেন, 'হজরত ওসমান যদি খেজুর গাছের সর্বোচ্চ শাখায় আমাকে শূলবিদ্ধ করেন আমি উহাতে আপত্তি করিব না।' তিনি আনুগত্যের সীমার ভিতর থাকিয়া অর্থাৎ বিদ্রোহ না করিয়া অন্যায়ের বিরোধিতা করিতেন এবং ইহাতে তাঁর অধিকার ছিল বলিয়া তিনি মনে করিতেন। ইহাই ছিল নবী-পরিকল্পিত ইসলামি নাগরিকত্বের প্রকৃত স্বরূপ। হজরত আবু জরের ভিতর তার রূপরেখা ষোলকলায় বিকশিত হয়েছিল। নির্যাতিত মজলুমদের জন্য এই নিঃস্বার্থ সাধকের মহান আত্মত্যাগের তুলনা ইতিহাসে বিরল। হজরত ওসমানের রাজস্ব ও অর্থনীতির সহিত, প্রতিপক্ষ হিসাবে তাঁর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।[৮]

৮.১. ডক্টর তোয়াহা হোসাইন (মিসরি) প্রণীত হজরত ওসমানের মৌলানা নূরউদ্দীন আহমদ কৃত অনুবাদের ১৯১-৯৬ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

সপ্তদশ অধ্যায়

হজরত ওসমানের অর্থনীতি

কর আদায় ও রাজস্ব বণ্টন

মুসলিম রাষ্ট্রে কর আদায় হইত তিন প্রকার-(১) জাকাত, যাহা প্রত্যেক বিত্তশালী মুসলমান প্রদান করিত, নিজ নিজ ধনের পরিমাণ অনুযায়ী। এই অর্থ হইতে সামরিক ব্যয় নির্বাহ হইত, তহশীল কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হইত এবং নিঃস্ব মুসলিমদের ভরণ-পোষণ বাবদ সাহায্য দেওয়া হইত; (২) ভূমিকর বা খেরাজ, যা জিম্মিরা প্রদান করিত তাদের স্বত্বদখলীয় জমির বাবদ; (৩) জিজিয়া কর, যাহা প্রত্যেক অমুসলিম প্রদান করিত সামরিক দায়িত্ব হইতে অব্যাহতির পরিবর্তে। খেরাজ বা জিজিয়া এই উভয় প্রকার কর তদানীন্তন রোমক সাম্রাজ্যেও আদায় হইত এবং এই দুই নামেই উহা সেখানে প্রচলিত ছিল। জিজিয়া কর পারস্যের শাশানিয়া সাম্রাজ্যেও সর্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া ইতিহাসে অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে। কাজেই মুসলিম সাম্রাজ্যে খেরাজ (ভূমিকর) এবং জিজিয়ার প্রবর্তনে নতুনত্ব কিছুই ছিল না। উহা পুরাতন রীতির অনুবর্তন মাত্র। বরং রোমক ও পারসিক সাম্রাজ্যের তুলনায় মুসলিম সাম্রাজ্যে করের হার লঘু ছিল এবং সুসামঞ্জস্য ছিল।[১]

হজরত ওসমানের সময়ও মুসলিম রাষ্ট্রে উক্ত তিন প্রকার কর প্রচলিত ছিল। তিনি ইহার উপর আরও দুই একটি নতুন কর প্রবর্তন করেন। তন্মধ্যে অশ্ব কর উল্লেখযোগ্য। ইহা লইয়া সম্ভ্রান্ত মহল হইতে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। কিন্তু সরকার পক্ষের জবাব এই ছিল যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের ভিতর অশ্বের অভাব ছিল খুবই বেশি। শুনা যায়, বদর যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের ভিতর দুইজন মাত্র অশ্বারোহী ছিলেন। সে যুগে অশ্বের উপর কর ধার্য করা সমীচীন হইত না। কিন্তু গত বিশ বৎসরে অবস্থার অনেক

---

১. 'The revenue of the Commonwealth was derived from three sources: (1) From the tithe or poor tax payable on a graduated scale by all Muslims possessed of means. This was devoted to the defense of the State, the payment of the series to the officials employed in its collection & the support of in digent Muslims. (2) From the land tax levied from the Dhimmis (non-Muslim subjects) under the name kharaj (tributum soil) & (3) From the capitation tax or jazia (tributum capitis). Both these imposis were in existence in the Roman Empire under the very same designations. and it is a well established fact that the capitation tax was universally in for under the Sassanides in the Persian Empire. So in introducing these taxes in Egypt. Syria. Irak and Persia, the Muslims followed the old precedents. Both were fixed on a mild and equitable basis.

—A History of the Saracens by Syed Ameer Ali. pp. 63.

www.bjilibrary.com

উন্নতি হয়েছে। অশ্ব এখন জাতির নিকট একটি লাভজনক পণ্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য মূল্যবান পণ্যের মতো অশ্বের উপরই বা ট্যাক্স ধার্য করা না হইবে কেন। কর এবং যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ যাহা বায়তুল মাল তহবিলে জমা হইত, উহা কি ভাবে ব্যয়িত হইবে হজরত উমর তাহা নির্ধারিত করেছিলেন। সরকারের প্রাপ্য যথাযথ ভাবে আদায় এবং সরকারি তহবিলের অর্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যয় সম্পাদনের জন্য তিনি মদিনায় ও প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে একটি করিয়া রাজস্ব বিভাগ বা দিওয়ান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ইহা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এই বিভাগের কাজ ছিল, প্রথমে বেসরকারি শাসন-সংস্থার ব্যয় ও তারপর সামরিক বিভাগের ব্যয় নির্বাহ করার পর তহবিলে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, জাতির সেবায় অর্থাৎ গরিব-দুঃখীদের সাহায্যের জন্য নিয়োজিত করা। অবশ্য আরব উপদ্বীপের চতুঃসীমার ভিতর বসতকারী যে কোনও দুঃস্থ আরব স্থানীয় 'বায়তুল মাল' হইতে অবস্থা অনুযায়ী সাহায্য পাওয়ার অধিকারী ছিল। বলা বাহুল্য, হজরত উমরের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য আরব উপদ্বীপের বাহিরে বেশি দূর বিস্তার লাভ করে নাই। শুধু মিসর ও পারস্যের কিয়দংশ মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে আসিয়াছিল। সে সময় বায়তুল মালের অবস্থা এমন ছিল না, একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত খলিফা ইচ্ছামতো উহা হইতে ব্যয় বরাদ্দ করিবেন।

পরবর্তী ব্যয়নীতি

হজরত ওসমানের সময় সরকারি কর ও যুদ্ধলব্ধ আয়ের প্রাচুর্য হেতু বায়তুল মালে অর্থ জমিত প্রচুর। কারণ ইতোমধ্যে মুসলিম বিজয় অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। পশ্চিমে ত্রিপলী হইতে পূর্বে তুর্কিস্তান ও কাবুল পর্যন্ত তখন মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হজরত ওসমান বায়তুল মালের খরচ বাদে উদ্বৃত্ত অংশ বংশ করিতে গিয়া হজরত উমরের নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন নাই, কিছুটা নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াছেন। বলা বাহুল্য হজরত আবু বকরের সময় বায়তুল মালে অর্থ জমিত অতি সামান্য। হজরত উমরের সময় হইতে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু তাঁরা কেহই নিজেদের জন্য বা নিজের আত্মীয়বর্গের জন্য বায়তুল মাল হইতে কিছু গ্রহণ করিতেন না। হজরত আবু বকর খলিফা হওয়ার পর প্রথম ছয় মাস পত্নী হাবিবাসহ সুনাহ্ নামক পল্লীতে একজন সাধারণ আরব শে'খের মতো সাদাসিধাভাবে জীবন করিতেন। অথচ, হজরত রাসুলের ওফাতের পর তিনিই বিশৃঙ্খল আরব জাতিকে বশে আনিয়াছিলেন এবং শিশু রাষ্ট্রকে বিপর্যয়ের কবল হইতে রক্ষা করেছিলেন। এহেন প্রতিপত্তিশালী মহান খলিফা প্রত্যহ নিজ গৃহ হইতে মসজিদে নববী পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতেন এবং মসজিদের আঙিনায় বসিয়া রাষ্ট্রসংক্রান্ত সকল কাজ সম্পন্ন করিতেন; কোনও প্রকার পারিশ্রমিক লইতেন না। পরবর্তী খলিফা, মুসলিম রাষ্ট্রের সংগঠনকারী হজরত উমরও, খলিফা হওয়ার পর অনেক দিন পর্যন্ত ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং সেই সঙ্গে শাসনকার্যের দায়িত্বও পালন

www.bjilibrary.com

করিতেন। বায়তুল মাল হইতে সংসার চালানোর কথা তিনি কখনও মনে স্থান দেন নাই। হজরত উমর সাধারণ আরব হইতে প্রায় দেড় ফুট উঁচু ছিলেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ দেহ আবৃত করার জন্য বড় কুর্তার দরকার হইত। কথিত আছে, তাঁর লম্বা জামা দেখিয়া লোকেরা প্রশ্ন করেছিল, 'ইয়া ইবনে খাত্তাব, আপনি কি রেশনে আমাদের চাইতে অধিক বস্ত্র সংগ্রহ করেন?' উত্তরে তিনি তাঁর পুত্রকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'দেখ, তাহার জামা অপেক্ষাকৃত খাটো। তাহার প্রাপ্য বস্ত্র হইতে আমি কিঞ্চিৎ কাটিয়া লইয়াছি।' তাঁর সংকল্পই ছিল, ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে সর্বপ্রকার দুর্নীতি মুক্ত করা। নিজেকেও তিনি দুর্নীতির সংস্রব আনিতে পারে এমন পরিবেশ হইতে সতর্কতার সহিত দূরে রাখিতেন। ইসলামের সতর্ক এমন পরিবেশ হইতে সতর্কতা সহিত দূরে রাখতেন। ইসলামের সতর্ক প্রহরী হিসেবে আরব জাতির ক্রমোন্নতি ও নিরাপত্তা বিধান ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান ও স্বপ্ন। এই ব্রতের উদ্‌যাপনে তিনি নিজের সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন, অথচ এত করিয়াও প্রতিদানে কিছুটা গ্রহণ করেন নাই। তাঁর পরিধেয় একটি মাত্র কামিজ ও কুর্তা, তাহাও ছিল তালিযুক্ত। গাছের তলায় বসিয়া তিনি হুকুমাত চালাইতেন। তারই প্রভাবে কত শক্তিধর সম্রাটের মসনদ উল্টে গেছে এবং কত সুরক্ষিত রাজধানীর লৌহতোরণ ধুলায় লুটাইয়াছে। তাঁর দেহরক্ষী ছিল না; তাঁর নিরাপত্তার জন্য রাজকোষ হইতে একটি কপর্দকও ব্যয় করা হইত না। খেজুর পাতায় তাঁর শয্যা রচিত হইত। খেজুর গাছের ছায়ায় তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে নিদ্রা যাইতেন।২

---

২. Abu Bakar. the conqueror & pacifier of Arabia lived in patriarchal simplicity. In the first six month of this short reign he travelled back & forth daily from Al-Sunh. where lived in a modest house hold with his wife Habibah, to his capital Medina and received no stipend, since the state had at that time hardly any income. All state business he transacted in the courtyard of the prophet's Mosque. Simple & frugal in manner his energetic & talented successor Umar. who was of towering height & strong physique, continued at least for some time after becoming Caliph to support himself by trade. He lived throughout his life in a style as unostentatious as that of a Bedouin Shiekh.

Umar whose name acording to Muslim tradition is the greatest in early Islam after that of Muhammad, has been idolised by Muslim writers for his piety. justice & patriarchal simplicity and treated as the personification of the virtues a Caliph ought to possess. He owned we are told. one shirt & one mantle only both conspicuous for their patch work, slept on a bed of palm leaves, and had no concern other than the maintenance of the purity of the faith, the upholding of justice and the ascendancy & security of Islam and the Arabians.

—The Arabs (A Short History by p. K. Hitti, pp. 45.

www.bjilibrary.com

কিন্তু হজরত ওসমান তাঁর বিরাট ব্যবসার-হেতু পূর্ব হইতেই ধনী ছিলেন। তাঁর ধনে বহু দরিদ্র লোক প্রতিপালিত হয়েছে। তিনি নিজেও স্বচ্ছল জীবনযাপন করিতেন। মদিনার মুহাজির পল্লীতে তাঁর প্রাসাদ ছিল সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য। তাঁর দানের হস্ত ছিল অবারিত। খলিফা হওয়ার পর তাঁর দানের ক্ষেত্র আরও বাড়িয়া যায়। নিজের অর্থ সকল দান সম্ভবপর না হইলে তিনি সরকারি তহবিল হইতে ইচ্ছামতো দান করিতেন। তিনি মনে করিতেন, বায়তুল মালের অর্থ জমাইয়া রাখার জন্য সংগৃহীত হয় নাই, জনসাধারণের উপকরের জন্যই তার সৃষ্টি। জনগণের সেবায় উৎসর্গিত প্রাণ খলিফাও, যেহেতু তিনি নিজের ব্যক্তিগত আয় হইতে বঞ্চিত হয়েছেন, 'নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য বায়তুল মালের তহবিল হইতে অর্থগ্রহণ করিতে পারেন কি না, এ প্রশ্ন তাঁর মনে জাগিয়াছিল। কথিত আছে, একদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন এবং উপস্থিত লোকদের ভিতর কবি আহ্বান উত্তরে বলিয়াছিলেন, ইহাতে অবৈধ কিছু তিনি দেখিতে পান না। তখন পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রবীণ সাহাবি আবুজর ইহার ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং উক্ত ইহুদি কবিকে ইসলামি শরিয়ত সম্বন্ধে অনধিকার চর্চার জন্য ধমকাইয়া দেন, একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হজরত ওসমানের দানের হস্ত এমনই দরাজ ছিল, তিনি শুধু বিপন্নের সাহায্যে বায়তুল মাল হইতে অর্থ প্রদান করেন নাই, ধনী ব্যক্তিদেরও ব্যবসায় পরিচালনা অথবা ভূমি খরিদ বাবদে অর্থ দান করিয়াছেন। হজরত উমর বায়তুল মালের অর্থ এইভাবে বিতরণ করা কল্পনায়ও আনিতেন না।[৩] তাঁর সময় বায়তুল মাল সম্বন্ধে কড়াকড়ি এত অধিক ছিল যে, শুধু রমযান মাসে তিনি মদিনার লোকদের জন্য মাথাপিছু এক দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা এবং নবী-পত্নীদের প্রত্যেকের জন্য দুই দিরহাম ব্যয় মঞ্জুর করিতেন। তাতেই মদিনার লোকেরা খুশি থাকিত। সরকারি মুসাফিরখানায় তিনি পরিমিত অর্থ বরাদ্দ করিতেন, যাহাতে শুধু অভাবগ্রস্ত লোকেরাই খাইয়া বাঁচিতে পারিত, অলস ব্যক্তিদের সেখানে আড্ডা জমিত না। কিন্তু হজরত ওসমান রমযান মাসে মদিনাবাসীদের মাথাপিছু ওযিফার হার সন্তোষজনকভাবে বাড়াইয়া দিতেন এবং সরকারি মুসাফিরখানার দ্বার অবারিত রাখিবার নির্দেশ দিতেন, যাহাতে শুধু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ নয়, যে কেউ সেখানে উপস্থিত হইত সে-ই অবাধে আহার্য পাইত। ইহা হজরত ওসমানের স্বাভাবিক উদারতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার ফলে সরকারি অর্থে উদর পূর্তির এমন একটা লালসা মানুষের মনে জাগিত, যাহারা রমজান মাসে বর্ধিত হারে ওযিফা পাইত তাদেরও অনেকে ঐ অর্থ বাঁচাইবার জন্য সরকারি

৩. To regulate the receipt & disbursement of the revenue he established the Department of Finace under the name of Dewan. The expense of The fiscal and civil administration of province constituted the first charge upon the revenue; the next was for military requirements; the surplas was applied to the support of nation. In these, all persons of the Arab race & their 'mawalis'.

—A History of the Saracens by Syed Ameer Ali. pp. 61

www.bjilibrary.com

লোঙরখানায় আসিয়া আহার করিত। কিন্তু হজরত ওসমানের দরদি হৃদয় এতটুকু করিয়া তৃপ্ত হয় নাই। বিশেষ বিশেষ সাহাবিকে তিনি অনেক সময় নির্ধারিত ওযিফার উপরেও অতিরিক্ত সাহায্য মঞ্জুর করিতেন।

হজরত ওসমান যে সমস্ত লোককে ব্যবসায়ের মূলধন হিসাবে বায়তুল মাল হইতে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাদের ভিতর তালহা ও জুবায়েরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবনে সাদ নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ওসমান তালহা ও জুবায়েরের সাহায্যার্থে সরকারের নিকট তাঁহাদের পূর্বের সমস্ত দেনা মাফ করিয়া দেন এবং তাহা ছাড়া অতিরিক্ত আরও দুই লাভ দিরহাম তাল্‌হাকে এবং ছয় লাখ দিরহাম যুবায়েরকে বায়তুল মাল হইতে প্রদান করেন। তাঁরা উভয়ে ইহা হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবসায়ে নিয়োগ করিয়া অবশিষ্টাংশ দ্বারা জমি ও ঘরবাড়ি ক্রয় করেছিলেন। ইঁহারা উভয়ে হজরত ওসমানের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। অন্যত্র উল্লেখ আছে, হজরত ওসমান মারওয়ানকে আফ্রিকার যুদ্ধলব্ধ আয়ের পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ অথবা তার পরিশোধ-মূল্য, যাহা তাঁর নিকট রাষ্ট্রের প্রাপ্য ছিল, তাহা মাফ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহা ছাড়া তাঁকে নগদ অর্থও অনেক দিয়াছিলেন। মারওয়ানের পিতা হাকামকে এবং তৎপুত্র হারিসকে তিনি বায়তুল মাল হইতে তিন লাখ দিরহাম দান করেছিলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে খালেদ ও ইবনে সাদ বিন উম্মীয়াকে তিন লাখ দিরহাম দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

হজরত ওসমান মনে করিতেন, লোকদের তাদের প্রয়োজনের সময় অর্থদান করার অধিকার তাঁর আছে। কারণ, জাতির সেবার জন্যই আল্লাহ্ তাঁকে মুসলমানদের উপর খলিফা করিয়াছেন। তাঁর নিয়োজিত গভর্নরদেরও তিনি বায়তুল মাল হইতে প্রয়োজনমতো দান বা কর্জ প্রদান করিতেন। এইরূপ এক ঘটনা হইতে কুফার কোষাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে তাঁর চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়েছিল। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের এই প্রকার ঋণ বা দান গ্রহণ জনসাধারণের ভিতর দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। কারণ, বায়তুল মালের তহবিল শূন্য হইলে ঘাটতি পূরণের জন্য খাজনা ও ট্যাক্স আদায়ের কড়াকড়ি অত্যধিক বাড়িয়া যাইত।[৪]

হজরত ওসমান তাঁর চাচা হাকাম ও তাঁর সন্তানদের প্রতি যে প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন তাহা লইয়া সাহাবিদের ভিতর বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, এই হাকাম নবীর মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন শুধু প্রাণ বাঁচাইবার জন্য। তাহার প্রমাণ, ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি রাস্তায় নবীর পিছু লইতেন, চক্ষু দ্বারা ব্যঙ্গসূচক ইঙ্গিত করিতেন এবং নবীর পথচলার ভঙ্গি অনুকরণ করিয়া বিদ্রুপ করিতেন। একদিন তিনি সরাসরি নবীর কামরায় ঢুকিয়া পড়েন। নবী ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হন এবং তাঁকে মদিনা হইতে তাড়াইয়া দেন। ইহার পর হজরত ওসমান একে

৪. ১. ডক্টর তোয়াহা হোসাইন (মিসরি) প্রণীত হজরত ওসমানের মৌলানা নূরউদ্দীন আহমদ কৃত অনুবাদের ২১০-২২৬ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

একে নবীর ও প্রথম দুই খলিফার নিকট হাকামের মদিনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য সুপারিশ করেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। খলিফা হওয়ার পর তিনি নিজের বিচারবুদ্ধির অনুসরণ করিয়া হাকামকে এবং তাঁর সন্তানদের মদিনা লইয়া আসেন। হজরত ওসমানের মতে হাকামের উপর নির্বাসন দণ্ড যাবজ্জীবনের জন্য ছিল না। প্রত্যেক অপরাধেরই দীর্ঘকাল দণ্ডভোগের পর দণ্ডের মিয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে মুতাজেলিরা খলিফার বিচার বুদ্ধির এই প্রকার স্বাধীনতা থাকার কথা স্বীকার করেন। কিন্তু যে সময়ের ঘটনা, তখন মুতাজেলি মতবাদ গড়িয়া উঠে নাই। সরলচেতা সাহাবিরা কূটতর্কের ধার ধারিতেন না। তাঁরা সরাসরি রায় দিতেন এবং খলিফার এই কাজকে নবী ও তাঁর দুই প্রতিনিধির মতের প্রকাশ্য খিলাফ বলিয়া প্রচার করেন। হজরত ওসমান যে হাকাম ও তাঁর সন্তানদের রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দিতে অতিরিক্ত আগ্রহী ছিলেন, তাঁর কতগুলো আচরণ হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। হাকাম-গোষ্ঠী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে হজরত ওসমানের বাহু সুদৃঢ় হইবে, এরূপ উদ্দেশ্য অনেকে তাঁর উপর আরোপ করে। হাকাম এবং তাঁর পুত্র তারিসকে তিনি শুধু প্রচুর অর্থই দেন নাই, হাকামের মৃত্যুর পর তাঁর কবরের উপর একটি খিমা তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। হারিসকে তিনি মদিনার বাজারের কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন। কিন্তু সততা ও ধর্মের প্রতি নিষ্ঠার অভাবে হারিস তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন।

মুতাজেলিদের মতে, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি খলিফার অতিরিক্ত অনুকম্পা প্রদর্শন লৌকিক ব্যাপার মাত্র, উহাতে দীন-ইসলাম ক্ষুণ্ন হয় নাই; ইসলামের মূলনীতিরও কোনও পরিবর্তন তিনি ঘটান নাই। অধিকন্তু নিজের বিবেক বুদ্ধির অনুসরণ অর্থাৎ ইয্‌তিহাদের অধিকার প্রত্যেক খলিফার থাকা উচিত এবং হযর ওসমানেরও তাহা ছিল।

জাকাত ও সাদ্‌কালব্ধ অর্থ ও খলিফা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করিতেন বলিয়া সাহাবিদের পক্ষ হইতে আপত্তি উঠিয়াছিল। সাদ্‌কার সম্পত্তি ব্যয়ের জন্য কুরআনে তার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সাদ্‌কা শুধু গরিব এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য এবং তার আদায়কারীও যাদের হৃদয়ে সান্ত্বনা দেওয়া আবশ্যক তাদের জন্য এবং গোলামদের আযাদ করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথের ও পথিকদের জন্য ইহা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট দাবি। আল্লাহ্ জ্ঞানী ও কৌশলময়।' যাকাতের অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রও আল্লাহ সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। সীমা লঙ্ঘনকারীরা শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরাধী। মুতাজেলিগণ এ বিষয়টিও খলিফার ইয্‌তিহাদের অধিকারভুক্ত বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, খলিফা এক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছে শুধু ঐ সময় যখন বায়তুল মালের তহবিলে প্রাচুর্য ছিল এবং সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বায়তুল মালে অর্থের সঙ্গতি ঘটিলেই তিনি জাকাত অথবা সাদ্‌কার তহবিলের ঘাটতি পূরণ করিবেন, এরূপ সদিচ্ছা যদি তাঁর থাকিয়া থাকে, তবে তাঁর কার্যকে দোষণীয় বলা যায় না। এক খাতের অর্থ বিশেষ প্রয়োজনে

www.bjilibrary.com

অন্য খাতে ব্যয় করার অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়কেরই থাকা উচিত এবং না থাকা অসঙ্গত।[৫]

কিন্তু সমকালীন ঐতিহাসিকরা হজরত ওসমানের এই প্রকার নীতিগত শৈথিল্যের নিন্দা করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে হজরত ওসমান যদি তাঁর বিচারবুদ্ধি প্রসূত স্বেচ্ছাচারিতা কেবলমাত্র দান খয়রাতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁর কার্যকলাপ শুধু সমালোচনারই বিষয়ীভূত হয়ে থাকিত, জনগণের মনে বিদ্রোহ জাগাইত না। কারণ, কতক সাহাবি এমন ছিলেন যাহারা খলিফার মতের বিরোধিতা করা বৈধ মনে করিতেন না। তাঁরা যে কোনো অবস্থায় নীরব থাকতেন, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, খলিফার কাজের জন্য তিনি নিজেই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করিবেন। তাঁরা উহা বরদাশত করিয়া গেলে বরং আল্লাহর নিকট হইতে সওয়াবের অধিকারী হইবেন। কেননা আল্লাহ্ই ইমামের আনুগত্য মু'মিনদের জন্য বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'হে ইমানদাররা, তোমরা আল্লাহর অনুগত হও এবং তাঁর রাসুলের অনুগত হও এবং অনুগত হও তোমাদের রাষ্ট্রচালকের।' আর এক শ্রেণির সাহাবি ছিলেন যাঁরা প্রয়োজন দেখা দিলে প্রতিবাদ করিতেন কিন্তু সীমালঙ্ঘন করিতেন না। খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা তারা মনেও আনিতেন না। হয়ত আবু জর গিফারি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসার প্রমুখ বয়োবৃদ্ধ সাহাবি এই দলের ছিলেন। হয়ত শেষ পর্যন্ত ইঁহারা হজরত ওসমানের বিচার আল্লাহ্র হস্তেই ছাড়িয়া দিতেন এবং নিজেরা কোনো সক্রিয় পন্থা অনুসরণ করিতেন না। কাহারও কাহারও মতে, হজরত ওসমান যদি রাষ্ট্রের দৌলত দ্বারা তাঁর শাসন-যুগকে শান্তিময় করিতে চাহিয়া থাকেন, তাতেই দোষের কি আছে। তবে মুশকিলের ব্যাপার ছিল এই যে, ঐ সব দানের বেশির ভাগ গেল খলিফার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও অনুগত কোরাইশদের উপকারে যাহা জনসাধারণের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিসদৃশ লাগিয়াছিল। ঐতিহাসিক তাবারি লিখিয়াছেন, 'হজরত উমর কোরাইশদের প্রতি যে রূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন, হজরত ওসমান তেমন পারেন নাই। ফলে সরকার কর্তৃক অনুগৃহীত ব্যক্তিরা নিজেদের সুবিধামতো ভূমি ক্রয় করিয়া তার রক্ষণাবেক্ষণের অজুহাতে মদিনার বাহিরে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়েন এবং তার ফলে রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট হয়।'

হজরত উমরের অতিরিক্ত কড়াকড়িতে সাহাবিগণের ভিতর যখন প্রতিবাদের গুঞ্জন শুনা যাইতেছিল, সেই সময় একদিন হজরত উমর সাহাবিদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কোরাইশ চাহে আল্লাহ্র দৌলত তাঁর দুস্থ বান্দাদের ছাড়া অন্য প্রয়োজনে ব্যয় করা হোক। স্মরণ রাখ, উমরের দেহে প্রাণ থাকিতে ইহা পারিবে না।

---

৫. ডক্টর তোয়াহা হোসাইন (মিসরি) প্রণীত 'হজরত ওসমানের' গ্রন্থের মৌলানা নূরউদ্দীন আহমদ কৃত অনুবাদ ৫৩ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

আমি মক্কার পাহাড় হেরার ঘাঁটিতে কোরাইশগণের গর্দান ও কোমর ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব এবং তাহাদের অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়া হইতে বিরত রাখিব।'[৬] কিন্তু হজরত উমরের সেই দৃঢ়তা ও মনোবল হজরত ওসমানের ভিতর ছিল না। তিনি কোরাইশদের আব্দার রক্ষা না করিয়া পারেন নাই। তাই প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তিরা তাঁর অনুগ্রহে বায়তুল মালের অর্থ নিজেদের জন্য বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ ও বিস্তীর্ণ জমিদারি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

প্রতিক্রিয়া

হজরত ওসমান হয়ত মনে করেন নাই, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী খলিফাদের আদর্শের ব্যতিক্রম করছেন। দানই ছিল তাঁর স্বভাব। মুসলমানদের উপকারে দান-খয়রাত তিনি অন্যায় মনে করিতেন না। জনসাধারণও ইহাতে প্রথম দিকে অন্যায় কিছু দেখিতে পায় নাই; বিশেষ করিয়া প্রাথমিক মুসলমান, ইহাদের ভিতরই তাঁর বিশেষ দান সীমাবদ্ধ রাখিতেন তাহা হইলে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইত না; তাঁর রাজত্বের ইতিহাসও হয়ত ভিন্ন রূপ ধারণ করিত।

প্রবীণ ও সম্মানিত সাহাবিদের ভিতর যাঁরা হজরত ওসমানের কার্যের প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেন তাঁহাদের ভিতর আবু জর গিফারীর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। খলিফা তাঁকে নির্বাসিত করেছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু আম্মার ইবনে ইয়াসার এবং অপর প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদও প্রকাশ্যে খলিফার নির্বিচার দান-খয়রাতের প্রতিবাদ করার জন্য খলিফার বিরাগভাজন হয়েছিলেন। খলিফা যখন আবু জরকে নির্বাসন দণ্ড দেন, সেই সময় তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ আম্মার ইবনে ইয়াসারকেও তাঁর সঙ্গে রেবজাহ যাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে আম্মারের মিত্র-গোষ্ঠী বনি মখজু গোত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। হজরত আলিও তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফলে আম্মার সম্বন্ধে হজরত ওসমান তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।[৭]

---

৬. ডক্টর তোয়াহা হোসাইন (মিসরি) প্রণীত 'হজরত ওসমানের' মৌলানা নূরউদ্দীন আহমদ কৃত অনুবাদের ৫৩ পৃষ্ঠা।

৭. আম্মার ইবনে ইয়াসার ছিলেন প্রাথমিক মুসলিম দলের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর পিতা ইয়েমেন দেশীয় বনি মখজুমদের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মাতা এক সময় বনি মখজুমের এক ব্যক্তির দাসী ছিলেন। নবীর শিষ্য সংখ্যা যখন ত্রিশের উর্ধ্বে যায় নাই, সেই সময় আম্মার ও সুহাইল একত্রে নবীর নিকট আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। আম্মারের পিতামাতাও পরে মুসলমান হয়েছিলেন; আম্মার অভিজাত বংশীয় ছিলেন না, পরন্তু মক্কার দুর্বল লোকদের অন্তর্গত ছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করিলে মক্কার কোরাইশগণ তাদের প্রতি অমানুসিক অত্যাচার করে। ইনি সেই আম্মার, যাহাকে তারা রৌদ্রের সময় মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার উপর শোয়াইয়া রাখিত, জ্বলন্ত অঙ্গার শরীরে চাপিয়া ধরিত, বুকে পাথর চাপা দিত এবং আরও নানা প্রকারের শাস্তি দিত। মুক্তির জন্য তারা তাহাকে দেবদেবীর প্রশংসা করিতে এবং হজরত রাসুলের শিষ্যত্ব ত্যাগ করিতে বলিত। কিন্তু আম্মার নিজ বিশ্বাসে অটল ছিলেন। নির্যাতন অসহ্য হওয়ায় তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরে আবিসিনিয়া হইতে মদিনায় চলিয়া যান এবং নবীর আশ্রয়ে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। নবীর সকল কাজে তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন। বদর, ওহোদ ও ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। হজরত উমর তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন।

www.bjilibrary.com

হজরত উমরের সময় তিনি জিহাদে যোগদান করেন এবং হেম্‌স শহরে থাকিয়া উত্তর-অঞ্চলের যুদ্ধের সহযোগিতা করেন। হজরত উমর তাহাকে কুফার কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। হজরত উমরের মৃত্যু হইলে তিনি হজরত ওসমানের হস্তে বায়াৎ হয়েছিলেন।

কিন্তু কতিপয় ঘটনার পর আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হজরত ওসমানের বিরোধী হন। গভর্নর সাদ ইবনে আবি ওক্কাসের সহিত তাঁর কলহের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ইহার পর ওলিদ যখন কুফার গভর্নর সেই সময় ওলিদও খলিফার অনুমতিক্রমে বায়তুল মাল হইতে ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ' গভর্নরকে ত্যগিত দিতে থাকেন। ওলিদ ক্রমেই সময় লইতে থাকেন। কিন্তু ঋণ শোধ আর করেন না। ইবনে মাসউদও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি পুনঃপুনঃ গভর্নরকে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। ওলিদ তাঁর এই কড়াকড়িতে ক্রুদ্ধ হয়ে খলিফার নিকট তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। খলিফা তখন ইবনে মাসউদকে লিখিলেন, 'তুমি আমার খাজাঞ্চী মাত্র; বায়তুল মাল হইতে ওলিদ যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তার জন্য তুমি কোনও পীড়াপীড়ি করিও না।' ইহাতে ইবনে মাসউদ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বায়তুল মালের চাবি বুঝাইয়া দিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি জনগণের হিদায়েতের জন্য বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বক্তৃতার সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় উত্থাপিত হইলে তিনি নির্ভীকভাবে খলিফার কাজের উপর মন্তব্য করিতেন। হজরত ওসমান যে কুরআনের পরিত্যক্ত কপিগুলো পোড়াইয়া দেন, সেজন্যও ইবনে মাসউদ বিরূপ সমালোচনা করিতেন। ইহার পর উভয়ের ভিতর বিরোধ কিভাবে পাকিয়া উঠে সে সম্বন্ধে জনৈক রাবী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ প্রতি জুমা' রাত্রে ওয়াজ করিতেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বলিতেন–'সর্বাপেক্ষা সত্যবাণী কুরআনের, সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্র হজরত মোহাম্মদের (সা.), সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ বিদা'ৎ এবং প্রত্যেক নতুন কাজই বিদা'ৎ এবং প্রত্যেকটি বিদা'ৎ গুমরাহী এবং প্রত্যেকটি গুমরাহীই অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে।' ওলিদ এই বিষয় উল্লেখ করত খলিফার নিকট পত্র লিখিলেন এবং উল্লেখ করিলেন যে, ইহা খলিফার প্রতি অবমাননা স্বরূপ। খলিফা ওসমান তাঁকে মদিনায় পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। ইবনে মাসউদকে সেই অনুসারে মদিনায় প্রেরণ করা হইল। তাঁর কুফা পরিত্যাগ করার সময় সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁর সম্পর্কে সীমাহীন আগ্রহ ও উত্তেজনা দেখাইয়াছিল।

'ইবনে মাসউদ মদিনায় পৌঁছিয়া যখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিলেন, খলিফা তখন মিম্বরে দাঁড়াইয়া খুৎবা দিতেছিলেন। ইবনে মাসউদকে আসিতে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন– 'ঐ দেখ' নষ্টের কীট আসিতেছে। সে যে পাতে খায়, সেইখানেই বমি করে এবং মলত্যাগও করে। ইবনে মাসউদ ইহা শুনিয়া বলিলেন– 'আমি নিশ্চয়ই সেরূপ নই, আমি বাইয়াতে বিদওয়ানে এবং বদরের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গী ছিলাম।' হজরত আয়েশা উচ্চস্বরে বলিলেন– 'হে ওসমান। আপনি রসুলুল্লাহর সাহাবিকে এরূপ

www.bjilibrary.com

বলিতেছেন?' ইবনে মাসউদকে জোরপূর্বক মসজিদ হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। তাঁকে সজোরে মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেই আঘাতে তাঁর পশ্চাদভাগের হাড় ভাঙিয়া যায়। ইহা দেখিয়া হজরত আলি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং খলিফার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন: 'আপনি ওলিদের কথায় এইসব করছেন?' খলিফা বলিলেন– 'না আমি ওলিদের কথায় এইসব করিতেছি না, আমি জুবাইদ ইবনে কসিরকে পত্র প্রেরণ করেছিলাম, তিনি শুনিয়াছেন, ইবনে মাসউদ আমার খুন বৈধ সাব্যস্ত করিয়াছে।' হজরত আলি বলিলেন– 'জুবাইদ নির্ভরযোগ্য লোক নয়।' অতঃপর হজরত আলি ইবনে মাসউদকে গৃহে পৌছাইয়া দিবার হুকুম দিলেন।'[৮]

উপরোক্ত কাহিনি কতদূর সত্য বলা যায় না, কারণ হজরত ওসমানের চিরাচরিত স্বভাবের সহিত তার সঙ্গতি নাই। বিশেষত রাবীগণের ভিতরও এ বিষয়ে সমর্থন বিরল। যাহা হউক, ইবনে মাসউদ যে কুফা হইতে খলিফার বিরোধী হয়ে বহির্গত হয়েছিলেন এবং মদিনায়ও দুই তিন বৎসর তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইয়াছিলেন, তাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর তাঁর অন্তিম সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় খলিফা যে তাঁর রোগ-শয্যা পাশে গিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে রাবীগণের মতৈক্য দেখা যায়। এমনও বলা হয়েছে, ইবনে মাসউদ যখন শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, খলিফাকে সে সংবাদ কেহ জানায় নাই। পরন্তু আম্মার ইবনে ইয়াসর তাঁর জানাজা সম্পাদন করেন এবং খলিফার অগোচরে তাঁর দাফন-কার্য সমাধা করা হয়। খলিফা পরে ইহা জানিতে পারিয়া খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।

যাহা হউক, হজরত আবু জর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আম্মার ইবনে মাসউদ, আম্মার ইবনে ইয়াসার প্রমুখ মর্যাদাশালী সাহাবি ও মুহাজির ছিলেন খলিফার বিরোধীদলের (বিদ্রোহী দলের নয়) মুখপাত্র। আবদুর রহমান বিন আউফ, যিনি নির্বাচনী মজলিশে নেতৃত্ব করেছিলেন এবং হজরত ওসমানের অনুকূলে রায় প্রকাশ করেছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত হজরত ওসমানের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কোরাইশদের উৎপাতে মদিনার আনসারগণ রাজনীতিতে বিশেষ অংশগ্রহণ করিতেন না। তাদের ভিতর অল্প কিছু লোক খলিফার সর্বপ্রকার কার্যে তাঁর পক্ষ সমর্থন করিয়া নিজদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেন। তাদের ভিতর জায়েদ বিন সাবেত, হাসসান বিন সাবেত, আবদুল্লাহ বিন মালিক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তারা খলিফার দরবারে থাকতেন। অন্যান্য নেতৃস্থানীয় আনসারগণ পুরোভাগে আসিতেন না, রাজনৈতিক দলাদলির ভিতরও থাকতেন না বরং দল নিরপেক্ষ হিসেবে অনেক সময় তাঁরা খলিফা ও বিরোধী দলের ভিতর মধ্যস্থতা করিতে আহূত হইতেন। তাদের ভিতর মুহম্মদ বিন মুসলিমার নাম নানা কারণে ইতিহাসে স্থান করিয়াছে।

৮. ডক্টর তোয়াহা হোসাইন (মিসরি) প্রণীত 'হজরত ওসমানের' গ্রন্থের মৌলানা নূরউদ্দীন আহমদ কৃত অনুবাদের ১৭৮-৮৮ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

মোটের উপর, হজরত ওসমানের অর্থনীতি যে তাঁর জনপ্রিয়তার সাংঘাতিকভাবে ক্ষতি সাধন করেছিল, সে বিষয়ে সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই একমত। অথচ তাঁর নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্যরূপ। তিনি বলিতেন, হজরত আবু বকর ও হজরত উমর যে বায়তুল মালের অর্থ নিজেরা গ্রহণ করিতেন না এবং অন্যদের বেলায়ও তার বিতরণে খুব কড়াকড়ি করিতেন, সে সময় সত্যই ইহার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু পরিস্থিতির এখন উন্নতি হয়েছে, এক্ষণে সেরূপ কৃচ্ছতা অনাবশ্যক। তাই তিনি তাঁর স্বাভাবিক দানপ্রবণতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। শুধু অক্ষুণ্ন রাখা হয়, উত্তরোত্তর তার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইতেছিল। খলিফা হয়েই তিনি রাজধানীর লোকদের ওযিফা বৃদ্ধি করেন; তাতে পাত্র-অপাত্রের বিচার ছিল না। পরে রাষ্ট্রের অন্যান্য শহরেও তাঁর এই অনুকম্পা প্রসারিত হয়েছিল। প্রতিপত্তিশালী লোকদের, এমন কি, গভর্নরদেরও তিনি সরকারি তহবিল হইতে মোটা অর্থ ঋণ দান করিয়াছেন এবং বহুক্ষেত্রে তাঁহাদের পূর্বঋণ মওকুফ করিয়াছেন। এসব কারণে তাঁহাদের রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসর যশ ও জনপ্রিয়তার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হয়েছিল। সর্বত্র তাঁর জয়জয়কার চলিয়াছিল।

কিন্তু মুশকিল হয়েছিল এই, দানের সময় তাঁর নিকট পাত্র-অপাত্রের বিচার থাকিত না। যিনিই কোনো প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া অর্থ চাহিতেন, তাঁকেই খলিফা মুক্তহস্তে খয়রাত বা ঋণ দান করিতেন। প্রয়োজনের ত কোনও সংজ্ঞা নাই, ফলে ধনী ব্যক্তিরা ক্রমেই আরও ধনী হয়েছেন এবং বড় জমিদারির মালিক হয়েছেন; আর দরিদ্র প্রজারা তাঁহাদের শোষণ ও অত্যাচারে অধিকতর দরিদ্র হয়েছে এবং অনেকেই নিজেদের পৈতৃক ঘরবাড়ি ও জমিজমা হইতে উৎখাত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইহারা সমাজে মজুর শ্রেণিতে হয়েছে। ইসলামের ধনসাম্য-নীতি ব্যাহত হওয়ায় পুঁজিপতি ও সর্বহারাদের ভিতরকার দূরত্ব নৈরাশ্যজনকভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ধনীকেরা বিলাসিতার জীবনযাপন করিত এবং বসিয়া খাইত। তাতে জাতীয় আয় হ্রাস পাইত। উপরন্তু তারা অধিকাংশই মিতব্যয়িতার সীমালঙ্ঘন করিত ও শরীয়তের বিধান উপেক্ষা করিত। আর বিপুল সংখ্যক লোক তাদের চাকর, খানসামাও দাস-দাসীরূপে জীবনযাপন করিতে প্রলুব্ধ হওয়ায় জাতির জীবন হইতে তেজবীর্য ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছিল। যে জাতির এক বিপুল অংশ মজুর ও গোলাম সে জাতি পৃথিবীতে শাসক শ্রেণির মর্যাদা লাভ করিতে কোনো দিন সমর্থ হয় না, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পক্ষান্তরে সমাজে উচ্ছৃঙ্খল ধনীকের সংখ্যা বৃদ্ধি যে ন্যায়নীতি ও আধ্যাত্মিকতার অন্তরায় ইহাও অনস্বীকার্য। তাই রাজত্বের শেষভাগে হজরত ওসমান গোটা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজাদের সহানুভূতি হইতে নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

www.bjilibrary.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

হজরত ওসমান ও তাঁর প্রজাপুঞ্জ

হজরত উমরের সময় মুসলিম রাষ্ট্রে মোটামুটি চারিশ্রেণীর প্রজা বাস করিত-(১) বিজয়ী আরব, (২) সাধারণ আরব ও অন-আরব (৩) জিম্মি এবং (৪) দাস শ্রেণি।[১] হজরত ওসমানের আমলেও ঐ সকল প্রজাই ছিল কিন্তু তাদের শ্রেণিগুলোর ভিতর রদবদল শুরু হয়। বিজয়ী আরবদের ভিতর আনসারগণ কোরাইশ হইতে পৃথক হয়ে পড়ে। সাধারণ আরব ও অন-আরবদের ভিতর বিচ্ছিন্নতা আসে এবং তারা দুই শ্রেণিতে পরিণত হয়। জিম্মিগণের এই আমলে কোনও সাড়া শব্দ থাকে না। দাস শ্রেণির রাজনৈতিক দল হিসেবে কোনো সত্তা না থাকা সত্ত্বেও, তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা শাসকবর্গের সম্মুখে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির হেতু হয়ে দাঁড়ায়। হজরত উমর উক্ত চারি শ্রেণির প্রজার ভিতর সমতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। কোনো এক শ্রেণিকে বিশেষ সুবিধা দিতেন না এবং এক গোত্রের লোককে অন্য গোত্রের উপর সওয়ার হইতে দিতেন না। কিন্তু হজরত ওসমানের আমলে এই সমতা রক্ষিত হয় নাই। কোনো কোনো শ্রেণি অন্য অন্য শ্রেণি অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অবকাশ পায় এবং এক শ্রেণির অপর শ্রেণিকে নিকৃষ্ট মনে করিতে থাকে। আবার এক শ্রেণির ভিতরও এক শাখা অপর শাখার উপর অগ্রাধিকার লাভের জন্য তৎপর হয়ে উঠে। বিজয়ী আরবগণ সাধারণ আরবদের তাচ্ছিল্য করিত। আবার গোটা আরব জাতি নিজদের সকল অনারব মুসলমান অপেক্ষা কৌলীন্যের দাবি করিত। আরব-আযমের ভিতর কৌলীন্যের কলহ ছিল সুপ্রাচীন। পারসিকদের আরবরা অমার্জিত ও গ্রাম্য মনে করিত। মিসরের কিব্‌তি প্রভৃতি আদি বাসিন্দারাও তথাকার আরব অধিবাসীদের অবজ্ঞার পাত্র ছিল।

১। The population through out the empire was divided into four social classes. The hightest consisted naturally of the ruling Muslims headed by caliphal household & the aristocracy of Arabian conquerors.

* * * * * *

Next below Arabian Muslims came the Neo-Muslims

* * * * * *

The third class was made up of members of tolerated sects, professor, jews & Sabians with whom the Muslims had made covenant.

* * * * * *

At the bottom of the society stood the slaves
—The Arabs (A short History by P. K. Hitti. P. 74-76.

www.bjilibrary.com

কোরাইশ গোত্র

মদিনার অধিবাসী এবং অন্যান্য আরব হইতে মক্কার কোরাইশরা আগে হইতেই অনেক উন্নত ছিল। কাবা ঘরের রক্ষক হিসেবে সমগ্র আরব উপদ্বীপে তারা সম্মানিত ছিল। হজরত ইব্রাহিমের আমল হইতে আরবের বিভিন্ন এলাকা হইতে লোকেরা মক্কায় হজ করিতে আসিত। কোরাইশগণ তাদের তত্ত্বাবধান করিত এবং আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিত। পৌত্তলিক যুগে কোরাইশগণ ছিল কাবা ঘরের পুরোহিত। তাই তারা কৌলীন্যের দাবি করিত। এইসব কারণে কোরাইশগণ বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে গেলে অন্যান্য বণিক অপেক্ষা অধিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করিত।

আরব উপদ্বীপের বাহিরেও তাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। বাণিজ্য ব্যপদেশে তারা পারস্য, গ্রিস, রোম, মিসর, আবিসিনিয়া প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে যাতায়াত করিত এবং তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির সংস্পর্শে আসিত। এইভাবে তারা বিস্তৃত অভিজ্ঞতার অধিকার হইত। ঐ সকল প্রাচীন দেশের শাসক ও সম্রাটদের দরবারে ইহাদের প্রতিনিধিগণ সম্মানের সহিত গৃহীত হইত। এইসব কারণে ইহারা ব্যবহারে মার্জিত এবং জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়া অন্যান্য আরব-গোত্র অপেক্ষা অগ্রসর ছিল। আত্মরক্ষার্থে ইহারা প্রত্যেকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিত এবং বহু খ্যাতনামা পাহালোয়ান ইহাদের ভিতর জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সঙ্গীত ও কবিতা ইত্যাদি ললিতকলার ও ইহাদের রুচি ছিল এবং নারী-পুরুষ মিলিয়া এগুলোর চর্চা করিত। বাণিজ্য ইহাদের সমৃদ্ধি দান করেছিল এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে বিলাসিতা ও সাজসজ্জার যেসব উপকরণ আসিয়া থাকে, সে সবই ইহাদের সমাজে অনুপ্রবেশ করিয়া ছিল। মক্কায় কোনো রাজকীয় শাসন প্রচলিত ছিল না। নাগরিকরা যৌথভাবে তার শাসনকার্য চালাইত এবং কোরাইশরাই সেই পৌরশাসনে নেতৃত্ব করিত। নগর রক্ষার দায়িত্ব তাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। তাই তারা শাসনকার্য ও কূটনীতি ভাল বুঝিত; শত্রুর সহিত সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করিতেও তারা অভ্যস্ত ছিল। এহেন গোত্রকে দাবাইয়া রাখা শাসকদের পক্ষে কঠিন ছিল। স্বভাবত ইহাদের প্রভুত্ব ও ক্ষমতার লিপ্সা ছিল অদম্য। তাই হজরত উমর তাদের সম্বন্ধে খুবই শঙ্কিত থাকতেন। সামান্য প্রশ্রয় পাইলেই যে ইহারা অপর সকলের কাঁধে সওয়ার হয়ে বসিবে, একথা তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন। তাই তিনি কোরাইশদের ওপর সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাদের সামান্য ঔদ্ধত্য বা অপরাধও বরদাশত করিতেন না। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, হজরত উমরের সেই মনোবল হজরত ওসমানের ভিতর ছিল না। তিনি তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করিতে পারেন নাই। মাত্র ছয় বৎসরের ভিতর রাষ্ট্রের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদ কেরাইশদের হাতে চলিয়া যায় এবং সর্বত্র তারা ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে ওলিদ বিন ওক্‌বার একটি অকপট উক্তি বেশ অর্থবহ। কথিত আছে, তিনি যখন সাদ বিন আবি ওক্‌কাসের স্থলে কুফায় গভর্নর নিযুক্ত হয়ে যান এবং সাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সাদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ, না শাসনকর্তা হয়ে আসিয়াছ? জানি না আমি

www.bjilibrary.com

কি নির্বোধ হয়ে গেলাম, না তুমি খুব বড় বুদ্ধিমান হয়ে পড়িলে।' উত্তরে ওলিদ বলিয়াছিলেন, 'তুমিও কোনো বোকা হও নাই, আমিও বুদ্ধিমান হয়ে পড়ি নাই; আসল কথা গোত্রের হাতে ক্ষমতা আসিয়াছে, তারাই নির্বাচন করিয়াছে।'[২]

আনসার শ্রেণি

মদিনার আনসারদের প্রতি ইসলামের ঋণ অপরিশোধ্য। নবী তাদের উপকার কখনও ভুলিতে পারেন নাই। তিনি বরাবর তাহাদের স্নেহের চোখে দেখিয়াছেন এবং মর্যাদা দিয়াছেন। নবীর ওফাতের পর খেলাফতের প্রশ্নে যখন আনসার ও মুহাজিরদের ভিতর বিতর্ক উঠে। তখন হজরত আবু বকর নবীর একটি প্রসিদ্ধ উক্তির উদ্ধৃতি দ্বারা আনসারদের ভাগ্যে চিরদিনের জন্য সীলমোহর আঁটিয়া দেন। 'আল আইয়িমাতো মিনাল কোরাইশ'-ইমাম (অর্থাৎ জাতির নেতা) কোরাইশদের ভিতর হইতে হইবে–নবীর এই উক্তির মূলে একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। গোত্রকলহ-বিক্ষুব্ধ আরবে কোরাইশ ছাড়া অন্যকোনো গোত্রই এমন ছিলনা যাকে সকল সম্প্রদায় মানিয়া লইবে। অন্য যেকোনো গোত্র নেতৃত্ব করিল সমগ্র আরব-ভূখণ্ডে সঙ্গে সঙ্গে গৃহযুদ্ধ ও তলোয়ারের খেলা শুরু হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল এবং সেরূপ কিছু ঘটিলে ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রেরও ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠিত। তাই ভবিষ্যদ্দর্শী নবী এই একটি বিষয়ে কোরাইশদের প্রাধান্য দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং তাহা যে খুবই সঙ্গত হয়েছিল, ভাবি ইতিহাসের ধারা তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। আনসারগণও হজরত আবু বকরের যুক্তি নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছিল এবং ইহার পর আর কখনও তারা খিলাফতের দাবি উত্থাপন করে নাই। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট, এই ঘটনার পর মদিনার আনসারগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মক্কার কোরাইশদের সহিত একধাপ নিচে নামিয়া যায় এবং সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়াও তাদের পশ্চাৎ পঙ্‌ক্তিতে আসন লাভ করে। হজরত আবু বকর ও হজরত উমর উভয়েই তাদের এই ভাগ্য-বিপর্যয় দরদের সহিত অনুভব করেছিলেন এবং সর্বদা তাদের স্বার্থের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। তাঁরা রাষ্ট্রের সকল কাজে আনসারদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং যথাসম্ভব তাহাদের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিতেন। হজরত উমর তাদের ভিতর হইতে কতিপয় ব্যক্তিকে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। হজরত ওসমানও তাদের অতীতের মহত্ত্ব বিস্মৃত হন নাই। খলিফা হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি তাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। নেতৃস্থানীয় আনসারগণ অনেক সময় হজরত ওসমান ও তাঁর বিরোধী দলের ভিতর সালিশি করিতেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষার্ধে কোরাইশগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা হস্তগত করায় আনসারদের সহযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ক্ষমতার আসনগুলো হইতে তারা ক্রমেই অপসৃত হইতে থাকে এবং সাধারণ আরব ও তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য আর থাকে না।

---

২. ডক্টর তোয়াহা হোসাইন (মিসরি) প্রণীত 'হজরত ওসমানের' মৌলানা নূরউদ্দীন আহমদ কৃত অনুবাদ ২০৮ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

মক্কার কোরাইশগণ আনসারদের কি চোখে দেখিত, বদরযুদ্ধের একটি ঘটনা তাহা ফুটাইয়া তুলেছিল। বদরে যখন উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য মুকাবেলা করে, তখন সর্বপ্রথম ওৎবা নামক এক প্রখ্যাত পাহলোয়ান কোরাইশ শিবির হইতে নির্গত হয়ে রণক্ষেত্রে আস্ফালন করিতে থাকে এবং মুসলিম পক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান করে। ওৎবার পৃষ্ঠরক্ষী ছিল তাহার এক ভ্রাতা এবং পুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ ওলিদ। তাদের আস্ফালন দেখিয়া নবীর সেনাদল হইতে প্রথমে চারজন আনসার তরবারি হস্তে ময়দানে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ওৎবা তখন চিৎকার করিয়া বলে, 'হে মোহাম্মদ, আমরা কি মদিনার এই চাষাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল? আমাদের সামনে উপযুক্ত যোদ্ধা পাঠাও।' ইহার পর হজরত আলি ও মহাবীর হামজা ময়দানে অবতীর্ণ হন এবং ওৎবার আহ্বান গ্রহণ করেন।

মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর আগে যাহারা নবীর সহচরদের সাদরে নিজেদের সংসারে স্থান দিয়াছিলেন এবং নিঃস্বার্থভাবে তাহাদের নিজ নিজ পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পর্যন্ত দিতে আগ্রহশীল ছিলেন, তারা এই ভাগ্য নিপর্যয়কে নিজেদের অদৃষ্টের লিখন বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিলেন এবং কোনরূপ উষ্মা প্রকাশ করিতেন না। হজরত ওসমানের কার্যকলাপে তারা নির্বিকার থাকতেন এবং অধিকাংশ সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিতেন। কিন্তু হিযরতের যমানায় যাহারা বালক ছিল, আনসারদের সেইসব সন্তানগণ এখন সাবালক হয়েছে। তারা এই নব বিপর্যয়কে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কোরাইশদের তুলনায় তাদের প্রতি অবিচার করা হইতেছে, ইহা তারা বেদনার সহিত অনুভব করিত এবং এই বেদনা ক্রমে ক্রমে ক্ষোভে রূপান্তরিত হইতে থাকে। একথা তাদের নিকট অবিদিত ছিল না যে, মক্কার কোরাইশগণ নবী ও ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল এবং মদিনার আনসারদের আশ্রয় না পাইলে হয়ত অসহায় ইসলাম দুনিয়া হইতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাইত। আর আজ সেই কোরাইশগণই হয়েছে ইসলামি রাষ্ট্রে সর্বেসর্বা। তাই হিযরতের চৌত্রিশ বৎসর পরে, হজরত ওসমানের ভাগ্যাকাশে যখন কাল মেঘ ঘনাইয়া আসে, তখন মদিনার সাবেক অধিবাসীরা, যাহারা হিজরত-যুগের সেই মহানুভব আনসারদেরই সন্তান ছিল, তারা খলিফাকে রক্ষা করার জন্য অন্তরে বিশেষ তাগিদ অনুভব করে নাই। তাদের পিতৃপুরুষদের ভিতর যে দুই চারিজন জীবিত ছিলেন তারা বৃদ্ধ হয়েছিল। অতীত দিনের দুঃখের স্মৃতি এবং বহু যুগের বেদনাদায়ক ইতিহাস রোমন্থন করিয়া অশ্রু বিসর্জন ছাড়া বার্ধক্যের দুর্বহ দিনগুলো কাটাইবার অন্য কোনো অবলম্বন তাঁর খুঁজিয়া পাইতেন না।

সাধারণ আরব

কোরাইশ ও আনসারদের পরবর্তী পর্যায় ছিল আরবের সাধারণ অধিবাসীরা। কিন্তু এই সাধারণ আরবদের ভিতর আবার ইরাক, সিরিয়া, হিজায ও ইয়েমেনের মুসলমানরা অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমান হইতে নিজদের উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী মনে করিত। কারণ, তারা হজরত আবু বকর ও হজরত উমরের আমলে ইসলামের সকল বিজয় অভিযানে অংশ গ্রহণ করিত এবং তাদের শৌর্যবীর্য ইসলামি রাষ্ট্রকে দুনিয়ার বুকে স্থায়িত্ব দান করেছিল। হজরত উমর তাদের এই সহযোগিতার উপযুক্ত স্বীকৃতি দান

www.bjilibrary.com

করেছিলেন এবং তাদের ভিতর হইতে কতিপয় ব্যক্তিকে প্রাদেশিক গবর্নরের দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

এদিকে মক্কার কোরাইশরা, ইরাক, ইয়েমেন প্রভৃতি প্রান্তিক প্রদেশের সাধারণ মুসলমানদের নিজেদের সমপর্যায়ে আসন দিতে কখনও রাজি হন নাই। এই সম্পর্কে কুফার গভর্নর সাঈদ বিন আল আসের সময়কার একটি ঘটনা ইতোপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

কোরাইশদের ঔদ্ধত্য ও আভিজাত্যের গর্ব সাধারণ আরবদের মনে পীড়া দিত। কথিত আছে, ওলিদ বিন ওক্‌বা যখন কুফার গভর্নর-পদ হইতে অপসারিত হন এবং সাঈদ বিন আল আস উক্ত পদে নিযুক্ত হন, তখন কুফার লোকেরা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, 'এক কুরাইশ যাইবে, অন্য কুরাইশ আসিবে, তাদের ভাগ্য যেমন তেমনই রহিয়া যাইবে।' সাধারণ আরবদের মনের ক্ষোভ আরও বাড়িয়া যায় এই কারণে যে হজরত ওসমান হজরত উমরের নিয়োজিত বহু অভিজ্ঞ গভর্নরকে অপসারিত করিয়া তাদের স্থলে আপন আত্মীয়-স্বজন ও স্বগোত্রীয় লোকদের নিয়োগ করেন, যদিও ইহাদের ভিতর কেহ কেহ বয়সে নিতান্ত তরুণ ও শাসনকার্যে অনভিজ্ঞ।

পূর্বেই বলা হয়েছে, হজরত ওসমানের অর্থনীতি সাধারণ আরবদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়েছিল। ধনী ব্যক্তিরা হজরত ওসমানের আমলে হিযাজ, মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের কৃষকদের জমি লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে থাকে। ইহাদের অধিকাংশ ছিল কোরাইশ। তারা কৃষকদের দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া তাদের কৃষিজমি কিনিয়া জমিদার হইত, আর বিক্রয়কারী প্রজারা ঐ সব জমিদারের খামার জমিতে মজুর খাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করত। আবার আজ যিনি জমিদার আছেন, কিছুদিন পর দেখা যাইত তিনি অন্যের সঙ্গে জমি বদল করিয়া সরিয়া গিয়াছেন এবং নতুন লোক তাঁর স্থলে জমিদার হয়েছেন। এই সব নতুন মালিক সাধারণত নতুনভাবে পীড়ন করিত প্রজার নিকট হইতে অধিকতর কর আদায় করিয়া লাভবান হইবার জন্য। সাধারণ আরবদের এক বিপুল অংশ এইভাবে কোরাইশ ভূস্বামীদের প্রজা অথবা মজুর শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল। হিজাজ, ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি আরব এলাকার জনসাধারণ ইহাতে মনে মনে ক্ষুণ্ন হয়েছিল।

অন আরব

সাধারণ বিজিত প্রদেশসমূহের অধিবাসীরা অনারব ছিল। তাদের কতক লোক ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। অবশিষ্ট লোকেরা স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাদের জিম্মি বলা হইত। যাহারা ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল, তাহাদের হজরত উমর নিয়মিত কর প্রদান ও খলিফার আনুগত্য সাপেক্ষে সাধারণ আরব প্রজার সমান অধিকার মঞ্জুর করেছিলেন। তারা যাহাতে তাদের ঘরবাড়ি ও জমিজমা হইতে উৎখাত না হয় এবং তাদের' কৃষি-জমির যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয় সে-সম্পর্কে তিনি নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু হজরত ওসমানের আমলে জমি হস্তান্তরের অনুমতি এবং জমিদারি ও জায়গিরদারি প্রথার উদ্ভব তাহাদের দ্রুত অধঃপতনের দিকে টানিয়া

www.bjilibrary.com

লইয়াছিল। ভূস্বামীগণ সাধারণত কোরাইশ ছিলেন। তাঁহাদের অধীনে কিছু সংখ্যক লোকের অবশ্য কর্ম-সংস্থান হইত, কিন্তু গোটা জাতি ধীরে ধীরে নিঃস্ব হইতে চলিয়াছিল। হজরত উমরের আমলে বিজিত জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রজারা যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত হজরত ওসমানের আমলে আরও কতক রদ করা হয় এবং কয়েকটি নতুন কর তাদের উপর ধার্য করা হয়। বিজিত জাতিগুলোর ভিতর যাহারা চিন্তাশীল ছিল তারা ইহা অনুভব করিত এবং অন্তরে অন্তরে খলিফার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইত। প্রত্যেক যুগেই বিপ্লবের সূচনায় দেশের চিন্তানায়করাই জনসাধারণকে চালিত করে। তাই আরবের শাসকশ্রেণীর উপর চিন্তা নায়কদের এই প্রকার অনাস্থা ও বিরাগের ভিতর রাষ্ট্রের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা নিহিত ছিল।

জিম্মি

মুসলিম রাষ্ট্রে খ্রিস্টান, ইহুদি, অগ্নি-উপাসক প্রভৃতি নানা জাতীয় অমুসলমান প্রজাও বাস করিত। তাহাদের মুসলমানেরা কখনও ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করে নাই। সরকারের আনুগত্য এবং জিযিয়া প্রদান সাপেক্ষে তারা মুসলিম রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করিত এবং স্ব স্ব ধর্মমতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। রাষ্ট্র তাহাদের রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাহাদের জিম্মি অর্থাৎ রাষ্ট্রের আমানত বলা হইত। হজরত উমরের আমলে ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাদের প্রতি মুসলমান প্রজাদের মতোই ব্যবহার করা হইত। তারা সরকারে দাবি পূরণ করিলে এবং সরকারের উপর তাদের দাবিসমূহ উপযুক্ত বিবেচিত হইলে, ইসলামের নির্ধারিত কোনো সুযোগ হইতেই তারা বঞ্চিত হইত না। হজরত ওসমানও এই নীতি মানিয়া চলিতেন। কিন্তু তাঁরা আমলে জিম্মিদের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতে তাকে এবং শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের আর সাড়া পাওয়া যায় না। তাদের অনেকে সম্ভবত ক্ষমতা ও চাকরি লাভের সুবিধার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং অবশিষ্ট লোকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের খাতিরে স্থানীয় প্রতিবেশীদের সহিত নিজেদের এমনভাবে খাপ খাওয়াইয়া ছিল, তাদের পৃথক সত্তা আর অনুভব করা যায় নাই।

দাসশ্রেণি

ক্রীতদাস ও যুদ্ধবন্দি উভয়ই দাসশ্রেণীভুক্ত ছিল। নবী অবশ্য ক্রীতদাসদের সরাসরি মুক্তির আদেশ দেন নাই, কিন্তু ক্রীতদাসকে মুক্তিদান অত্যধিক পুণ্যের কাজ বলিয়া ঘোষণা করেন। অধিকন্তু, তিনি ভবিষ্যতে পণ্য হিসাবে মানুষের ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। যুদ্ধবন্দিগণ যতদিন তাদের আত্মীয়স্বজন তাহাদের মুক্তি করার ব্যবস্থা না করিত, স্ব স্ব মনিবের গৃহে দাসত্ব করিত। অবশ্য বহু যুদ্ধবন্দি ত্বরায় অথবা বিলম্বে মুক্তিপ্রাপ্ত হইত। ক্রীতদাসদের ভিতর আজাদিপ্রাপ্তদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এইসব আজাদ গোলাম দিন-মজুরি করিয়া, তখনও বা ভূমি-

www.bjilibrary.com

মালিকদের খামারে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহাদের কোনো সত্তা ছিল না। কিন্তু হজরত ওসমানের আমলে দাস ও গ্রাম্য আরবদের সংযোগে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমাজে এক স্বতন্ত্র স্তর গঠিত হয়। ইহাদের কোনো রাজনৈতিক সত্তা না থাকিলেও সমাজে ইহারা নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির হেতু হয়েছিল। তাদের অসংযত আচরণ ও শালীনতা-বিরোধী রুচির জন্য শাসকবর্গকে কিরূপ বিব্রত থাকিতে হইত, হজরত ওসমানের নিকট কুফার গভর্নর সাঈদ ইবনে আল আস কর্তৃক লিখিত পত্রে তাহা বিবৃত হয়েছে।

খলিফার প্রতি প্রজাবর্গের বিরূপ মনোভাব

আরবের জনসাধারণ সকলেই যে ধর্মের প্রতি অনুরাগ বশত ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাহা নহে। কতক লোক বিপদে পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ, কতক যুদ্ধ জয় ও মালে গণিমতের আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মদিনা হইতে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে এই ধরনের মুসলমানের ভিতর ইসলামি শিক্ষা ভালরূপে প্রচারিত হইবার পূর্বেই ইসলাম দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়। এই সব লোক তখন গৃহ ছাড়িয়া সামরিক ছাউনিতে জামায়েত হওয়ার জন্য বাহির হয়ে পড়ে। ইহাদের বাহুবল ও শোণিত-তর্পণ দ্বারাই ইসলাম সর্বত্র জয়যুক্ত হয়েছিল। কোরাইশরা এবং দুই চারজন আনসার জঙ্গের ময়দানে নেতৃত্ব করিলেও মূল সেনাদল গঠিত ছিল আরবের এই সব জনসাধারণ দ্বারা।

আরবের লোক ছিল চির স্বাধীনতা-প্রিয় এক বাঁধনহারা জাতি। ইসলামের দীনিয়াত ইহাদের ভিতর কার্যকরী হউক আর না হউক, তার নিকট ওয়াদা ছিল এইসব পেশী-সর্বস্ব, উত্তেজনাপ্রবণ, উচ্ছৃঙ্খল জন-সঙ্ঘের মূলধন। সে ছিল সাম্যের ওয়াদা। ইহারা ইসলাম গ্রহণের সময় নবী করীমের সেই ওয়াদাও ইহাদের শুনান হয়েছিল, যাহাতে বলা হয়েছে, যাহারা আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রতি ইমান আনিবে, তারা পৃথিবীতে সম্মান ও পরকালে পুণ্যের রাসুলের প্রতি ইমান আনিবে, তারা পৃথিবীতে সম্মান ও পরকাল পুণ্যের অধিকারী হইবে। ইহারা কেহ কাহাকে মানিতে চাহিত না, কেবল তাদের সর্দার ব্যতীত। তাই সাম্যের ওয়াদা তাদের কাছে বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। হজরত উমর যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি ইসলামের এই পবিত্র ওয়াদা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করিতেন। শাসক নিযুক্ত করার সময় তিনি শুধু মদিনা ও মক্কার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেন না। দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ হইতেও যোগ্য লোকদের নির্বাচিত করিতেন এবং তাদের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করিতেন। মদিনার সাহাবি ও আনসার যুবকগণ তাঁর আমলে শাসনকার্যে ন্যায্য অংশ পাইত বলিয়া রাজধানীর আনুগত্য সম্বন্ধে হজরত উমর নিশ্চিন্ত ছিলেন। লোকের আচার-ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদেও হজরত উমর যথাসম্ভব সমতা রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, আরবের লোকেরা ছিল অধিকাংশই দরিদ্র। ধনী ব্যক্তিদের আহার-বিহার ও জৌলুস তাদের মনে হীনমন্যতা ও বিচ্ছিন্নতার উদ্রেক করিতে পারিত। কথিত আছে, সাহাবি আবদুর রহমান বিন আউফ, যিনি অতুলনীয় ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন, দেহে খুজলি ব্যারামের জন্য নবীর নিকট রেশমি বস্ত্র

www.bjilibrary.com

পরিধানের অনুমতি পাইয়াছিলেন। হজরত উমর যখন খলিফা, সেই সময় একদিন তিনি পুত্র সহ খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। উভয়ের পরিধানে রেশমি কুর্তা ছিল। হজরত উমর পুত্রটির জামার ভিতর হাত ঢুকাইয়া উহা লম্বালম্বি ফাড়িয়া ফেলেন। আবদুর রহমান বিস্ময়ে বলিলেন, আপনি কি জানেন না, নবী এই প্রকার রেশমি বস্ত্র পরিধানের জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন।' হজরত উত্তর করিলেন, 'হ্যাঁ' কিন্তু সে ছিল শুধু তোমার জন্য, তোমার পুত্রের জন্য নয়।' হজরত ওসমানের আমলে এই সাম্য-নীতিতে ভাটা নামিয়া আসে। গোত্রে গোত্রে, ব্যক্তিতে বৈষম্য তখন প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ইহাতে সাধারণ আরবদের মনে দুঃখ জমিত। কারণ, তাদের ভিতর এই চেতনা সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল, তাদের শোণিত ও অস্থি-পঞ্জরের উপর ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। অথচ সামাজিক মর্যাদায় তারা কত হীন। শাসক মণ্ডলীর নিকটও তাদের দাবি-দাওয়া অগ্রাধিকার পাইত না। তারা হজরত উমরের জমানার সহিত হজরত ওসমানের জমানার তুলনা করিত এবং ক্ষোভে অধীর হইত।

অথচ এ কথা সত্য, মাত্র বিশ বৎসর আগেও এইসব লোক অন্ধকার জমানার জীব ছিল এবং তাহাদের কেউ গ্রাহ্য করিত না। যে সময় তারা যে প্রকার গোত্রীয় কলহ, হিংসাত্মক মনোবৃত্তি, কুলের মাহাত্ম ও শৌর্যের অহঙ্কার লইয়া মাতিয়া থাকিত এবং স্বভাবের যে ঔদ্ধত্য তাহাদের কোন দিন নিজ গোত্র ছাড়া অন্য কাহারও সহিত মিলিত হইতে দেয় নাই, সেইসব প্রবৃত্তি তাদের ভিতর হইতে এখনও একেবারে মুছিয়া যায় নাই। তার উপর যুদ্ধজয়ের গৌরব ও মালে গণিমতের প্রাচুর্য তাদের ভিতর আত্মগরিমা ও মর্যাদাবোধ জাগ্রত করেছিল। উহা সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদজনক পরিস্থিতির উদ্ভব খুবই স্বাভাবিক। তাই শাসক সম্প্রদায়ের কর্তব্য ছিল, এই বিরাট জনসঙ্ঘকে বশীভূত রাখা তাদের ভিতর হইতে কুরুচি, বর্বরতা প্রভৃতি সাবেক সংস্কারসমূহ দূরীভূত করা এবং ইসলামি শিক্ষায় তাহাদের মার্জিত ও উদ্ধৃত করা। কিন্তু তাঁরা তাহা পারেন নাই, অথবা সেদিকে মনোযোগ দেন নাই। তাই হজরত ওসমানের নিজের হৃদয়ে প্রজা হিতৈষণা যথেষ্ট থাকিলেও উহা প্রজাদের অন্তর স্পর্শ করে নাই, কেননা, মাঝখানে, তাঁর প্রভুত্ব-প্রিয় ও আত্মসুখ সর্বস্ব কর্মচারীরা যে প্রাচীর রচনা করেছিল তাহা দুর্লঙ্ঘ্য ছিল।

হজরত আলিকে শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে হজরত ওসমান জড়িত না করিলেও তিনি, প্রয়োজন দেখা দিলে, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হজরত ওসমানকে উপদেশ দিতে যাইতেন। একদিন তিনি যখন হজরত ওসমানের সহিত তাঁর গভর্নর নিয়োগের ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়া আলোচনা করিতে ছিলেন, হজরত ওসমান আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলিয়াছিলেন, 'হজরত উমরও তো মুগীরা প্রমুখ তাঁরা অনুগত লোকদের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। কৈ, তখন তো কোনো কথা উঠে নাই। আমির মু'য়াবিয়াকে হজরত উমরই সিরিয়ার গভর্নর-পদে বহাল করেছিলেন।' উত্তরে হজরত আলি বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁ, তবে হজরত উমর তাঁর গভর্নরদের ওপর কড়া নজর রাখিতেন।

www.bjilibrary.com

মু'য়াবিয়ার কথা বলিতেছেন? মু'য়াবিয়া হজরত উমরকে যত ভয় করিত, তাঁর গৃহভৃত্য ইর্‌ফাও বোধ করি তাঁকে ততখানি ভয় করিত না। আপনার শাসনকর্তারা তো স্বাধীন, তারা নিজেদের ইচ্ছামতো হুকুম জারি করে এবং খলিফার নাম ব্যবহার করে। আপনি তাদের কিছুই করিতে পারেন না।' হজরত আলির কথার তাৎপর্য এই ছিল যে, বনি-মুইত ও বনি-উমাইয়া গোত্রের কোনও গভর্নরকেই তিনি পদচ্যুত করেন নাই, যতক্ষণ না লোকগণ তাঁকে এ কাজে বাধ্য করিয়াছে। হজরত ওসমান নির্বোধ ছিলেন না। তিনি নিজেও তাঁর দুর্বলতা অনুভব করিতেন এবং বলিতেন, 'উমরের মতো প্রকৃতি সকলের হয় না।' বায়তুল মালের বণ্টন লইয়া বিতর্ক উঠিলে একদিন তিনি মিম্বরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করেন– 'খাত্তাবের পুত্র তোমাদের তিরস্কার করিত তোমাদের কথার কড়া জবাব দিত, তোমরা তাঁকে ভয় করিয়াছ এবং তাঁর ব্যবহারে সন্তুষ্ট রহিয়াছে। অথচ তোমরা সেই সব কথায় আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতেছে এবং তাহা এই জন্য, আমি তোমাদের উপর হাত তুলি নাই।'[১] হজরত ওসমান যে নিজেকে কতদূর অসহায় মনে করিতেন, তাঁর এই খেদ উক্তই তার প্রমাণ। অথচ এই অবস্থার প্রতিকারেরও উপায় ছিল না। মদিনার সাহাবিদের সহানুভূতি তিনি হারাইয়া বসিয়াছিলেন। যে কোরাইশদের জন্য তিনি কলঙ্কের ডালি মাথায় বহিলেন, তারাও স্বার্থসিদ্ধির পর তাঁকে ছাড়িয়া গেল। জমিদারি অর্জনের পর তাঁরা সম্পত্তির রক্ষার অজুহাতে সাম্রাজ্যের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। তাদের বেশির ভাগ যায় সিরিয়ায়। সেখানে আমির মু'য়াবিয়ার কঠোর শাসনে লোকজনের ভিতর শৃঙ্খলা বিরাজ করিত; বিলাসে নিমজ্জিত ধনী ব্যক্তিরা যাহা খুশি তাহাই করিয়া গেলেও জনসাধারণের উচ্চবাচ্য করার সাহস ছিল না। বিলাসের উপকরণও ছিল সেখানে প্রচুর। কারণ, পনেরো বিশ বৎসর আগেও উহা রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং দামেস্ক ছিল রোমকদের দ্বিতীয় রাজধানী। উমাইয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বী হাশেমি গোষ্ঠী হজরত ওসমানের বিরোধিতা না করিলেও মারওয়ান কখনও হজরত ওসমানকে তাদের আওয়াত যাইতে দিতেন না, পাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তগত হয় এবং তারা শক্তি চঞ্চয় করে। তার ফলে হজরত ওসমান এই শক্তিশালী গোষ্ঠীরও সক্রিয় সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হন।

১. ডক্টর তোয়াহা হোসাইন (মিসরি) প্রণীত হজরত ওসমানের মৌলানা নূরউদ্দীন আহমদ কৃত অনুবাদ ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

উনবিংশ অধ্যায়

বিদ্রোহের পূর্বাভাস

কুফায় শাসকশক্তির প্রকাশ্য বিরোধিতা

কুফার এক বৈঠকে সোয়াত উপত্যকার অধিকার সম্পর্কে গভর্নর সাঈদের একটি উক্তির ফলে কিভাবে দাঙ্গা হয়েছিল, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর একদিনের ঘটনা: গভর্নরের দরবারে বিশিষ্ট সাহাবি তালহা সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতেছিল। লোকেরা তাঁর দান-খয়রাতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছিল। গভর্নর বলিলেন, 'তালহা যেরূপ ধনী, তাতে এরূপ দানখয়রাত তো তিনি করিবেনই। তাঁর মতো ধন-সম্পদ আমার থাকিলে আমিও ধান-খয়রাত করিয়া তোমাদের খুশি করিতাম।' ইহাতে বনি-আওসাদ বংশীয় এক যুবক বলে, ফোরাত-তীরের অমুক জমিগুলো আমিরের হইলে কি সুখের হইত। আমরা মালে গণিমত হিসাবে তার চাষ-আবাদ করিতে পারিতাম। কথাটি গল্পচ্ছলে বলা হয়ে থাকিলেও উপস্থিত লোকদের উহা মনঃপুত হয় নাই। নাই তারা যুবকটির প্রতিবাদ করে। আওসাদ গোত্র শক্তিশালী ছিল। ক্রমে দুইদলে বচসার সৃষ্টি হইল এবং বচসা হইতে হাতাহাতি ও রক্তারক্তি হয়ে গেল। যুবকটি এত মার খাইল, সভাস্থলে যে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিল।

সাঈদ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন এবং দুই দলের ভিতর বারটি আপসে মিটাইয়া ফেলার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। লোকদের মন পূর্ব হইতেই তিক্ত ছিল। শহরে দলাদলি ও রেষারেষি চলিতে থাকায় এবং গণ-বিক্ষোভ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ায় দুর্বৃত্তপরায়ণ লোকেরা সুযোগ পাইয়া বসিল। তারা নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও লুটতরাজ করিতে লাগিল শহরের অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠিতে লাগিল। শহরের শক্তিশালী ব্যক্তিদের অধিকাংশ তখন পারস্যের যুদ্ধ-শিবিরে, তারা জিহাদে রত ছিল। এ অবস্থায় গভর্নর নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিলেন। ইতোমধ্যে তিনি খলিফার নিকট হইতে তাঁর পূর্ব-লিখিত পত্রের জবাব পাইলেন। খলিফা লিখিয়াছেন, 'নগরের শান্তি রক্ষার্থে বিদ্রোহ ভাবাপন্ন লোকগুলোকে সিরিয়ায় পাঠাইয়া দাও। সেখানে মু'য়াবিয়ার শাসনাধীনে তারা সংশোধিত হইবে।' খলিফা আমির মুয়াবিয়াকেও তাঁর আদেমের কথা জানাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, মু'য়াবিয়ার শাসনাধীনে তারা সংশোধিত হইবে।' খলিফা আমির মু'য়াবিয়াকেও তাঁর আদেমের কথা জানাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, মু'য়াবিয়ার শক্তিশালী শাসনে এবং সিরিয়ার জনগণের অবিচলিত রাজভক্তির সংস্রবে এই রাষ্ট্রদ্রোহী লোকদের মনোবৃত্তির পরিবর্তন ঘটিবে।

www.bjilibrary.com

খলিফার নির্দেশ অনুযায়ী গভর্নরবিরোধী পক্ষের দশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করিলেন। কিন্তু ইহা লইয়া কুফার আলিম সমাজে নানা কূটতর্ক চলিতে লাগিল। একজন নাগরিককে কোন্ কোন্ অপরাধে তাহার ঘরবাড়ি হইতে উৎখাত করা যায়, কুরআনে তাহার উল্লেখ আছে। এই দশ ব্যক্তির অপরাধ তার গণ্ডীর ভিতর পড়ে কিনা তাহা লইয়া বিতর্কের সীমা রহিল না। নির্বাসিত লোকদের ভিতর শক্তিশালী জননায়ক ও যোদ্ধা মালিক উশ্‌তারও ছিলেন। শহরে তাদের প্রতিপত্তিও ছিল অসাধারণ। তাঁহাদের জন্য নগরের অকোরাইশগণ আক্রোশে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

নির্বাসিত ব্যক্তিরা দামেস্ক পৌঁছিলে মু'য়াবিয়া সেন্টমেরি নামক পরিত্যক্ত গির্জায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ভ্রমণে যাওয়ার পথে এই লোকগুলোর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাহাদের কোরাইশদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের নিজেদের অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে নসিহত শুনাইয়া যাইতেন। তাঁর অহমিকাপূর্ণ কর্কশ ব্যবহারে কুফার এই লোকগুলো বিরক্ত হয়ে উঠে। কয়েক দিন অপমান সহ্য করার পর একদিন তারা অতিষ্ঠ হয়ে মু'য়াবিয়াকে কড়া কথা শুনাইয়া দিল। ইহাতে মু'য়াবিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে তাহাদের হেম্‌স শহরে নির্বাসিত করেন।

হেম্‌স শহর উত্তর-সিরিয়ায় অবস্থিত। তথাকার গভর্নর ছিলেন মহাবীর খলিদের পুত্র আবদুল্লাহ্। ইনি অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। এক মাস কাল এই রাজবন্দিগণ তাঁর এলাকায় ছিল। যখনই গভর্নর অশ্বারোহণে বাহির হইতেন, এই লোকগুলোকে অপমান করিতেন। তিনি তাহাদের অসভ্য, বর্বর এবং ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া কটূক্তি করিতেন এবং বলিতেন, তোমরাই ত মুসলিম সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করছে।

অত্যাচারে, অপমানে ও বন্দিত্বের ফলে নির্বাসিত নেতাদের মনোবল ভাঙিয়া পড়ে। তারা শেষে নিজেদের অনুতপ্ত বলিয়া প্রকাশ করে এবং এইভাবে নির্বাসন হইতে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু তারা ইহার পর লজ্জাবশত কুফায় আর ফিরিয়া যায় নাই। সিরিয়াতেই থাকিয়া যায়। শুধু তাদের নেতা মালিক উশ্‌তার রাজধানীর পরিস্থিতি অবগত হওয়ার জন্য গোপনে মদিনায় চলিয়া গেলেন। নির্বাসিত ব্যক্তিরা তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এদিকে তারা কুফায় না আসিলেও তাদের দুঃখের কাহিনি কুফাবাসীদের জানিতে বাকি ছিল না। অথচ ইহার কোনও প্রতিকারের উপায়ও তাঁরা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাই রুদ্ধ আক্রোশ তাদের ভিতর এক ব্যাপক গণ-উত্থানের রূপ গ্রহণ করিতেছিল।

মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, কিন্তু কুফার অবস্থার কোনও উন্নতি দেখা গেল না। রাজদ্রোহিতা পুরামাত্রায় বিরাজ করিতে থাকিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সংসর্গ স্থানীয় ব্যক্তিদের ভিতর শান্তি রক্ষার পক্ষে অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত তারা তখনও যুদ্ধব্যপদেশে পারস্যে অবস্থান করিতেছিল।

ক্রমে মিসরের বিদ্রোহী দলের সহিত কুফার বিদ্রোহী দলের যোগসূত্র স্থাপিত এবং জনগণের ভিতর সাহস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিদ্রোহ আগাইয়া চলিল। এই

www.bjilibrary.com

অবস্থায় ভগ্নহৃদয় সাঈদ মদিনায় চলিয়া গেলেন এবং হজরত ওসমানের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। গভর্নরের এই সামরিক অনুপস্থিতির সুযোগে বিদ্রোহীরা প্রকাশ্যে আপনাদের সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তারা সিরিয়া হইতে তাদের নির্বাসিত নেতৃবর্গকে ফিরাইয়া আনিল এবং মালিক উশ্‌তারকেও মদিনা হইতে ডাকিয়া লইল। শহরে দারুণ উত্তেজনা চলিতে লাগিল।

একদিন মালিক উশ্‌তার কুফার জামে মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া, নামাজে আগত জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন– 'আমি এই মাত্র আমাদের উচ্ছৃঙ্খল শাসনকর্তা (সাঈদ)কে মদিনায় দেখিয়া আসিলাম। তিনি তথায় আমাদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং খলিফাকে উপদেশ দিয়েছেন, আমাদের সামরিক বৃত্তি এমন কি অসহায় রমণীদের বৃত্তিও কাটিয়া দিতে এবং যে সকল প্রশস্ত ময়দান আমরা বাহুবলে দখল করিয়াছি সেগুলোকে কোরাইশদের উদ্যান সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে।

এদিকে গভর্নর সাঈদ মদিনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। তিনি যখন কুফার নিকটবর্তী হয়েছেন, জনতা সংগবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হইতে থাকিল এবং ক্যাডেসিয়া প্রান্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাঁকে দূত মারফৎ জানাইয়া দিল, কুফাবাসীরা তাঁকে দূত মারফৎ জানাইয়া দিল, কুফাবাসীরা তাঁকে আর চায় না। গভর্নর স্থানীয় ভদ্রলোকদের সহযোগিতায় বিদ্রোহী জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করিলেন। তিনি তাহাদের ধৈর্য ধারণ করিতে উপদেশ দিলেন। ইহাতে কাক্কা নামক প্রখ্যাত যোদ্ধা বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, 'জনগণ যা চায় তা তারা না পাওয়া পর্যন্ত তাদের কলরব থামাইবার চেষ্টা করার চাইতে বরং ঐ ফোরাত নদীতে যখন জোয়ার আসে তখন তাকে উল্টা দিকে প্রবাহিত করানোর চেষ্টা করিয়া দেখ।' নির্বাসিত জনৈক নেতার ইয়াযিদ নামক এক ভ্রাতা ইত্যবসরে একটি নিশান উড্ডীন করিয়া যাবতীয় বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে তার তলে আহ্বান করিল এবং অত্যাচারী গবর্নরের কুফায় প্রবেশ রোধ করিতে বলিল। সাঈদ এতটা আশঙ্কা করেন নাই। তিনি বলিলেন, 'তোমরা মদিনায় খলিফার নিকট তোমাদের অভিযোগ পাঠাইলেই ত চলিত; তা না করিয়া তোমরা হাজার লোক আসিয়াছ একজন লোকের বিরুদ্ধে।'[১]

কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা গভর্নরের কথায় কর্ণপাত করিল না। তাঁর ভৃত্য জনতার ভিতর দিয়া পথ করার চেষ্টা করিতে গিয়া মালিক উশ্‌তা কর্তৃক নিহত হইল। অগত্যা গভর্নর সাঈদ পুনরায় মদিনায় পালাইয়া গেলেন সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন, খলিফা ইতোপূর্বেই কুফার বিদ্রোহের সংবাদে' অভিভূত হয়ে পড়িয়াছেন এবং বিদ্রোহীরা যাহা চায় সেই দাবি পূরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।

১. মূ'য়র প্রণীত Annals of the Early Caliphate, ৩১৬-১৮ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

খলিফার নিকট বিদ্রোহী-নেতা মালিক উশ্‌তারের পত্র

কুফার অধিবাসীগণ একের পর এক তাদের গভর্নর বদলাইতেছিল এবং তাদের আবদার দিন দিন সীমা ছাড়াইয়া চলিয়াছিল। উদার হৃদয় খলিফা দেশের সামগ্রিক বিপ্লবও অশান্তি পরিহারের আশায় এই দলগত আবদার সহিয়া যাইতেছিলেন। গভর্নর সাঈদ-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর পরও খলিফা কুফাবাসীদের সম্বন্ধে আশা ছাড়িয়া দেন নাই। কারণ, বিরোধী দল তখনও স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেন নাই। তারা চলিয়াছিল বাদ্যতামূলকভাবে খলিফার নিকট হইতে দাবী আদায় করা। তাদের দাবি পূরণ হইলেই তারা খলিফার প্রতি তাদের আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিবে, এরূপ আশা করা তখন পর্যন্ত হজরত ওসমানের পক্ষে অযৌক্তিক হয় নাই। এ সম্বন্ধে বিরোধী দলীয় নেতা মালিক উশ্‌তারের একখানা চিঠি প্রণিধানযোগ্য হজরত ওসমানকে মালিক উশ্‌তার লিখিতেছেন:

'মালিক ইবনে হারিসের পক্ষ হইতে আচ্ছন্ন-বুদ্ধি, পথভ্রষ্ট এবং নবী ও কুরআনের নীতি-বিচ্যুত খলিফার প্রতি–

আপনার চিঠির মর্ম আমরা অবগত হয়েছি। খলিফা হিসেবে আপনার নিকট আমাদের দাবি এই, আপনাকে এবং আপনার নিয়োজিত শাসনকর্তাদের অন্যায় ও যুল্‌ম হইতে বিরত হইতে হইবে; ধার্মিক এবং পুণ্যবান লোকদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত নহে। আমরা আপনার প্রতি আনুগত্যে সন্তুষ্ট। আপনার বিশ্বাস, আমরা বাড়াবাড়ি করিয়াছি এবং এই বিশ্বাসই আপনাকে ভ্রমে ফেলিয়াছে; তাই আপনি যুলমকে ইনসাফ এবং অন্যায়কে ন্যায় মনে করছেন। এখন আপনার প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও অনুরক্তির প্রশ্ন-তা আপনি পাইবেন, যদি আপনি বুযর্গ ব্যক্তিদের ওপর জুল্‌ম করা থেকে, আমাদের ভক্তিভাজন পুণ্যচরিত্র লোকদের নির্বাসন দেওয়া হইতে, এবং যুবকদের আমাদের উপর শাসনকর্তা নিয়োগ করা হইতে ক্ষান্ত থাকেন। আপনি তওবা করুন, আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস মুসা আল আশারি এবং আবু হুজায়ফাকে আমাদের শাসক নিযুক্ত করুন। আপনার ওলিদ, আপনার সাঈদ এবং আপনার পরিবারের মনোনীত শাসনকর্তাগণ হইতে আমাদের অব্যাহতি দিন আস্ সালাম।[২]

খলিফা দেখিলেন, কুফার লোকেরা চায় আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস অথবা মূসা আল্ আশারিকে তাদের গভর্নররূপে এবং হুজায়ফা আল ইয়েমেনিকে রাজস্ব বিভাগের প্রধান রূপে। এতটুকু করিলেই কুফার লোকেরা তাঁর প্রতি আনুগত্যে অবিচল থাকিবে। তিনি বিদ্রোহীদের দাবী পূরণের জন্য সাঈদকে কুফার গভর্নর-পদ হইতে অপসারিত করিলেন এবং আবু মুসাকে তাঁর স্থলে নিয়োজিত করিলেন। আবু মুসা কুফায়

২. ডক্টর তোহা হোসেন (মিসরি) প্রণীত হজরত ওসমান ১২৭-১২৮ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

পৌঁছিলে বিপুল জনতা তাঁকে কুফার জামে মসজিদে অভ্যর্থনা জানাইল। কেল্লার সেনানায়কগণও ইহাতে যোগদান করিল। তিনি প্রথমে জনগণের নিকট হইতে খলিফার নামে বশ্যতার স্বীকৃতি আদায় করিলেন এবং তারপর মসজিদে বিরাট জনসংঘের নামাজে ইমামতি করিয়া নিজের পদ-দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। খলিফা যদি আপসমূলক মনোভাব প্রদর্শন না করিয়া বিদ্রোহের নেতাগণকে শাস্তি দিতেন, তাতে সাময়িকভাবে বিদ্রোহ দমন করা চলিত কিন্তু তার ফল বিপরীত হইত। বসরা, মিসর প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্রোহ ভাবাপন্ন এলাকায় ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিত এবং রাজ্যময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। খলিফার সহৃদয়তার ফলে আপাতত কুফা শান্তুর্তি ধারণ করিল এবং এখন পর্যন্ত বিদ্রোহ কুফাতেই সীমাবদ্ধ রহিল।

হাকিম ইবনে জাবালা

কুফায় যে সব ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহার পশ্চাতে এক গোপন হস্তের অঙ্গুলি সঞ্চালন লোকেরা সন্দেহ করিয়া থাকে। হাকীম ইবনে জাবালা নামক এক কূটনীতিবিশারদ জিম্মি তখন কুফায় অবস্থান করিতে ছিলেন। তাঁর পিতার জাবালা ছিলেন এশিয়া মাইনর প্রদেশের বাইজেনটাইন এলাকার এক খ্রিস্টান ভূস্বামী। ঐ অঞ্চলে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং অবিচল বিশ্বস্ততার দরুন তিনি বাইজেনটাইন সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন। অনেক ব্যাপারে তিনি উক্ত সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব করিতেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহে তিনি সামন্ত রাজার মর্যাদা উপভোগ করিতেন। কিন্তু ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ ইয়ারমুখ যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের হস্তে বন্দি হন এবং খলিফা হজরত উমরের নিকট আনীত হন। সেখানে তিনি বন্দিত্ব হইতে মুক্তিলাভের আশায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। হজরত উমর তাঁকে ছাড়িয়া দেন।

অতঃপর কিছুকাল তিনি স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মুসলিম এলাকায় বাস করেন, কিন্তু ইসলামে শরিয়তের কড়াকড়ি, বিশেষ করিয়া গীত বাদ্য ও মদ্য পানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা তাঁর ভালো লাগে নাই। তিনি পুনরায় খ্রিস্টান সমাজে ফিরিয়া যান এবং পূর্বের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল জীবন উপভোগে লিপ্ত হন। কিন্তু এদিকে মুসলিমদের বিজয়-স্রোত অব্যাহত থাকে। সিরিয়া আর্মেনিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিসর প্রভৃতি খ্রিস্টান শাসিত এলাকাগুলো খলিফার হস্তগত হয়। বাইজেনটাইন সম্রাট অস্ত্রের দ্বারা মুসলিমদের এই অগ্রগতি রোধ করিতে না পারিয়া ঐ সঙ্গে নানা কূটকৌশলেরও আশ্রয় লন। এই পরিস্থিতিতে হজরত উমরের ওফাতের কিছুকাল পূর্বে জাবালার সুযোগ্য পুত্র হাকিম ইবনে জাবালা মুসলমানরূপে আরবে প্রবেশ করেন এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান উৎস ইরাককে নিজ কর্মক্ষেত্ররূপে আরবে প্রবেশ করেন এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান উৎস ইরাককে নিজ কর্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লন। তিনি অবস্থান করিতেন রাজধানী শহর কুফায় এবং সেখান হইতে চতুর্দিকে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। মুসলিম ঐতিহাসিকদের অনেকের বিশ্বাস, হাকিম ইবনে জাবালা বাইজেনটাইন সম্রাটের গুপ্তচর ছিলেন এবং মুসলমানদের সংহতি বিনষ্ট করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কেননা, সেনাদলের

www.bjilibrary.com

অটুট সংহতিই মুসলিমদের বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল, তাহা বুঝিতে বাইজেনটাইন সম্রাটের বিলম্ব হয় নাই।

ইবনে জাবালার অকস্মাৎ ইরাকে আবির্ভাব এবং তাহার পরেই কতকগুলো ঘটনার সংঘটন ঐতিহাসিকদের উক্ত অনুমানকে সভ্যতার মর্যাদা দেয়। ঐ ব্যক্তি কুফায় আবাস গ্রহণের পরই সেখান হইতে জিম্মি ও মুসলমানদের পক্ষ হইতে স্থানীয় শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে ঘন ঘন দরখাস্ত খলিফার নিকট পৌঁছিতে থাকে। শুধু তাহাই নয়, সঙ্ঘবদ্ধভাবে অভিযোগকারীদের পক্ষ হইতে খলিফার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণও এই সময় হইতেই শুরু হয়। স্থানীয় অশিক্ষিত প্রজাগণ এই সব কায়দাকানুন জানিত না। হাকিম ইবনে জাবালার দুষ্টবুদ্ধিই এই সমস্তের মূলে সক্রিয় ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই প্রচেষ্টার প্রথম পরিণতি হজরত উমর কর্তৃক সা'দ বিন আবি ওক্কাসের পদচ্যুতি। হজরত উমরের মৃত্যু ও ঘটে একজন অমুসলমান জিম্মির হাতে। এই সকলের মূলে যে একটি গভীর ষড়যন্ত্র ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। হযরতের উমর পরলোকগমন করার পর ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হন তাঁর পরবর্তী খলিফা হজরত ওসমান। কুফার লোকেরা সা'দের অপসারণের পর তাঁর স্থলবর্তী গভর্নর ওলিদের বিরুদ্ধে লাগিয়া যায়। ইহার ফলে হজরত ওসমান বাধ্য হয়ে ওলিদকে পদচ্যুতি করেন এবং সাঈদ ইবনে আল আসকে তাঁর স্থলে গভর্নর করিয়া পাঠান। কিন্তু সাঈদও সেখানে টিকিতে পারিলেন না। কুফাবাসীদের দাবি পূরণের জন্য আবু মুসা আল আশারিকে সেখানে প্রেরণ করিতে হইল। ইহাতেই বুঝা যায়, গভর্নরদের দোষ-গুণ যতই থাকুক, এবং দোষ-গুণ ছাড়া মানুষ হয় না-অভ্যন্তরীণ উস্কানি সেখানে কত প্রবল ছিল। ইরাক ও মিসর এই দুইটি দেশ ছিল সমৃদ্ধির দিক দিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের মুকুটমণি। আর খলিফার কি দুর্ভাগ্য, এই দুইটি দেশই বিভেদ সৃষ্টিকারীদের প্রধান আড্ডায় পরিণত হয়।

www.bjilibrary.com

বিংশ অধ্যায়

মদিনার পরিস্থিতি

কুফার ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়া

প্রাদেশিক রাষ্ট্র-বিরোধিতার ঢেউ মদিনায় পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। সেখানকার মজলুম ও বঞ্চিত লোকেরা ইহাতে উল্লসিত হয়েছিল। মদিনায় তাদের সংখ্যা অল্প ছিল না। কিন্তু চিন্তাশীল লোকেরা শঙ্কিত হয়েছিল। খলিফা বিদ্রোহীদের নিকট নতি স্বীকার করায় তারা খলিফার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল। সে বিরক্তির অর্থ ইহা নয়, তারা গভর্নর সাইদের কার্যকলাপ সমর্থন করিতেন। তাদের কথা, রাষ্ট্রের শাসন অমান্যকারী লোকদের সমুচিত দণ্ড না দিয়া তাদেরই মনোনীত লোককে, তাদের গভর্নর নিযুক্ত করায় শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়া অত্যন্ত খারাপ নজির স্থাপন করা হয়েছে। একজন গভর্নরকে যদি তাঁর প্রজারা বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন দ্বারা তাঁর নিজ এলাকা হইতে বিতাড়িত করিতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাহাই মানিয়া লয় তাহা হইলে শাসনযন্ত্র অচল না হয়ে পারে না। খলিফার উচিত ছিল বিদ্রোহীদের সমূচিত দণ্ড দেওয়া এবং নিজের পছন্দমতো একজন ভালো লোককে তাদের গভর্নর করিয়া পাঠান। বিদ্রোহীরা খলিফাকে নিজ ইচ্ছামতো গভর্নর নির্বাচনের অধিকারও দেয় নাই। আর তিনি স্বচ্ছন্দে সেই হীনতা মানিয়া লইয়াছেন। একজন সার্বভৌম খলিফার পক্ষে ইহার চাইতে দুর্বলতা আর কি হইতে পারে! এরূপ ব্যক্তি এতবড় একটা বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য! ইহার পর ভাবিবে, খলিফায় আদেশ লঙ্ঘনে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। আর এইরূপ মনোভাব বর্ধিত হইতে থাকিলে শুধু ইসলামের সংহতি বিনষ্ট হইবে না, বহু কষ্টে অর্জিত মুসলিম সাম্রাজ্যও খণ্ড হয়ে ভাঙিয়া পড়িবে।

নবীর অন্যান্য সাহাবিদের কথা দূরে থাকুক, যে পাঁচ ব্যক্তি হজরত উমর কর্তৃক 'মজলিশে শুরা' বা নির্বাচন কমিটির সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং যাঁহাদের নির্বাচনে হজরত ওসমান খলিফা নিয়োজিত হয়েছিলেন, তাঁহাদের ভিতর সা'দ ইবনে আবি ওক্কাসের মনোভাব পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই উদার হৃদয় বীরপুরুষ হজরত ওসমান কর্তৃক কুফার গভর্নর-পদ হইতে অপসারিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি কখনও বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন নাই। হজরত উমরের মতো তিনি স্বমতে থাকিলে হয়ত সা'দ তাঁর পক্ষ সমর্থনও করিতেন। কিন্তু সাদ নির্বিকার থাকেন। তাঁকে কেহ সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন, 'জিহাদের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এ তরবারি কোষমুক্ত হইবে না।' বলা বাহুল্য, হজরত রাসুলের সময় হইতে হজরত উমরের খিলাফৎ পর্যন্ত ইসলামের বহু যুদ্ধে সা'দ সেনাপতিত্ব করিয়াছেন এবং কখনও পরাজয় বরণ করেন

www.bjilibrary.com

নাই। হজরত ওসমানের অন্তিম দিনগুলো তিনি দেখিয়া যান নাই। কিন্তু তথাপি বিপ্লবের প্রথম উচ্ছ্বাস তিনি না দেখিয়াছেন এমন নয়। সে সময়ও তাঁর মতো প্রবীণ যোদ্ধার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসিয়া থাকা যথেষ্ট অর্থব্যঞ্জক।

'মজলিশে শুরা'র দ্বিতীয় সদস্য যুবাইর ইবনে আওয়াম হজরত আবু বকর কন্যা আসমার স্বামী এবং হজরত ওসমানের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। উভয়েই ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামের বহু যুদ্ধে তাঁরা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া তলোয়ার চালাইয়াছেন। খলিফা হয়ে হজরত ওসমান জুবাইরকে তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বায়তুল মাল হইতে বিস্তর অর্থ ঋণদান করেছিলেন এবং তাঁর পুরাতন দেনা মওকুফ করিয়া দিয়াছিলেন জুবাইরের সম্পত্তির পরিমাণ কেহ আন্দাজ করিতে পারিত না। মিসরের নতুন রাজধানী ফাস্‌তাত ও পুরাতন রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর প্রভূত সম্পত্তি ছিল। ইরাকের দুই রাজধানী কুফা ও বসরায়ও তাঁর সম্পত্তি ছিল। খাস মদিনাতেই তাঁর এগারখানি বাড়ি ছিল। ইহা ছাড়া মক্কায়ও তাঁর ঘরবাড়ি ও ব্যবসায় ছিল। তিনি আজীবন হজরত ওসমানের সাথে সদ্ভাব রাখিয়া চলিয়াছেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ হজরত ওসমানের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। এহেন প্রতিপত্তিশালী লোকেরা ইচ্ছা করিলে বিপ্লবের সময় হজরত ওসমানের পক্ষে সমর্থনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারতেন এবং তাহার ফল হইত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেখা গিয়াছে, যুবাইর বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা দূরের কথা জোরের সহিত প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন নাই। শুধু খলিফার গৃহ-অবরোধের সময় তিনি নিজের পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে।

'মজলিশে শুরার' তৃতীয় সদস্য প্রখ্যাত যোদ্ধা ও সওদাগর তাল্‌হা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারী হিসেবে হজরত ওসমানের সমসাময়িক ছিলেন। এবং নবীর আমল হইতে বহু জিহাদে উভয়ে একত্রে শরীক হয়ে ছিলেন। তিনিও হজরত ওসমানের খিলাফৎ আমলে বায়তুল মাল হইতে বিস্তর সাহায্য লাভ করেছিলেন। কথিত আছে, ওহোদ যুদ্ধে নবী যখন আহত ও শত্রুবেষ্টিত হন, তাল্‌হা নিজ দেহ দ্বারা তাঁকে আবৃত করেছিলেন এবং শত্রুর নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তীরে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন। অজস্র রক্তপাতে তিনি চলনশক্তি হারাইয়া ফেলেন। ইঁহার সম্বন্ধেই নবী বলিতেন, 'কোনো মৃত ব্যক্তিকে যদি চলাফেরা করিতে দেখিতে চাও, তবে তাল্‌হা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে দেখিয়া লও।' হজরত উমরের আমল পর্যন্ত তিনি মদিনায় থাকতেন। হজরত ওসমানের আমলে তিনি তাঁর সহিত ভূমি দখল করিয়া এবং অন্যদের জমি ক্রয় করিয়া ইরাকে বিরাট জমিদারি মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের সময় তাঁকেও হজরত ওসমানের পার্শ্বে দেখা যায় নাই। কোনো কোনো রাবীর বর্ণনা এই, খলিফার গৃহ অবরোধ হইলে বিদ্রোহীদের সহিত সহযোগিতা করেছিলেন এবং এই কারণেই জঙ্গে মারওয়ান তাঁর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তাঁরই নিক্ষিপ্ত তীরে তাল্‌হার মৃত্যু হয়। কিন্তু অপর বিবরণে প্রকাশ এবং ইহাই গ্রহণযোগ্য মনে হয়, হজরত আলি ও জুবাইয়ের ন্যায় তাল্‌হাও নিজ পুত্রকে খলিফার গৃহরক্ষায় নিযুক্ত করেছিলেন এবং এই সকল যুবক সাহসের সহিত বিদ্রোহীদের গৃহ প্রবেশের চেষ্টা প্রতিহত করেছিল। মু'য়রও এই বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন। খলিফার খুনের পর তাল্‌হা এবং

www.bjilibrary.com

জুবায়ের যে এই খুনের ব্যাপার লইয়া হজরত আলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, সে ঘটনাও শেষোক্ত বর্ণনাই সমর্থ করে।

'মজলিশে শুরার' অন্যতম সদস্য হজরত আলি ছিলেন খিলাফতের নির্বাচনে হজরত ওসমানের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু নির্বাচন সমাপ্ত হইলে তিনি অন্য সকলের মতোই হজরত ওসমানের হস্তে বায়াৎ হয়েছিলেন এবং তার পর হইতে উক্ত আনুগত্যে অবিচল থাকেন। কারণ, ইসলামে বিভেদ সৃষ্টি ও রাষ্ট্রের সংহতি নাশ তিনি কোনো দিনই চাহেন নাই। তাই হজরত ওসমান তাঁকে না ডাকিলেও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে ন্যায়ের পথে চালিত করার জন্য উপদেশ দিতেন। অথচ তিনি কখনও হজরত ওসমানের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য হাত পাতেন নাই। বায়তুল মাল হইতে তিনি যে সামান্য ওজিফা পাইতেন তাতেই কোনও মতে সংসার চালাইতেন। ইহাও সত্য, তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন না; শুধু জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান বিতরণই ছিল এ আমলে তাঁর কাজ। কিন্তু উপদেশ দিতে গিয়া তিনি বার বার হজরত ওসমান কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছেন, এমন কি তিরস্কৃতও হয়েছেন। কারণ, হজরত ওসমান মনে করিতেন, তাঁর দোষ উদ্‌ঘাটনই হজরত আলির উদ্দেশ্য। হজরত আলি যতই তাঁর দিকে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, ততই কূটকৌশলী মারওয়ান তাঁকে দূরে সরাইয়া লইয়াছেন, যাহাতে তিনি কোন ফাঁকে হাশেমি গোষ্ঠীর প্রভাবে গিয়া না পড়েন। আলি-ওসমা সম্পর্ক ব্যাপারে ঐতিহাসিক বালাজুরি তাঁর 'আন্‌সাফ-উল-আস্‌রাফ' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একটি উক্তির এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন: 'চতুর্দিকে অবস্থা যখন অত্যন্ত ঘোরাল হয়ে উঠিয়াছে, সেই সময় একদিন হজরত ওসমান আমার পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মামু, আলি আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করিয়াছে এবং তোমার পুত্র আমার বিরুদ্ধে লোক লাগাইয়া দিয়াছে। হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ, তোমরা খিলাফৎ বনি-তামীম ও বনি আ'দের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছ কিন্তু আবদুল মানাফের সন্তানগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করো, এ দাবি তাঁরা করিতে পারে। তোমরা এ বিষয়ে তাদের সহিত কলহ করিও না।' ইহা শুনিয়া আমার পিতা দীর্ঘকাল চুপ করিয়া থাকিলেন। তারপর বলিলেন, 'হে ভ্রাতুষ্পুত্র, যদি আলি আপনার দৃষ্টিতে ভালো না হয়, তবে আপনিই বা আলির দৃষ্টিতে ভালো হইবেন কি রূপে? আত্মীয়তা এবং কর্মের দিক দিয়া যে সম্পর্ক, উহাতে আদৌ না বিরোধ আছে, না অস্বীকৃতি। এখন যদি ছাট-কাট করিয়া উঁচাকে নিচু এবং নিচুকে উঁচা করিয়া দিন তবেই উভয়ে কাছাকাছি হয়ে পড়িতে পারেন। ইহাই অধিকতর শোভন এবং সৌহার্দমূলক।' হজরত ওসমান বলিলেন, 'এই ব্যাপারে আমি তোমার উপর ভার দিলাম'।" আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হয়ে পরবর্তী একদিনের কথা বর্ণনা করছেন: 'কথা খুবই ঘনাইয়াছিল কিন্তু আমি সেখান হইতে বাহির হয়ে আসিতেই মারওয়ান সেখানে যাইয়া প্রবেশ করিল। খলিফার লোক আমার পিতাকে ডাকিতে আসিল। তিনি সেখানে গেলে হজরত ওসমান বলিলেন: 'মামু! আমি আপনাকে যে ভার দিয়াছিলাম উহা আপাতত মূলতবী থাকুক। আমি বিষয়টি আরও চিন্তা করিয়া দেখিব।' ইহার পরে আমার পিতা বাহির হয়ে আসিলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: 'এ লোক তো অন্যের বশীভূত।' ইহার পরে তিনি খোদার নিকট প্রার্থনা করিলেন: 'হে

www.bjilibrary.com

খোদা! তুমি আমাকে অশান্তির পূর্বেই উঠাইয়া লও, যাহাতে আমার কোনোই উপকার নাই সেজন্য আমাকে বাঁচাইয়া রাখিও না।' ইহার পরবর্তী জুমা না আসিতেই তাঁর ইন্তেকাল হইল।

হজরত আব্বাস উভয়ের মধ্যে সন্ধি-মৈত্রীর বহু চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু পরিমাণ সফলকামও হয়েছিলেন। হজরত ওসমান পুনরায় তাঁকে মধ্যস্থতার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এবং সম্ভবত তিনি কৃতকার্যও হইতে পারিতেন কিন্তু মারওয়ান তাঁর মতো ঘুরাইয়া দিয়াছিল, ফলে অবস্থা জটিল' হয়ে পড়িয়াছিল এবং হজরত আব্বাস যে অশান্তির আশঙ্কা করেছিলেন তাহাই পরিণামে দেখা দিয়াছিল।[১]

যাহা হউক, হজরত আলি যে খলিফার গৃহ-অবরোধের সংবাদ পাইয়া তাঁর নিজের দুই পুত্রকে তাঁর দেহরক্ষী রূপে খলিফার গৃহে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁরা বিদ্রোহীদের হস্তে আহত হয়েছিলেন, এই বিবরণ সম্পর্কে রাবীদের ভিতর অনৈক্য নাই। কাহারও মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, খয়বর বিজয়ী মহাবীর আলি স্বয়ং তরবারি ধারণ করিলে হয়ত খলিফার জীবননাশ ঘটিত না। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, বিদ্রোহীরা সংখ্যায় ছিল কয়েক সহস্র। তাদের মোকাবিলা করিতে হইলে রীতিমতো সেনাবাহিনী গঠন করিতে হইত। কিন্তু হজরত ওসমানের উহা অভিপ্রেত ছিল না। নিজের গদি রক্ষার উদ্দেশ্যে মদিনার বুকে গৃহযুদ্ধ এবং মুসলমান কর্তৃক মুসলমানের রক্তপাত তিনি চাহেন নাই। অন্যথা তাঁর সৈন্যবলের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। মোটের উপর হজরত আলি কখনও হজরত ওসমানের বিরুদ্ধে যান নাই। তিনি তাঁর দোষ ধরিয়াছেন উহা সংশোধনের জন্য, তাঁকে উৎখাত করার জন্য নহে। কিন্তু খলিফার ভাগ্য মন্দ, তিনি এমন একজন হিতৈষী বন্ধুর আন্তরিকতায় আস্থা রাখিতে পারেন নাই; বারবার তাঁকে ভুল বুঝিয়াছেন।

মজলিশে শুরার সভাপতি আবদুর রহমান দিন আউফ, যিনি নির্বাচন দ্বন্দ্বে প্রসন্ন চিত্তে হজরত ওসমানকে বিজয়ী ঘোষণা করেছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে দারুণ নৈরাশ্যে পতিত হয়েছিলেন। কথিত আছে, খলিফার শোচনীয় দুর্বলতা ও তজ্জনিত বিশৃঙ্খলাসমূহ দর্শনে আবদুর রহমান ব্যথিত হয়ে একদিন হজরত আলিকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি তোমার তরবারি লও এবং আমি আমার তরবারি লই, তারপর তাহার পালা শেষ করিয়া আসি।' অবশ্য এই বৃদ্ধ সাহাবি হজরত ওসমানকে হত্যা করার বাসনা করেন নাই। অতিরিক্ত মনের খেদেই উপরোক্ত কথা বলিয়া থাকিবেন। এ যাবৎ খলিফা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ছাড়াও আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসুলের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে অতিশয় সম্মানিত ছিলেন। জনসাধারণের সমালোচনার তিনি উর্ধ্বে ছিলেন। এক্ষণে সেই দুর্লভ সম্মানের পরিবর্তে জনগণের নিকট তিনি অবহেলা ও

১. ডক্টর তোহা হোসেন (মিসরি) প্রণীত 'হজরত ওসমান' মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ কৃত অনুবাদ ১৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

তাচ্ছিল্য পাইতে লাগিলেন। রাস্তা-ঘাটে খলিফাকে দেখিলেই লোকেরা চীৎকার করিয়া বলিত, 'অত্যাচারী ইবনে আমিরকে সরাও নিরীশ্বর আবি সারাহ্‌কে বরখাস্ত কর, দুষ্ট মারওয়ানকে তোমার পার্শ্ব হতে দূর করে দাও।' মিসরের প্রাক্তন গভর্নর প্রখ্যাত বীর আমরু বরখাস্ত হওয়ার পর হইতেই খলিফার বিরুদ্ধে প্রচারণা করিয়া বেড়াইতেন। খলিফা ছিলেন তাঁর আপন চাচাতো ভাই। ভাইকে তিনি মুখের ওপরই কড়া কথা শুনাইয়া দিতেন। ভাইও তাতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে কটূক্তি করিতেন এবং 'জামার ভিতরকার ইঁদুর' বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন।[২]

অত্যাচারিত জনসাধারণ রাজধানীর এই উত্তেজনার সংবাদ চতুর্দিকে প্রচার করিতে লাগিল। গোলযোগ এমনভাবে ঘুরপাক খাইতে লাগিল যে, রাজধানীর কোন্ দিকে, কিছুদিন যাবৎ তাহা নির্ণয় করা কঠিন হয়েছিল। জায়েদ ইবনে সাবিত (যিনি কুরআন সঙ্কলন করেছিলেন), কবি হাস্‌সান, তদীয় ভ্রাতা কা'ব ইবনে মালিক আবু ওয়াসীদ প্রমুখ লোকেরা, যাহারা এ যাবৎ খলিফার অনুগ্রহ ভোগ করিয়া আসিতেছিল, তারা এবং খলিফার অনেক নিকট-আত্মীয়ও এই উত্তেজনার হিড়িকে বিরোধী দলের সহিত হাত মিলাইয়াছিল।

সাহাবি, উলেমা সম্প্রদায় ও হজরত ওসমান

হজরত ওসমানের যাবতীয় কার্যই প্রাচীন উলেমা-সমাজ শরীয়তের দিক হইতে বিচার করিতেন। যে যুগে ইহাই ছিল বিচারের পদ্ধতি। তাঁর স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয় দলই এই একই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতর তফাৎ উভয় দলই এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতর তফাৎ ছিল শুধু শরীয়তের ব্যাখ্যা লইয়া। যাহা মোটেই ধর্মীয় নহে, একান্তভাবে পার্থিব, তার উপরও তাঁরা শরীয়তী দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কিছুই ধর্মীয় বিধানের আওতাভুক্ত, এমন কি রাজনীতিও এই কারণেই খলিফার নিছক শাসনঘটিত নির্দেশসমূহের ভিতরও তাঁরা উহাতে মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের সম্ভাবনা কতখানি নিহিত আছে, তাহার বিচার করার চাইতে উহাতে কুফরি কতখানি প্রবেশ করিয়াছে সেই প্রশ্নে উপর গুরুত্ব দিতেন বেশি। অথচ খলিফাকে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ব্যাপারের উপরই অভিমত প্রকাশ করিতে হইত এবং নির্দেশ যারি করিতে হইত। সামাজিক ব্যাপার গুলোতে খলিফা অনেক সময় নিজের বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া পারিতেন। রাজনৈতিক ব্যাপারেও তাঁকে অনেক সময় ঐ পন্থা অবলম্বন করিতে হইত। মুসলিম মুতাজিলা সম্প্রদায়, যাঁরা ইসলামি শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, খলিফার এই প্রকার বিচার-বুদ্ধির স্বাধীনতা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। প্রাচীন আলিমরা ভুলিয়া যাইতেন যে, তাঁরা নিজেরাই অনেক বিষয় একমত হইতেন না, সেখানে খলিফা যাঁরা সম্মুখে অনন্ত

২. মূ'য়র প্রণীত Annals of the Early Caliphate, ৩১৬-২০ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

সমস্যা বিরাজিত থাকিত এবং পরিস্থিতির জটিলতাও দুর্ভেদ্য ছিল, যদি অবস্থা গতিকে সুষ্ঠু রায় প্রদানে ভুল-ভ্রান্তি করিয়াও বসেন, তার জন্য তাঁকে গুরুতর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নহে। এতটুকু উদারতা তাঁরা দেখাইতে পারিলে খলিফার শাসন ব্যবস্থার পরিণতি হয়ত অন্য রূপ ধারণ করিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ হজরত ওসমান কর্তৃক ওবায়দুল্লাহ্‌র বিচারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ওবায়দুল্লাহ্ তাহার পিতার খুনের ব্যাপারে যে তিনজন লোককে ষড়যন্ত্রকারী সন্দেহে হত্যা করেছিল, তাদের ভিতর দুইজন ছিল জিম্মি এবং একজন পারস্য দেশীয় মুসলমান। ইসলামে মুসলমান ও জিম্মির জীবন 'রক্ষিত' বলিয়া প্রচার করা হয়েছে। মুসলমান বা জিম্মিকে কেহ ভুলবশত ছাড়া ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করিলে ইসলামে হত্যার শাস্তি প্রাণদণ্ড। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নির্দেশ আসিয়াছে। তাতে আল্লাহ্ 'কেসাস' অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ করিয়াছেন, কিন্তু মায়দা এবং সুরা আশ্‌শূয়ার এই প্রতিশোধ গ্রহণের বিভিন্ন শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা বাকারায়, অবস্থাভেদে অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনও অনুমোদিত হয়েছে। ওবায়দুল্লাহ্ যে ইচ্ছা করিয়াই তিন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল, ভুল করিয়া নহে, তাতে সন্দেহ নাই। সে দিক দিয়া তাহার প্রাপ্য ছিল চরম দণ্ড। কিন্তু ইহাও সত্য, সে পিতৃশোকে অধীর হয়েই আত্মসংবরণে অক্ষম হয়েছিল এবং ইহাদের নিশ্চিতরূপে তাহার পিতার হত্যার কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাদের উপর তরবারি চালনা করেছিল। পরিস্থিতির এই জটিলতায় হজরত ওসমান নিজ বিবেক-বুদ্ধির অনুসরণ করেছিলেন এবং শেষ বিচারের মালিক আল্লাহ্‌র হাতে ওবায়দুল্লাহ্‌র শাস্তির ভার ন্যস্ত রাখিয়া শুধু সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে যতটুকু প্রয়োজন মনে করিয়াছেন ততটুকু শাস্তি তাহাকে দিয়াছিলেন। অথচ এই বিচারের জন্য তাঁকে কি কঠোর সমালোচনারই না সম্মুখীন হইতে হয়েছিল। একদল আলিম মত প্রকাশ করেন, ওবায়দুল্লাহ্‌কে শুধু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া শরীয়ত-বিরুদ্ধ হয়েছে যদিও তাঁহাদের বিপরীত মতের পোষণকারীরাও এ প্রশ্নে নীরব ছিলেন না।

কুরআন দগ্ধ করার অভিযোগ

হজরত ওসমান একটি কুরআন নকল কমিটি (Syndicate) গঠন করেন এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ও সাহাবাদের সহযোগিতায় সরকারি পর্যবেক্ষণে কুরআন সঙ্কলন করেন, ইহা পূর্বেই বলা হয়েছে। তিনি কতিপয় কপি প্রস্তুত করাইয়া 'তাহার এক এক খণ্ড মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, দামেস্ক প্রভৃতি প্রাদেশিক প্রধান শহরে প্রেরণ করেন সরকারি হিফাযতে রক্ষিত হইবার জন্য এবং ইহা ব্যতীত পূর্বের বেসরকারি সঙ্কলনসমূহ দগ্ধীভূত করান। তাঁর এই কার্য সাধারণভাবে সকল শহরেই সমর্থন লাভ করে, একমাত্র কুফা ছাড়া। আবু মাসুদ নামক কুফায় এক ধার্মিক ব্যক্তি ছিল, সে দাবি করে, তাঁর নিজ হস্তে কৃত সঙ্কলন নির্ভুল ছিল এবং আয়াতগুলো যখন যেমন নবী করিমের মুখ হইতে নির্গত হয়েছে তখনই সেইভাবে উহাতে লিখিয়া রাখা হয়েছিল। এই সঙ্কলন

www.bjilibrary.com

পোড়াইবার কোনও উপযুক্ত হেতু ছিল না। এই বলিয়া তিনি খলিফার বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালাইতে থাকেন। খলিফার কার্য ধর্ম-বিগর্হিত, এই ছিল তাঁর প্রচারণার মূল কথা। কুফার জনসাধারণ ছিল স্বভাবত চঞ্চলমতি। তারা আবু মাসুদের এই প্রকার প্রচারণায় মাতিয়া উঠিল এবং খলিফার বিরুদ্ধে দল পাকাইতে লাগিল। তাদের কথা ছিল, যে কাগজে কুরআনের আয়াত লিখিত হয় তাহা পোড়ান মহাপাপ। হজরত আলি যখন খলিফা হইলেন তখন পর্যন্ত ওসমানের বিরুদ্ধে উক্ত কুৎসা রটনা থামে নাই। পরিশেষে হজরত আলি তাহাদের থামাইয়া দেন এই বলিয়া যে, হজরত ওসমান একাকী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, নেতৃস্থানীয় সাহাবাদের পরামর্শ লইয়াই কাজ করেছিলেন এবং তাঁহাদের ভিতর তিনি নিজেও ছিলেন। তিনি আরও বুঝাইয়া দেন, হজরত ওসমানের পরিবর্তে তিনি নিজে যদি ঐ সময় খলিফা থাকতেন তবে তিনিও হজরত ওসমান যেরূপ করিয়াছেন, তদ্রুপ করিতেন।

সাধু আবজরের নির্বাসন

সাহাবি আবু জর মানুষের ধন-সম্পত্তি সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইতেন এবং সবকিছু দান-খয়রাত করিয়া দিতে লোকদের উপদেশ দিতেন, এই অপরাধে সিরিয়ার গভর্নর আমির মু'য়াবিয়া তাঁকে খলিফার অনুমতিক্রমে নেজ্‌দের মরুভূমিতে রেবাজা নামক স্থানে নির্বাসিত করেন, ইহা পুর্বে উল্লিখিত হয়েছে। মু'য়াবিয়ার আশঙ্কা ছিল, পাছে আবু জরের প্রচারণা হইতে ইসলামে সমাজতন্ত্রবাদ (Communistic Movement) শুধু হয়ে যায়। দুই বৎসর পর নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। আবু মাসুদ তাঁর জানাযা-কার্য সম্পাদন করেন। একজন ধর্মপ্রাণ সাধুর প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ শুধু মু'য়াবিয়ার বিরুদ্ধেই জনগণের মনে আক্ষেপের কারণ হয় না, পরোক্ষভাবে খলিফার উপরও তাদের আক্রোশ জন্মে।

মদিনার মসজিদ সম্প্রসারণ

হজরত ওসমান কা'বা ঘরের চতুষ্পার্শ্বস্থ চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ বাড়াইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী জমির মালিকদের প্রবল বিরোধিতায় খলিফার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু মদিনার মসজিদ সম্প্রসারণের বেলায় কাহারও আপত্তি খলিফা গ্রাহ্য করেন না। যাদের জমি হুকুমদখল করার প্রয়োজন হয়েছিল তারা জমির অস্বাভাবিক মূল্য দাবি করায় খলিফা তাহাদের কারারুদ্ধ করেন। হজরত উমরের সময়ও এইরূপ করা হয়েছিল, যখন লোকেরা তাদের জমি ও কুটিরগুলো অত্যধিক মূল্য দাবি করেছিল এবং এইভাবে মসজিদের আঙিনা বাড়ানোর ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তখন তাহা লইয়া ব্যাপার বেশি দূর গড়ায় নাই। অথচ হজরত ওসমানের বেলায় বিরোধী দল লইয়া মহাকলরবের সৃষ্টি করে।

www.bjilibrary.com

নামাজে সিজদা বৃদ্ধির অভিযোগ

খলিফার হজ-সংশ্লিষ্ট কোনও কোনও কার্য লইয়াও তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও কার্যগুলো নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার ছিল। তিনি মদিনায় কোরবানি সম্পাদন উপলক্ষে দুই একদিন অবস্থান করার সময় সেখানে তাঁবু খাটাইয়াছিলেন। এরূপ নাকি পূর্বে কখনও করা হইত না।

মীনায় ও আরাফাত পাহাড়ে ইতোপূর্বে যে কয় রাকাত করিয়া নামাজ পড়া হইত, হজরত ওসমান তার পর আরও দুই রাকাত নামাজ বেশি পড়ার নির্দেশ দেন এবং তাতে দুই রাকাতে চারটি সিজদা বাড়িয়া যায়। মু'মিন মুসলমানরা এই নির্দেশের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেন, এই হেতুতে, নবীর সময়ে বা তার পরেও অন্য দুই খলিফার সময় এরূপ করা হয় নাই। হজরত রাসুল হজের ব্যাপারে যে সমস্ত ধর্মীয় কৃত্যের প্রচলন করিয়া যান, হজরত আবুবকর ও হজরত উমরের সময় তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হইত। ফলে ঐ সকল কৃত্যের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম আঙ্গিকও যথাযথভাবে পালনের দায়িত্ব জনগণের মনে একটা অতীব শ্রদ্ধাপূর্ণ সংস্কার পরিণত হয়। তার এক চুল ব্যতিক্রমও তারা ভয়ানক গোনাহের কাজ বলিয়া মনে করিত, তা সে ব্যতিক্রম কমের দিকে হউক, আর বেশির দিকে হউক। অর্থাৎ নবী যেরূপ করিতেন তার কম করাও দোষ বেশি করাও দোষ। লোকেরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজেও এই প্রকার সংস্কার দ্বারা চালিত হইতে অভ্যস্ত হয়ে পড়িয়াছিল। তাই সাহাবাগণ হজরত ওসমানকে এই নতুন বিধান প্রদানের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। কিন্তু তিনি কোনোও যুক্তিপূর্ণ কারণ দর্শাইতে পারেন নাই। তাঁর জবাবের সারমর্ম এই ছিল যে, তিনি নিজে এটাকে উত্তম মনে করেন।

হজরত ওসমানের কথায় প্রকাশ পায় যে ইয়েমেনের লোকেরা হজ করিতে আসিয়া সুদূরে অবস্থিত তাদের ঘরবাড়ি ও স্ত্রী পরিজনের কল্যাণের জন্য অতিরিক্ত নামাজ পড়িত। তাদের এই কল্যাণকর রীতির উপর ভিত্তি করিয়া তিনি উপরোক্ত আদেশ জারি করেছিলেন। তিনি নিজেও হজের পবিত্র পরিবেশে অতিরিক্ত নামাজ ও প্রার্থনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যাপারটি সামান্য ছিল এবং অহিতকরও ছিল না। তথাপি নবীর আচরিত রীতির খেলাফ বলিয়া তুমুল আন্দোলন উঠে। হজরত আলি, আবদুর রহমান এবং অন্যান্য প্রধান সাহাবাগণও ধর্মীয় ব্যাপারে খলিফার এই প্রকার হস্তক্ষেপে অসন্তুষ্ট হন। স্বয়ং নবীজীর, যিনি ইসলামের প্রবর্তক, পবিত্র বিধানের এই বরখেলাফের ফলে সাহাবা-মহলে খলিফার বিরুদ্ধে একটা দুর্নাম রটে যাহা তাঁর পক্ষে ভবিষ্যতে সমূহ ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

কসর নামাজের প্রশ্ন

হজরত ওসমান মদিনায় গিয়া কসর পড়িতেন না পুরা নামাজ আদায় করিতেন। ইহা লইয়াই সাহাবি ও উলামা সম্প্রদায়ের আপত্তি ছিল। তাঁহাদের প্রশ্নের জবাবে হজরত

www.bjilibrary.com

ওসমান বলিয়াছিলেন, আমি নিজকে মক্কার 'কায়েম মোকাম' (স্থায়ী অধিবাসী) বলিয়া মনে করি এবং মক্কায় আসিয়াই কেয়াম (প্রবাস-রীতি) ভঙ্গ করিয়াছি। কাজেই প্রবাসীদের জন্য নামাজের কিছু অংশ মওকুফের যে বিধান রহিয়াছে, মীনায় আমি সে সুযোগের অধিকারী বলিয়া মনে করি নাই। বলা বাহুল্য, মক্কা ও তায়েফে হজরত ওসমানের কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল। আলিমদের কথা ছিল, নবী মদিনায় বসতি স্থাপনের পর মক্কার সঙ্গে নাগরিকতার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন করেছিলেন এবং মক্কায় তাঁর অবস্থানকে প্রবাস বলিয়া মনে করিতেন। তাঁর সাহাবিরা যাহারা মক্কা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল এবং মদিনায় আশ্রয় লইয়াছিল, তাঁরা মক্কাকে তাঁহাদের বাসভূমি মনে করুক বা মক্কার সঙ্গে নাগরিকতার সম্পর্ক রাখুক, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। কথিত আছে, সাদ বিন আবি ওক্কাস একবার মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন নবী দোয়া করেছিলেন, তাঁর যেন মক্কায় মৃত্যু না হয়। এ অবস্থায় হজরত ওসমানের মক্কার সহিত নাগরিক সম্বন্ধ পুনর্জীবিত করা সাহাবিগণ পছন্দ করেন নাই। যে সব সাহাবি মীনায় তাঁর সহিত পুরা নামাজ আদায় করেছিলেন তাঁহাদের অনেকে বলিয়াছিলেন যে, পাছে খলিফার অবাদ্যতা প্রকাশ পায় এই জন্য আমরা তাঁর পশ্চাতে পুরা নামাজ পড়িয়াছি, কিন্তু উহাতে আমাদের অন্তরের সায় ছিল না। তাঁরা ইহাও হজরত ওসমানকে জিজ্ঞাসা দ্বারা জানিয়া লইয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং এবং তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলিফা হজরত রাসুলের সঙ্গে মীনায় কসর পরিয়াছিলেন, বৎসরের পর বৎসর। কিন্তু সকল প্রশ্নে তিনি শেষ উত্তর দেন এই বলিয়া যে, মদিনায় আমি কসর না পড়াই সঙ্গত মনে করেছিলাম।

অশ্বের উপর জাকাত আদায়

হজরত ওসমানের বিরুদ্ধে লোকদের আর এক অভিযোগ ছিল, অশ্বের উপর তিনি জাকাত গ্রহণের নির্দেশ দেন। আলিমদের মতে ইহাতে হজরত রাসুলের প্রবর্তিত নীতির খেলাফ করা হয়েছে। কেননা, হজরত রসুল ঘোড়া ও গোলাম এই দুই সম্পত্তির উপর জাকাত মাফ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম দুই খলিফার আমলেও হজরত রাসুলের এই নীতি বহাল রাখা হয়েছিল।

ইহার উত্তরে হজরত ওসমানের কৈফিয়ত এই ছিল, প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের ঘোড়ার সংখ্যা খুব অল্প ছিল; অথচ যুদ্ধাদি ব্যাপারে ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল খুব বেশি। বদর যুদ্ধে মুসলমানপক্ষে মাত্র দুইটি যুদ্ধাশ্ব ব্যবহৃত হয়েছিল। যার একটি ছিল প্রসিদ্ধ ধনী যুবায়ের ইবনে আবামের। কিন্তু হজরত উমরের আমল হইতে মুসলিমদের অশ্বের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। কাজেই তাঁর আমলে ঘোড়ার সম্পর্কে জাকাত মাফের কোনও প্রশ্ন উঠে না। বহু উলেমা এবং অশ্ব মালিক, যাদের ভিতর নবীর কতক সাহাবিও ছিলেন, হজরত ওসমানের এই কর-নীতি পসন্দ করেন নাই। কর সব অবস্থায়ই অপ্রিয়। তাঁরা নিজ স্বার্থে রাষ্ট্রের প্রয়োজনকে লঘু করিয়া দেখিয়াছিলেন।

www.bjilibrary.com

হজরত ওসমান যখন বাকি নামক চারণভূমিকে সরকারি খাসরূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন লোকেরা তার প্রতিবাদ করে এবং এ ব্যাপারে খলিফার উপর তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের আরোপ করে। আলিমরা বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল পানি, বাতাস ও চারণভূমির উপর জনগণের অবাদ অধিকার রাখিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার সঙ্কুচিত করার ক্ষমতা খলিফার নাই। খলিফা বলিয়াছিলেন, এ ব্যাপারে তাঁর নিজের স্বার্থ কিছু নাই, সাদ্কার পশুগুলোর খাদ্যের জন্য চারণভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। অন্যথা সেগুলো অযত্নে মারা যাইবে। কিন্তু আলিমদের পোষকতায় জনগণ 'যখন তাদের প্রতিবাদে অবিচল রহিল, তখন খলিফা এ ব্যাপারে কড়াকড়ি হ্রাস করিয়া দিলেন।

মালে গণিমত বণ্টন

যুদ্ধলব্ধ আয়ের বণ্টন ব্যাপারেও খলিফার প্রতি সাহাবিদের ভিতর অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের কথা হইল, মালে গণিমত বণ্টন সম্পর্কে কুরআনে যে নির্দেশ রহিয়াছে, তার উপর খলিফার নিজেদের বিচার-বুদ্ধি খাটানো অসমীচীন। মুতাজেলিদের মতে খলিফা যদি কুরআনের মূলনীতি লঙ্ঘন না করিয়া তার আঙ্গিকের ভিতর সাময়িক প্রয়োজনে তাঁর নিজের বিবেকের অনুসরণ করেন তাতে অন্যায় কিছু নাই। রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিনায়কের এরূপ অধিকার থাকা উচিত, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। কেননা তিনি যদি শুধু শাস্ত্রবাণীর আক্ষরিক অনুসরণ করিয়া চলেন, কোনও নতুন সমস্যা দেখা দিলে রাষ্ট্রের অগ্রগতি তখন থামিয়া যাইবে।

এইরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, সাহাবি ও ওলেমা-সম্প্রদায় হজরত ওসমানের যে সব কাজের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, সেগুলো এমন কিছু গুরুতর রকমের ছিল না, যার জন্য খলিফাকে পদচ্যুত করার বিধান বৈধ হইতে পারে। সাহাবা ও ওলেমা-সমাজ অবশ্য খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই। তবে বিদ্রোহ যাহারা সৃষ্টি করেছিল তারা এই সব গণ্যমান্য ব্যক্তির মতামতের সুযোগ গ্রহণ করেছিল এবং জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য তাঁহাদের সামান্য উক্তিরও সার্থক ব্যবহার করেছিল।

www.bjilibrary.com

একবিংশ অধ্যায়

প্রতিকূল পরিবেশ

অশান্ত আরব ও খলিফার নিঃসঙ্গতা

হজরত ওসমানের দুর্ভাগ্য, যাঁরা নবীর সহকর্মী ছিলেন এবং তাঁর জীবনাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। হজরত আবু বকর, হজরত উমর, আবু ওবায়দা, খালেদ, বেলাল প্রমুখ যাঁরা মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি-স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং যাঁহাদের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব ত্যাগ ইসলামে নবদীক্ষিত জাতিসমূহের সম্মুখে বিস্ময়, সম্ভ্রম ও সমীহের কারণ ছিল, তাঁহাদের সহযোগিতা হইতে হজরত ওসমান এখন বঞ্চিত। এক নতুন নেতৃত্ব, নতুন সমাজ, তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল, যাদের সহিত সত্তর বছর বয়স্ক, প্রাচীন আদর্শবাদের ধজাধারী খলিফা কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারতেছিলেন না। যুগের পরিবর্তনে মানুষের মনেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। নবীর তিরোধানের পর প্রায় বিশ বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে। ইতোমধ্যে আরব জাতির চরিত্র ও ধর্মীয় ঐক্যেও অনেক বিবর্তন ঘটিয়াছে; নবীর প্রবর্তিত ত্যাগের আদর্শ দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসিতেছিল; ভোগের আদর্শ মানুষকে আকৃষ্ট করিতেছিল। বহু সমৃদ্ধ দেশ আরব জাতির পদানত হওয়ায় বিজয়ী আরবরা পূর্বের তুলনায় অনেক বিত্তশালী হয়ে উঠিয়াছিল। আর, যেখানে বিত্তশালিতা ও বৈভব সেখানেই বিলাসিতা ও আত্মম্ভরিতা বিস্তার লাভ করে। যে সকল অনারব জাতি বিজিত হয়েছিল, তাদের মনে ছিল হৃত স্বাধীনতা ও অবলুপ্ত কৃষ্টির জন্য অনন্ত বিক্ষোভ। ইসলামি শিক্ষা ও মুসলিম জীবনাদর্শ তাদের ভিতর সম্যকরূপ লাভ করার পূর্বেই, স্বয়ং নবী এবং হজরত আবুবকর ও হজরত উমর প্রমুখ আদর্শ শাসকগণ তাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলেন। এক অশান্ত সাম্রাজ্য চাপিল নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় খলিফা ওসমানের উপর, যাঁহা অতীতের জনপ্রিয়তা তরুন দলের নিকট ছিল একটা কাহিনি মাত্র। যাঁহাদের সুখ-দুঃখের তিনি দরদী সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ এখন জীবনের পরপারে। বিরোধী দলের নেতা আবু সুফইয়ান ইসলামের যত বড় দুশমনই হউন, তিনি একজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের পর নবীর প্রতি তিনি বিশ্বস্ততার খিলাফ করেন নাই। মহান শত্রু, মিত্র হিসেবেও মহান হইতে পারে। হজরত ওসমান হয়ত তাঁর উপর নির্ভর করিতে পারিতেন। বিশেষত তিনি হজরত ওসমানের জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু হিজরি ৩২ সনে কোরাইশদের নেতৃত্বের মঞ্চ হইতে তিনিও অবসৃত হন। তিনি তখন অন্ধ ও অকর্মণ্য হয়ে পড়িয়াছিলেন। ইহার পর দারুন দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া তাঁর জীবন কাটিতে থাকে এবং মাত্র কয়েক বৎসর পর, অষ্ট-উত্তর অশীতি বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।[১]

১. দারিদ্র্যের তাড়নায় আবু সুফইয়ানের শেষজীবন খুবই কষ্টর হয়। কথিত আছে, বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁর মুখরা পত্নী কুখ্যাত হেন্দাকে পরিত্যাগ করেন। পুত্র মু'য়াবিয়া পিতাকে কিছু কিছু সাহায্য দিতেন, কিন্তু তিনি এককালে মক্কায় সর্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক ছিলেন তাঁর পক্ষে উহা যথেষ্ট ছিল না। স্বামী-পরিত্যক্তা হেন্দা হজরত ওসমানের নিকট হইতে অর্থ ধার লইয়া তদ্বারা বাজারের মাল খরিদ-বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত।

www.bjilibrary.com

আরও একটি ঘটনা হজরত ওসমানের হস্তকে দুর্বল করেছিল। সমগ্র আরব উপদ্বীপের ভিতর সিরিয়া ছিল সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দেশ। তথাকার গভর্নর আমির মু'য়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক। তাঁর এলাকায় বিশৃঙ্খলা ঘটিত খুব কম। এজন্য মক্কার অধিকাংশ বিত্তশালী কোরাইশ এবং মদিনা হইতেও উমাইয়া বংশীয় অনেকে সিরিয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করে। হজরত ওসমান ইহাদের সক্রিয় সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হন। হজরত ওসমানের জ্ঞাতিদের ভিতর তাঁর নিকটতম সহযোগী ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই মারওয়ান। তাঁর যোগ্যতা ন্যূন ছিল না। হজরত ওসমানের পশ্চাতে থাকিয়া খিলাফৎ তিনিই পরিচালনা করিতেন। কিন্তু এই ব্যক্তির দুর্নীতিপরায়ণতা ও কুটিলতাই হজরত ওসমানের পতনের কারণ হয়। সরলচিত্ত খলিফা সম্ভবত প্রথম দিকে তাঁর দূরভিসন্ধি ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন ধরিতে পারিলেন, তখন অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

যে সকল কোরাইশ সিরিয়ায় না গিয়া মদিনায়ই বাস করিত, হজরত ওসমান যদি তাদেরও সকলের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁর রাজ্যশাসন যথেষ্ট শক্তিশালী হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও তিনি পান নাই। হাশেমি গোত্রের লোকেরা খলিফা নির্বাচনে হজরত আলির পরাজয়ের পরও, হজরত ওসমানের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া চলিতে ছিল। খলিফা যদি তাহাদের ভিতর হইতে যোগ্য ব্যক্তিদের বাছিয়া লইয়া শাসনকার্যে ও সামরিক দায়িত্বে অংশ গ্রহণ প্রদান করিতেন, তাহা হইলে তাদের ক্ষোভের কোনও কারণ থাকিত না। কিন্তু মন্ত্রী মারওয়ানের জন্য তাহা হয়ে ওঠে নাই। ইহার ফলে হাশেমি গোত্রের লোকেরা এবং মদিনায় যে সমস্ত লোক তাদের অনুরক্ত ছিল, খলিফা তাদের আন্তরিক সহযোগিতা হারাইয়া বসেন।

দেশ জয়ের ফলে আরবের যে সকল অংশ বেশি লাভবান হয়েছিল, তন্মধ্যে প্রধান ছিল ইরাকের অন্তর্গত কুফা ও বসরা। এই দুই স্থানের লোকেরা ছিল সাধারণত যুদ্ধ ব্যবসায়ী। যুদ্ধলব্ধ মালে তারাই সমৃদ্ধ হয় বেশি। আর তারই ফলে ইহারা শাসন-সংস্থার প্রতিকূলে কন্টক স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ইহাদের অস্থিরচিত্ততা, ক্ষমতার গর্ব এবং বিজয়ী যোদ্ধা হিসাবে প্রতিপত্তি, ইহাদের ঔদ্ধত্য, অসংযত ও লোভ করেছিল। হজরত উমরকেও ইহারা কম জ্বালাতন করেন নাই, কিন্তু হজরত উমরের বজ্র-কঠিন পৌরুষের মোকাবিলায় ইহাদের সকল আস্ফালন ব্যর্থ হয়ে যাইত। হজরত ওসমান ছিলেন স্বভাবত লাজুক ও নম্র প্রকৃতির। কোনও অবস্থায়ই তিনি কঠোর হইতে পারিতেন না। জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা ও বিরোধী দলের সহিত সমঝোতার মাধ্যমে তিনি সব কিছু মীমাংসা করিতে চাহিতেন। তিনি জানিতেন না, শয়তান যেখানে আসন পাতে সেখানে মানুষের যাবতীয় সুকুমার বৃত্তি তাহার উষ্ণশ্বাসে বাষ্প হয়ে মিলাইয়া যায়। যেরূপ পরিস্থিতির যথার্থ প্রতিষেধক হইতেছে রূঢ় কঠোরতা ও ইস্পাতের তীক্ষ্ণধার।

আরব উপদ্বীপের বাহিরে যে সকল বৈদেশিক এলাকা আরব জাতির অধিকারে আসিয়াছিল, যে সব স্থানের অধিকাংশ আঞ্চলিক শাসক এবং উপজাতীয় সর্দার উপস্থিত সময় পরাজয়ের দুর্ভোগ এড়াইবার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা ইসলামকে তথা মুসলিম-শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিত। ইহারা খানা-পিনা ও পোষাক পরিচ্ছদে মুসলমান থাকিয়াও সর্বদা চেষ্টা করিত রাষ্ট্রীয় শাসনকে দুর্বল ও বিপন্ন করিতে। মিসর, পারস্য প্রভৃতি দূরবর্তী; দেশগুলোতে এই শ্রেণির লোক ছিল বেশি। ইহারা খলিফার বিরুদ্ধে সক্রিয় বিদ্রোহ ফেনাইয়া তুলিতে সর্বদাই তৎপর ছিল।

www.bjilibrary.com

আরব উপদ্বীপের ভিতরেও বহু উপজাতি ও বেদুঈন সম্প্রদায় বাস করিত, যাহারা পৌত্তলিক যুগে নানারূপ বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকিত এবং যত বড় কু-কার্যই করুক, দেবতাকে ভোগ দিয়া মনে মনে বিশ্বাস করিত তাদের সমস্ত পাপের খণ্ডন হয়েছে। জীবনের গতি ছিল তাদের বল্গাহীন। কিন্তু ইসলাম উহাতে বল্গা পরায়। ইসলাম চাহে তাহাদের দুর্নীতির পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে এবং এক সুনিয়ন্ত্রিত জীবনধারার অনুসরণে বাধ্য করিতে। দেবতাকে বর্জন করিয়া একেশ্বর অনুসরণ তাদের পক্ষে ততটা কঠিন ছিল না। যত কঠিন ছিল তাদের ঐ অসংযত জীবনকে শরিয়তের গণ্ডির ভিতর বন্দি করিয়া রাখা। বনচারী মুক্ত অজগরকে সাপুড়ের পিঞ্জরে পুরা যত কঠিন, এই মরুচারী, চির স্বাধীন, প্রকৃতির সন্তানদের শরীয়তের শৃঙ্খল পরানও তেমনি কঠিন কার্য ছিল। ঐসব লোক সর্বদাই ইচ্ছা করিতে পুনরায় তাদের পূর্বের অবাধ সম্ভোগময় জীবনে ফিরিয়া যাইতে। আরব জাতির বিজয়ের দিনে তারা ইসলামের জয়গান গাহিত এই কারণে, তাদের অফুরন্ত কর্মশক্তি তারা একটা লাভজনক কাজে নিয়োগ করার সুযোগ পাইত। তারা এই বিজয়ের মাধ্যমে এক নতুন জীবনের আস্বাদ পাইত, যার ফলে তাদের দুঃসাহস বাড়িয়া যাইত। এ জন্য তারাও খলিফার জীবনে এক গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়েছিল।

এ সম্পর্কে আর, এ নিকলসনের[২] নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'মদিনায় প্রচারিত ইসলামের রূপ' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি বলিতেছেন, 'হজরত মোহাম্মদ (স.) মদিনায় যে ইসলাম জারি করেন, উহা প্রায় সামগ্রিকভাবেই খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের যে সব পৌরাণিক কাহিনি জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, তাহা হইতে গৃহীত এবং এই কারণেই উহা পৌত্তলিক আরবের উপর অতি সামান্যেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। পৌত্তলিক আরবদের ধর্মীয় ধারণাসমূহ সাধারণত অতি আদিম অবস্থায় ছিল (were generally of the most primitive kind) এখনকার এই ইসলামে আরবদের জাতীয় ভাবধারাকে (sentiments) আকৃষ্ট করার মতো কিছু না থাকিলেও মদিনায় ইহার বিস্তার দ্রুত হয়েছিল, কেননা পূর্ব হইতেই সেখানে ইহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইহা হয়ত সন্দেহাতীত নহে, এই ধর্ম সমগ্র আরব উপদ্বীপে বিস্তার লাভ করিত না, যদি না ঘটনা-প্রবাহ মোহাম্মদকে বাধ্য করিত এই ধর্মের অদ্ভুত মতবাদকে পৌত্তলিক আরবের অতি প্রাচীন ধর্ম মন্দির কা'বা ঘরের সহিত সংযুক্ত করিতে।

'যে কা'বা মন্দির ভজনালয় হিসেবে সমগ্র আরব জাতির সার্বজনীন সম্মানের স্থান ছিল, মোহাম্মদের ধর্ম ইহাকে যাবতীয় মুসলমানদের উপাসনার (নামাজের) কেন্দ্রবিন্দু করায়, এই ধর্ম গ্রহণের আরব জাতির পক্ষে বিশেষ কোনও অসুবিধা ঘটে নাই। মোহাম্মদ ইহুদিদের সঙ্গে আপোষ অসম্ভব জানিয়া উক্ত কা'বাকে নামাজের কেবলারূপে গ্রহণ করিতে শিষ্যগণকে নির্দেশ দেন এবং বৎসর দু'এক পর, হজরত ইব্রাহিমের দ্বারা প্রবর্তিত বলিয়া কথিত, হজের সংশ্লিষ্ট আঙ্গিক ও অনুষ্ঠানসমূহ পালনকে ইসলামের অঙ্গীভূত করেন। তিনি সেই ইব্রাহিমের ধর্মই প্রচার করছে এবং ইব্রাহিম তাঁর পূর্ব পুরুষ এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন।

'কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে বিচরণকারী ও স্বাধীন মনোবৃত্তির অধিকারী আরব জাতিকে এই ধর্মে পুরাপুরি আকৃষ্ট করা যায় নাই। কারণ, এই নতুন ধর্ম তাদের আনন্দ উপভোগ সীমিত করে, তাহাদের ট্যাক্স প্রদানে বাধ্য করে, নির্ধারিত সময়ে নামাজ পড়িতে আদেশ করে এবং যে সমস্ত গুণাবলি (virtues) তাদের অতি প্রিয়,

২. Literary History of the Arabs গ্রন্থের প্রণেতা।

www.bjilibrary.com

সেগুলো বর্বরতা বলিয়া চিহ্নিত করে (stamped with barbarism)। পৌত্তলিক আরবদের আদর্শ ও কৃষ্টিরও সরাসরি বিরোধিতা করে ইসলাম। গোল্ডজিহার (Gldziher) বলিয়াছেন, ইসলামের বিস্তারের ব্যাপারে তার মৌলিকতা-যাহা খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্ম হইতে ধার করা-মূল কারণ নহে, মূল কারণ ছিল মোহাম্মদ ঐসব (খ্রিস্টীয় ও ইহুদীয়) নীতিকে যেমন অবিচ্ছিন্ন উৎসাহে (persistent enrgy) আরব জাতির জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে প্রচার করেন এমন আর কেহ কখনও করে নাই।'

নিকলসনের পৌত্তলিক আরবের ধর্মীয় সংস্থা মুরুওয়া (Muruwwa) এবং ইসলাম-এর বিরোধীয় ক্ষেত্রসমূহ এই:

প্রথমত ইসলামের যাহা মৌলিক আদর্শ তাহা বেদুঈন আরবগণের নিকট বিজাতীয় ও দুর্বোধ্য (foreign & unintelligible) ছিল। তাদের প্রতিমাগুলোর ধ্বংস বাবদ তারা ইসলামের যতটা বিরোধিতা করেছিল, তার চাইতে তাদের বেশি বিরোধিতার কারণ ছিল ইসলাম ভিতর যে ভক্তিভাব (the spirit of devotion) জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিল, তার জন্য। যথা, সমগ্র জীবনধারাকে আল্লাহর চিন্তা দ্বারা আবিষ্ট করা, মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধীকে দণ্ডদান সম্পর্কে তাঁর, অন্যের সুপারিশ (intercession) নিরপেক্ষ, সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর জন্য নিয়মিত উপাসনা ও উপবাস, অনেক আকাঙ্ক্ষিত আমোদ-উল্লাসের পরিহার এবং ধন-সম্পত্তির কোরবানি, যাহা ইসলাম দাবি করিত আল্লাহর নামে। যদিও কুরআনে বলা হয়েছে. "লা দীনা ইন্না বিল' মুরুওয়াতি'-এমন ধর্ম নাই যার ভিতর কিছু না কিছু ভালো গুণ (virtue) না আছে-তথাপি বেদুইনগণ যখন ইসলাম গ্রহণ করিত, তাহাদের তাদের অ-লিখিত শাস্ত্রীয় বিধানের (unwritten code) বেশির ভাগ অংশই ভুলিতে বাধ্য করা হইত। ধার্মিক মুসলমান হইতে হইলে তাহাদের কাহারও অন্যায়ের প্রতিশোধ স্বরূপ তাহার মঙ্গল করিতে হইবে, শত্রুকে নির্যাতনের পরিবর্তে ক্ষমা করিতে হইতে। কেউ যদি মনে ক্ষোভ পাইত এবং দুনিয়ায় তাহার প্রতিকার না হইত, তাহাকে, মৃত্যুর পর সে, বেহেস্তে দাখিল হইবে, এই আশ্বাস হইতে তাহার মনের ক্ষতের প্রলেপ সংগ্রহ করিতে হইত।

পৌত্তলিক আরবদের সমাজবন্ধন ছিল মোটামুটি গোত্রভিত্তিক। পক্ষান্তরে ইসলামি সমাজের মূলনীতি ছিল, সকল মুসলমান একে অপরের ভাই এবং সকলে সমান। তাদের পদমর্যাদার পার্থক্য, কুলগত বৈষম্য, সমস্তই এই ধর্মীয় বন্ধনহেতু বিলুপ্ত হয়েছিল। এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, উপজাতি উপজাতিতে যে কলহ এবং ইজ্জত ও রক্তের কৌলিন্য-ঘটিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যাহা এতকাল চলিয়া আসিতেছিল এবং যাহা আবহমান কাল ধরিয়া আরব জাতির পৌরুষের উৎস ছিল, নীতিগতভাবে (theoretically) ইসলাম তাহাও রহিত করে।

হজরত মোহাম্মদ (সা.) বলিয়াছেন, 'হে জনগণ, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা উচ্চ সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তাঁকে সব চাইতে বেশি ভয় করিয়া চলে।' এই প্রকার নৈতিক চাপের বিরুদ্ধে মরুচারী বেদুঈনদের পুরাতনপন্থী ও পার্থিব-সুখ-সমৃদ্ধি-লিপ্সু অতৃপ্ত চিত্তে স্বভাবতই বিদ্রোহ জাপিত। যদিও ঝোকের মাথায় তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, তাদের বেশির ভাগ লোকই ইসলামে সত্যিতার বিশ্বাসী ছিল না এবং জানিতও না ইসলামের তাৎপর্য কি? অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ইসলাম গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সুবিধাবাদিতা। তারা মনে করিত, ইসলাম দ্বারা তাহাদের ভাগ্যোন্নতি হইবে। যে পর্যন্ত তারা দেহের দিক দিয়া সুস্থ থাকিত, তাদের ঘোটকী গুলো সুন্দর

www.bjilibrary.com

বাচ্চা দিত এবং তাদের স্ত্রীরা স্বাস্থ্যবান ও সুগঠিত সন্তান প্রসব করিত এবং তাদের ধন-দৌলত ও পশুপালন বৃদ্ধি পাইতে থাকিত, তারা বলিত, আমরা এই ধর্ম গ্রহণ করা অবধি ভাগ্যবান হয়েছি। তারা তখন মনে তৃপ্ত থাকিত। আর যদি এ সমস্তের ব্যতিক্রম ঘটিত, তারা সে জন্য ইসলামকে দোষ দিত এবং ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিত। ইহারা যে সময় সময় ধর্মোন্মাদনায় মাতিতে পারিত, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাদের জয়লাভ সমূহ, যাহা তারা লাভ করেছিল অত্যল্প কাল পরে, দুইটি মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্যের সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সৈন্যবাহিনীর ওপর। কিন্তু ধর্মীয় আবেগের চাইতে যাহা বেশি প্রলুব্ধ করিত তাহাদের, সে ছিল লুণ্ঠন-লব্ধ সম্পদের লোভ এবং এই বিশ্বাস, আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের পক্ষে যুদ্ধ করছেন।

দুইটি বিপরীত আদর্শের সংঘাত

এ কথা অস্বীকার করা যায় না, মক্কার কোরাইশ অভিজাতবর্গ, যাহারা বরাবর হজরত মোহাম্মদের (সা.) বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিল এবং তাঁর দেশত্যাগের পরও তাঁকে সশিষ্য ধ্বংস করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, তারা পরিশেষে গ্রহণ করে ইসলামের প্রতি ভক্তি বশত নহে, পরন্তু যেহেতু নবীর মক্কা জয়ের পর ইহা তাদের পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়িয়াছিল। তারা ইসলামের অনুকূলে এবং মুসলিম রাষ্ট্রের বিস্তারে অস্ত্র ধারণও করেছিল, কিন্তু তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করা। হজরত ওসমানের শাসন আমলে তারা তাদের এই মনস্কামনা পূরণের পুরা সুযোগ লাভ করে। তখন হইতে তারা রাষ্ট্রের রসে জীবন ধারণ করিতে থাকে ('Lived on the fat of the land')। তাদের এই জীবনধারা আর ধর্ম-বিবর্জিত আচরণ ('ungodly behaviour') অনেকের মনে এই সংশয় উদ্রেক করেছিল, এই 'শেষমুহূর্তে দীক্ষাপ্রাপ্ত' দলটি তখনও অন্তরে অন্তরে পৌত্তলিক ছিল কিনা। কারণ, পৌত্তলিক যুগে সেই বিলাসপরায়ণতা, শানশওকত ও চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা তাদের ভিতর ষোল আনাই বিদ্যমান ছিল।

পবিত্র শহর মক্কা-মদিনা এবং নব বিজিত দেশসমূহের যেখানেই এই কোরাইশ অভিজাতবর্গ আস্তানা করেছিল, সর্বত্র কলুষ-দুর্নীতি ও চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্রুত প্রসার ঘটিয়াছিল। ধর্মপরায়ণ নীতিনিষ্ঠ মুসলমানদের ইহা চক্ষুশুল হয়েছিল। কোরাইশদের এই ধনদৌলত ও ক্ষমতাভিত্তিক আভিজাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপ মদিনায় নবীকে কেন্দ্র করিয়া আর এক নতুন অভিজাত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। তারা ছিল ইসলামি অভিজাতবর্গ। এই আভিজাত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে হজরত উমর এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন[৩] :

–'আমরা যে পৃথিবীতে মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছি এবং পরলোকে আমরা যে আল্লাহ্র নিকট হইতে আমাদের সৎকর্মের বাবদ পুরস্কারের আশা রাখি এ সমস্তই হইতেছে আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদের (সা.) দরুন।

৩. Umar excluaimed... Verily we have not won superiority in the world, nor do we hope for recompose for works from God herdafter. save through Muhamad (peace be on hum), He is our title to nobility, his tribe are the noblest of the Arabs. and after them, those are the nobler that are nearer to him in blood. Truly the Arabs are ennobled by God's Apositle."

www.bjilibrary.com

তিনিই আমাদের এই আভিজাত্য দান করেছিলেন। তাঁর গোত্র আরবে সর্বাপেক্ষা উচ্চবংশ। তারপরই কৌলিন্যে ঐ সব ব্যক্তির স্থান, যাঁরা রক্তের সম্পর্কে তাঁর অধিকতর নিকটবর্তী। সত্যকথা বলিতে কি, আরব জাতি তাঁর দরুনই কৌলিন্যের অধিকারী হয়েছে।'

পাছে মদিনার এই ইসলামি নতুন আভিজাত্য কোরাইশ ও উমাইয়া আভিজাত্যের আকর্ষণীয় প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় মদিনার অভিজাত সমাজ কোরাইশ আভিজাত্যের প্রতিকূলে সক্রিয় হয়। এই নতুন সভ্যতার প্রতীক ছিলেন হজরত আলি, যুবায়ের ও তালহা। হজরত ওসমান ছিলেন এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর আভিজাত্যের সেতুবন্ধ। জন্মের দিক দিয়া তিনি উমাইয়া বংশীয় কোরাইশ ছিলেন, আর দীক্ষা ও কৃষ্টির দিক দিয়া ছিলেন নবীর ঘনিষ্ঠ সহচরদিগের ভিতর অন্যতম। এই উভয় কূলের ভিতর সংযোগ ও মৈত্রীরক্ষা তাহার পক্ষে ছিল এক কঠিন দায়িত্ব। তিনি এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থকাম হন। কারণ, দুই কূলের মাঝখানে আদর্শ ঘটিত বিরোধ খরস্রোতা ছিল, যাহা এক কূলকে অপর কূলের দিকে টানে নাই বরং দিন দিন ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া মাঝের দূরত্ব ক্রমেই বাড়িয়ে দিয়েছে।

শিয়া-সুন্নীদের দলীয় বিরোধ

রাজনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন ছাড়া সম্প্রদায়গত মতবিরোধও মুসলিম রাষ্ট্রের কম ক্ষতি সাধন করে নাই। মুসলিম রাষ্ট্রের পরিচালকের সাফল্য নির্ভর করিত দুইটি বিশিষ্ট দলীয় মতের উপর। এক দলের মত ছিল খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে সাধারণ নির্বাচনের স্বপক্ষে; সুন্নীরা ছিলেন এই মতের সমর্থক। আর এক বিশিষ্ট দল ছিল সাধারণ নির্বাচনের বিপক্ষে। ইহাদের মতে উত্তরাধিকার সূত্রে নবীর প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা, ইসলামে খলিফা হইতেছেন নবীর প্রতিনিধি। নবীর বংশধরগণই পুরুষানুক্রমে সে পদের প্রকৃত অধিকারী। সুতরাং সাধারণ নির্বাচনের প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর। শিয়াগণ ছিল এই মতের পরিপোষক। দীর্ঘকাল ধরিয়া উমাইয়াদের সময় হইতে নির্বাচন প্রথা রহিত হয়ে যায় এবং খিলাফৎ বংশগত হয়ে পড়ে; কিন্তু মুসলিম জাহান তার পরও শিয়া-সুন্নী মতবিরোধিতার অভিসম্পাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। খলিফা ওসমানের খিলাফৎ আমলেও এই প্রকার দলীয় মতভেদ তাঁকে জনগণের এক বৃহৎ অংশের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। এই শ্রেণির লোকের হজরত আলির প্রতি এবং তথা হাশেমি বংশের প্রতি যতটা অনুরক্ত ছিল, উমাইয়া শাসকদের প্রতি ততটা ছিল না।

শুধু বনি হাশিম ও বনি উমাইয়া বিরোধই হজরত ওসমানের শাসনের অন্তরায় ঘটায় নাই, কোরাইশ ও অকোরাইশ আরব-গোত্রসমূহের ভিতরও রেষারেষি দেখা দেয় ক্ষমতার বৈষম্য লইয়া, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। সাধারণ আরবগণ যুদ্ধে সময় ত্যাগ স্বীকার করিত, প্রাণদান করিত, অথচ শাসন বিভাগের অধিকাংশ বড় পদ ভোগ করিত কোরাইশ নেতারা। ইহা লইয়া' অ-কোরাইশদের মনে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। খলিফা কোরাইশ উপর নিবর্তিত হয়। প্রদেশগুলোতে নিযুক্ত কোরাইশ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য ও শান-শওকাতও ছিল জনগণের পক্ষে তীব্র অসন্তোষের কারণ।

www.bjilibrary.com

মুন্‌হারাইট ও হিমারাইট দ্বন্দ্ব

মুন্‌হারাইট ও হিমারাইটসের দ্বন্দ্ব কোনও মতবাদঘটিত ছিল না। উহা ছিল তাদের জাতিগত। তাদের এই জাতিগত বিরোধ সম্বন্ধে সৈয়দ আমির আলি লিখিয়াছেন: 'ইসলামের আবির্ভাবকালে আরবে যে সব পুরাতন জাতি বাস করিত তাদের ভিতর দুইটি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের একটি পূর্বপুরুষ ছিলেন কাহ্‌তান (তাঁকে জোকতানও বলা হয়) এবং অপরটি ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইল। কাহ্‌তান বংশীয়েরা প্রধানত ইয়েমেনে বসবাস করিত আর ইসমাইল বংশীয়েরা বাস করিত হিজাজে। কাহ্‌তানের এক পুত্র ইয়ারিব অত্যন্ত পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরই নাম অনুসারে আরব দেশ ও আরব জাতির নামকরণ হয়েছে বলিয়া উল্লেখ আছে। এই বংশের আর এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন আব্‌দেশ্‌ শামস্‌, যার উপাধি ছিল সাবা। এজন্য কাহ্‌তানীগণকে সাবিয়ানও বলা হয়। ইয়েমেনের রাজধানীরও নামকরণ হয় সাবা। এই আব্‌দেশ শামসের জনৈক বংশধর হিমারের নাম অনুসারে কাহ্‌তান বংশীয়রা পরে হিমারাইট নামে অভিহিত হয়। আরব লেখকরা তাহাদের 'ইমেনাইট' ও বলিতেন। ইহারা সভ্যতায় অতিশয় উন্নত এবং শক্তিশালী ছিল। খ্রিস্টীয় ৭ম শতক পর্যন্ত ইহারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ইহারা নানা দেশ জয় করে এবং বহু ইমারত নির্মাণ করিয়া তাদের রাজধানী সাবা শহরকে সুসজ্জিত করে। কালক্রমে এই বংশের লোকেরা উত্তর আরব, মদিনা, মক্কার পার্শ্ববর্তী বতনমার এবং কুফা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে এই বংশীয় লোকদের খোযা (পৃথক) বলা হইত। মদিনায় এই বংশীয় লোকেরা আউস গোত্র ও খাযরাজ গোত্র নামে পরিচিত ছিল। কুফায় ইহাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল।[৪]

ইসমাইলের বংশধরেরা প্রধানত মক্কায় বাস করিত এবং তথা হইতে হিজাজের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। সভ্যতার দিক দিয়া ইহারা আরব জাতির গৌরব স্বরূপ ছিল। বস্তুত আরব-সভ্যতা বলিতে ইহাদের প্রবর্তিত সভ্যতাকেই বুঝাইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ কাবা ঘরের নির্মাতা ইসমাইলের বংশধর হিসাবে এ জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিশিষ্ট সম্মানজনক স্থান অধিকার করিয়া আছে। সা'দ ইব্‌নে আদনান ছিলেন ইসমাইলের এক প্রখ্যাত বংশধর। সা'দের পৌত্র মুয্‌হার ছিলেন ততোধিক প্রখ্যাত। এই মুয্‌হারের 'নাম অনুসারে ইসমাইল বংশীয় লোকেরা পরে মুয্‌হারাইট নামে অভিহিত হয়। ইহাদের এক শাখা বনি কোরাইশ বা কোরাইশ বংশ। বনি কায়েস, বনি বকর প্রভৃতি এই বংশেরই অন্যান্য শাখা।[৫]

মুয্‌হারাইট ও হিমারাইট এই দুই প্রাচীন গোষ্ঠীর ভিতরকার দ্বন্দ্ব ছিল যুগান্তরব্যাপী। একমাত্র মদিনা ব্যতীত আরবের আর কোথাও এই দুই জাতির লোক এক হইতে পারে নাই। শুধু মদিনাতেই মহান নবীর জীবদ্দশায় তাঁর অলৌকিক ব্যক্তিত্বের প্রবভবে উহা সম্ভবপর হয়েছিল।

৪. দেখা গিয়াছে, কুফায়ই কোরাইশ, বিদ্বেষ সর্বাপেক্ষা তীব্র ছিল।

৫. A Short History of the Saracens. p. 3 and pp. 73-74.

www.bjilibrary.com

মুসলিম রাষ্ট্রের খলিফাদের এই দুই বিশাল জাতির মজ্জাগত বিরোধের দরুন চিরদিনই অপরিসীম দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়েছে। হজরত ওসমানও সে দুর্ভোগ হইতে বাদ পড়েন নাই।

বৃদ্ধ খলিফা সাম্রাজ্যময় এইসব দ্বন্দ্ব, কোলাহল ও অসন্তোষের দরুন সতত উদ্বিগ্ন থাকতেন। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী ও শাসকদের ওপর তাঁর উপদেশ ছিল, তাঁরা যেন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা না করিয়া যথাসাধ্য তাদের সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করেন।

কিন্তু এই অবস্থায় হজরত ওসমান যদি মদিনায় অবস্থানকারী সকল আনসার ও কোরাইশদের সহযোগিতা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত বহিরাঞ্চলগুলোর অসন্তোষ ও তজ্জনিত বিদ্রোহের মোকাবিলা করিতে পারিতেন। কিন্তু যতই তিনি বার্ধক্যের অঙ্কশায়ী হইতেছিলেন, ততই তাঁর কূটনীতিপরায়ণ মন্ত্রী মারওয়ানের ওপর নির্ভরশীল হইতেছিলেন। তাঁর কর্মচারীরা তাঁর নির্দেশসমূহ পুরাপুরি কার্যকরী করছেন কিনা তাহাও তাঁকে জানান হইত না। ফলে শুধু শক্তিশালী হাশেমি গোত্রেরই তিনি সহানুভূতি হারান নাই, অন্যান্য অনেক গোত্রেরও তিনি অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। খলিফা হিসেবে তাঁর এই ত্রুটি ছিল অমার্জনীয় এবং ইহার জন্য তাঁকে নিজের শির দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়েছিল। কিন্তু সে প্রায়শ্চিত্ত বিলম্বিত হয় আরব রাষ্ট্রের ওপর বৈধেদশক আক্রমণ আসন্ন হওয়ায়। বৈদেশিক শত্রুর সহিত শক্তি-পরীক্ষায় সমগ্র আরব জাতি মাতিয়া উঠে এবং খলিফার সহিত বিরোধী দলের বুঝাপড়া সেই কারণে সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিদ্রোহের অগ্রগতি ও বিপ্লবের পূর্বাভাস

খলিফার কৈফিয়ত

হিজরি ৩৫ সন। মদিনার আকাশে-বাতাসে একটা শঙ্কার ভাব। মানুষগুলো যেন হঠাৎ বৃদ্ধ হয়ে পড়িয়াছে। রাস্তাঘাটে হাসিমুখ দেখা যায় না। সর্বত্র কেমন একটা থমথমে ভাব, একটা গুমট। কি যেন কি ঘটিতে যাইতেছে, এমনি একটা অজানা উদ্বেগ সকলের মুখে প্রকট। খলিফার শাসনব্যবস্থায় লোকে আস্থা হারাইয়াছে। যেন যা খুশি তাই করাতেও শাস্তির কোনও ঝুঁকি নাই।

হিজরি ৩৪ কি ৩৫ সনের কথা। রাজধানীর বুকে প্রথম যিনি খলিফার হুকুম রদ করেন তিনি ছিলেন মজলিশে শুরার সভাপতি স্বয়ং আবদুর রহমান বিন আউফ। কথিত আছে, একদিন এক বেদুইন সর্দারের নিকট হইতে খলিফার নিকট কিছু খাজনা আসে, আর ঐ সঙ্গে আসে একটি সুদৃশ্য উট। উহাও খিরাজের শামিল ছিল। এমন মনোহর উট নাকি সচরাচর দৃষ্ট হইত না। খলিফা উটটি তাঁর এক প্রিয় জ্ঞাতিকে উপহার দেন। আবদুর রহমান ইহা জানিতে পারিয়া খলিফার কাজের ঘোর নিন্দা করেন এবং বলেন, উটটি যখন বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত উহা গরিব-দুঃখীদের প্রাপ্য। বায়তুল মাল কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। ব্যক্তি বিশেষকে খুশি করার জন্য খলিফা উহা দান করিবেন, এমন অধিকার শরিয়ত তাঁকে দেয় নাই। আবদুর রহমান শুধু এইটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। উটটি যখন দান গৃহীত তার বাড়িতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, আবদুর রহমান বাধা দেন এবং রাস্তা হইতে উহা ছিনাইয়া লন। তৎপর উহা জবেহ করিয়া তিনি তার সমুদয় গোশ্‌ত গরীব-দুঃখীদের ভিতর বিতরণ করেন।

প্রকাশ্য রাস্তায় এমন একটি ঘটনা ঘটিল, অথচ ইহার জন্য আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে কেহ কোনও উচ্চবাচ্য করিল না। খলিফা নিজেও কিছু বলিলেন না। লোকদের মনে প্রতীতি জন্মিল, এরূপ অকর্মণ্য লোক দ্বারা একটা বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য চলিতে পারে না। শহরের নির্যাতিত লোকেরা খলিফার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিল। তারা এমন কথাও বলাবলি করিতে লাগিল, রাষ্ট্রের শাসনকার্য সংশোধন করিতে হইলে প্রদেশের চাইতে সম্ভবত রাজধানীতেই তরবারির প্রয়োগ আগে দরকার হইবে।

মদিনার প্রধান প্রধান নাগরিকরা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া হজরত আলিকে খলিফার নিকট পাঠাইলেন, তাঁকে সদুপদেশ দেওয়ার জন্য। হজরত আলি খলিফার নিকট গিয়া বলিলেন, 'নাগরিকগণ আমাকে অনুরোধ করিয়াছে, আপনার সহিত বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে এবং একটা সমঝোতায় উপনীত হইতে। কিন্তু আমি আপনাকে কি বলিব, আপনি রাসুলে করিমের জামাতা এবং একজন প্রবীণ ব্যক্তি। এমন কি আপনাকে বলিবার আছে, যাহা আপনার জানা নাই। আপনি সবই জানিতে পারিতেছেন এবং এ অবস্থায় কি করা দরকার তাহাও আপনার অজানা নহে। কিন্তু আপনি তার পন্থা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, চক্ষু বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। আপনি

www.bjilibrary.com

কি খেয়াল করছেন না, রক্তপাত একবার শুরু হইলে তাহা আর বন্ধ করা যাইবে না, কোনও দিন যাইবে না, বরাবর তার স্রোত চলিতে থাকিবে। ন্যায়নীতি দুনিয়া হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও রাজদ্রোহিতা সারা মুসলিম-জাহান প্লাবিত করিবে।' হজরত আলি খলিফার নিয়োজিত শাসকবর্গের অত্যাচার, অবিচার ও অহমিকার দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। কারণ, তাঁহাদের ব্যবহারই রাজ্যময় অশান্তি সৃষ্টি করেছিল এবং বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল। হজরত ওসমান ইহা শুনিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন, হজরত আলির মতো যাঁরা রাষ্ট্রের শক্তিস্তম্ভ, তাঁরা সহিত বন্ধুচিত আচরণ করছেন না এবং খলিফার এরূপ অভিযোগ হয়ত নিতান্ত ভিত্তিহীনও ছিল না। তিনি বলিলেন, 'প্রজাবর্গের ক্ষোভ নিবারণের জন্য আমার যথাসাধ্য আমি করিয়াছি। কিন্তু তুমি যে সমস্ত লোকের সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেছ, তাঁহাদের সম্বন্ধে একে একে ভাবিয়া দেখ-কুফার গভর্নর মুগীরা প্রথম কাহার দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিল? সে কি স্বয়ং হজরত উমর কর্তৃক নিয়োজিত শাসক নহে? বসরার গভর্নর ইবনে আমির আমার আত্মীয় বলিয়া দোষারোপ করছে, কিন্তু আমার আত্মীয় বলিয়াই কি সে ব্যক্তিকে অযোগ্য মনে করিতে হইবে? এমন কি সে করিয়াছে যাহার জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে? হজরত আলি কহিলেন, 'ইহা সত্য যে মুগীরাকে এবং আর কেহ কেহকে হজরত ওমর নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত ওমর তাঁহাদের কড়া শাসনে রাখিতেন। তাঁরা অন্যায় কিছু করিলে কঠিন দণ্ড দিতেন। পক্ষান্তরে আপনি এরূপ ক্ষেত্রে নরম ব্যবহার দেখান, যেহেতু তাঁরা আপনার আত্মীয়।'

খলিফা কহিলেন, 'মু'য়াবিয়াকেও তো হজরত উমরই সিরিয়ার গভর্নর নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন?" উত্তরে হজরত আলি কহিলেন, 'হ্যাঁ, ইহা সত্য, কিন্তু ইহাও আমি কসম করিয়া বলিতে পারি, হজরত উমরের গৃহভৃত্যেরাও প্রভুকে ততখানি ভয় করিত না, যতখানি মু'য়াবিয়া ভয় করিত হজরত উমরকে। আর এখন? সে যা-খুশি তাই করে, আর বলে, আমি খলিফার মতো অনুযায়ী করিতেছি। আর আপনি এ সব জানিয়া-শুনিয়াও তাঁকে ছাড়িয়া দিতেছেন।'

হজরত ওসমানের ইহার উত্তরে বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না। হজরত আলি তাঁর বক্তব্য শেষ করিয়া খলিফার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। রাষ্ট্রীয় অবস্থার কোনও উন্নতির লক্ষণ তিনি দেখিলেন না। তিনি খলিফাকে প্রথমেই বলিয়াছিলেন, তিনি জনগণের পক্ষ হইতে আসিয়াছেন। তাই খলিফা সরাসরি মসজিদে নববীতে গিয়া মিম্বরে দাঁড়াইলেন এবং নামাযের জন্য উপস্থিত জনসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তিনি তাহাদের ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'তোমরা খলিফার বিরুদ্ধে এখন মুখ খুলিয়াছ এবং তাঁর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠিয়াছে। আর এমন সব নেতার অনুসরণ করছে যাদের উদ্দেশ্য হইল খলিফার নামে কলঙ্ক প্রচার ও তাহার সৎকার্যগুলো অনুক্ত রাখিয়া শুধু দোষ-ত্রুটিকে বড় করিয়া দেখান। তোমরা এমন সব কার্যের জন্য এখন আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছ হজরত উমরের সময় তোমরা হাসিমুখে সহিয়াছ। তিনি তোমাদের পদদলিত করিয়াছেন এবং গালি-গালাজ করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা নীরবে ধৈর্যের সহিত সে সমস্ত সহ্য করিয়াছ যাহা তোমরা পছন্দ করিতে না, সব ক্ষেত্রেই আমি তোমাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, তোমাদের নিকট আমার পৃষ্ঠনত করিয়াছি, আমার জিহ্বাকে সংযত রাখিয়াছি কাহারও প্রতি কু-বাক্য প্রয়োগ হইতে

www.bjilibrary.com

এবং আমার হস্তকে সংযত রাখিয়াছি কাহাকেও আঘাত করা হইতে। আর এখন আমারই বিরুদ্ধে তোমরা মস্তক উত্তোলন করিয়াছ!'

অতঃপর তাঁর শাসন-আমলে সাম্রাজ্যের কি পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে খাস আরবে ও বহিঃএলাকাসমূহে এবং তাঁর সময়ে কত প্রকারে তারা উপকার প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সব বর্ণনা করিয়া খলিফা আবেদন করিলেন– 'অতএব, আমার অনুরোধ, আমার ও আমার অধীনস্থ শাসকদের সম্বন্ধে নিন্দা ও দোষারোপ হইতে নিবৃত্ত হও, যাহাতে বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার আগুন জ্বলিয়া না ওঠে এবং রাজ্যময় ছড়াইয়া না পড়ে।'

উপস্থিত জনগণ খলিফার আবেদনে শান্ত হইল। খুব সম্ভব উহা তাদের অন্তর স্পর্শ করেছিল। কিন্তু সমস্তই পণ্ড হইল ঔদ্ধত্য, মন্ত্রী মারোয়ানের দ্বারা। খলিফার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, 'এর পরও তোমরা যদি খলিফার বিরোধিতা কর, আমরা অচিরে তরবারির সাহায্যে এই বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিব।' খলিফা মারোয়ানকে ধমক দিয়া বসাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তুমি চুপ করো, আমার লোকজনের সহিত আমাকে কথা বলিতে দাও। আমি কি পূর্বেই তোমাকে কথা বলিতে নিষেধ করি নাই?' মারোয়ান চুপ করিল। হজরত ওসমানও দুঃখের সহিত মিম্বর হইতে নামিয়া গেলেন। মারোয়ানের একটি কথায় খলিফার সব বক্তৃতা ও আবেদন ব্যর্থ হইল ইহার পর জনগণের ভিতরকার অসন্তোষ ক্রমে বাড়িয়া চলিল এবং দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। খলিফার বিরুদ্ধে বৈঠক ও জটলাও বাড়িয়া চলিল।

হজরত ওসমানের রাজত্বের একাদশ বর্ষ-হিজরি ৩৫ সন-এইভাবে নানা ত্রিক্ততার ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হইল। সময় বসিয়া থাকে না। এই বৎসরের শেষ ভাগে আসিল হজের মৌসুম। খলিফা অন্যান্য বৎসরের মতো এবারও হজ ব্রত সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তিনি হয়ত জানিতেন না, ইহাই তাঁর জীবনের শেষ হজ উদ্‌যাপন।

আসন্ন বিপ্লব নিবারণে খলিফার প্রয়াস

হজরত ওসমান ইহার পর ঘটনার স্রোতে দ্রুত ভাসিয়া চলিলেন। তাঁরা প্রধান হিতাকাঙ্ক্ষী আবদুর রহমান বিন আউফ যিনি তাঁর আজীবন সহচর ও দুঃখের সমব্যথী ছিলেন, বিপদের মুখে যিনি নিঃসঙ্কোচে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেন, তিনিও পরলোক গমন করিলেন। খলিফাকে তিনি স্নেহ করিতেন; দোষ দেখিলে গুরুজনের মতোই ভর্ৎসনা করিতেন। খলিফা ভুল আদেশ দিলে তিনি তাহা পাল্টাইতে পশ্চাদপদ হইতেন না, ইহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এহেন একজন সহায় হারাইয়া খলিফা যেন ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু তাঁর নৈরাশ্যের ইহাই প্রথম সূচনা নহে; ইহার দিনই তিনি বুঝিতে পারের তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য মধ্য-গগন অতিক্রম করিয়াছে এবং অস্ত-পথে তার প্রয়াণ শুরু হয়েছে। হজরত ওসমানের রাজত্বের তখন সপ্তম বর্ষ। চতুর্দিকে আরব জাতির বিজয়-দুন্দভি সগৌরভে ঝঙ্কৃত হইতেছে। খলিফার যশঃ রাশিতে দিক-দিগন্ত প্লাবিত। কি দানে, কি জাতির কল্যাণজনক কাজে, কি ধার্মিকতায়, কি সমবেদনায়, সকল দিক দিয়া তিনি একজন আদর্শ নৃপতির দুর্লভ গৌরবে মণ্ডিত। জনহিতকর কাজে তাঁর ব্যস্তাতার অবধি নাই। তার মধ্যে কূপ খনন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য কার্য। আরবেরা পানির জন্য চিরকাঙ্গাল, কে না জানে। মদিনার পুরাতন কূপগুলো আরও গভীর করা এবং দরকারমতো শহরের আশপাশে নতুন কূপ খনন করা ছিল তাঁর একটি প্রিয় পেশা। একদিন শহরের প্রায় দুই মাইল দূরে আরিস নামক পল্লীতে তিনি একটি

www.bjilibrary.com

কূপের পাশে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি দ্বারা শ্রমিকদের কাজ দেখাইতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ তাঁর অঙ্গুলি হইতে নবীর ব্যবহৃত সীলমোহরের আংটিটি খসিয়া কূপের ভিতর পরে যায়। আংটি উদ্ধারের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা হইল। কূপের সমুদয় পানি উঠাইয়া ফেলা হইল। কাদা পর্যন্ত তোলা হইল। কিন্তু এত চেষ্টা করার পরও আংটির সন্ধান মিলিল না। আংটিটি রৌপ্য-নির্মিত ছিল এবং হজরত রাসুলের সীলমোহরের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করান হয়েছিল। উহাতে তিনটি শব্দ-মোহাম্মদ রাসুল উল্লাহ-খোদিত ছিল এবং শব্দগুলো নিচ হইতে উপরে এইভাবে সাজান ছিল। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে নবী যখন বিভিন্ন রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করেন, তখন সেই লিপিগুলো এই আংটি দ্বারা সীল করা হয়েছিল। তাহা ছাড়া, যে সকল মূল্যবান দলিলে সীলমোহর অঙ্কিত করার প্রয়োজন হইত, সেগুলোতেও এই আংটি দ্বারা ছাপ মারা হইত। হজরত নিজে ইহা করিতেন; তাঁর পরবর্তী দুই খলিফাও তাহাই করিয়াছেন। তাঁদের পর আংটিটি হজরত ওসমানের ব্যবহারে আসে। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য যখন ঘনাইয়া আসে তখন নানা দিক দিয়াই ভুল-ভ্রান্তি ও বিভ্রাট ঘটিতে শুরু করে। হজরত ওসমানেরও চরম দুর্ভাগ্যের নিদর্শন প্রকাশ পায় এই পবিত্র আংটির অন্তর্ধানে। অঙ্গুরীর শোকে হজরত ওসমান মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছিলেন এবং এই আকস্মিক ঘটনাকে ভবিষ্যতের জন্য একটা কুলক্ষণ মনে করিয়া তিনি দারুন দুশ্চিন্তায় নিপতিত হয়েছিলেন। কথিত আছে, ইহার পর অনুরূপ আর একটি আংটি তাঁর জন্য প্রস্তুত করানোর ব্যাপারে তাঁকে রাজি করিতে অনেক দিন সময় লেগেছিল এবং পরে-প্রস্তুত-করা এই নতুন আংটিটিও তাঁর শাহাদতের সময় হারাইয়া যায়, আর কখনও উহা পাওয়া যায় নাই।

যাহা হউক, আবদুর রহমান বিন আউফের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাজধানীতে একটা শালীনতা বিরাজ করিত। খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা গোপনে তাদের প্রচারকার্য চালাইত। কিন্তু এক্ষণে প্রকাশ্যভাবেই যেখানে-সেখানে তাদের জটলা এবং যুক্তি-পরামর্শ চলিতে লাগিল। খলিফার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের এই প্রকার প্রস্তুতির কথা জনশ্রুতির মাধ্যমে রাজধানী হইতে দূরবর্তী প্রদেশসমূহে ছড়াইতে লাগিল। ইহা বড় বড় শহরের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির লোকদের জন্য বিশেষ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াইল। উচ্চ-নিচ সকল শ্রেণির নাগরিকের মনেই ভাবী রাষ্ট্র-বিপ্লব ও তজ্জনিত বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা জমা হইতে লাগিল। যাহারা মদিনায় বাস করিতেন তারা অনবরত দূরবর্তী অঞ্চলের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব হইতে চিঠিপত্র পাইতে লাগিলেন একটু সংবাদের জন্য চারদিকের। এই সব অমঙ্গলসূচক জনরবের অর্থ কি এবং অদূর ভবিষ্যতে কি বিপদ আসিতে পারে। রাজধানীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা খলিফার দরবারে আসিতেন প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে খাঁটি তথ্য সংগ্রহের জন্য। কিন্তু সেখানেও ভিতরে ভিতরে শঙ্কাজনক কানাকানি ও চাপাচাপি চলিত; প্রকাশ্যে উপরে উপরে ঘূর্ণিঝড়ের প্রাক্‌কালীন প্রশান্তির মতোই পরিস্থিতি ঠাণ্ডা মনে হইত, যেন বিশেষ কিছুই ঘটিতে যাইতেছে না।

অবশেষে রাজধানীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের পরামর্শমতো খলিফা অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য তৎপর হইলেন এবং হজ-যাত্রার পূর্বেই চারিজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে চারটি প্রধান কেন্দ্রে পাঠাইলেন পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরজমীন ওয়াকিফহাল হয়ে প্রকৃত তথ্য তাঁকে জানাইবার জন্য। কেন্দ্রগুলোর নাম কুফা, বসরা, ফাস্‌তাত (মিসরে) এবং

www.bjilibrary.com

দামেস্ক। পর্যবেক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, (১) ওসামা ইব্নে জায়েদ, যিনি হজরত রসুলের ওফাতের পর সিরিয়ায় প্রেরিত মুসলিম অভিযানে নেতৃত্ব করেছিলেন, (২) আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর, (৩) আম্মারা, যিনি হজরত উমরের খুব বিশ্বস্ত ছিলেন এবং (৪) মুহম্মদ ইবনে মুসলানা যাঁহাকে হজরত উমর অনেক সময় গোপন মিশনে পাঠাইতেন এবং স্বয়ং নবীও পাঠাইতেন। ইঁহাদের বলিয়া দেওয়া হয় যে, তাঁরা যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন, কোনখানে সন্দেহজনক কোন লক্ষণ নজরে পড়ে কিনা। তিন ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া খলিফাকে জানাইলেন, শাসনকার্য শৃঙ্খলামতো চলিতেছে, কোথাও কোন ব্যতিক্রম বা শাসন-বিরোধিতা দৃষ্ট হইল না। চতুর্থ ব্যক্তি আম্মার ফিরিয়া আসিল না। ঐ ব্যক্তি মিসরিয় বিদ্রোহীদল কর্তৃক বশীভূত হয়েছিল। অতঃপর হজরত ওসমান এই মর্মে একটি ফরমান জারি করিলেন: 'আগামী হজ-মৌসুমে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খলিফার দরবারে উপস্থিত হইবেন। কোন অভিযোগ তাঁহাদের বিরুদ্ধে থাকিলে তাহা, অথবা অন্য যে কোনও ক্ষোভের কারণ কাহারও থাকিলে, তাহা ঐ সময় তারা খলিফার দরবারে উপস্থিত করিতে পারিবে। তারা যেন প্রকাশ্য দরবারে তাদের অভিযোগ প্রমাণিত করে এবং তারা তাহা করিলে তাদের প্রতি অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হইবে। অন্যথা তাদের পক্ষে উচিত হইবে, যে সমস্ত ভিত্তিহীন নিন্দা প্রচারিত হওয়ার ফলে জনগণের মনে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, সে সমস্ত প্রত্যাহার করা।'

ঘোষণাপত্র যথারীতি প্রচার করা হইল এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে লোক মারফত ইহা পড়াইয়া শুনান হইল। খলিফার এই করুণ আবেদন লোকেরা শুনিল এবং তাদের মনে উহা প্রভাব বিস্তারও করিল। অনেক স্থানে লোকেরা উহা শুনিয়া তাঁর জন্য দুঃখে অশ্রুপাত করিল এবং তাঁর কল্যাণের জন্য আল্লাহ্র কাছে রহমত চাহিয়া মোনাজাত করিল।

মক্কার হজ সমাপ্ত করিয়া গভর্নররা নির্ধারিত সময়ে মদিনায় উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনও স্থান হইতে অভিযোগ আসিল না। তাঁরাও কেহ স্বীকার করিল না যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কাহারও কোনো অভিযোগ আছে। খলিফা যে তদন্ত পাঠাইয়াছিলেন, তাঁরাও অনুসন্ধান করিয়া কোথাও কোনো গোলমালের হেতু পান নাই। কিন্তু খলিফা নিশ্চিত হইতে পারিলেন না। তিনি গভর্নরদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আফসোস এ সমস্ত শুনিতেছি আপনাদের সম্বন্ধে? আমর প্রিয় প্রতিনিধি ও শাসকগণ! আমার খুবই মনে হইতেছে, প্রজাপুঞ্জের অভিযোগের মূলে সত্যতা থাকিতে পারে। আর তাই যদি হয়, তবে তাহার দায়িত্ব আমার উপরই অর্পে, কেননা, আপনারা আমার হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন।' তাঁরা উত্তরে বলিলেন, 'আমরা নিজেদের কি বলিব খলিফাতুল মুসলেমিনে নিজের বিশ্বস্ত লোকেরাও তো স্থানীয় তদন্ত পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁরাও তো নিন্দনীয় কিছু দেখিতে পান নাই।'

সভায় অভিজ্ঞ প্রাক্তন গভর্নরগণও উপস্থিত ছিলেন। খলিফা কহিলেন, 'তবে কি করা যায়?' উত্তরে সা'দ বিন আবি ওক্কাস বলিলেন, 'যে সমস্ত কুচক্রী অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া প্রজাদের উস্কানি দিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করা হউক এবং তরবারির মুখে নিক্ষেপ করা হউক। তাহা হইলে বিদ্রোহের গোলমাল থামিয়া যাইবে।'

www.bjilibrary.com

মু'য়াবিয়া কহিলেন, 'সিরিয়ায় কোনও রাষ্ট্র-বিদ্বেষী লোক নাই; আমার বিশ্বাস, অন্যান্য প্রদেশেও এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইত যদি লোকদের উপর এক দিকে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হইত এবং অপর দিকে শাসন দৃঢ় করা হইত।'

সাঈদ ইবনে আল আ'স বলিলেন, 'রাজভক্তদের পুরস্কার স্বরূপ বার্ষিক বৃত্তি কমান বা রহিত করা হউক।'

আবদুল্লাহ বিন আমির কহিলেন, 'অশান্ত অস্থিরমতি লোকদের যুদ্ধে পাঠান হউক; তাহা হইলে তারা খুশি হইবে, এদিকে অশান্তিও দূর হইবে।'

আমরু পূর্ব হইতেই খলিফার উপর বিরূপ ছিলেন। তিনি খলিফার নির্বুদ্ধিতাকেই সকল গোলযোগের কারণ বলিয়া তাঁকে ভর্ৎসনা করিলেন।

স্থানীয় তদন্তে কিছু প্রকাশ পায় নাই সত্য এবং উপরে উপরে সমস্তই শান্ত ও স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়াই মনে হইতেছে। অথচ চিন্তাশীল নাগরিকমাত্রেই অনুভব করিতেছিলেন, রাজনৈতিক সংস্থার ভিতর যে দুষ্টবিষ সংক্রমিত 'হয়েছে তাহা ইতোমধ্যেই গভীরে প্রবেশ করিয়াছে। উহা ভিতরে ভিতরে দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছিল। বিপন্ন খলিফা তাঁর প্রতিনিধিদের এবং রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহানুভূতিযাঞ্চা করেছিলেন এবং তাঁহাদের সকলের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে কিইবা পরামর্শ দেওয়া চলে। নানাজনে নানা উপদেশ দিলেন। তাহার কোনটিই এমন ছিল না, সোজাসুজি অনুসরণ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণির উপদেষ্টা বলিলেন, 'গভর্নরগণ তাঁহাদের আচরণ সংশাধন করুন, তাহা হইলেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাইবে।' খলিফা এতসব উপদেশের গোলমালে হতবুদ্ধি হয়ে পড়িলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি একটি মন্তব্য অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, 'লোকের প্রতি কঠোরতা ও জুলুম চলিবে এমন কোনো পন্থায় তিনি কখনই সম্মতি দিবেন না। যদি বিদ্রোহ বা রাষ্ট্র বিপ্লব আসেই অতঃপর কেউ তাঁকে সে জন্য দোষী করিতে পারিবে না।' কিন্তু উপস্থিত মতে তাঁর কিছু করণীয় ছিল না, নীরবে অবস্থার গতিক্রম লক্ষ্য করা ও কারও ওপর অত্যাচার না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা ছাড়া। তিনি তাঁর প্রতিনিধি ও শাসকবর্গকে বিদায় দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যদি দূরদেশে অভিযান প্রেরণ করা হয়, তিনি তাতে সম্মতি দিবেন। অন্যথা তিনি নিজে যাহা ভালো মনে করেন তাহাই করিবেন।

সভা শেষ হইল কিন্তু দেশব্যাপী বিক্ষোভের নিরাবরণের বাবদ আশু কার্যকরী কোনো পন্থাই গ্রহণ করা সম্ভবপর হইল না। আমির মু'য়াবিয়া বৈঠক শেষে সিরিয়ায় যাত্রাকালে খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁকে তাঁর আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া অনুরোধ করিলেন তাঁকে সিরিয়ায় যাইতে এবং সেখান হইতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে। তিনি খলিফাকে নিশ্চয়তা দিলেন, সেখানে বিপুল সংখ্যক রাজভক্ত লোক রহিয়াছেন, যাহারা বিপদ-কালে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়াইতে প্রস্তুত।

www.bjilibrary.com

উত্তরে খলিফা বলিলেন, 'আমার মসনদের কথা ধরি না, আমার নিজ জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলেও, নবীর আশ্রয়স্থল এই মদিনা শহর ত্যাগ করিয়া আমি কোথাও যাইব না। এই পুণ্যভূমিতেই তাঁর পবিত্র দেহ-মুবারক বিরাজ করছে।'

অতঃপর মু'য়াবিয়া নিবেদন করিলেন। তাহা হইলে অনুমতি করুণ, একদল বিশ্বস্ত সৈন্য আপনার দেহরক্ষী স্বরূপ পাঠাইয়া দেই।' 'সে হয় না'-এই উত্তর করিলেন খলিফা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত। 'আমার দেহরক্ষার জন্য সৈন্য বাহিনীকে এখানে স্থান দিয়ে যাঁরা নবীর বসত বাটির আশপাশে বাস করেন তাঁহাদের উপর অত্যাচার হইতে পারে এবং নবীর পবিত্র রওযার অসম্মান হইতে পারে।'

মু'য়াবিয়া বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন, 'এ অবস্থায় ধ ংস ছাড়া অন্য কোনও পরিণাম আপনার দেখিতেছি না।' বৃদ্ধ খলিফা ধীরভাবে উত্তর করিলেন, 'এ অবস্থায় আল্লাহ্ আমার রক্ষক এবং ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।' বিদায়, আপনার মঙ্গল হউক'– বলিয়া মু'য়াবিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহাই তাঁহাদের শেষ সাক্ষাৎ। ইহার খলিফার মুখ তিনি আর দেখিতে পান নাই।

সিরিয়ার পথে রওয়ানা হয়ে তিনি রাস্তায় একদল কোরাইশের দেখা পাইলেন। তাদের ভিতর হজরত আলি ও যুবায়েরও ছিলেন। তিনি মুহূর্ত কাল থামিলেন, তাঁহাদের দুই একটি কথা বলিয়া সতর্ক করার অভিপ্রায়ে তিনি বলিলেন, 'তোমরা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেকার সেই আইয়ামে জাহেলিয়াতে পুনরায় ফিরিয়া যাইতেছ। আল্লাহ্ মজলুম ও দুর্বলের পক্ষে শক্তিশালী প্রতিকারকারী।' সর্বশেষ বলিলেন, 'তোমাদের হাতে অসহায় বৃদ্ধ খলিফাকে সঁপিয়া দিয়া গেলাম। তাঁকে সাহায্য করিও; ইহা তোমাদের পক্ষে উত্তম। তোমরা সালামতে থাক।' এই বলিয়া মু'য়াবিয়া তাঁর গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

কোরাইশ দলটি কিছুক্ষণ নীরবে চুপ করিয়া থাকিল। অতঃপর হজরত আলি প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'আমাদের সাধ্যমতো তাহাই করিতে হইবে, যেরূপ মু'য়াবিয়া বলিলেন'। 'আল্লাহ্র কসম' জুবায়ের বলিলেন, 'সত্যই তোমার উপর, এবং আমার উপরও, ওসমানের রক্ষা করার চাইতে কঠিন দায়িত্ব আর কখনও চাপে নাই।'[১]

১. মূ'য়র প্রণীত Annals of the Early caliphate

www.bjilibrary.com

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিদ্রোহের নগ্নরূপ

প্রথম পর্যায়–বিদ্রোহীদের মদিনায় উপস্থিতি

হিজরি ৩৫ সনে সাধু আবুজর-এই নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন, নেজদের মরুভূমিতে রেব্‌জা নামক পল্লীতে নির্বাসিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। পুণ্যশীল আবু মাসুদ তাঁর দাফনকার্য সম্পাদন করেন। নির্বাসনের দুইটি বৎসর তাঁর জীবন দারুণ কষ্টের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের জন্য কিছু রাখিয়া যাওয়া দূরের কথা, তাঁর দাফনের বস্ত্রও চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়েছিল। তাঁর এই দুঃখের কাহিনি যখন আবু মাসুদের মারফত কুফায় প্রচারিত হইল, জনগণ আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠিল। তাদের নেতৃবর্গের তো ইহাতেই আনন্দ। ফরাসি-বিপ্লবের নায়করা দেশে তাণ্ডব সৃষ্টিতে যে উল্লাস বোধ করেছিল, সকল দেখে সকল বিপ্লবের নায়কগণই সেই প্রকার উল্লাসের আস্বাদ চাহিদা থাকে, ইহা ইতিহাসের কথা। তারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। ইতোমধ্যে জনশ্রুতির পথে সংবাদ আসিল, মিসরে এক ব্যক্তি গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় ঔদ্ধত্য গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি সাবাহ্ তাহার শিরচ্ছেদন করিয়াছেন। শুনা গেল, সারা মিসর চঞ্চল হয়ে উঠিয়াছে এবং মিসরের বিরোধী দল আইন ও শৃঙ্খলার বাঁধ ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। বিস্তীর্ণ হিজাজ দেশের পূর্ব-প্রান্তে ইরাক, পশ্চিম-প্রান্তে মিসর। কিন্তু উন্মত্ত জনতা কর্তৃক দুই দেশের ভিতর যোগাযোগ স্থাপনে বেশি সময় ল্যাগিল না। উভয় দিকে বিদ্রোহের দাবানল সমানে জ্বলিয়া উঠিল।

খলিফার আহ্বানে প্রাদেশিক গভর্নররা যখন মদিনায় সমবেত হন এবং রাষ্ট্রের শান্তি রক্ষার সমস্যা লইয়া আলোচনায় নিয়ত. সেই অবকাশে কুফা এবং মিসরের প্রধান বিদ্রোহ-কেন্দ্র ফাস্‌তাতের বিদ্রোহী পরস্পর যোগাযোগ স্থাপন করে এবং স্থির করে তারা বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে একই সময় নির্গত হয়ে মদিনায় সমবেত হইবে এবং তথায় এমন এক শক্তিশালী দল গঠন করিবে যাহা মদিনাবাসীদের পক্ষে তাসের কারণ হইবে। তাদের প্ল্যান ছিল, তারা একযোগে খলিফার প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিতে এবং খলিফা যখন তাহাদের বারণ করিতে চেষ্টা করিবেন, সেই সুযোগে তাদের অভিযোগ সমূহের সুদীর্ঘ তালিকা তাঁর সামনে পেশ করা হইবে। যাহাতে উহা মারয়ানের হস্তে গিয়া না পড়ে। তারপর উচ্চস্বরে দাবি করা হইবে নেই সব অভিযোগের প্রতিকার এবং শান-ব্যবস্থার সংস্কার ও গভর্নরের অপসারণের জন্য। খলিফা যদি তাতে রাজি না হন, তবে তাঁকে গদী ত্যাগ করিতে বলা হইবে। তাতেও যদি তিনি অস্বীকৃত থাকেন, তবে শেষ পর্যন্ত তরবারির সাহায্যে নিজেদের দাবি পূরণের ব্যবস্থা করা হইবে।

কিন্তু যদি শেষ পর্যায় পর্যন্তই ঘটনাপ্রবাহ অগ্রসর হয়, তবে পরবর্তী খলিফা কে হইবেন, ইহা লইয়া তারা একমত হইতে পারিল না। কুফার লোকেরা চাহিল যুবায়েরকে, বসরার লোকেরা চাহিল তাল্‌হাকে, আর মিসরবাসীরা ছিল হজরত আলির পক্ষে।

www.bjilibrary.com

বিদ্রোহীরা তাদের শেষ-মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্বেই গভর্নরগণ মদিনার সভা শেষ করিয়া যে যাঁহার স্থানে পৌঁছিয়া গেলেন। কাজেই বিদ্রোহীদের প্ল্যান পাকা হইতে পরিল না; তখনকার মতো ষড়যন্ত্র স্থগিত রহিয়া গেল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী জন-নায়কগণ তাদের মতলব সিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে থাকিল। এইভাবে বৎসর শেষ হয়ে গেল।

ইহার পর আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক বৎসর হিজরি ৩৬ সন পৃথিবীর বুকে ছায়াপাত করিল। এই মাঝামাঝি সময়ে ষড়যন্ত্র পুনরায় জোরদার হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইলঅ হজের মৌসুম তখন আগত প্রায়। হজের নাম করিলে সকলে বিা বাধায় একত্রিত হইতে পারিবে এই আশায় বিদ্রোহীরা ষড়যন্ত্র সাথকভাবে কার্যকরী করার পক্ষে আবশকীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করিল এবং জিলহজের প্রায় তিন মাস পূর্বে ওমরা হজ (অসাময়িক হজ)-এর ভান করিয়া কুফা, বসরা ও মিসরের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে হাজির ছদ্মবেশে তারা মদিনার পথে রওয়ানা হয়ে গেল।

মিসরের গভর্নর আবু সারাহ্ বিদ্রোহীদের এই গোপন ষড়যন্ত্র দেশ ত্যাগের কথা জানিতে পারিয়া ত্বরায় খলিফাকে পত্রযোগে ইহা জানাইয়া দিলেন। রাজধানী হইতে তাঁর পত্রের উত্তরে হুকুম গেল, বিদ্রোহীদের অনুসরণ ও ধৃত করিতে। তিনি চেষ্টা করিলেন করিলেন খলিফার আদেশ তামিল করার জন্য, কিন্তু ইতোমধ্যে তারা গভর্নরের নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল। গভর্নর যখন বিফল মনোরথ হয়ে নিজ রাজধানীতে ফিরিলেন, তখন দেখিলেন, মিসর বিদ্রোহী দলপতি মুহম্মদ ইবনে আবু হুযায়ফার হাতে চলিয়া গিয়াছে। আর অগ্রগামী বিদ্রোহী জনতার পরিচালকবর্গের ভিতর ছিল হজরত আবু বকর পুত্র মুহম্মদ। আবু সরাহ্ বুঝিতে পারিলেন না, কত লোক তাঁর পক্ষে আর কত লোক বিপক্ষে। তিনি নিজ জীবনের নিরাপত্তার জন্য অগত্যা প্যালেস্টাইনে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

হজরত ওসমান বিদ্রোহীদের মদিনার দিকে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ গোপনে অবগত হয়ে মসজিদে নববীতে গেলেন এবং মিম্বরে উঠিয়া উপস্থিত মুসলিমদের আহ্বান করিয়া জানাইয়া দিলেন, বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যের কথা তিনি বলিলেন, 'তাদের অভিযোগ আমারই বিরুদ্ধে এবং শিগগিরই তোমরা দেখিতে পাইবে, আমার ওপর কি দুর্ভোগ নামিয়া আসে। তোমরা নিশ্চয়ই আশা করিবে, যাহাতে এই আক্রমণ বিলম্বিত হয়। কেননা, ইহার পরিণাম যে ভয়াবহ হইবে তাহা তোমরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করিতে পারিতেছ। ইহার ফলে, শহরে হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা চলিবে, পবিত্র ভূমিতে রক্তস্রোত বহিবে, শাসনব্যবস্থাও বিলুপ্ত হইবে সেই বিপ্লবের মুখে। আর আল্লাহর হুকুমের বিরোধী যে সব অধর্মমূলক কার্যকলাম চলিতে থাকিবে, তার স্রোত সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিবে। কিন্তু খলিফার এই বিবৃতিতে উপস্থিত জনগণের ভিতর কোনো সাড়া জাগিল না। হয়ত তারা হঠাৎ কিছু স্থির করিতে পারে নাই, এই পরিস্থিতিতে তাদের কি করা কর্তব্য।

ইহার পর বিদ্রোহীদের মদিনায় উপনীত হইতে বেশি সময় লাগিল না। তারা মদিনার উপকণ্ঠে তিন স্থানে শিবির স্থাপন করিল। একটি কুফার বিদ্রোহীদের একটি বসরার বিদ্রোহীদের এবং অপরটি ছিল মিসরিয়দের। প্রত্যেক দল পৃথক পৃথক শিবিরে অবস্থান করিতে থাকিল। অবস্থা দৃষ্টে শহরবাসীরা শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ত্র-সজ্জিত হইল। বিশ বৎসর পূর্বে হজরত আবু বকরের শাসন আমলে বিভিন্ন দল যখন ইসলামের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করেছিল, তারপর হইতে এ যাবৎ মদিনায় এইভাবে নাগরিকদের অস্ত্র-সজ্জার প্রয়োজন আর কখনও দেখা দেয় নাই। কাজেই ইহা একটা

www.bjilibrary.com

অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল মদিনাবাসীরা বিদ্রোহীদের নগর-প্রবেশ হইতে প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হইল।

বিদ্রোহীরা এই অবস্থা দেখিয়া সরাসরি নগরে প্রবেশের প্ল্যান পরিত্যাগ করিয়া চতুরীর আশ্রয় লইল। তারা নবীর বিধবা পত্নীদের নিকট এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইতে লাগিল এই বলিতে, 'আমরা নবীর পবিত্র আবাস-গৃহ এবং রওযা জিয়ারত করিতে আসিয়াছি এবং গভর্নরদের ভিতর কেহ কেহকে পদচ্যুত করার জন্য খলিফার নিকট আবেদন জানাইতে আসিয়াছি। আমাদের শহরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হউক!' কিন্তু অনুমতি দেওয়া হইল না। তবে খলিফার পক্ষ হইতে তাহাদের আশ্বাস দেওয়া হইল যে, তাদের অভিযোগসমূহ মনোযোগের সহিত বিবেচনা করা হইবে।

এদিকে বিদ্রোহী দলগুলোর ভিতর গোপনে পরামর্শ চলিতে লাগিল এবং তারা খিলাফতের জন্য নিজ নিজ মনোনীত ব্যক্তিদের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইল। যাহারা হজরত আলির নিকট আসিল তাহাদের তিনি আসা মাত্র হাঁফাইয়া দিলেন এই বলিয়া, 'তোমরা রাজদ্রোহী এবং নবীর অভিশপ্ত।' অন্য দলগুলোও যুবায়ের ও তালহার নিকট অনুরূপ ব্যবহার পাইল। কোথাও কোনও সুবিধা তারা করিয়া উঠিতে পারিল না।

এই পন্থায় সুবিধা করিতে না পারিয়া এবং নগরবাসীদের আক্রমণ এড়াইতে না পারিলে তাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধি সম্ভবপর নয় জানিয়া বিদ্রোহীদের নেতারা প্রকাশ করিল, তারা খলিফার নিকট হইতে শাসনের সংস্কার করা হইবে বলিয়া যে আশ্বাস পাইয়াছে, তাতেই তারা সন্তুষ্ট হয়েছে। এই কথা রাষ্ট্র করিয়া তারা তাঁবু উঠাইয়া লইল এবং প্রত্যেক দল স্ব স্ব দেশের পথে পদক্ষেপ করিল। তারা এমন ভাব দেখাইল, যেন সত্য সত্য তারা দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাদের ভিতরে ভিতরে যুক্তি ছিল; কিছুদূর গিয়া তারা থাকিবে এবং ইতোমধ্যে মদিনার অধিবাসীরা তাদের অস্ত্র সজ্জা ও প্রতিরোধের প্রস্তুতি শিথিল করিবে। তখন তারা আবার একযোগে মদিনায় ফিরিয়া আসিবে।

মদিনার লোকেরা মনে করিল, উপস্থিত ভয়াবহ বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। তারা খুশিতে অস্ত্রশস্ত্র তুলিয়া রাখিল। মদিনায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল। খলিফাও পূর্বের মতো নিশ্চিন্ত মনে মসজিদে যাইতে ও নামাজের জমায়েতে নেতৃত্ব করিতে থাকিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়–খলিফার সকাশে বিদ্রোহী দল

বিদ্রোহীদের মদিনা ত্যাগের পর কয়েক দিন যাইতে না যাইতে সহসা দেখা গেল, তাদের তিনটি দলই পুনরায় মদিনার উপকণ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছে। নাগরিকদের একটি দল হজরত আলিকে পুরোভাগে রাখিয়া বিদ্রোহীদের নিকট গেল এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তারা তখন একখানি দলিল দেখাইল। একখানি চিঠি, গভর্নরের বরাবর লিখা। ইহাতে খলিফার সীলমোহর অঙ্কিত ছিল এবং লিখা ছিল, 'বিদ্রোহীরা ফিরিয়া গেলে তাহাদের ধৃত করিবে, পীড়ন করিবে, কতককে কারাগারে নিক্ষেপ করিবে এবং অবশিষ্টগুলোকে কতল করিবে।' তারা বলিল, এই দলিল তারা পথে খলিফার একজন ভৃত্যের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ভৃত্যটি ইহা লইয়া মিসরের পথে যাইতেছিল।

www.bjilibrary.com

হজরত আলি ইহাকে বিদ্রোহীদের একটি ষড়যন্ত্র বলিয়া সন্দেহ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'সে লোক যদি মিসর যাইতেছিল এবং ফাস্‌তাতের পথে মিসরিয় প্রত্যাবর্তনকারী দল কর্তৃক ধৃত হয়ে থাকে, তবে এত তাড়াতাড়ি সে খবর কি করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত পথের যাত্রী অর্থাৎ কুফা ও বসরাগামী দুইটি দলের নিকট পৌঁছিল এবং কি করিয়াই বা তিনটি দল এর ভিতর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া একত্রিত হইল।'

উত্তরে তারা বলিল, 'আপনি যাই বলুন, উক্ত চিঠি আমাদের কাছে বিদ্যমান আছে এবং উহাতে খলিফার নামাঙ্কিক সীলমোহর রহিয়াছে।'

হজরত আলি খলিফার নিকট আসিয়া সকল কথা বিবৃত করিলেন। খলিফা বলিলেন, এমন কোনও চিঠি লেখা হয়েছে বলিয়া তিনি কিছু অবগত নহেন। কিন্তু তথাপি তিনি উক্ত অভিযোগের কিনারা করিবার জন্য বিদ্রোহীদের নেতৃবর্গের ভিতর কতিপয় প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎ দান করিতে রাজি হইলেন। তারা নির্ধারিত সময়ে খলিফার সমীপে উপস্থিত হইলে হজরত আলি তাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু তারা কেহ মাথা নোয়াইল না, বা অভিবাদন করিল না। পরন্তু উদ্ধতভাবে খলিফার সামনে আসিল এবং তাদের অভিযোগগুলোর পুনরাবৃত্তি করিল। তারা বলিল, 'আমরা খলিফার ওয়াদা পাইয়াছিলাম, আমাদের অসন্তোষের প্রতিকার করা হইবে এবং সেই বিশ্বাস লইয়া আমরা স্বদেশে যাইতেছিলাম; কিন্তু প্রতিকারের পরিবর্তে এ কি কাণ্ড? খলিফার এই সেই নিজস্ব ভৃত্য যাকে আমরা ধরিয়া আনিয়াছি এবং খলিফার এই সেই বিশ্বাস ভঙ্গকারী পত্র যাহা লইয়া সে মিসর যাইতে ছিল' তারা উক্ত পত্র ও খলিফার সেই ভৃত্যকে সভাস্থলে হাযীর করিল।

হজরত ওসমান কসম করিয়া বলিলেন, 'আমি এ সমস্তের কিছুই অবগত নহি।' ইহাতে বিদ্রোহী প্রতিনিধিরা দাবি করিল, 'তবে বলুন, কে সেই ব্যক্তি যে এই পত্র লিখিয়াছে।' খলিফা বলিলেন, 'আমি তাহা জানি না।' তারা বলিল, 'কিন্তু এ চিঠি আপনার চিঠি হিসেবে প্রেরিত হয়েছিল এবং আপনারই একজন ভৃত্য ইহা বহন করিতেছিল। এই দেখুন ইহাতে আপনার নামের সীলও অঙ্কিত রহিয়াছে। তথাপি আপনি বলিবেন, আপনি ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না?' ইহার পরও খলিফা বলিলেন, সত্যই তিনি এ ব্যাপার অবগত নহেন।

বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তেজিত স্বরে চেঁচাইয়া বলিল, 'হয় আপনি সত্য কথা বলিতেছেন, অথবা আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা মিথ্যা। ইহার যে কোনও অবস্থায় আপনি যে খলিফা থাকার অনুপযুক্ত, তাহাই প্রমাণ হইতেছে। আমরা এক ব্যক্তির হাতে শাসনদণ্ড রাখিতে প্রস্তুত নহি, যিনি হয় অপদার্থ না হয় নির্বোধ এবং এত দুর্বল, অন্যকে শাসন করার ক্ষমতা তাঁর নাই। আপনি অবিলম্বে খিলাফৎ ত্যাগ করুন, কেননা আল্লাহ্ উহা আপনার হাত হইতে উঠাইয়া লইয়াছেন।'

হজরত ওসমান বলিলেন, 'আল্লাহ্ যে শাসনভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, আমি তাহা কোনও ক্রমেই ত্যাগ করিতে পারি না। তবে যে কোনও অন্যায়-অত্যাচার সম্বন্ধে আপনারা অভিযোগ করিবেন, আমি তাহা দূর করিতে প্রস্তুত আছি।'

তারা বলিল, 'এখন আর তাহা বলিলে কি হইবে? সে সময় পার হয়েছে। আপনি বহুবার প্রতিকারের ওয়াদা করিয়াছেন এবং সে সমস্তই খেলাফ করিয়াছেন। ইহার পর আপনার কোনও ওয়াদার ওপর আর আস্থা স্থাপন করা চলে না।' তারা খলিফাকে ইহাও জানাইয়া দিলেন, অতএব তারা তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবে, যে পর্যন্ত না তিনি গদী ত্যাগ করেন অথবা নিহত হন।

www.bjilibrary.com

আহত অভিমানে খলিফার ভিতরকার সুপ্ত ব্যক্তিত্ব জাগিয়া উঠিল। তিনি তাঁর পদোচিত মর্যাদা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, 'মৃত্যুই আমি শ্রেয় মনে করি, ভয়ে পদত্যাগ অপেক্ষা। যুদ্ধের কথা বলিতেছেন, আমি তো পূর্বেই বলিয়াছি, আমার রোকেয়া আমার গদীরক্ষার জন্য যুদ্ধ বা রক্তপাত করিবে না। সেরূপ অভিপ্রায় আমার থাকিলে আমি বহু সৈন্য-সামন্ত আমার পাশে মোহায়েন রাখিতাম।'

এইভাবে তর্ক ক্রমে কোলাহলে পরিণত হইল এবং উগ্র হয়ে উঠিল। কিন্তু মীমাংসা কিছুই হইল না দেখিয়া হজরত আলি বিরক্ত হয়ে সভাস্থল হইতে উঠিয়া গেলেন এবং ঘরে ফিরিয়া গেলেন। বিদ্রোহী নেতারাও যে যাহার দলে ফরিয়া গেল। কিন্তু তারা যে উদ্দেশ্যে রাজধানীতে আসিয়াছিল তাহা অনেকটা সফল হইল। তারা চাহিয়াছিল রাজধানীতে প্রবেশের সুযোগ ও একটু দাঁড়াইবার স্থান। সে সুযোগ তারা লাভ করিল। নাগরিকদেরও অনেককে তারা দলে ভিড়াইতে পারিবে বলিয়া আশা করিত, আর এই সুযোগের জন্যই তারা শহরে প্রবেশ লাভ করেছিল। মসজিদে নববীর রোজা নামাজে তারা মুসল্লিদের সহিত জামায়াতে শামিল হইতে লাগিল। হজরত ওসমান ইমামতি করার সময় তারা সুযোগ বুঝিয়া তাঁর মুখে ধূলি নিক্ষেপ করিত। তারা নাগরিকদের শাসাইত, তারা যেন খলিফার ব্যাপারে আগাইয়া না আসে এবং বলিত, এক ভয়াবহ দুর্যোগ অতি নিকটবর্তী। রাজধানীর ভিতরে বাহিরে সব মিলাইয়া তারা সংখ্যায় ছিল চারি সহস্র। কাজেই নাগরিকরা ভয় পাইয়া ছিল। সশস্ত্র বিরোধ ও রক্তপাতের পরিবর্তে তারা কামনা করিতেছিল খলিফা ও বিদ্রোহী দলের ভিতর একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা।

তৃতীয় পর্যায়–খলিফার উপর আক্রমণ ও গৃহ-অবরোধ

খলিফার সহিত বিদ্রোহী নেতাদের সরাসরি বিতর্কের পর শুক্রবার আসিলে খলিফা যথারীতি জুমা'র নামায পরিচালিত করিলেন। নামাজ শেষে তিনি মিম্বরে বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। তিনি প্রথমে নিয়মানুবর্তী নাগরিকদের প্রশংসা করিলেন। নামাজ শেষে তিনি মিম্বরে বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। তিনি প্রথমে নিয়মানুবর্তী নাগরিকদের প্রশংসা করিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, তারা বিদ্রোহীদের দ্বারা যতই ভীতিপ্রাপ্ত হউক, তারা বিদ্রোহীদের আচরণ সমর্থন করেনা, বরং গর্হিত বলিয়া জানে। ঐ জামায়াতে বিদ্রোহী পক্ষের লোকেরাও ছিল। তাদের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, 'ওসমান, কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তোমার জীবনযাপন কর।' হজরত ওসমান ধৈর্য ধারণ করিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন। লোকটি বসিল, কিন্তু কিছুকাল পরে আবার দাঁড়াইয়া তাঁর উক্তির পুনরাবৃত্তি করিল। খলিফা অতঃপর বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: 'তোমরা কি জান না, মদিনাবাসীরা তোমাদের নবীর অভিশপ্ত বলিয়া জানে? কেননা, তোমরা নবীর খলিফা ও প্রতিনিধির বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা তোমাদের এই আচরণের জন্য অনুতাপ করো, আর সুকার্য দ্বারা দুষ্কার্যের প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করো।'

খলিফার বক্তৃতায় রাজভক্ত নাগরিকদের মধ্যে সাড়া জাগিল। তাদের ভিতর হইতে নবীর প্রিয় ও বিশ্বস্ত সাহাবা মুহম্মদ ইবনে আসলাম ও কুরআন সঙ্কলনকারী সাহাবা সায়েদ ইবনে সাবিত একে একে খলিফার বাক্যের সমর্থনে বক্তৃতা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কুফার হাকিম বিন জাবালা, মুহম্মদ ইবনে কোতাইবা প্রমুখ বিদ্রোহী

www.bjilibrary.com

নেতারা তাহাদের ঔদ্ধত্যভাবে বাধা দিয়া থামাইয়া দিল। মুসল্লিদের ভিতর মহা শোরগোলের সৃষ্টি হইল। মদিনার নিরীহ নাগরিকদের বিদ্রোহীরা প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে করিতে মসজিদ ও আঙ্গিনা হইতে বাহির করিয়া দিল। একটি প্রস্তর হজরত ওসমানের মাথায় লাগায় তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে মসজিদের পার্শ্ববর্তী তাঁর নিজ গৃহে বহিয়া নেওয়া হইল। আঘাত গুরুতর ছিল না। তিনি শিগগিরই জ্ঞানলাভ করিলেন এবং ইহার পর কিছুদিন মসজিদে পূর্ববৎ ইমামতি করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু ক্রমেই বিদ্রোহীদের ঔদ্ধত্য ও দুর্বলতার মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল এবং অবশেষে তিনি নিজ গৃহেই সব সময় থাকিতে বাধ্য হইলেন। ফলে ইহা প্রকারান্তরে অন্তরীণ অবস্থায় পরিণত হইল। তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাঁর আত্মীয়স্বজন ও কতিপয় সহৃদয় প্রতিবেশী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দেহরক্ষীরূপে তাঁর গৃহ পাহারা দিতে লাগিল। বাড়ির লোকজন যাহাতে নিরাপদে বাহিরে যাওয়া আসা করিতে পারে, তারা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিল।

খলিফার গৃহরক্ষী এই বিশ্বস্ত বাহিনীতে হজরত আলি, জুবায়ের ও তাল্‌হা প্রত্যেকে একটি করিয়া পুত্র পাঠাইয়াছিলেন গোড়া হইতেই। কিন্তু তাঁরা নিজেরা কেহ অস্ত্র ধারণ করেন নাই। বস্তুত এই দুঃসময় পরিস্থিতির আরম্ভ হইতেই তাঁরা এই ব্যাপারে নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করিতেছিলেন বলিয়া একশ্রেণীর রাবী আক্ষেপ করিয়াছেন। মসজিদের গণ্ডগোলের পর এবং খলিফা অজ্ঞান অবস্থায় গৃহে আনীত হইবার পর তাঁরা অন্যান্য নাগরিকদের সহিত খলিফার গৃহে গেলেন, তিনি কেমন আছেন জানার জন্য। কিন্তু তাঁরা প্রবেশ মাত্র মারওয়ান ও খলিফার অন্যান্য নিকট আত্মীয়রা, যাঁরা খলিফার শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তাঁরা ক্রুদ্ধভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হজরত আলির প্রতি এবং তিনি এই বিপদে মূল স্রষ্টা বলিয়া দোষারোপ করিলেন। এই বিপদ একদিন তাঁর নিজের উপরও আবর্তিত হইবে, এই বলিয়া তাঁরা অভিসম্পাত করিলেন।

এই দুর্ব্যবহারের পর হজরত আলি ক্রুদ্ধ হয়ে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁর সঙ্গের লোকেরাও চলিয়া গেল। খলিফাকে এই সময় এইরূপে ত্যাগ করিয়া যাওয়া ছিল তাদের পক্ষে চরম নিষ্ঠুরতা ও ভীরুতা এবং ইহার বিষময় ফল শুধু একা ভোগ করেন নাই, তাঁহাদের প্রত্যেককেই ভুগিতে হয়েছিল। ইহা শুধু নৈতিক হিসাবেই অন্যায় কার্য ছিল না, রাজনীতির দিক দিয়াও একটা মারাত্মক ভুল ছিল। সম্পূর্ণ নিয়মানুগভাবে যে ব্যক্তিকে শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে, আনুগত্যের প্রকাশ্য খেলাফে, এই উচ্ছৃঙ্খল গণ-উত্থান কোন মতেই সমর্থনযোগ্য ছিল না এবং সাহসের সহিত ও কঠোর হস্তে উহা দমন করার প্রয়োজন ছিল। এই সহজ সত্যটি তদানীন্তন একজন সাহাবির মুখে এইভাবে ব্যক্ত হয়েছিল– 'হে কোরাইশ, তোমাদের উপর অপর আরবদের হামলা আসিবে, সে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত প্রবেশ-দরওয়াজা দৃঢ়ভাবে অর্গল বন্ধ রহিয়াছে; তোমরা কেন সেই দরওয়াজা ইচ্ছা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছ?'

খলিফা যখন নিজ গৃহে অন্তরীণাবদ্ধ, সেই সুযোগে বিদ্রোহীরা মসজিদে নববী ও খলিফার প্রাসাদের দ্বার সম্পূর্ণ নিজেদের অধিকারে লইয়া লয়। তাদের ঔদ্ধত্য এতটা চরমে উঠে যে তাদের দলপতি অল্ গাফিকী (যাহাকে তারা আমির বা সর্বাধিনায়ক বলিত) মসজিদে নববীতে, যে আসনে দাঁড়াইয়া খলিফা নামাজের ইমামতি করিতেন, সেই আসন গ্রহণ করে।

দুর্ভাগ্যবশত মদিনায় কোনও সৈন্যবাহিনী ছিল না। সৈন্যরা রাজ্যের চতুর্দিকে যুদ্ধব্যপদেশে বিক্ষিপ্ত ছিল। যে সামান্য কয়েকজন যোদ্ধা খলিফার প্রসাদ রক্ষা করিতেছিল, তাদের উপরই খলিফাকে নির্ভর করিতে হয়। ইহারা ছিল খলিফার

www.bjilibrary.com

আত্মীয়স্বজন, একদল গৃহ-ভৃত্য এবং হজরত আলি, যুবায়ের ও তাল্‌হার পুত্রদের লইয়া মোট আঠার কি উনিশ জন। অবস্থা যখন এমন সঙ্গীন হয়ে উঠিল যে, হজরত ওসমানের অন্তিম দিবস আর বেশি দূরে নয় বলিয়া তাঁর মনে হইল, সেই অবস্থায় তিনি একদিন হজরত আলি, যুবায়ের ও তাল্‌হাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, আর একবার সাক্ষাৎ ইচ্ছায়। তাঁরা আসিলেন এবং প্রবেশপথ না পাইয়া প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, তবে এত নিকটে যে ভিতরের কথা তাঁরা শুনিতে পান। খলিফা তাঁর গৃহের ছাদে উঠিয়া তাঁহাদের দেখা দিলেন এবং বসিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁর কিছুক্ষণের জন্য বসিলেন। কিন্তু এ বসা নিরিবিলি ছিল, শত্রুমিত্র সব ছিল একত্রে।

হজরত ওসমান শক্তি সঞ্চয় করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'প্রিয় নাগরিকরা, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মোনাযাত করিয়াছি এই বলিয়া, আমাকে যখন তিনি নিবেন, তারপর খিলাফৎ যাতে ঠিকভাবে চলে, তিনি যেন সেই ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তিনি জনগণের খিদমতে পূর্বে যাহা যাহা করিয়াছেন, তৎসমুদয় উল্লেখ করিলেন এবং কিভাবে আল্লাহ তাঁকে নবীর উত্তরাধিকারীরূপে খলিফা ও আমিরুল মু'মেনীন করার জন্য মঞ্জুরি প্রদান করেন, তাহা বলিলেন। সেই সঙ্গে বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আল্লাহ্‌ যাহাতে আমিরুল মু'মেনীন হিসেবে মঞ্জুরি দিয়াছেন, এখন তোমরা আল্লাহ্‌র সেই মনোনীত ব্যক্তিকে হত্যা করিতে কোমর বাঁধিয়াছ। হে লোকগণ, হুঁশিয়ার হও! মাত্র তিন অবস্থায় মানুষের জীবন লওয়া বিধেয়– ধর্ম-বিচ্যুতি ও কুফরিতে প্রত্যাবর্তন, নরহত্যা এবং ব্যভিচার। এইসব কারণ না থাকা সত্ত্বেও আমার জীবন নাশ করায় তোমরা তোমাদের নিজেদেরই গর্দানের ওপর তলোয়ার ঝুলাইয়া দিতেছ, যাহা যে-কোনো মুহূর্তে তোমাদের গর্দানে পড়িতে পারে। ইহার পরিণাম এই হইবে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও রক্তপাত হইবার পর তোমাদের মধ্য হইতে কোনও দিন তিরোহিত হইবে না।'

খলিফার কথা এই পর্যন্ত শুনার পর বিদ্রোহীরা চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বলিল, 'ইহা ছাড়া আরও চতুর্থ একটি কারণ আছে, যে জন্য জীবন নাশ হালাল হইতে পারে- সে হইতেছে, যখন হক বাতিল হয় বে-ইনসাফ দ্বারা এবং লোকের ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন হয় জুল্‌মের দ্বারা। আল্লাহ্‌র নাফরমানি এবং স্বেচ্ছাচারিতামূলক অত্যাচারের (tyranny) জন্য আপনাকে হয় গদি ছাড়িতে হইবে, না হয়, মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।"

হজরত ওসমান মুহূর্তকাল চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর শান্তভাবে উঠিয়া নাগরিকগণকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি নিজেও অবস্থার কোনও প্রকার উন্নতির আশা না দেখিয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন এবং ক্ষুণ্ন মনে পুনঃ নিজ নিরানন্দ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আশ্চর্য এই, মদিনার অধিবাসীরা নীরবে সব সহ্য করিল। কোরাইশদের তো অধিকাংশ পূর্বেই সিরিয়ায় চলিয়া গেল।

খলিফা অবরুদ্ধ অবস্থায়ই কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। কোনও কোনও বিবরণীতে দেখা যায়, তিনি প্রথম আক্রমণের পর ত্রিশদিন মসজিদে ইমামতি করেছিলেন এবং তারপর চল্লিশ দিন সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটাইয়া ছিলেন। আর ইহাই অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতো।

অবরোধের কয়েক সপ্তাহ পর সংবাদ রাষ্ট্র হইল, সিরিয়া ও বসরা হইতে খলিফার সাহায্যে সৈন্য আসিতেছে। এই সংবাদে বিদ্রোহীদল আরও দৃঢ় হইল এবং খলিফার গৃহ এমনভাবে ঘেরাও করিয়া রাখিল, অতঃপর একটি প্রাণীও আর সে গৃহে প্রবেশ করিবে বা তথা হইতে নির্গত হইবে এমন উপায় রহিল না।

www.bjilibrary.com

চতুর্বিংশ অধ্যায়

হজরত ওসমানের অন্তিম দিনগুলো

অবরুদ্ধ পরিবারের চরম দুরবস্থা

খলিফা ও তাঁর অবরুদ্ধ পরিবারের সবচাইতে বেশি কষ্ট হইতেছিল পানির অভাবে। যিনি মদিনাবাসীদের জলকষ্ট দূর করিবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করেছিল এবং কূপের ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি নিজ গৃহে একটিও কূপ বসান নাই। নিজ পরিবারের পানির অভাব দূরীকরণের জন্য পৃথক ব্যবস্থা না করিয়া পাড়ার একটি কূপের উপর নির্ভর করিতেন। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার প্রতি তিনি এমনই উদাসীন ছিলেন। মানুষের জন্য দরদ ছিল তাঁর সব চাইতে বড় দরদ। কিন্তু তাঁর এই নিঃস্বার্থপরতার ফল হইল উল্টা। তাঁর গৃহে মানুষের গমনাগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কূপ হইতে পানি আনার কোনও উপায় রহিল না। কোনও সদাশয় প্রতিবেশী রাত্রিযোগে গোপনে তাঁর গৃহে সামান্য পানি যোগাইত। তদ্বারা খলিফার পরিবারবর্গ কোনও মতে জীবন রক্ষা করিত। মরুভূমির দেশ, তাদের কষ্টের সীমা ছিল না।

খলিফা হজরত আলির শরণাপন্ন হইলেন। তাঁর অনুরোধে হজরত আলি বিদ্রোহীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'একজন গ্রিক বা পারসিক যুদ্ধবন্দীকে যুদ্ধের ময়দানে তোমরা যে ব্যবহার প্রদর্শন কর, তোমাদের খলিফার প্রতি তার চাইতেও নির্দয় ব্যবহার করিতেছ। এমন কি, কাফেররাও তো তাদের পিপাসার্ত শত্রুকে পানি হইতে বঞ্চিত করে না।' কিন্তু বিদ্রোহীরা কোনো অনুরোধেই কান দিল না।

এক দিবস নবীর বিধবা পত্নী উম্মে হাবীবা ওসমান-পরিবারের কষ্টে করুণা বিগলিত হয়ে পানি সরবরাহের জন্য বাহির হন। তিনি হজরত আলির সাহায্যে খচ্চরে পানি লইয়া বিদ্রোহীদের কাতারের ভিতর দিয়া খলিফার প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু নারী হিসেবে তাঁর সৌজন্যের দাবি বা ব্যক্তিগত মর্যাদা (তিনি ছিলেন আবু সুফাইয়ানের কন্যা, আমির মু'য়াবিয়ার ভগ্নী এবং হজরত রাসুলের পত্নী), কোন কিছুই তাঁকে বিদ্রোহীদের হস্তের লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। তাঁরা ঔদ্ধত্যভাবে তাঁর গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁর খচ্চরের লাগাম তরবারি দ্বারা কাটিয়া দিল। তার ফলে তিনি মাটিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়েছিলেন। তারপর রূঢ়ভাবে তাঁকে খচ্চরসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করা হইল।

উদার হৃদয় অনেক নাগরিক বিদ্রোহীদের এই প্রকার ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু কেহই তাদের বিরোধিতা করিতে সাহস করিল না। মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়া তারা ঘরে বসিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কতক লোক নিজেদের ভাবি ভয়াবহ বিপদ আশঙ্কায় এবং নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখার দুর্ভাবনায় মদিনা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। এমন কি বিদ্রোহীদের ভিতর হইতেও কেউ কেউ নিজেদের দলের এই প্রকার অন্যায় বাড়াবাড়ি দেখিয়া বিরক্ত হয়ে দল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ইহা সর্বত্রই আশ্চর্য লাগে, মদিনার এই গুরুতর পরিস্থিতিতেও হজরত আলি, জুবায়ের ও তাল্‌হা প্রমুখ ইসলামের খ্যাতনামা বীরপুরুষগণ চেষ্টা করিয়াও এই সকল

www.bjilibrary.com

আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী এবং ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে কোনও শক্তিশালী রক্ষীবাহিনী খাড়া করিতে পারেন নাই। মু'য়র বলেন, 'ইতিহাস তাঁহাদের এই বিদ্রোহীদের সহিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ হইতে যদিও মুক্তি দেয়, খলিফার চরম বিপদকালে তাঁহাদের এই প্রকার পরাজয়মূলক মনোভাবের জন্য কখনও ক্ষমা করিবে না।"

একদিবস হজরত ওসমান নিজের ও পরিবারবর্গের পিপাসার তাড়ণায় অস্থির হয়ে ছাদে উঠিলেন এবং উচ্চস্বরে জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হে লোক সকল, তোমরা কি জান না, হজরত রসুল যখন মদিনায় আসেন, তখন মুসলিমদের নিজস্ব কোন কূপ ছিল না-যার পানি পানের উপযুক্ত ছিল। তিনি যখন বলিলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে একটি কূপ করিয়া মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করিবে, আর তার বিনিময়ে বেহেশ্‌তে আরও ভাল জিনিসের অধিকারী হইবে?' তখন আমিই তাঁর কথা শুনি এবং রুমা নামক কূপটি খরিদ করিয়া দেই, যাহাতে মুসলমানেরা পিপাসা নিবারণ করিতে পারে। আর আজ তোমরা আমাকে সেই কূপের পানি হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ। তোমরা কে না জানো, নবীর তাবুক অভিযানে মুসলিম সেনাবাহিনী যখন আর্থিক দূরবস্থায় পড়িয়াছিল, তখন আমিই তাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য আগাইয়া গিয়াছিলাম। তোমরা কে না জানো, নবী যখন মদিনায় আসেন তখন এই মসজিদ কত সংকীর্ণ ছিল। তিনি যখন বলিলেন, 'মুসলমানদের ভিতর কে এমন আছ, যে এই মসজিদের জন্য জমি খরিদ করিয়া ওয়াকফ্ করিয়া দিবে এবং বিনিময়ে জান্নাতে মনোরম স্থান লাভ করিবে। তখন আমিই তাঁর আদেশ পালন করি। তারপরও আমি কি এই মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করিয়া উহাকে সুদৃশ্য ইমারতে পরিণত করি নাই? আর আজ তোমরা আমাকে এই মসজিদে নামাজ পর্যন্ত পড়িতে দিতেছ না।' এইভাবে তিনি আরও অনেক কথা বলিয়া মনের খেদ প্রকাশ করিলেন। জনগণের খেদমতের জন্য তিনি আরও কত কাজ জীবনে করিয়াছেন এবং নবী তাঁকে কত ভালোবাসিতেন এবং সদয় সম্ভাষণ করিতেন, আর এখন কি নির্মম ব্যবহার তিনি পাইতেছেন ইহাদের নিকট, এই সমস্ত তিনি করুণ কণ্ঠে বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া অনেকের মন বিগলিত হইল। তারা বলিল, আপনি যাহা যাহা বলিতেছেন সবই সত্য। অবরোধকারীদের ভিতর এমন কথাও কানাকানি হইতে থাকিল যে, অবরোধ এ অবস্থায় উঠাইয়া লওয়াই উচিত। কিন্তু কুফার বিদ্রোহী নেতা মালিক উশ্‌তার বিন্ নখরী বিন জিল জাকা বলিলেন, 'সাবধান, খলিফা তোমাদের সহিত চাতুরী করছেন এবং তোমাদের ঠকাইবার চেষ্টা করছেন।' তিনি এবং জুনদার-বিন-ছাছা ইবনে আল কুয়ার, কামিল ও আমির ইবনে যারী প্রমুখ কুফার অন্যান্য বিদ্রোহী নেতা খলিফার উপর কিছুতেই আক্রমণ স্থগিত করিতে দিলেন না।

হজের মৌসুম

দেখিতে দেখিতে হজের মৌসুম আসিয়া পড়িল। হজরত ওসমান অবরুদ্ধ অবস্থায় ও খলিফা হিসেবে মুসলমানদের হজের সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। তিনি একদিন ছাদে উঠিয়া হজরত আব্বাসের প্রহরারত পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং আগামী হজে মদিনার হজযাত্রীদের পরিচালনা ও নেতৃত্ব গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। ইবনে আব্বাস খলিফার সদর দরওয়াজা রক্ষা করিতেছিলেন। এই দায়িত্ব ত্যাগ করিতে তাঁর মন চাহিতেছিল না; কিন্তু খলিফা পুনঃপুনঃ তাঁকে হজযাত্রীদের পরিচালনা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পীড়াপীড়ি

www.bjilibrary.com

করায় তিনি অগত্যা সম্মত হইলেন। বিবি আয়েশাও হজ করিবার জন্য মদিনার কাফেলার সঙ্গিনী হইলেন। এমন কথাও শুনা গেল, প্রথম দিকে তিনি হজরত ওসমানের কাজকর্মে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং বিদ্রোহীরা উহাতে উৎসাহিত হয়েছিল। কিন্তু এমন গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, ইহা হয়ত তিনি ভাবিতে পারেন নাই। এক্ষণে তিনি বিদ্রোহীদের হইতে দূরে চলিয়া যাইতে মনস্থির করিলেন, যাহাতে তারা তাঁর বিরক্তি ও তাদের সহিত অসহযোগ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তিনি আরও চাহিয়াছিলেন, তাঁর ভ্রাতা মুহম্মদকে সঙ্গে লইতে যাহাতে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়। কিন্তু মুহম্মদ ছিল মিসরিয় বিদ্রোহী দলের অন্যতম নেতা। ভগিনীর অনুরোধ সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিল এবং অবরোধকারীদের সঙ্গে রহিয়া গেল।

বিদ্রোহীরা ধ্বংসের নেশায় এমনই মাতিয়া গেল, তারা হজের আহ্বান উপেক্ষা করিল। উচ্ছৃঙ্খলতা ও জীঘাংসার এমনই একটা মাদকতা আছে, মানুষ যে কোনও অছিলাকে আকড়াইয়া থাকে, তাদের পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া উল্লাস উপভোগ করিবার জন্য। খলিফার অপসারণ এখন বিদ্রোহীদের নিকট ছিল একটা উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষে তারা হাজার হাজার লোক একত্রিত হয়ে যদৃচ্ছা চলাফেরা ও আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছিল এবং মদিনার নিরীহ নাগরিকদের ধমকাইয়া শাসাইয়া নিজেদের শক্তি জাহির করিতেছিল। সে ছিল এক গর্ব মিশ্রিত আত্মতৃপ্তি। শরিয়তি-বিধান ও ন্যায়-নীতির খিলাফের অপরাধে তারা খলিফাকে শাস্তি দিতে জমায়েত হয়েছিল; কিন্তু ইসলামের এক শ্রেষ্ঠ বিধান হজকে তারা তুচ্ছ করিল।

হজরত ওসমান যখন কোনও মতেই বিদ্রোহীদের মন নরম করিতে পারিলেন না তখন তাঁর প্রজাপুঞ্জের সহানুভূতি লাভের জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে দুইখানি পত্র লেখেন। দুইটি পত্রই অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। তার একটি লেখা হয় রাষ্ট্রের প্রতিপত্তিশালী নেতারা ও শাসকবর্গের নিকট; দ্বিতীয়খানি লিখিত হয় মক্কায় সমবেত হজযাত্রীদের উদ্দেশ্যে। ঐতিহাসিক ওয়াকেদি, বালাজুরী প্রমুখের গ্রন্থে এই দুইটি পত্রের উল্লেখ আছে।

প্রথম পত্র

খলিফা নেতারা ও শাসকদের লিখিলেন, 'পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি। আল্লাহ পাক মোহাম্মদ মোস্তফাকে সুসংবাদ দাতা ও অনাচারের পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি মানব জাতির নিকট আল্লাহ্‌র সকল নির্দেশই পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁকে স্বীয় অনুগ্রহের নিচে ডাকিয়া নিয়াছেন। তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করত; মানব-সন্তানদের প্রথপ্রাপ্তির জন্য আল্লাহর কিতাব রাখিয়া গিয়াছেন। এই কিতাব হালাল, হারাম এবং সর্বপ্রকার আদেশ-নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিয়া দেওয়া হয়েছে। ইহাতে কাহারও সন্তুষ্টি বা অসন্তোষের পরওয়া করা হয় নাই।

'আল্লাহ্‌র রাসুলের বিদায়ের পর পর্যায়ক্রমে হজরত আবুবকর ও হজরত উমর খলিফা নির্বাচিত হন। উমরের অনুপস্থিতিতেই আমাকে খলিফা-পদে নির্বাচিত করা হয়। আমি তারপর হইতেই নেহায়েত অনুগত ও অনুসরণকারীর ন্যায় নিরপেক্ষভাবে কাজ করিয়া যাইতেছি। আমি মুসলিম জাতির উপর কোনও প্রকার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাহি নাই। তাদের ব্যাপারে কোনরূপ সীমা লঙ্ঘন করি নাই।'

www.bjilibrary.com

'কিন্তু একদল লোক এখন আমার বিরুদ্ধে নানা প্রকার হিংসাত্মক কথা ছড়াইতেছে। তারা অতীত কালের নানা অপ্রীতিকর কথা তুলিতেছে কোরআনের মূল-নীতির সহিত জড়িত বিষয় সম্পর্কে তারা বাড়াবাড়ি করছে। কোরআনের যে সব হুকুম আমি প্রয়োগ করিয়াছি, তৎসম্পর্কে তারা মনগড়া প্রচারণা চালাইতেছে। তারা কোনও এক কথায় স্থির থাকে না। একবার এক কথা বলে, পুনরায় যুক্তিপ্রমাণ ব্যতীতই অন্য কথা বলিতে শুরু করিয়া দেয়।'

'তারা আমার ও মদিনার একদল নিষ্ঠাবান মুসলমানের প্রতি নানা প্রকার দোষারোপ করছে। আমি এই সমস্ত হীন কার্য-কলাপের সম্মুখে বৎসরের পর বৎসর ধৈর্যধারণ করিয়াছি। কোন প্রকার দমনমূলক ব্যবস্থাটুকুও গ্রহণ করিতে অগ্রসর হই নাই। ফলে তাদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি তারা মদিনার মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে। মরুবাসী বেদুঈনদের মধ্যে নানা প্রকার অপকথা প্রচার করিয়া তাদেরও আমার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টায় নিয়োজিত রহিয়াছ। ইহারা মদিনা আক্রমণ ও অবরোধকারী 'আহযাব'দের অনুরূপ। (এখানে খন্দক যুদ্ধে সময়কার বহুদল কর্তৃক সমবেতভাবে মদিনা অবরোধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।) যাহারা ওহুদের ময়দানে লড়াই করিতে আসিয়াছিল, তারা তাদের চাইতেও কম নহে। কিন্তু মুখে মুখে তারা অন্য কথা প্রচার করছে। এমতাবস্থায় যে যে পার, আমার সাথে আসিয়া শামিল হও।'

দ্বিতীয় পত্র

মক্কায় সমবেত হাজিদেরকে খলিফা লিখিলেন, 'দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের নামে শুরু করিতেছি। আল্লাহ্র বান্দা আমিরুল মুমিনীন ওসমানের পক্ষ হইতে সমবেত মুসলিম ভাইদের প্রতি তস্‌লিম।

'আমি তোমাদের সামনে সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করিতেছি, যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই।'

"যিনি আমাদের কল্যাণ দান করিয়াছেন, আমি সেই আল্লাহ্কে স্মরণ করিবার জন্য তোমাদের বলিতেছি। তিনি তোমাদের ইসলামের শিক্ষা দান করিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কুফরির অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। তোমাদের বুদ্ধি বিকাশের জন্য নানা নিদর্শনাবলী দিয়াছেন। তিনিই তোমাদের জীবিকার পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। সকল শত্রুর উপর জয়যুক্ত করিয়াছেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাচুর্য দান করিয়া তোমাদের তিনি পরিপূর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন– 'তোমরা যদি আল্লাহ্র দানসমূহের কথা গণনা করিতে চাও, তবে কখনও তাহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। তবুও মানুষ সীমা লঙ্ঘনকারী-অকৃতজ্ঞ। ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্কে সঠিকভাবে ভয় কর। আর মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করিও না। এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।

'তোমরা আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর-তোমরা ছিলে পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন। তারপর তিনি তোমাদের সকলের অন্তরে প্রীতি ভালোবাসা সৃষ্টি দিয়াছেন। ফলে তোমরা সকলে ভাই ভাই হয়ে গিয়াছ। বস্তুত তোমরা একটি প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পরিপূর্ণ একটি গর্তের কিনারায় অবস্থান করিতে ছিলে, আল্লাহ্ তোমাদের

www.bjilibrary.com

সেই বিপদ হইতে রক্ষা করেন। এইভাবেই আল্লাহ্ পাক তোমাদের মুক্তির পথ সন্ধান করার পর খুলিয়া দিয়াছেন।

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা সৎকার্যের প্রতি লোকদের আহ্বান করিবে, পুণ্যকর্মে উৎসাহ দিবে এবং অসৎকার্য হইতে লোকদের নিরস্ত করিবে। তারাই পরিণামে সাফল্য লাভ করিবে।

'তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পর তোমরা তাদের ন্যায় হইও না, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝগড়া-বিবাদে নিমগ্ন হয়েছিল, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে।

'তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। আর তোমরা তৎসঙ্গে স্মরণ করো, তোমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে, আমরা সকল কথা শুনিলাম এবং তাহা মানিয়া লইলাম।

"ইমানদাররা! তোমাদের নিকট যদি কোনও ফাছেক ব্যক্তি কোনো সংবাদ লইয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহা প্রথমে যাচাই করো। যেন সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায়ভাবে ক্রোধান্বিত না হও বা প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া পরিণামে সে জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হইতে না হয়। জানিয়া রাখ, তোমাদের অনুতপ্ত হইতে না হয়। জানিয়া রাখ, তোমাদের মধ্যেই আল্লাহ্র রসুল রহিয়াছেন।

'তিনি যদি কোনও কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাদের অনুসরণ করেন, তবে পরিণামে তোমরাই বিপদে পতিত হইবে। আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে ইমান বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন। তোমাদের অন্তরকে ইমানের সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আর কুফরি, নাফরমানি, গোনাহর কাজ প্রভৃতির প্রতি আমাদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। ইহা আল্লাহ্র এক বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ।

'যাহারা আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকারের বিনিময়ে দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তু ক্রয় করে, আখিরাতের জীবনে তাদের কোনই অংশ নাই। কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলিবেন না, এমনকি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না। আর তাদের পবিত্রও করিবেন না। তাদের জন্য ভয়াবহ আজাব নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চল এবং শ্রবণ করো, অনুগত হও এবং নিজেদের কল্যাণের জন্য ভয় করো। মনে রাখিও যারা লোভ-লালসা হইতে আত্মসংবরণ করিতে সক্ষম, তারাই সফলকাম হয়েছে।

'তোমার পরস্পরে যখন আল্লাহর নামে কোনো অঙ্গীকার করো, তখন তাহা পূর্ণ করিবে। আর, পাকাপাকাভাবে কোনো শপথ করিবার পর তাহার আর অন্যথা করিও না। কেননা এর দ্বারা তোমরা আল্লাহ্কে জামিন করিয়া থাক। তোমরা যাহা কিছুই কর না কেন, সে বিষয় আল্লাহ্ পাকের জানা রহিয়াছে। তোমরা সেই লোকের ন্যায় হইও না, যে অতি কষ্টে সূতা কাটার পর তাহা টুকরা টুকরা করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। শপথকে তোমরা বাহানা বানাইও না। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে একদল অন্যদল হইতে অগ্রবর্তী থাকিবেই। ইহা আল্লাহ্র তরফ হইতেই তোমাদের প্রতি একটি পরীক্ষা

www.bjilibrary.com

বিশেষ। তোমরা পরস্পরের মধ্যে যে বিষয় লইয়া ঝগড়া করিতেছ, কেয়ামতের দিন তাহা পরিষ্কার হয়ে যাইবে। আল্লাহ্ যদি চাহিতেন, তবে তোমাদের সকলকে একই দলভুক্ত করিয়া দিতেন। তবে তিনি যাহাকে ইচ্ছা গোমরাহ্ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান। তোমরা যা করো, সে বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে।

'তোমরা প্রতারণার উদ্দেশ্যে শপথ করিও না। এতে ইমানের উপর পা দৃঢ় হওয়ার পর পুনরায় তাহা পিছুলিয়া যাইবে। আর আল্লাহ্র রাস্তায় বাধা সৃষ্টির জন্য তোমরা শাস্তি ভোগের যোগ্য হইবে। তুচ্ছ কোনো স্বার্থের বিনিময়ে তোমরা আল্লাহ্র নামে যে ওয়াদা করিয়াছ, তাহা ভঙ্গ করিওনা যদি তোমরা উপলব্ধি করিয়া থাক, আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে, তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম; তোমাদের হাতে যাহা রহিয়াছে, তাহা শেষ হয়ে যাইবে, আর আল্লাহ্র নিকট যাহা আছে তাহা অক্ষয়। -(কোরআন)।

'অতঃপর শোন: একদল লোক আমার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে। মুখে মুখে তারা আমাকে আল্লাহ্র কিতাবের প্রতিই আহ্বান জানাইতেছেন। তারা প্রকাশ করছে, দুনিয়ার কোনো স্বার্থই তাদের উদ্দেশ্য নয়। অতঃপর সত্য যখন তাদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইল তখন তাদের মধ্যেই নানা মতভেদের সৃষ্টি হইল। একদল লোক পথে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অন্যদল বিরুদ্ধাচরণ করিয়াই চলিয়াছে। গায়ের বলে তারা অন্যায়ভাবে খেলাফত দখল করার মতলবে সত্যকে অস্বীকার করছে। আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুরাশার সূত্রও দীর্ঘতর হইতেছে। এখন তারা দ্রুত কাজ করিতে বদ্ধপরিকর, তারা আপনাদের লিখিয়া জানাইয়াছে, আমার ওয়াদা ভঙ্গেই তারা পুনরায় আসিয়া মদিনা অবরোধ করিয়াছে। আমি তাদের নিকট কোনো ওয়াদা করিয়া তাহা রক্ষা করি নাই, এমন কথা আমার মনে পড়ে না। কিছু লোক সম্পর্কে তারা আমার নিকট দণ্ডবিধান দাবি করছে।

'আমি তাহাদের বলিয়াছি, যে ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোনও অপরাধ করিয়াছে তাদের দণ্ড বিধান কর। যে জুলুম করিয়াছে তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করো। তারা বলিতেছে, কোরআনের বরাত দেখিয়া কাজ কর। আমি বলিয়াছি, তোমরাও কোরআনের বরাত খুঁজিতে পার, তবে আল্লাহ্ পাক যে বিধান নাজিল করেন নাই, তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি করিও না।

'তারা গরিব ও নিঃস্বদের জন্য আর্থিক সাহায্য দাবি করছে। হুকুমতের অর্থ কল্যাণকর কাজে নিয়োগের কথা বলিতেছে। গণীমত ও জাকাতের অর্থ বিধিবহির্ভূত কোন পথে ব্যয় করা চলিবে না। সৎ, উপযুক্ত ও ধর্ম পরায়ণ লোকদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতে হইবে। যাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, তাহার প্রতিকার চাই। এ সমস্তই আমার করণীয় কাজ। অধিকন্তু আমি তাদের দাবি-দাওয়াও মঞ্জুর করিয়াছি।

'শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে আমি উম্মুল মু'মিনীনের দরবারেও হাজির হয়েছি। তাঁরা বলিয়াছেন, আমার ইবনুল আসকে শাসনকর্তা নিযুক্ত কর। আমির মু'য়াবিয়া এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে কাইয়ুমকে যথাস্থানে রাখিয়া দাও। তাহাদের পূর্ববর্তী খলিফাই

www.bjilibrary.com

শাসনকর্তা-পদে নিয়োজিত করিয়া ছিলেন। শাসন এলাকার জনসাধারণও তাদের উপর সন্তুষ্ট রহিয়াছে। আমর ইবনুল আসের প্রতিও তাঁর শাসন-এলাকার লোক সন্তুষ্ট ছিল, সুতরাং তাঁকে সেখানেই পুনঃনিয়োগ করো। এ সবই আমি করিয়াছি। কিন্তু তথাপি তারা আমার প্রতি বাড়াবাড়ি করিয়া সীমা অতিক্রম করিতেছে।

'আমি যখন আপনাদের এই পত্র লিখিতেছি, তখন খেলাফতের জন্য লালায়িত আমার সঙ্গীগণ ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ করিয়া যাইতেছে। আমাকে তারা মসজিদে নামাজ পড়িতে যাইতে বাধা প্রদান করছে। মস্‌জিদে' যাওয়ার পথটুকুও তারা অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। মদিনায় তারা অরাজকতা সৃষ্টি ও লুটপাট করছে।

'এক্ষণে তারা আমার সম্মুখে তিনটি দাবি উত্থাপন করিয়াছে।

(১) প্রথমত, সঙ্গত বা অসঙ্গতভাবে আমার হাতে যাহার যে ক্ষতি হয়েছে, তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয়ত, আমাকে খিলাফত হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে, যাতে তারা অন্য কোনো লোককে খলিফা নির্বাচিত করিতে পারে।

(৩) তৃতীয়ত, আমি যেন মদিনা ছাড়িয়া যে কোনো প্রদেশে চলিয়া যাই।

"আমি তাদের বলিয়াছি, প্রথম দুই খলিফার দ্বারাও কিছু কিছু ভুলত্রুটি হয়েছে। কিন্তু কেহই তাঁদের নিকট ভুলের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করে নাই। খেলাফত হইতে পদত্যাগ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। এরা যদি আমার প্রতি পাগলা কুকুরও পদত্যাগ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। এরা যদি আমার প্রতি পাগলা কুকুরও পদত্যাগ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। এরা যদি আমার প্রতি পাগলা কুকুরও লেলাইয়া দেয়, তথাপি আমি খেলাফত ত্যাগ করিয়া বিশৃঙ্খলার প্রশ্রয় দিতে পারি না।

'অন্য কোনো প্রদেশে চলিয়া যাওয়ার প্রশ্নও একই কারণে আসে না। আমি তোমাদের উপর জোর করিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত হই নাই। অন্য কোনো প্রদেশে যাইয়া লোকজনের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে আমি চাই না। তোমরা এক সময় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় আমার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছিলে। তোমাদের কেউ যদি দুনিয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়, তবে সে ততটুকুই পাইবে যা তার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখা হয়েছে। এর বেশি সে কখনও হাসিল করিতে পারিবে না।

'আর তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালের মঙ্গলপ্রার্থী, আর রাসুলে খোদা ও পূর্ববর্তী দুই খলিফার নীতির অনুসরণ প্রয়াসী, তাদের পুরস্কার আল্লাহ্‌ই দিবেন। তাদের পুরস্কার দেওয়ার মতো সাধ্য আমার নাই।

'আমি যদি কাহাকেও সমগ্র দুনিয়ার সম্পদও দিয়া দেই, তথাপি এর দ্বারা তার দীনের মূল্য দেওয়া হইবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর নিকট যে অফুরন্ত পুরস্কার রহিয়াছে, তাহার পরিমাণ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করো।'

'তোমরা যাহারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে চাও, তাহা ভঙ্গ করিতে পার, তবে তা কোনো অবস্থাতেই পছন্দনীয় হইবে না। আল্লাহ্‌ এইরূপ অংগীকার ভঙ্গ করা পছন্দ করেন না। আমার সম্মুখে এখন যে পথ খোলা আছে, তাহা মৃত্যু। অন্য একজনকে খলিফা নির্বাচিত করা আল্লাহ্‌র নিয়ামত অগ্রাহ্য করা বলিয়া আমি মনে

www.bjilibrary.com

করি। হিংসা বিদ্বেষ, রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা আমি ঘৃণা করি। তোমাদের আল্লাহ এবং ইসলামের নামে বলিতেছি, তোমরা সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ় থাক। আমাকে তোমরা এক অঙ্গীকারমূলে খলিফা বলিয়া বরণ করিয়াছিলে। এখন তোমরা অঙ্গীকার পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।

'সর্বশেষে আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। নিজেকে আমি নির্দোষ বলিতেছি না। হয়ত কোনো সময় কোনো ভুল-ত্রুটি করিয়াছি। নফ্স মানুষকে ত্রুটির পথে পরিচালিত করে। কিছু সংখ্যক লোককে আমি শাস্তি দিয়াছি সত্য, তবে এতে আমার উদ্দেশ্য সৎ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

'আমি আমার প্রতি কাজই আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করিতেছি। তাঁর নিকটই আমার সকল প্রার্থনা। তিনি ব্যতীত ক্ষমা করার আর কেহ নাই। আল্লাহ্‌র রহমত সকল কিছুরই নিকটবর্তী রহিয়াছে। আমি আল্লাহ্‌র নিকট আমার ও তোমাদের সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

'আশা করি, মুসলিম সাধারণের অন্তর সত্য পথে ঐক্যবদ্ধ থাকিবে। অসদাচরণ হইতে তারা দূরে থাকিতে সমর্থ হইবে।'[১]

স্বগৃহে বন্দি অবস্থায় লিখিত খলিফার এই দুইখানি মর্মস্পর্শী পত্রের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, জানা যায় নাই। হয়ত কিছুই হয় নাই। না হওয়ার কারণও অবশ্য না ছিল এমন নহে। এক, হৃত-ক্ষমতা শাসনকর্তা আদেশ উপদেশ কম লোকেই গ্রাহ্য করে। দ্বিতীয়ত, পত্রগুলো যাদের উদ্দেশ্যে লেখা তাদের হস্তে যথাসময়ে, অথবা আদৌ পৌঁছিয়াছিল কিনা সন্দেহ। তৃতীয়ত, তখন হজের পুরা মৌসুম। দেশের গণমান্য লোকের অধিকাংশ তখন আরাফাতে অথবা খানায় কা'বার সান্নিধ্যে, পবিত্র হজ্বব্রত উদযাপনের ব্যস্ত। বিদ্রোহীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এই সময়টি বাছিয়া লইয়াছিল তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। চতুর্থত, অবিদ্রোহী জনগণ হয়ত ভাবিতে পারে নাই, ক্রুদ্ধ জনতা শেষ পর্যন্ত খোদ আমীরুল মু'মিনীনকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। মোটের উপর খলিফার পত্র দুইটি দৃশ্যত নিষ্ফল আবেদনেই পর্যবসিত হয়েছিল। কোনো দিক হইতে কোনো রূপ সাহায্যের সাড়া মিলিল না। অদৃষ্ট বাম হইলে এইরূপই হয়। নিতান্ত আপন জনও অপরিচিতের মতো ব্যবহার করে। অন্যথা অন্তত উমাইয়া গোষ্ঠীর লোকেরা তাঁর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত।

১. দুইটি পত্রের তরজমা: মৌলানা মুহিউদ্দিন খান সম্পাদিত মাসিক 'মদিনা' ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

www.bjilibrary.com

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শাহাদৎ

খলিফাকে উদ্ধার করিতে সিরিয়া বা বসরা হইতে সৈন্যদল আসিতেছে, এই জনরব যতই পাকাপাকিভাবে বিদ্রোহীদলে প্রচারিত হইতে লাগিল, ততই তাদের ভিতর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি তীব্রতর হয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে তারা খলিফার বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইল এবং সেনাবাহিনী আসিবার পূর্বেই তাঁকে সংহার করিয়া সকল গোলমালের অবসান ঘটাইতে সংকল্প গ্রহণ করিল। বিদ্রোহীদের আসল মতলব-খলিফার গদিচ্যুতি অথবা প্রাণ-সংহার-যখন প্রকটিত হয়েছিল, তার পরই তাঁর পক্ষ হইতে বসরা ও সিরিয়া ত্বরিত বার্তা প্রেরিত হয়েছিল তাঁর উদ্ধারকল্পে সৈন্য প্রেরণের জন্য। সিরিয়ায় বহু সংখ্যক উমাইয়া পরিবার বাস করিত। সেখানে রাষ্ট্রদ্রোহিতাও ছিল না। বসরায়ও বিপুল সংখ্যক হিমারাইট-গোত্রের লোকের বসতি থাকায় (এবং হিমারাইট-গোত্র হইতেই কোরাইশদের উৎপত্তি), সেখানে কুফা অপেক্ষা রাজভক্ত লোক ছিল বেশি কুফায় মুজহারাইটদের ছিল সংখ্যাধিক। কোরাইশদের তারা পুরুষানুক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু মদিনা হইতে সিরিয়া ও বসরার দূরত্ব সামান্য ছিল না। সেনাবাহিনীর প্রস্তুতিতেও সময় লাগে। তাই তারা মদিনায় সময় থাকিতে পৌছতে পারে নাই, সমস্ত শেষ, শুনিয়া পথ হইতেই তারা ফিরিয়া যায়। পূর্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিলে হয়ত অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াইত। কিন্তু হজরত ওসমান, যিনি সারা জীবন মানুষের খেদমত করিয়া আসিয়াছেন, হজরত পূর্বে ধারণায় আনিতে পারেন নাই, লোকেরা এতটা নিচে নামিয়া যাইবে এবং তাঁর খুনকে বৈধ মনে করিবে।

১৮ জিলহজ, হি: ৩৫ সন। মদিনার ধর্মনিষ্ঠ লোকেরা এবং অধিকাংশ সাহাবা তখন মক্কায় চলিয়া গিয়াছেন। বিবি আয়েশাও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছেন। তিনি মদিনায় থাকিলে, আর যাই হোক, নবীর প্রিয় শহরে তিনি রক্তপাত হইতে দিতেন না, ইহা ধারণা করা কঠিন ছিল না। প্রহরারত যুবকদের ভিতর হজরত আব্বাসের বীর পুত্রও খলিফার নির্দেশে প্রাসাদ রক্ষা ত্যাগ করিয়া হজযাত্রীদের লইয়া মক্কায় চলিয়া গেলেন। সুতরাং বিদ্রোহীদের দূরভিসন্ধি সাধনের ইহাই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। অবশেষে একদিন তারা উন্মুক্ত তরবারি লইয়া চতুর্দিক হইতে প্রচণ্ডভাবে খলিফার প্রাসাদ আক্রমণ করিল।

হজরত আলি, যুবায়ের ও তালহার পুত্রগণ এবং তাঁহাদের সহযোগী মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক বিপুল সংখ্যক বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিতেছিল না, যখন হইতেছিল। ইহা দেখিয়া খলিফা তাঁহাদের প্রাসাদের ভিতর আসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সে কি পারা যায়? দরওয়াজা খুলিলেই বিদ্রোহীরা পাল্লা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িবে, এরূপ আশঙ্কার মুখেও খলিফার পরিবারস্থ লোকেরা ও ভৃত্যেরা কোনও মতে দরওয়াজা সামান্য একটু ফাঁক করিয়া উক্ত যুবকদের মৃত্যুর মুখ হইতে সরাইয়া লইল এবং কক্ষের ভিতরে আসিবে তখনও তাদের উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ চলিতেছিল। সেজন্য এবং তাদের পিছনে পিছনে বিদ্রোহীরাও খলিফার গৃহে প্রবেশের চেষ্টা করিবে এই আশঙ্কায়, তারা পশ্চাদ্‌বর্তনের সময় তাদের

www.bjilibrary.com

অনুসরণকারী বিদ্রোহীদের প্রতি তীর বর্ষণ করিতে থাকে। ইহাতে বিদ্রোহীদের একটি লোক নিহত হয়। বিদ্রোহীরা তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয় এবং দরওয়াজার উপর সজোরে আঘাত হানিতে ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে থাকে উহা ভাঙিবার জন্য। যখন তারা দেখিল. উহা এত শক্ত, ঐভাবে ভাঙিতে পারা যাইবে না, তখন তারা বসিয়া পড়িল এবং দরওয়াযায় অগ্নি-সংযোগ করার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে অপর বিদ্রোহীরা উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে হল্লা করিতে লাগিল এবং দলে দলে পাশের বাড়ির ছাদে উঠিয়া খলিফার বাড়ির ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাদের কয়েক ব্যক্তি উক্ত ছাদ হইতে খলিফার আঙিনায় প্রবেশের একটি সরু পথ (কড়িডোর) দেখিতে পাইয়া সেই পথে তাঁরা আঙিনার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং মুষ্টিমেয় গৃহভৃত্য ও কর্মচারী তখনও খলিফার প্রাসাদ রক্ষার জন্য আঙিনার ফটকে যুদ্ধরত ছিল, তাদের উপর তরবারি হস্তে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইহাদের একজন সঙ্গে সঙ্গে নিহত হইল। মাওয়ান বিদ্রোহীদের তরবারির আঘাতে ভূতলে মূর্ছিত হয়ে পড়িল। শত্রুরা মৃত মনে করিয়া তাঁকে ত্যাগ করিল। অবশিষ্ট রক্ষীরা পরাজিত হয়ে প্রতিরোধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

হজরত ওসমান বাঁচিবার কোনও আশা না দেখিয়া নিজ পরিজনবর্গের নিকট অন্দর-মহলে চলিয়া গেলেন এবং বলিলেন, 'ইহারা আমাকে শিগগিরই খুন করিবে।' ইহা বলিয়া তিনি তহবন্দ ছাড়িয়া পাজামা পরিলেন এবং শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় ঐখানেই বসিয়া কুরআন পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁর দুই হাঁটুর উপর পবিত্র কুরআন মেলা ছিল। খলিফার ছাদ হইতে করিডোর দিয়া কয়েকজন বিদ্রোহী প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করেছিল। তাদের ভিতর হইতে তিন ব্যক্তি আদিষ্ট হয়েছিল খলিফার উপর তরবারি চালাইতে। ইহারা ছুটিয়া একের পশ্চাতে অন্য, এইভাবে অন্দরে প্রবেশ করিল। কিন্তু খলিফার সৌম্য মূর্তি, নির্বিকার ভাব, মুখের পুণ্যবাণী এবং সেই সঙ্গে বিনম্র অনুরোধ তাহাদের অভিভূত করিল। তারা প্রত্যেকেই অকৃতকার্য হয়ে ফিরিয়া আসিল। তারা বলিল, 'খলিফা যে অবস্থায় আছেন, তাতে তাঁর উপর তরবারি চালনা করিলে 'ইচ্ছাপূর্বক-খুনের জন্য দায়ী হইতে হইবে।' কিন্তু মুহম্মদ আবু বকরের এইসব চিন্তার বালাই ছিল না। খলিফার উপর ঘৃণা ও ক্রোধে তাহার বিবেককে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সে ছুটিয়া খলিফার অন্দরে প্রবেশ করিল; খলিফা যেভাবে বসিয়া কুরআন পাঠ করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় তাঁকে জাপটিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল.... 'অথর্ব বৃদ্ধ, তোমার উপর আল্লাহ্‌র লানত।' এই বলিয়া সে খলিফার দাড়ি ধরিয়া উৎপাটনের চেষ্টা করিল। বেদনা সত্ত্বেও খলিফা দৃঢ়ভাবে বলিলেন, 'আমার দাড়ি ছাড়িয়া দাও। আমি অথর্ব নই, পরন্তু বর্ষীয়ান খলিফা, যাহাকে 'ওসমান, বলে লোকে।' মুসলিম জাহানে ওসমান নামের সঙ্গেই একটা শ্রদ্ধার ভাব জড়িত হয়ে গেল। কিন্তু ঔদ্ধত্য আততায়ী খলিফার উপর অবমাননা-সূচক গালি বর্ষণ করিয়াই চলিয়াছিল। ইহাতে বৃদ্ধ খলিফা পুনরায় বলিলেন' 'ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার পিতা কিছুতেই আমার সহিত এমন ব্যবহার করিতেন না। আল্লাহ্ আমার সহায়। তোমরা হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি।'

www.bjilibrary.com

অসহায় খলিফার এই করুণ কথাগুলো বিশেষ করিয়া পিতার নাম উল্লেখ পাপিষ্ঠের বোধ করি অন্তর স্পর্শ করিল। সে তরবারি আঘাত করা হইতে নিবৃত্ত হইল এবং খলিফাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বিদ্রোহীদের নেতৃবর্গ নিরস্ত্র হইল না। তারা খলিফার অন্দরে ঢুকিয়া তাঁকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তাঁর অরক্ষিত দুর্বল দেহের উপর তরবারি আঘাত হানিতে লাগিল। তখনও তিনি স্থিরভাবে উপবিষ্ট এবং পবিত্র কুরআন যাহা তিনি ইতোপূর্বে পাঠরত ছিলেন, তখন তাঁর দুই হাঁটুর উপর উন্মোলিত। আক্রমণের ভিতর উহা মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। বিদ্রোহীরা উহা পদদলিত করিয়াই তাঁর দেহ খঞ্জর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। আঘাতে আঘাতে তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তধারা ঝরিতে লাগিল। সে অবস্থায়ও তিনি কোনও মতে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া কুরআনের ছড়ান পাতাগুলো কুড়াইয়া লইলেন এবং ভক্তি সহকারে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর দেহ-নিঃসৃত শোণিতে কুরআনের শুভ্র পাতাগুলো সিক্ত ও রঞ্জিত হয়ে গেল।

খলিফার পত্নীদের উপরও আক্রমণ চলিতেছিল, তাঁরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায়। স্বামীগতপ্রাণা বিবি নায়লা সেই নির্মম আক্রমণের মুখে নিজ দেহ এলাইয়া দিল খলিফার আহত দেহের উপর, ঢাল স্বরূপ উহাকে আবৃত করিতে, তখনও শত্রুর তরবারি ক্ষান্ত হয় নাই। তাদের একটি আঘাতে নায়লার হাতের কয়েকটি আঙুলি কাটিয়া মাটিতে রক্ত-স্রোতের ভিতর গড়াইয়া পড়িল।

হজরত ওসমানের ভক্ত ক্রীতদাসগণও নিশ্চেষ্ট থাকে তাই। তারা প্রভুর জীবন রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করে এবং তাদের একজন, সুদন নামক এক মিসরিয় বিদ্রোহীর প্রাণ বধ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্রীতদাসটিরও দেহ আততায়ীর আঘাতে দ্বি-খণ্ডিত হইল। প্রভুর পায়ের পাশে সে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। অন্যদের চেষ্টা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই; ফলপ্রসূও হয় নাই। ইতোমধ্যে শত্রুর হাতের তরবারি-বিদ্ধ অবস্থায় খলিফার প্রাণহীন দেহ ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল।

বিদ্রোহী নেতাদের এই পাশবিক বিজয়ের পর তাদের দলভুক্ত উন্মত্ত জনতা যা-খুশি-তাই করার সুযোগ পাইয়া বসিল। শৃঙ্খলা ও ন্যায়-নীতির সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তারা নিরঙ্কুশ তাণ্ডবে মাতিয়া গেল। গৃহময় লুটতরাজ ও মারধর চালাইয়া তারা এক বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। খলিফার মৃত দেহের উপরও তারা অস্ত্রাঘাত করিতে ছাড়িল না। আমর ইবনে হামাক নামক একবর্বর উল্লাসে তার উপর লাফাইয়া পড়িল, যদিও তখনও সন্দেহ দূর হয় নাই, তিনি সত্যই মৃত কিনা। তারা খলিফার দেহ হইতে মস্তক কাটিয়া লইবারও উপক্রম করেছিল কিন্তু গৃহের রমণীগণ সকলে সমস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং শোকে ও দুঃখে নিজেদের বুক ও মুখ চাপকাইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তাতেই বর্বররা ক্ষান্ত হয়।

যে কয়েক ব্যক্তি স্বহস্তে খলিফাকে হত্যা করে তারা সকলেই ছিল মিসরিয়। তাদের মধ্যে বিদ্রোহী নেতা গাফিকী (যাহাকে তারা আমির বলিত), সুদন (যাহাকে খলিফার এক ক্রীতদাস হত্যা করে) এবং কিনানা ইবনে বশির এই তিনজনের নাম রা'বীরা কর্তৃক বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

বিদ্রোহীরা অতঃপর খলিফার প্রাসাদে আগুন ধরাইয়া দেয়। বিবি নায়লার সর্বাঙ্গ শত্রুর তরবারি-আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল এবং উহা হইতে রক্তধারা ঝরিতে ছিল। সেই অবস্থা পিশাচরা তাঁর দেহের মূল্যবান উর্ণা কাড়িয়া লয়। ইতোমধ্যে জনতার ভিতর হইতে রব উঠিল, 'মালখানায় চল।' তখন হঠাৎ তারা স্থান করিয়া বায়তুল মালের কোষগারের দিকে ধাবিত হইল। খলিফার আঙিনা জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিল। ইতোমধ্যে হজরত আলি দ্রুত সেখানে উপনীত হইলেন এবং তাঁতার পুত্রদ্বয়ের নিকট কৈফিয়ত চাহিলেন, কেন তাঁরা জীবিত থাকিতে খলিফার প্রাণ-সংহার হইল।

জনতা খলিফার আঙিনা পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ-দ্বার অর্গলবদ্ধ করা হইল। এই অবস্থায় তিন দিন তিন রাত্রি খলিফার মৃতদেহ সেই বদ্ধ প্রাসাদে পড়িয়া থাকিল। সেই সঙ্গে আরও ছিল মুগীরা নামক তায়েফবাসী এক সওদাগরের দেহ এবং খলিফার বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের দেহ। মুগীরা কোনও প্রয়োজনে খলিফার নিকট আসিয়াছিল এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর সহিত তাঁর প্রাসাদেই নিহত হয়।

জানাজা ও দাফন

অতঃপর জুবায়ের ইবনে মতিম, হাকিম ইবনে হিজাম (বিবি খাদিজার ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি নবীর 'শেস উপত্যকায়' নির্বাসিত জীবনযাপনকালে তাঁর ও বিবি খাদিজার জন্য গোপনে সেখানে খাদ্য সরবরাহ করিতেন) এবং আরও কতিপয় কোরাইশ নেতা হজরত আলির সহিত পরামর্শ করিয়া খলিফার জানাজার ব্যবস্থা করেন। বিদ্রোহীরা তখনও বিজয়-গর্বে শহরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বিষাদাচ্ছন্ন মদিনার বুকে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসি জুবায়ের, ইমাম হাসান এবং খলিফার কতিপয় আত্মীয়স্বজন জনবিরল এক গলিপথে গোপনে তাঁর মৃতদেহ লইয়া কবরস্থানের দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু শবের মিছিল যখন কবরস্থান অভিমুখে অগ্রর হইতেছে তখনও সেই শবাধারের উপর বিদ্রোহীরা প্রস্তর বর্ষণ করিে ছাড়ে নাই। এমনই ছিল তাদের জিগাংসা। মৃত্যু যখন তাদের শিকারকে ছিনাইয়া লইয়াছে তখনও তাদের আক্রোশের নিবৃত্তি হয় নাই। যাহা হউক, হজরত আলির বিশেষ চেষ্টার ফলে খলিফার মৃতদেহ কোনও মতে বিদ্রোহীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় এবং নগরের বাহিরে 'জান্নাত বাকী'র ময়দানে নীত হয়।

শহরের সাধারণ কবরস্থান এই 'জান্নাত বাকী' আঙিনার ভিতর খলিফাকে দাফন করা সম্ভবপর হয় নাই। পার্শ্ববর্তী এক ফাঁকা জমিতে কোনও মতে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত দোয়াকালাম পাঠের পর মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। দুই বৎসর পরে মারওয়ান উক্ত জমিকে 'জান্নাত বাকীর' সহিত জুড়িয়া দেন এবং কবরস্থানে পরিণত করেন। এই ঐতিহাসিক 'জান্নাত বাকী' ওহোদ যুদ্ধের বীর শহীদদান ও ইলামের বহু খ্যাতিমান বীরপুরুষের সমাধিক্ষেত্র। তার সংলগ্ন উক্ত নতুন জমিটিতে উমাইয়ারা ইহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া তাদের মৃত ব্যক্তিদের তাদের শহীদ-জ্ঞাতি হজরত ওসমানের সমাধির আশেপাশে কবর দিয়াছিল। তাদের প্রিয় এই নতুন ক্ষেত্রটিকে তারা 'হাশ্‌ত কন্‌কভ' বা নক্ষত্রের বাগান বলিত।

www.bjilibrary.com

খলিফার নিধানের পর সমগ্র মদিনা শহর ভীতিগ্রস্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। যে কয়জন লোক খলিফার রক্ষার জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল তারা ভয়ে আত্মগোপন করিল। এমন ভয়াবহ একটা অবস্থা আসিতে পারে নগরবাসীরা পূর্বে তাহা ধারণায় আনিতে পারে নাই। এখনও পরিস্থিতির শোচনীয় গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। যাহারা অতি উৎসাহে বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়াছিল অথবা তাদের সাহায্য করেছিল, তারা অনেকেই এখন ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং বিদ্রোহীদের সংশ্রব ত্যাগ করিল। যাহারা খলিফার নিকট জ্ঞাতি তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে গোপনে মক্কা ও অন্যান্য স্থানে চলিয়া গেল। জনৈক মদিনাবাসী নায়লার ছিন্ন অঙুলিগুলো কুড়াইয়া লইল এবং হজরত ওসমানের রক্তমাখা জামা দ্বারা সযত্নে মুড়িয়া দামেস্ক লইয়া গেল, প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত প্রতীকরূপে। সে উহা আমির মু'য়াবিয়ার পায়ের নিকট রাখিয়া বিদ্রোহীদের অত্যাচারের মর্মান্তিক কাহিনি বিবৃত করিল।

মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে কয়েকদিন ধরিয়া চরম অরাজকতা বিরাজ করিল। কোনও খলিফা ছিল না। কোনও স্থিতিশীল শাসন-সংস্থা ছিল না। নাগরিকদেরও সম্বিত ছিল না। খলিফার হত্যাকারীদেরই এ কয়দিন শহরে উপর সর্বময় প্রভুত্ব ছিল। তন্মধ্যে মিসরিয় দলেরই আধিপত্য ছিল বেশি। তাদের নেতা গাফিকী মসজিদে নববীতে ইমামতি করিত। এই ইমামতি ছিল রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার নিদর্শন।

এইভাবে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির ভিতর দিয়া চারদিন কাটিয়া গেল। নগরের অধিবাসীরা কচিৎ রাস্তায় বাহির হইত। পঞ্চম দিনে বিদ্রোহীদলের নেতারা মদিনাবাসীদের আহ্বান করিয়া জানাইয়া দিল, তারা (বিদ্রোহীরা) স্বদেশে যাত্রার পূর্বেই যেন মদিনার নাগরিকরা তাদের নির্বাচন অধকার ব্যবহার করিয়া একজন খলিফা নির্বাচন করে এবং সাম্রাজ্যকে স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

রাষ্ট্রের শোচনীয় অবস্থায় ভীত হয়ে হজরত আলি প্রবীণ সাহাবি তালহা অথবা জুবাইর ইহাদের যে কোনো একজনের হস্তে বায়ৎ হইতে চাহিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা হজরত আলিকেই খলিফা হওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ দিতে লাগিল। তাদের ভীতি প্রদর্শনমূলক চাপে এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুরোধে অবশেষে তিনি খিলাফতের বিপদঙ্কুল দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। হজরত ওসমানের হত্যার পর পাঁচদিন এইভাবে নানা গোলমাল কাটিয়া গেল ষষ্ঠ দিনে হজরত আলি কুরআন অনুসারে শাসন করিবেন বলিয়া ওয়াদা করিলেন এবং জনগণ কর্তৃক খলিফারূপে নির্বাচিত হইলেন (৬৫৬ খ্রি: হিজরি ৩৬ সন)।

তাল্‌হা ও জুবাইর সর্বপ্রথম হজরত আলির হাতে হাত রাখিয়া আনুগত্য সূচক বায়াৎ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, তাঁরা হাবভাব প্রকাশ করেন, বিদ্রোহীদের তাঁরা এরূপ করেছিলেন। সিরিয়ার গভর্নর মু'য়াবিয়া এবং আরও কেউ কেউ বায়াৎ গ্রহণ করিল না। কিন্তু সেজন্য তাঁহাদের নিকট পূর্বের মতো কোনো কৈফিয়ত চাওয়া হইল না। হজরত ওসমানের হত্যাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁরা এখন হইতেই হজরত আলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির কথা চিন্তা করিতে থাকিল। যাহা হউক, বিদ্রোহীদের অতঃপর নগর ত্যাগ করিল এবং মদিনায় পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসিল।

www.bjilibrary.com

হজরত ওসমানের চরিত্র

প্রায় বিরাশি বৎসর বয়সে হজরত ওসমানের জীবন-লীলা দুঃখের ভিতর দিয়া সমাপ্ত হইল। তিনি যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখনই তিনি বৃদ্ধ। তথাপি মুসলম-রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে জীবনের আরাম-আয়েশ সমস্ত বিসর্জন দেন এবং সর্বতোভাবে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। জনগণের কল্যাণ-সাধনই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলিফার আমলে আরব্ধ মুসলিম বিজয়স্রোত তাঁর আমলে অব্যাহত থাকে। মুসলিম রাষ্ট্রে অধিকার কোথাও তিনি তিলমাত্র ক্ষুণ্ন হইতে দেন নাই বরং তার পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছেন। কাবুল হইতে মরক্কো পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভূমধ্য সাগরে মুসলিম-অধিকার প্রতিষ্ঠা তাঁর এক অমরকীর্তি। কুরআনের যে অবিসংবাদিত পাঠের জন্য মুসলিম জাতি গর্ব করে, তারও মূলে রহিয়াছে এই ধর্মপ্রাণ খলিফার উপচিকীর্যা। কুরআন ছিল তাঁর নিত্যকার সহচর ও প্রিয়পাঠ্য। তাঁর বীর সেনানিরা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে দেশজয় ও আল্লাহ্‌র মহিমা প্রচারের জন্য যুদ্ধরত, তিনি তখন নীরবে দেশের অভ্যন্তরীণ কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখিতেন। অথচ যুগপৎ বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ ও সৈন্য-সাহায্য প্রেরণেও তাঁর কোনো দিন শৈথিল্য দেখা যায় নাই। খলিফার অক্ষমতা বা অমনোযোগিতার দরুন কোনও কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনী গুরুতর অসুবিধায় পড়িয়াছে, এমন কথা তাঁর শত্রুরও কখনও বলিতে পারে নাই। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও চারিতাখ্যায়ক মূ'য়র বলেন, 'দুর্বল ও অব্যবস্থিত চিত্ত হইলেও তাঁর হৃদয়-বৃত্তি ছিল কোমল ও উদার, যার জন্য শান্তির জমানা হইলে তিনি মুসলিম-জাহানে একজন জনপ্রিয় শাসক হিসেবে আদৃত হইতে পারিতেন। বস্তুত তাঁর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী শাসন-আমলের প্রথমার্ধে তিনি তাহাই ছিলেন। কিন্তু তারপরই দুর্দিন ঘনাইয়া আসে তাঁর জীবনে। কোরাইশ ও অকোরাইশ আরব-গোত্রসমূহের ভিতরকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরব জাতিকে অন্ত বিপ্লব গৃহযুদ্ধের দিকে দ্রুত ঠেলিয়া দেয়। ক্ষমতাসীন কোরাইশ গোত্র যদি তাদের সমগ্র শক্তি একত্রিত করিয়া তাদের বিরুদ্ধ পক্ষের মোকাবিলা করিত, তাহা হইলে এই গৃহযুদ্ধের শোচনীয় পরিণাম হইতে আরব জাতি ও খিলাফত নিরাপদ হইতে পারিত। কিন্তু তাঁর মতের পরিবর্তনশীলতা, শাসন পরিচালনায় স্বার্থ পরায়ণতা এবং স্বজনপ্রীতির ফলে মক্কার অভিজাত শ্রেণির ভিতরই বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং গোষ্ঠীকলহের তিক্ততা এমন প্রবল হয়ে উঠে যে, তদ্দরুণ তাদের পুরুষানুক্রমিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতায় সৌধ ভাঙিয়া চুরমার হয়ে যায়। এইভাবে তারা ক্ষমতাসীন থাকার সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়া বসে এবং খলিফা আবদুল মালিকের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত নেতৃত্বহীন অবস্থার দরুন গোটা আরব জাতির বিজয়স্রোত রুদ্ধ হয়ে যায়।'

হজরত ওসমানের পারিবারিক জীবনের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ সামান্যই পরিজ্ঞাত। তাঁর দুই পত্নী-নবীর দুই কন্যা-নবীর জীবদ্দশায়ই পরলোক গমন করেন। তারপর তিনি অনেকগুলো বিবাহ করেন। তাঁর এইসব পত্নীর মধ্যে বিবি নায়লার নামই ইতিহাসে সুপরিচিত। তাঁর খিলাফতের পঞ্চম সনে, তাঁর বয়স যখন চুয়াত্তর বৎসর এবং আরও তিন স্ত্রী বর্তমান, সেই সময় তিনি নায়লাকে বিবাহ করেন। ইনি পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন কিন্তু খলিফার সহিত বিবাহের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। খলিফার দুর্দিনে এই মহিলা সর্বক্ষণ বিশ্বস্তভাবে তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর

www.bjilibrary.com

সকল দুঃখের অংশভাগিনী হয়েছিলেন। খলিফার জীবনে এমন দিন ঘিরিয়া আসিতেছিল, যখন এমনই একজন বিশ্বস্ত সহকারিণীর তাঁর খুবই প্রয়োজন ছিল। তাঁর শাহাদতের সময় মোট কয় পত্নী জীবিত ছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে চারজনের বেশি নয় নিশ্চয়ই; আর তার মধ্যে ছিলেন বিবি নায়লা।

হজরত ওসমানের মোট তেরটি সন্তান ছিল; তন্মধ্যে কেহই বাঁদী-গর্ভজাত ছিলেন না, ইহা তখনকার দিনে আশ্চর্য। হজরত ওসমানের পুত্রদের ভিতর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবান। ইনি বনি উমাইয়াদের শাসন-আমল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[১]

হজরত ওসমানের ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল খুবই সুন্দর ও আদর্শ স্থানীয় তিনি ছিলেন একাধারে স্নেহবান পিতা, হৃদয়বান স্বামী এবং উদার অন্তঃকরণ প্রতিবেশী। নবীর দীর্ঘ সাহচর্যের ফলে নবী-চরিত্রের যাবতীয় গুণরাশি তাঁর ভিতর প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি সর্বদা উত্তম পোষাক পরিতেন এবং আতর-গোলাপ লাগাইতেন। কিন্তু তাঁর পরিচ্ছদে বিলাসিতার কোনো চিহ্ন বা এমন শান-শওকাত ছিল না যাতে মনে অহঙ্কার আসে এবং নিজেকে অপরের অপেক্ষ মনে হয়। হজরত উমরের ন্যায় মোটা বস্ত্র তিনি পরতেন না বা পত্নীদের দিতেন না। সাধারণত তিনি তহবন্দ পরিতেন না। শাহাদতের সময় তিনি ইচ্ছা করিয়া পাজামা পরিয়াছিলেন যাহাতে শত্রুদের আক্রমণের মুখে তিনি বে-আবরু না হন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ওসমান মিম্বরে দাঁড়াইয়া খুৎবা পড়িতেন, তখন তিনি তাঁর পরিধানে তহবন্দ দেখিয়াছেন, আর সে তহবন্দের দাম পাঁচ দেরহামের (এক টাকার) বেশি নয়।

হজরত ওসমানের আকুতি ও শারীরিক সৌন্দর্যের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। তিনি মোটামুটি লেখাপড়া জানিতেন এবং হাফিজে কুরআন ছিলেন। নবীর আমলে তিনি নিজে কুরআন লিখিতেন। এইজন্য সুরাগুলোর 'শানে নযুল' অর্থাৎ কোন্ সময়ে কোন্ অবস্থায় কি সুরা নাজেল হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর এবং নির্ভরযোগ্য।

তিনি অত্যন্ত রুচিবান ছিলেন। মসজিদে নববীর গঠন তিনি সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছিলেন। তার পশ্চাতে ও উত্তর-পশ্চিমে তিনি নিজের যে আবাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন, উহাও সৌন্দর্য ও আয়তন মদিনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। আজ পর্যন্ত সে প্রাসাদ কালের আঘাত সহিয়া বিদ্যমান আছে। 'মোকানে ওসমান' নামে উহ্য মদিনায় প্রখ্যাত। তার কিছু অংশ পশ্চিমদেশীয় হাজিদের থাকার জন্য নির্ধারিত আছে। উক্ত প্রাসাদে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উহাকে 'দারুল কুতুব ওসমানী' বলা হয়। যতিও মসজিদে নববীর পশ্চাতে গলির ভিতর উহা অবস্থিত, এই বৃহৎ লাইব্রেরি হজরত ওাসমানের স্মৃতি বিতড়িত বলিয়া শতাব্দী ধরিয়া সকল দেশের আগন্তুকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে।

---

১. নবীর দ্বিতীয় কন্যার গর্ভে একটি মাত্র পুত্র হয়েছিল, সে শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নবীর তৃতীয়া কন্যার গর্ভে কোনও সন্তান হয় নাই। হজরত ওসমানের তৃতীয় পত্নী ফাকতা বেন্‌তে গিসওয়ানের গর্ভে এক পুত্র জন্মে। তাঁরও শিশুকালে মৃত্যু হয়। তাঁর অপর পত্নী উম্মে উমর ওরফে বেন্‌তে জ্ঞানদার ছিলেন আমর, খালেদ, আবাদ, ওমর এবং মরিয়ম, এই পাঁচ সন্তানের জননী। অন্যান্য পত্নীর ভিতর ফাতেমা বেন্‌তে ওলিদের গর্ভে জন্মে দুই সন্তান-ওলিদ ও সাঈদ। উম্মুল বনিইন বেন্‌তে আয়ী নিয়াহ একটি মাত্র সন্তান আবদুল মালেককে গর্ভে ধারণ করেন। কিন্তু সেই শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় রুমেলা বেন্‌তে শায়েলার ছিল তিন সন্তান, আ'য়িশা, উম্মে সাবান ও উম্মে ওমরু। সর্বশেষ পত্নী নায়লা বেন্‌তে আনহার ইব্‌নে আফসাহ ছিলেন এবং সন্তানের মা-বাবার নাম ছিল মরিয়ম বেন্‌তে ওসমান।

www.bjilibrary.com

হজরত ওসমানের বংশ তালিকা

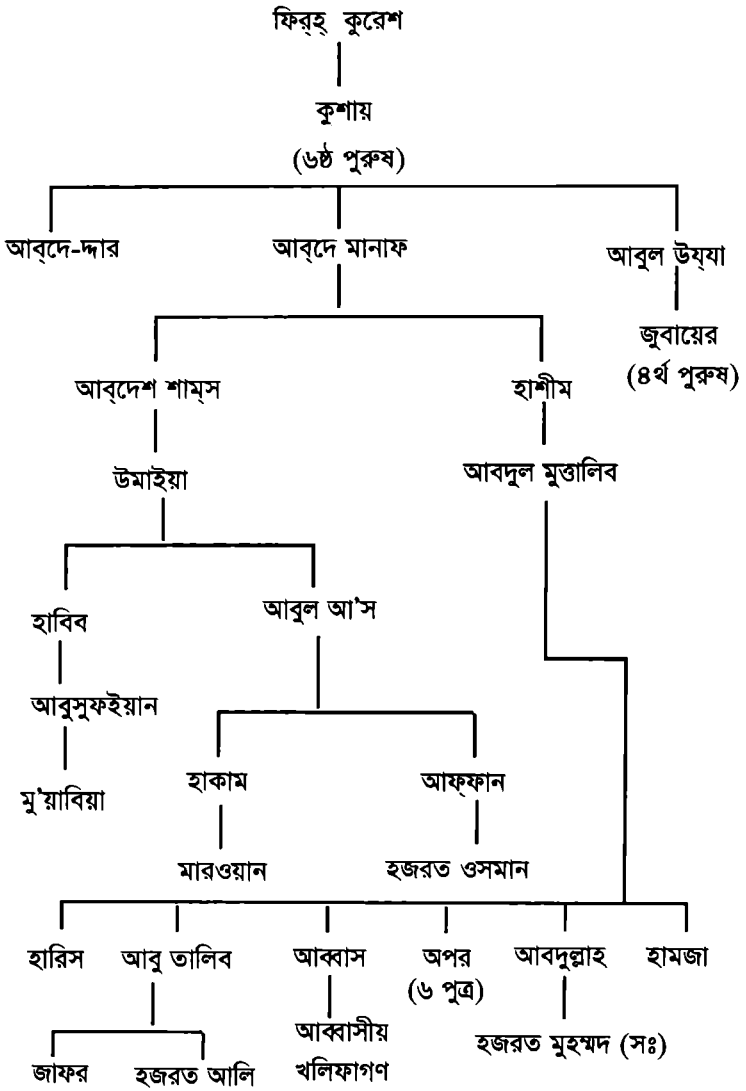

www.bjilibrary.com

গ্রন্থপঞ্জী

১. মৌলানা মুহম্মদ আলি— The Holy Quran
২. মৌলানা মুহম্মদ আলি— The Early Caliphate.
৩. সৈয়দ আমির আলি-— A Short History of the Saracens.
৪. সৈয়দ আমির আলি— The Spirit f Islam.
৫. স্যার উইলিয়াম মূ'য়র— The Caliphate : Its Rise Decline Falll.
৬. স্যার উইলিয়াম মূ'য়র— The Annals of the Early Caliphate
৭. পি, কে, হিট্টি— The History of the Arabs.
৮. আ, এ, নিকলসন্— The History of the Arabs.
৯. মৌলানা শিবলী নোমানী-সিরাতুন নবী (উর্দু)
১০. হাজি নইমউদ্দীন-খুলাফায়ে রাশেদীন (উর্দু)
১১. মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-মোস্তফা চরিত
১২. ডক্টর তো'হা হোসেন (মিসরি) প্রণীত 'হজরত ওসমানে'র মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ কৃত বঙ্গানুবাদ।
১৩. কাজী আবদুল ওদুদ-হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম
১৪. The Encyclopaedia of Islam
১৫. The Columbia Encyclopaedis.

www.bjilibrary.com